অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া

শৌনক গুপ্ত

পরিবেশক :

কথা ও কাহিনী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা : ইন্দ্রানী সেন
লেখন
৩৪।১ বণ্ডেল রোড
কলিকাতা-১৯
প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৬৯
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী
মুদ্রক : শ্রীপশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯
মূল্য : বার টাকা
Adwitiya Czechoslovakia
Price—Rupees Twelve only

অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই অধ্যাপক
ভদ্রলোকের উদ্দেশে—যাঁর কাছ
থেকে এই কাহিনীটুকু শুনেছিলাম

—এই লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ—

হো চি মিন

চে গুয়েভারা ও লাটিন আমেরিকা

মাও-সে-তুঙ

ভূমিকা

দেখা হয়েছিল লণ্ডনের আধা অভিজাত একটা হোটেলে।

নেহাত ব্যক্তিগত কারণে বিদেশে সফর করতে হচ্ছিল। লণ্ডনের আবহাওয়াও সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অত্যন্ত খারাপ ছিল। ভয়ানক কুয়াশা এবং অবিরাম বৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

হোটেলের লবীতে বসে এক প্রবাসী বন্ধুর সংগে গল্প করছিলাম এমন সময় ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন। বন্ধুবর বললেন ভদ্রলোক চেকোশ্লোভাকিয়ার অধ্যাপক এখানে একটা ইকনমিক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন। আমি উৎসাহিত বোধ করলাম। বললাম—চলুন না আলাপ করি, হয়তো চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক সোভিয়েট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কিছু পাওয়া যাবে। আমার পীড়াপীড়িতে বন্ধুবর রাজী হয়েছিলেন।

লবীতেই আলাপ হলো। অধ্যাপক ভদ্রলোক বললেন ওঁর আজই প্রাগে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু অত্যধিক কুয়াশার জন্য এয়ার ফ্লাইট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আরও চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে।

সবিনয়ে অনুরোধ জানালাম—আপনার দেশের সাম্প্রতিক ব্যাপার সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতার কথা যদি কিছু বলেন।

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—বিদেশে এসে এ' ব্যাপারে আমি মুখ খুলিনি। আমরা যাই বলিনা কেন, আমাদের ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে।

বললাম—আমি ভারতীয়। দু' একদিনের মধ্যেই আমি স্বদেশে ফিরে যাবো। রাজনীতি আমার পেশা নয়। আপনাকে ভুল বোঝার, আমার পক্ষে, সেজন্যই কোন কারণ নেই।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করেননি। তাঁর মুখ থেকেই কাহিনীটুকু শুনেছিলাম। গল্পের পাদপূরণের জন্য অবশ্যই কিছু বাড়তি চরিত্রের কথা আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। একটি মানুষের মানসিক বেদনার ছবিটি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি।

আমি সাহিত্যিক নই, সাংবাদিক ত নই-ই। এই কাহিনীর মূল বক্তব্য সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকের, পরিবেশনটুকু আমার নিজস্ব। পরিবেশনের ত্রুটিতে যদি রচনাটিতে সাহিত্যরসের অভাব ঘটে থাকে, সেই অপরাধ আমার এবং সেজন্য সুধী পাঠক সমাজের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরের দিন ভদ্রলোককে বিদায় জানাবার সময় বলেছিলাম—আপনি যদি অনুমতি দেন, এই ঘটনাবলী নিজের ভাষায় আমি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব। ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে সামান্য হেসে সম্মতি দিয়েছিলেন। বলেছিলাম—আপনার রচনার নামকরণটাও যদি আপনি করেন।

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন—রচনাটি আমার নয় আপনার। তবে নামকরণ করতে পারেন—"Tchecoslovaquie bresprecladny" যার বাংলা অনুবাদ "অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া"।

ভদ্রলোকের ইচ্ছানুযায়ী রচনাটির সেই নামই রাখলাম।

বিনীত

লেখক

The Communist Party depends on the voluntary support of the people. It cannot enforce its line by orders but by the work of its members and the truth of its ideals. It cannot impel its authority but constantly acquire by its action."

Rejoinder of the Czechoslovak Presidium.

"How could they do this to me ? My entire life was devoted to co-operate with Soviet Union. This is my own profound personal tragedy."

A. Dubcek.

আমি সাহিত্যিক নই, সাংবাদিক ত নই-ই। এই কাহিনীর মূল বক্তব্য সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকের, পরিবেশনটুকু আমার নিজস্ব। পরিবেশনের ত্রুটিতে যদি রচনাটিতে সাহিত্যরসের অভাব ঘটে থাকে, সেই অপরাধ আমার এবং সেজন্য সুধী পাঠক সমাজের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরের দিন ভদ্রলোককে বিদায় জানাবার সময় বলেছিলাম—আপনি যদি অনুমতি দেন, এই ঘটনাবলী নিজের ভাষায় আমি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব। ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে সামান্য হেসে সম্মতি দিয়েছিলেন। বলেছিলাম—আপনার রচনার নামকরণটাও যদি আপনি করেন।

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন—রচনাটি আমার নয় আপনার। তবে নামকরণ করতে পারেন —"Tchecoslovaquie bresprecladny" যার বাংলা অনুবাদ "অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া"।

ভদ্রলোকের ইচ্ছানুযায়ী রচনাটির সেই নামই রাখলাম।

বিনীত

লেখক

The Communist Party depends on the voluntary support of the people. It cannot enforce its line by orders but by the work of its members and the truth of its ideals. It cannot impel its authority but constantly acquire by its action."

Rejoinder of the Czechoslovak Presidium.

"How could they do this to me ? My entire life was devoted to co-operate with Soviet Union. This is my own profound personal tragedy."

A. Dubcek.


BERLIN
EAST GERMANY
1 East German and 7 Soviet divisions
WARSAW
POLAND
U. S. S. R.
1 Polish and 2 Soviet divisions
PRAGUE
OSTRAVA
CZECHOSLOVAKIA
PILSEN
BRNO
KOSICE
3 Soviet divisions
BRATISLAVA
Soviet and token Hungarian and Bulgarian forces
WEST GERMANY
MUNICH
VIENNA
BUDAPEST
AUSTRIA
HUNGARY
RUMANIA
ITALY
VENICE
YUGOSLAVIA
BELGRADE
BUCHAREST
0 Miles 100

॥ ১ ॥

আলোকিত দিগন্তের স্বপ্ন দিনান্তের শেষ আলোর সংগেসংগেই মিলিয়ে যাবে এটা ধারণারও বাইরে ছিল ফ্রানস্ লেবেনহার্টের।

বাতাসে কোন প্রতিধ্বনি ছিল না, প্রাগের ওয়েনসেস্‌লাস স্কোয়ারে সন্ধ্যার ভিড় অন্যদিনের চেয়ে বরং একটু বেশিই মনে হ'য়েছিল ওর। সারাদিন বেদম খাটুনি গেছে, গত আট মাস ধরে যে পরিশ্রম ওর দেহমনে শ্রান্তির বদলে জীবনের জোয়ার নিয়ে এসেছিল আজও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ২০শে আগষ্টের এই মধুর গোধূলির রং ওকে যেন আরও সম্পূর্ণতার এক আশ্বাসের মধ্যে উত্তরিত করেছিল। আজও বারবার একটা কথাই ওর মনে আলোড়ন তুলছিল, যে কথাটা গত আট মাসে অসংখ্যবার নিঃশ্বাসের সংগে মনে মনে ও উচ্চারণ করেছে—ডুবচেক জিন্দাবাদ, চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ।

আকাশে কালোমেঘের অস্তিত্ব ছিল না তা নয়, বরং সন্দেহের একটা কালো ছায়া মাঝে মাঝে ওর মনকে পীড়িত করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার এ্যাকশন প্রোগ্রামে উদার নীতিকরণের যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে, চারপাশের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াও তা মেনে নিতে পারেনি। তবু কোন বিপদের আশংকা বিন্দুমাত্রও অনুভব করেনি ফ্রানস্, যেমন করেননি ডুবচেক আর তাঁর সহযোগীরা। সিয়ার্নো বৈঠকের আলোচনার পুরাভাষ্য এখনও ফ্রান্‌স জানেনা। ডুবচেক অথবা কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কারও মুখেই উদ্বেগজনক কোন পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা শোনা যায়নি। ব্রাতিশ্লাভায় ৩রা আগষ্টের বৈঠকের পর যুক্ত ইস্তাহারে ববং পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হ'য়েছে বলেই স্পষ্ট বলা হয়েছিল। ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েই বলেছিলেন—"To do everything in their power to deepen the all round co-operation of their countries on the basis of the principle of equality, respect for sovreignty and national independence, territorial integrity

and fraternal mutual assistance and solidarity." ফ্রান্সের মন থেকে সন্দেহের বাষ্পটুকুও এতে উড়ে গিয়েছিল। ওর মনে বিশ্বাস হয়েছিল যে ডুবচেকের ঘোষিত কর্মসূচীর আর কোন বিপদ কোন মহল থেকে আসবে না।

ভিড় ঠেলে নারোডনি স্ট্রীটের স্বল্লালোকিত স্বপ্নময় কাফের পরিবেশে উপস্থিত হয়েছিল ফ্রানস্। তরুণ-তরুণীদের ভিড় তবু ওর কাজের চাপের মত এই আশা ও উদ্দীপনার জাগ্রত ছবিগুলি ফ্রান্সের মনে আলোড়ন তোলে, ভারী ভাল লাগে এদের ভাবনাহীন উদ্বেল মুখচ্ছবি। হাত ঘড়িতে দেখলো রোজমেরীর আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। রোজমেরী ছাড়া আর কারও সংগেই নাচতে ভাল লাগে না ওর। ওর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে অনেক মেয়েকেই ত' ও দেখলো কিন্তু রোজীর মত এমন শান্ত-সুন্দর আবেদন কারও মধ্যেই খুঁজে পায়নি। অল্প দিনের পরিচয়, হয় তো একবছরও পুরো হয়নি তবু ফ্রান্সের মরমে অনেকখানি দখল ক'রে নিয়েছে রোজমেরী—একদিন দেখা না হলেই মনে হয় দিনটা যেন সম্পূর্ণ হলো না, কোথাও অনেকখানি ফাঁক থেকে গেল। রোজীর আসতে দেরী হয়, বেতার কেন্দ্রে সন্ধ্যার ডিউটি ওর, অফিস ফেরতা তবু একবার ফ্রান্সের সংগে কাফেতে দেখা ক'রে তবে বাসায় ফেরে। ফ্রান্স টেবিলে বসে কনাকের অর্ডার দিল। গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে ভাবতে লাগলো রোজীর কথা, নিজের কথা আর চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া সমাজতন্ত্রের কথা।

স্বপ্নময়তার মধুর আবেশে হয় তো ফ্রান্সের জাগ্রত সত্তা হারিয়ে গিয়েছিল, কনাকের মৃদু নেশা ওকে আর একটা জগতে উত্তরিত ক'রে দিয়েছিল, কাফের নীলাভ আলো যেন অন্তবিহীন কোন অদৃশ্যালোকের বার্তা নিয়ে আসছিল। ফ্রান্স যেন সূক্ষ্মদেহে জীবন থেকে অন্য জীবনে উত্তরিত হতে হতে দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিচিত্রলোকে এসে পৌছে গেল—যেখানে যুদ্ধ নেই, মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘর্ষ নেই, লোভের হাতছানিকে অনেক দূর পিছনে ফেলে এসে মানুষ যেখানে শান্তির পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

—সার, আপনার টেলিফোন।

—আমার? ফ্রান্স যেন ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ। মিস রোজমেরী কাভানোভা টেলিফোন করছেন। খুব জরুরী।

ফ্রান্স ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো। বুথে গিয়ে টেলিফোন ধরে আবিষ্ট গলায় বললো—হ্যালো রোজ।

—ফ্রানস্। রোজীর গলা উত্তেজিত, শংকিত, ভীতিবিহ্বল।—ফ্রানস্, এত দেরী করছো কেন? সর্বনাশ হ'য়ে গেছে।

—কি, কি হয়েছে!

—রাশিয়া আমাদের আক্রমণ করেছে। রাশিয়া, আমাদের বন্ধু রাশিয়া।

—কি যা তা বলছো। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল?

—বিশ্বাস করো ফ্রানস্। বিমানে ক'রে রুজান এ্যারোড্রামে ওরা নেমেছে, অগুনতি সৈন্য। বিমানঘাটি দখল ক'রতে ওদের একটুও দেরী হয়নি। শুনছি ওরা অন্য দিক দিয়েও আসছে, চারদিক থেকে আসছে। সব শেষ ফ্রানস্, সব শেষ। রোজীর গলা কান্নায় ভিজে গেল।—আমাদের জীবন, আমাদের স্বাধীনতা।

—তুমি কোত্থেকে বলছো রোজী। ফ্রানস্ যেন এতক্ষণে জেগে উঠেছে। ওর গলা ভারী, গম্ভীর, সেন্টিমেণ্টের বাষ্প পর্যন্ত নেই।

—রেডিও ষ্টেশন থেকে। মুহূর্তে মুহূর্তে খবর আসছে।

—তুমি এক্ষুনি চলে এসো। এক্ষুনি। এখানে আমাদের কাফেতে। দেরী করো না লক্ষিটি।

মুহূর্তের মধ্যেই আবহাওয়া বদলে গেল। বুথ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, কাফে বন্ধ হ'য়ে গেছে, টেবিলগুলো উলটে গেছে, যে যেদিকে পারে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নামছে, রেডিওর কাছে বেজায় ভিড়, ট্রান্‌জিষ্টার যাদের সংগে ছিল তাদের আশে পাশেও অনেক ভিড়। ফ্রান্‌স আহত পদাতিকের মত পা পা ক'রে রেডিওর সামনে এসে দাঁড়ালো।

আরও খবর আসছে। প্রাগের দুই বিমান বন্দর রুজান আর পাবড়ুবাইস-এ অবিরাম সোভিয়েট যুদ্ধ বিমান নামছে—প্রতি মিনিটে একটা করে। রাশিয়ার সৈন্য শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এদের লক্ষ্য টেলিগ্রাম ষ্টেশন, রেলওয়ে ষ্টেশন আর বেতার কেন্দ্র।

ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল ফ্রান্‌সের সহকর্মী য়্যুনিভার্সিটির সমাজনীতির তরুণ অধ্যাপক ওল্ডরিক কারাশেক। ছ'ফুটের উপর লম্বা কারাশেক, ঠোঁটের নীচে পাতলা গোঁফ, উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, নাকের উপর ভুরু জোড়া লাগান। কারাশেককে আগেও দেখেছে ফ্রান্‌স—ওর তরুণী বান্ধবী লেনকা রিণেনোভার সংগে নাচছিল। কারাশেক এখন একা দাঁড়িয়ে, লেনকা ওর পাশে নেই।

ফ্রান্স আস্তে আস্তে ওর পাশে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলো। কারাশেক মুখ ঘুরিয়ে একবার ওর দিকে তাকালো, বজ্রমুষ্টি হাত আকাশে তুললো। গম্ভীর, ভয়াবহ গলায় শপথবাণী উচ্চারণ করলো—ফ্রান্স, আমরা এর শোধ নেব।

জনতা তখন উত্তেজিত, চারদিকে হৈচৈ, গণ্ডগোল, চিৎকার। ভয়ের চিহ্ন কারও মুখে নেই কিন্তু এই অভাবনীয় পরিস্থিতিতে সবাই যেন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। রেডিওর কথা শোনার আর দরকার নেই, সকলের মুখেই কি করা উচিত তারই জল্পনাকল্পনা।

—লেনকা কোথায় গেল? ফ্রানস্ জিজ্ঞেস করলো।—ওকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন?

—খবর শুনেই বাসায় ছুটে গেছে। কারাশেক গম্ভীর গলায় বললো—ওঁর বাবা মিষ্টার লিবিচেকের হার্টের অসুখ জানো ত। গত যুদ্ধের অক্লান্ত সৈনিক, রুশদের পাশে দাঁড়িয়ে জার্মানদের সংগে প্রাণপণ সংগ্রামে জিতেছে। এমন অসম্ভব খবর শুনলে হয় তো রাগে ক্ষোভে হতাশায় হার্টফেল করবেন। লেনকা তাই বাসায় ছুটেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে ফ্রান্স, চলো বেরিয়ে পড়ি।

—আমি রোজীর জন্য অপেক্ষা করছি। টেলিফোন করেছিল, এখানেই আসতে বলেছি।

—রেডিও ষ্টেশনে এখনও ওরা পৌছেনি?

—জানিনে। ফ্রান্সের গলা গম্ভীর, বিষণ্ণ।—হয় তো এতক্ষণ পৌছে গেছে।

—রোজী কি আসতে পারবে? কারাশেক জিজ্ঞেস করলো।—তোমার কি মনে হয় ফ্রান্স, রাশিয়া এমন অতর্কিতভাবে আমাদের আক্রমণ করলো। আমরা কি চুপ ক'রে থাকব।

—আমি ঠিক কিছু বলতে পারছি না। আমার এখনও কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না। রোজীর কাছে খবর শুনে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। রাশিয়া—রাশিয়া কেন আমাদের আক্রমণ করবে? সব না জেনে হঠাৎ কোন মন্তব্য করা ঠিক নয় কারাশেক।

—তুমি ত রাশিয়ার কোন দোষ দেখতে পাও না। কারাশেক ক্ষুব্ধ গলায় বললো।—কম্যুনিস্ট শুনলেই তুমি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে উঠো। জানো, দুনিয়ায়

কেউ আমাদের ভাল দেখতে পারে না। এতটুকু দেশ—শিক্ষায়, শিল্পে, কারিগরীতে আমরা ওদের সংগে পাল্লা দেব—এটা ওদের অসহ্য। নিজেদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আমরা নিজেরা গড়ে তুলছি এটা ওদের পছন্দ নয়। ডুবচেকের কথায় সারা দেশ উঠছে বসছে এটা ওরা কখনও চায়নি। ওদের ধারণা ডুবচেক কম্যুনিস্ট দেশগুলির আওতা থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

—আজ এসব আলোচনার সময় নেই ভাই। ফ্রান্স্ ওকে শান্ত করতে চাইল।—রোজী আসুক, তারপর আমরা বেরিয়ে পড়বো। কম্যুনিস্ট 'পার্টি' প্রেসিডিয়ামের আজ বৈঠক বসেছে। ওখানে একবার যেতে হবে। তারপর রাশিয়ান এ্যামবাসীতে যেতে হবে। ওখানকার জুনিয়ার অফিসার লাভিস্লাভ সিতেনস্কি আমার বন্ধু জানো ত! মস্কোতে দু'জন একসংগে পড়েছি। ওকে একবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করা দরকার।

—ওখানে পেঁছাতে পারলে ত। কারাশেকের গলায় হতাশা।—ওখানে যেতেই হয়তো রাশিয়ার গুলীতে আমাদের প্রাণ যাবে। সিতেনস্কি এখন আর তোমার বন্ধু নয় ফ্রান্স্, পয়লা-নম্বর শত্রু। কিন্তু লেনকা এখনও টেলিফোন করছে না কেন, ওর বাবা কেমন আছেন জানাবে বলেছিল। আমিই বরং ওকে একটা টেলিফোন করি। কি বল ফ্রান্স্?

—বেশ'ত। ফ্রান্স্ সায় দিল।—তুমি যাও; আমি এখানেই আছি। রোজী হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।

কয়েক মুহূর্তেই ফিরে এলো কারাশেক। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারা যাচ্ছে না, আহত বাঘের মত রাগে গর্ গর্ করছে কারাশেক।

—কি হলো, টেলিফোন করলে না?

—ওরা লাইন কেটে দিয়েছে। ব্লাডি স্কাউনড্রেল্স্—আমরা এর শোধ তুলবো, আমরা চুপ করে থাকব না।

একটু পরেই দরজায় রোজমেরী কাভানোভাকে দেখা গেল। রোজীর সারা মুখ ঘর্মাক্ত, ছুটে আসার পরিশ্রমে ও তখনও হাঁপাচ্ছে। ফ্রানস আর কারাশেক দু'জনেই ছুটে গেল ওর দিকে।

—রোজী। ফ্রান্স্ ওর হাত ধরলো।—একটু বিশ্রাম নাও। তুমি একটু চুপ করে বসো। ফ্রানস্ একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

নির্জীবের মতো বসে পড়লো কাভানোভা, সংগে ব্যাগ নেই, একখানা রুমাল পর্যন্ত ওর হাতে নেই। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, এর মধ্যেও ভয়ানক ঘামছে।

—রাশিয়া একা নয় ফ্রানস্, হাঙ্গারী, পূর্ব জার্মানী, পোলাণ্ড ও বুলগেরিয়া এক সংগে আমাদের ঘিরে ধরেছে। পূর্ব পরিকল্পিত, একদম নিখুঁত কাজ। শুধু আমরা এবং আমাদের নেতারা কিছুই জানিনা।

—তাই নাকি। জনতা রেডিয়ো ছেড়ে মিস কাভানোভাকে তখন ঘিরে ধরেছে।

—আমরা সহযোগিতা করিনি। রোজমেরী চিৎকার করে বলতে লাগলো। —রুজান বিমান বন্দরে আমাদের কর্মীরা রুশীয় বিমানে তেল জোগাতে অস্বীকার করেছে। রুশ বিমান নামবার নির্দেশ দিতে ও ওরা রাজী হয়নি।

—তুমি যে বললে হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পোলাণ্ড আর পূর্ব জার্মানীও তাদের সৈন্য পাঠিয়েছে? খবরটা কি ঠিক? ফ্রানস্ কোনরকমে জিজ্ঞাসা করলো।

—রেডিও স্টেশনে খবর এসে গেছে। একটুখানি পরেই সব শুনতে পাবে। রোজি ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিল।

ওরা তিনজন যখন নারোডনি স্ট্রীট ধরে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে পৌঁছাল তখন রাত বারটা বেজে গেছে। স্কোয়ারে তখনও অনেক লোক, বেশির ভাগ তরুণের দল। কারখানার শ্রমিক, কলেজের ছাত্র ছাত্রী, স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সরকারী অফিসের কর্মচারী। ওদের কথায় ক্ষোভ, লজ্জা আর ঘৃণা, ওরা প্রতিবাদে উচ্ছল প্রতিরোধের সংকল্পে অধীর। প্রেসিডিয়াম কেন এখনও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে না সেটাই ওরা সমস্বরে প্রশ্ন করছে। ফ্রানস্ শক্ত করে রোজীর হাত ধরেছে, কারাশেক রোজীর কাঁধের উপর হাত রেখেছে। ওদের কারও মুখে কথা নেই। ফ্রান্স্ ভাবছে আলোকিত দিগন্ত সত্যই মেঘে ঢেকে গেছে। গত আট মাস ধরে সমস্ত চেকভূমিতে স্বাধীনতার যে নব সূর্যোদয় ওকে প্রতিনিয়ত আলো দিয়েছে, আজ সে আলো জোর করে নিভিয়ে দিয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্যে কি আছে এখনও নিঃসন্দেহে বলা মুস্কিল। ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলি ব্রাতিস্লাভার যে ঘোষণা-পত্রে সই করলো সেটা কি একদল প্রতারকের দুরভিসন্ধির মুখোসমাত্র? ওদের এই আক্রমণ কি সত্যিই পূর্বপরিকল্পিত? আক্রমণের ধরণ দেখে কেবল সেটাই

মনে হওয়া স্বাভাবিক। চেকোশ্লোভাকিয়ার এ্যাকশন্ প্রোগ্রাম সম্পর্কে ওদের মতামত কি কেবল আক্রমণ দিয়েই প্রকাশ করতে হবে?

—রোজী তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্স্ স্তব্ধতা ভাঙার জন্যই জিজ্ঞেস করলো।

—না। রোজীর কণ্ঠে যেন বন্য উদ্দামতা ঝড়ে পড়লো।—আমি হাঁটবো, আমি প্রতিবাদ করবো, আমি আমাদের জাতীয় পতাকা নিয়ে ওদের ট্যাংকের সামনে গিয়ে হাজির হবো। ওরা আমাকে গুলী করে মারুক, আমার তাজা রক্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ুক—ওরা বুঝুক চেকভূমির মানুষ ভয় পায় না, স্বাধীনতার জন্য বহু বৎসর ধরে ওরা অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে অনেক রক্ত দিয়েছে—আরও দিতে ওদের আপত্তি নেই। আমি আর ঘরে ফিরবো না ফ্রান্স্।

ফ্রান্স্ আর কথা বাড়াল না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওরা রেডিও প্রাগের মর্মান্তিক ঘোষণা শুনলো। গতকাল রাত্রি এগারটার সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোলিশ প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরিয় প্রজাতন্ত্র, পূর্ব জার্মান বাহিনী চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রের সীমানা অতিক্রম করেছে। রাত্রির অন্ধকারে পূর্ব জার্মানী থেকে সোভিয়েট বাহিনীর ৭ ডিভিশন ও পূর্ব জার্মান ১ ডিভিশন সীমান্ত অতিক্রম করে চোকেশ্লোভাকিয়ায় ঢুকে পড়ে। দক্ষিণ পোলাণ্ড থেকে ২ ডিভিশন সোভিয়েট ও ১ ডিভিশন পোলিশ বাহিনী, সোভিয়েটের উক্রাইন থেকে ৩ ডিভিশন সোভিয়েট বাহিনী এবং উত্তর হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েট, হাঙ্গেরীর ও বুলগেরীয় সৈন্য বাহিনী শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েট ট্যাংকবাহিনী দ্রুতগতিতে ব্রাতিশ্লাভার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ওরা তিনজন বিস্মিত আর ব্যথিতচিত্তে সমস্ত ঘোষণাটি শুনলো। রাস্তায় জনারণ্য, কিন্তু কোন গণ্ডগোল নেই। ঝড়ের পূর্বাভাষের মতই সাবই যেন নীরব রাগে ফুলছে। কারাশেক আবার ওর স্ফীত, বলদীপ্ত মুষ্টি আকাশে তুললো।

—আমিও ঘরে ফিরবো না রোজী। ওরা জানুক মৃত্যুকে আমরা ভয় করিনা। ওদের ট্যাংক আমাদের শরীরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে তবু আমরা একতিল নড়বো না।

—আমার অনুরোধ শোন। ফ্রান্‌স্ যেন মিনতি করলো।—চলো প্রেসিডিয়ামের বাড়ীর দিকে যাই। ওরা একটা কিছু ঘোষণা নিশ্চয়ই করবে। ওদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। ওদের উপর আমরা আমাদের বিশ্বাস অর্পণ করেছি, একক প্রতিবাদে কোন লাভ হবে না।

কারাশেক তীব্র দৃষ্টিতে একবার ফ্রান্‌স্‌কে দেখলো, রোজীর দু'চোখের দৃষ্টি ও যেন প্রতিবাদে ধক ধক করে উঠলো, তবু ফ্রান্‌সের গভীর আত্মপ্রত্যয় যেন ওদের একটু প্রকৃতিস্থ করে তুললো। ওরা আবার নীরবে হাঁটতে লাগলো।

প্রেসিডিয়ামে সাপ্তাহিক আলোচনা যথারীতি বসেছিল। মস্কোরও এ' খবর জানতে কোন বাধা ছিল না যে প্রতি মঙ্গলবার চেক কম্যুনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম বসে। নেতাদের সবাইকে সেখানেই পাওয়া যাবে। রুশবাহিনী প্রাগে পদার্পণ করে সেদিকেই ছুটে গিয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রী সার্ণিক টেলিফোনে খবর পেলেন যে রুশবাহিনী অতর্কিতে রুজান বিমান বন্দরে নামছে। টেলিফোনেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি।—এ হতে পারে না, আমি বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয়বার টেলিফোন পেয়েও তিনি অবিশ্বাসের সংগে চিৎকার করলেন, "বিশ্বাসঘাতকতা"।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডুবচেক—চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক। সব শুনলেন তিনি—একটু ও উত্তেজিত হলেন না, শুধু ওর গাঢ় গভীর চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হয়ে উঠলো। ওঁর প্রশান্ত মসৃণ ললাট বলিরেখায় কণ্টকিত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে প্রায় আপন মনেই তিনি বললেন—ওরা কেমন করে আমার সংগে এমন ব্যবহার করলো? সারা জীবন ধরেই আমি একটা মাত্র ব্রত পালন করেছি—সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিজমের জন্যই আমি জীবন উৎসর্গ করেছি।

ওরা তিনজন একসময় প্রেসিডিয়ামের ভবনের সামনে এসে পৌছাল। ফ্রান্‌স্ শুনলো ওদের জরুরী বৈঠক বসেছে। সকালের মধ্যেই ওদের ঘোষণা প্রচারিত হবে। ওরা দরজার থেকে একটু দূরে পাশাপাশি বসে পড়লো।

সোভিয়েট বিমান আর ট্যাংকের গুরু গুরু শব্দ শুনতে লাগলো ওরা। সোভিয়েট বাহিনী এগিয়ে আসছে। প্রেসিডিয়ামের বৈঠক হয়তো শেষ করার সময় পাবেন না ওঁরা। রোজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, কারাশেক

আকাশের দিকে হাত তুলে রাখলো, ফ্রান্‌স্ নীরবে বাতাসে প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলো। রোজীর দিকে ফিরে তাকালো ফ্রান্‌স্—রোজী আজ অনেক দূরের মানুষ। রোজী জানে, কারাশেকও জানে ফ্রান্‌স্ চিন্তাশীল মানুষ। ফ্রান্‌স্ ওদের মতই দেশকে ভালবাসে, হয়তো ওদের থেকেও বেশি। ফ্রান্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ওদের চেয়ে ফ্রান্‌সের বেশি জানা আছে। চেকভূমিতে উদারনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেছে ফ্রান্‌স্—ডুবচেকের ভাষ্যকার হিসাবে ওর সুনাম আছে। ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির বিশেষ করে সোভিয়েট মনোভাব ফ্রানসের বিলক্ষণ জানা আছে। উদারনৈতিক দৃষ্টিভংগীর বিপদ অনেক—চেকো-শ্লোভাকিয়ার চারদিকে সমালোচকের অভাব নেই। নভোৎনির অপসারণের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও জটিলতর হয়ে উঠেছে। তবু আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের অসীম সাহস—তিনি সমাজতন্ত্রের নূতন পরীক্ষায় সফল হবেন এই নিশ্চিত বিশ্বাসে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি বার বার—ধীর স্থির অকম্পিত গলায় নিজের মতবাদ প্রকাশ করতে তিনি অকুণ্ঠিত। রাশিয়া কতটুকু মেনেছে ফ্রানসের জানা নেই—প্রতিবিপ্লবের আংশকা রাশিয়া বার বার প্রকাশ করেছে। গত জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে পড়েছে ফ্রান্‌স্, জুলাই মাসের ১৪।১৫ তারিখে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়ে ওয়ারশ শক্তি সমূহের যে বৈঠক বসেছিল তার বিস্তারিত বিবরণও ওর জানা আছে। ওই বৈঠকে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি ওরা যে পত্র প্রেরণ করেন তাও ফ্রান্‌স্ গভীর মনোযোগের সহিত অনুধাবন করেছে। স্পষ্টতঃই ডুবচেকের উদারনৈতিক সংস্কারকে ওরা মেনে নিতে পারেননি। উদারনীতি-করণকে ওরা কম্যুনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টি ও রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। এ সব সত্বেও ডুবচেক আপন আদর্শে, আপন দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল থেকেছেন বলে ফ্রানসের মনে ওঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ফ্রান্‌স্ মনে করে উদারনৈতিক সংস্কার চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবেনা।

—আমি চলি। কারাশেক উঠে দাঁড়াল,—এখানে বসে থেকে আমার অস্বস্তি লাগছে।

—আমিও চলি। রোজমেরীও উঠে দাঁড়াল।—তুমিও কি আমাদের সংগে যেতে চাও ফ্রান্‌স্‌?

—কোথায় যাবে ঠিক করেছ? ফ্রান্‌স্‌ নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—জানিনা। রোজী এখনও অপ্রকৃতিস্থ।—মনে হচ্ছে তুমি কিছু করতে চাও না। হয় তুমি ভয় পেয়েছ নইলে এই আক্রমণকে নিন্দে করার মত সাহস তোমার নেই।

—কি বলছো তুমি? ফ্রান্‌স্‌ চিন্তিত, হতবাক।

—রোজী ঠিকই বলেছে ফ্রান্‌স্‌। কারাশেক উগ্র গলায় জবাব দিল।—তুমি রাশিয়ানদের দোষ দেখতে পাওনা। তোমার চোখে কোসিগিন আর ব্রেজনেভ এখনো মহাপুরুষ। তুমি এই আক্রমণের অন্য কোন অর্থ আছে কিনা ভাবতে চাইছ। আমাদের সব সন্দেহ ঘুচে গেছে। অতএব তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

—সার্ণিক অথবা ডুবচেক কি বলেন শুনবে না?

—ওঁদের বলার সময় হবে না। শুনছো ট্যাংকের শব্দ অনেক কাছে এসে গেছে। ওঁরা বন্দী হবেন, ওঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে।

—উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই কারাশেক। ফ্রান্‌স্‌ আস্তে আস্তে বললো।—রাশিয়াকে শত্রু বলে আমি এখন ভাবতে পারছিনে। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পোলাণ্ড অথবা পূর্ব জার্মানীও আমাদের শত্রু নয়। ওদের সংগে হাত মিলিয়ে আমরা এতকাল চলেছি। আমাদের দেশে ওদের আমরা বিদেশী বলে ভাবিনা। আজ কেন, কোন্‌ বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ওরা অমোদের এমন অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করলো সেটা ভাল করে জানা তোমরা কি প্রয়োজন বোধ করোনা?

—তার কোন প্রয়োজন নেই ফ্রান্‌স্‌। রোজমেরী আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো।—রেডিও প্রাগের ঘোষণাও তুমি শুনেছ। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ব্রাতিশ্লাভার সনদ ওরাই ভংগ করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ওরা কেড়ে নিতে এসেছে। আমরা এর জবাব দেব ফ্রান্‌স্‌, জোরাল কণ্ঠে এর প্রতিকার চাইব। আশা করবো ওদের গুলীতে মৃত্যুর আগে আমার কণ্ঠ বিশ্বের সব স্বাধীন মানুষের কানে গিয়ে পৌছাবে।

ওরা হাত ধরাধরি করে চলে গেল। ফ্রান্‌স্‌ দু'চোখের প্রখর দৃষ্টি দিয়ে

ওদের দেখলো; রোজমেরী অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, ওকে আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ফ্রান্‌স্। হয়তো ওর জীবন থেকে, স্বপ্ন থেকে সরে গেল রোজমেরী। আরও একটা দিন যদি রোজমেরী বেঁচেও থাকে ওর জীবনে হয়তো আর সেদিন ফিরে আসবে না। ওর দু'চোখের জলন্ত ঘৃণায় ফ্রান্‌স্ ও যেন ভস্ম হয়ে গেল।

এতক্ষণে দু'চোখ বেয়ে দর দর করে জল নামলো ফ্রান্‌সের। আরও আশ্চর্য, এত দুঃখ, হতাশা আর স্বপ্নভংগের মধ্যেও ওর নিঃশ্বাসের সংগে কেবল একটি শপথবাণীই যেন মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হলো—দুবচেক জিন্দাবাদ, চেকোশ্লাভাকিয়া জিন্দাবাদ।

রাস্তার পাশেই চুপ করে বসে রইলো ফ্রান্‌স্। সাঁইত্রিশ বছরের অনেকগুলি দিন ওর যুদ্ধ করে কেটেছে। জীবনের সংগে যুদ্ধ, বাঁচার তাগিদে যুদ্ধ। একটু আগেই কারাশেক আর রোজমেরী বলে গেল ফ্রান্‌স্ ভয় পেয়েছে। ওরা কি সত্যিই জানে না ভয়কে সারাজীবন ধরে ফ্রান্‌স্ কখনও স্বীকার করেনি। রাশিয়ান বুলেটের সামনে দশজনের হাততালির মধ্যে বুক পেতে দিয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করলেই কি সাহসের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হলো? ওরা কি চোখ খুলে দুনিয়াকে দেখছে না। আজকের পৃথিবীতে কেউ কি কারও স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে? আমেরিকা কি পেয়েছে ভিয়েৎনামের অধিকার, ফ্রান্স কি আলজিরিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে, স্মিথ কি পেরেছেন রোডেশিয়ার কাল মানুষদের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে? ল্যাটিন আমেরিকা রক্ত স্নানে শুদ্ধ হয়েছে বছরের পর বছর, সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছে লক্ষ লক্ষ অমূল্য জীবন—তবু কিউবা জেগেছে, বলিভিয়ার ঘুম ভেঙেছে, ডোমিনিয়ন রিপাবলিক একটা আহত অজগরের মত গর্জনে সারা পৃথিবীর বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। কারও স্বাধীনতা কি কেড়ে নেবার জিনিষ, মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করলেই কি মানুষের অন্তরের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। সমাজতন্ত্রের নবজন্ম হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়, নূতনের স্পর্ধা হয়তো সোভিয়েটের কাছেও অসহ্য ঠেকেছে। কিন্তু দুবচেকের একক কণ্ঠকে যদি সোভিয়েট জোর করে বন্ধ করতে চায়, আবার হাজার কণ্ঠে সেই বাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। সোভিয়েটের সাধ্য কি তাকে ধ্বংস করার।

সকালের আলো ফোটার আগেই ভীড় বাড়তে লাগলো রাস্তায়। ফ্রান্‌স্ ওদের সংগে এক সময় মিশে গেল। সবাই শ্লোগান দিচ্ছে "রুশ ফিরে যাও।" ওদের চিৎকার আর ধিকারে ভোরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রুশ ট্যাংক রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রায় সামনাসামনিই এসে পড়ছে ট্রাকে বোঝাই চেকোশ্লোভাকিয়ান তরুণ তরুণী। গালাগালি করছে, সরোষে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই নিলর্জ্জ আক্রমণের। হাজার হাজার চেক পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে—ট্রাক থেকে, বাড়ীর বারান্দা থেকে, দোকানের ছাদ থেকে। ভোর বেলায় রেডিও প্রাগ থেকে ডুবচেকের আবেদন শুনতে পেল ফ্রান্‌স্—আমরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে অপারগ—শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে যান। ফ্রান্‌স্ জনতার দিকে ফিরে চিৎকার করে বললো—শুনলেন তো ডুবচেক আপনাদের কি করতে বলছেন? শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, বিদেশীদের সংগে সম্পূর্ণ অসহযোগ। বুঝিয়ে দিন আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না, আমরা ওদের আচরণ পছন্দ করছি না। পাশে দাঁড়ানো একজন বৃদ্ধার হাত থেকে একটি পতাকা চেয়ে নিল, সেটা আন্দোলিত করতে করতে একটি সোভিয়েট ট্যাংকের প্রায় সংগে সংগেই চলতে লাগলো, সমানে চিৎকার করতে লাগলো—তোমরা কেন এখানে এসেছ, তোমরা আমাদের নিমন্ত্রিত নও। চেকোশ্লোভাকিয়া তোমাদের সাহায্য চায় না, তোমরা স্বদেশে ফিরে যাও বন্ধুগণ। চিৎকার করতে করতে ওর গলা ধরে গেল, ওর হঠাৎ মনে হলো গত সন্ধ্যা থেকেই ওর প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি, সারা রাত হিমের মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়েছে, ওকে ভীরু অপবাদ দিয়ে রোজী আর কারাশেক চলে গেছে। শারীরিক অবসন্নতায় এতক্ষণে যেন ওর মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে এল, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠলো। প্রায় একটি সোভিয়েট ট্যাংকের সামনেই ওর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে পড়লো, কপালের কাছে প্রচণ্ড ব্যথা পেলো, আছন্নতার মধ্যে ও তখন অনুভব করতে পারলো ওর কপাল ফেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে। কে যেন পাশ থেকে বললো—আহারে পড়ে গেল, ওকে কোলে তুলে নাও। কয়েকজন যেন ওর গায়ে হাত দিল, ওকে টানতে টানতে ভিড়ের বাইরে নিয়ে আসতে লাগলো। তারপর ওর আর চেতনা রইল না।

॥ ২ ॥

ক্লাব ২৩১ এর বিশাল হল ঘরে তখনও নৃত্যগীত চলছিল।

একটি টেবিল ও খালি নেই। ২০শে আগষ্টের রাত্রির শেষযাম কখন এগিয়ে এসেছে কারও খেয়াল করার সময় নেই। নীলাভ নিয়ন আলোয় স্বর্গপুরীর মায়াকুঞ্জ তৈরী হয়েছে। কনাক, শ্যাম্পেন আর হুইস্কির স্রোতে সকলে কমবেশি নেশাসক্ত। প্রাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই ক্লাব—এর শাখা প্রশাখা অনেক। অসংখ্য সদস্য এঁদের—সকলেই সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, বিজনেসম্যান, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলেই এর সদস্য। অভিজাতদের ক্লাব হিসেবে প্রাগে এর সুনাম আছে। এর চাঁদার হার আকাশচুম্বী, সাধারণ নাগরিকের সাধ্যের বাইরে। এখানে প্রবেশ করলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে চেনা যায় না—মনে হয় ইউরোপের অথবা আমেরিকার কোন প্রথম শ্রেণীর নাইট ক্লাবে প্রবেশ করেছি। সদস্য নেবার বেলায় ও এই ক্লাবের রীতিনীতি আন্তর্জাতিক—পৃথিবীর যে কোন দেশের লোক এর সভ্য হতে পারেন—প্রাগে যারা নানা দরকারী কাজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন—যদি তাদের পকেটে প্রচুর পরিমাণ টাকা থাকে। প্রতি সন্ধ্যাতেই এই ক্লাব জম জমাট, গভীর রাত্রি পর্যন্ত নাচগান খেলাধূলা পানাহার প্রভৃতিতে সভ্যরা জীবনের অফুরাণ আনন্দ উপভোগ করেন। ক্লাব ২৩১ প্রাগের অন্যতম স্বর্গপুরী, অন্যতম হলেও অনন্যা।

দোতলায় সম্পাদকের অফিসে সেদিন ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের জরুরী অধিবেশন বসেছে। আলোচ্য বিষয় চেকোশ্লাভাকিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সম্পাদক জারিমির ব্রডস্কি, জেনারেল পেলচেক, ওতাকার রামবুসেক্, ফ্রান্টিসেক পাওল, জেরেমির নেভেস্কি, মিষ্টার স্তানিশ্লাভ চেনচিক, হানকা পারনিকোভা, ভিকি মারচেলকা ও মেরী সুজান।

কয়েকদিন আগে চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র 'রুদে প্রাভো' ক্লাব ২৩১-এর সম্পর্কে বিষোদ্গার করেছে। ক্লাবের কর্মকর্তাদের সম্পর্কেও তাদের

মন্তব্য সহজপাচ্য নয়। বিশেষ ক'রে সম্পাদক ব্রডস্কী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে তিনি একজন প্রখ্যাত ফাসিস্ত। রুদে প্রাভোর মতে ক্লাবের সভ্যদের বেশির ভাগ হলেন প্রাক্তন ফাসিস্ত আইনভঙ্গকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, প্রাক্তন শ্লোভাক রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে উৎসাহী, বিশেষ ক'রে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে ধূলিস্মাৎ করার অভিপ্রায়েই এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রুদে প্রাভোর এই মত প্রাগের তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। ক্লাবের কাজকর্মের প্রতি তাদের দৃষ্টিভংগী সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সরকারপক্ষ থেকে অবশ্য এই মতামতের উপর এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তবে রুদে প্রাভো যদি এই ধরণের অপবাদ চালিয়ে যায় ক্লাবের পক্ষে তা' বিলক্ষণ ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। ক্লাবের নিজস্ব পত্রিকা ও পুস্তিকায় অবশ্য এর প্রতিবাদ করা হযেছে তবু ব্রডস্কি নিজে এতে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সময় থাকতে সাবধান না হ'লে কোনদিক থেকে বিপদ আসবে ঠিক নেই।

—আমরা কম্যুনিষ্টদের উৎখাত ক'রব। ব্রডস্কি সদম্ভে ঘোষণা করলেন।

—তাহলে এখনই তার স্থবর্ণস্থযোগ। জেনারেল পেলচেক নিজের মতামত দিলেন।—ব্রাতিস্লাভার বৈঠকের বিবরণও আপনার কাছেই আছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান সরকার সমাজতান্ত্রিক সংস্কার চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এতে আমাদের স্থবিধা হবে।

—আমাকে একটু ভাবতে দিন। ব্রডস্কি উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

—আপনারা জানেন আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা শুধু ক্লাব নয়, এটা চেকোশ্লোকিয়ায় কম্যুনিষ্ট সরকার উৎখাত করার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান একক অথবা সমবেতভাবে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস মাত্র। ব্রডস্কি আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। শ্রোতারা উৎকর্ণ, ব্রডস্কির প্রত্যেকটি কথা অশেষ মনযোগ দিয়ে শুনছেন।—চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনীতিতে চরম সংকট উপস্থিত হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে নোভৎনির অপসারণের পর ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ শক্তিগুলির সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ডুবচেক মার্কসীয় নীতিগুলিকে বিস্তারিত ভাষ্যে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক দেশের ভৌগলিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতিকে যথাযথ

মূল্যায়ন করতে হলে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর খানিকটা ব্যবহারিক রদবদল করা প্রয়োজন। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। কিন্তু আমাদের সমস্যা ভিন্ন, আমরা আদপে কম্যুনিজম ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করি না। ডুবচেকের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র অথবা শোভিয়েটের প্রলেতারিয় সমাজতন্ত্র কোনটাকেই স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত নই। তবে ডুবচেকের নীতিতে সুবিধা এই যে কম্যুনিষ্ট ছাড়া ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি উদার, তাদের সংগে একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক তৈরী করার ও তিনি পক্ষপাতী। এর ফলে গত একবছরের মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই 'ঈগল', 'ফালকন', 'স্বাওতিনকা', ঈভকা, 'ইমকা' ইত্যাদি দলের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের ক্লাবের মত আরও কয়েকটি ক্লাবেরও জন্ম হয়েছে—যেমন নির্দলীয় জনগণের ক্লাব, পি-টি-পি ক্লাব, সমালোচকদের ক্লাব, ইত্যাদি। এদের ম্যানিফেষ্টো আমি জানি, এরা কেউ কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্ধু নন। জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। ঐসব দল সংহত হয়ে সমষ্টিগতভাবে যদি চেষ্টা করেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আমরা বিতাড়িত করতে পারবো।

ব্রডস্কি থামলেন। ওঁর মুখমণ্ডল আরক্ত, কপালের বলিরেখার মধ্যে ক্রূরতা ফুটে উঠেছে। বয়স ষাটের উপরে তবু বেশ শক্ত সমর্থ শরীর ব্রডস্কির। রুদে প্রাভোর ফাসিস্ত গালিতে তিনি মনে মনে উৎফুল্ল। ফাসিজম্ তাঁর কাছে গর্বের, গৌরবের। ফাসিস্ত কি উনি একাই—স্তালিন কি ছিলেন, কিংবা ক্রুশ্চেভ কিংবা আজকের কোসিগিন, ব্রেজনেভ। ফাসিস্ত হিটলারের সংগে কম্যুনিষ্ট জোসেফ স্তালিনের খুব বেশি তফাৎ ছিল কি? তফাতের মধ্যে শুধু ওঁরা দু'ই শিবিরের মানুষ ছিলেন।

—অবস্থা এখন আমাদের অনুকূল। জেনারেল পেলচেক বললেন।—ডুবচেক চেকোস্লোভাকিয়া আর পশ্চিম জার্মানীর সীমানা উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। নাটো শক্তিবর্গের সংগে যোগাযোগ রাখা সহজতর হয়ে উঠেছে।

—আমেরিকার সাহায্য ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে। ক্লাবের অন্যতম সদস্য সি-আই-এ এজেন্ট ফ্রান্টিশেক পাওল বললেন।—সামরিক অভ্যুত্থান যদি ঘটাতে পারেন, কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাতের সুযোগ যদি থাকে টাকা অথবা অস্ত্রশস্ত্রের কোন অসুবিধা হবে না। তোমার কাছে নূতন খবর কিছু আছে নাকি সুজান?

মেরী সুজান প্রাগের হোটেল এ, বি, সি-র নর্তকী, অষ্ট্রিয়ার মেয়ে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা আমেরিকায়। পাওলের সহযোগী হিসাবে এসেছেন, ব্রডস্কির চেষ্টায় প্রাগের অন্যতম সেরা হোটেলে কাজ পেয়েছেন, ওখানকার সংবাদ নিয়মিত ফ্রানটিশেক পাওলকে সরবরাহ করেন।

—ডাঃ ওটাশিকের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। সুজান অল্প হাসলো। ভদ্রলোক চেকোশ্লোভাকিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তিনি অন্তত সোভিয়েটের বন্ধু নন।

ব্রডস্কির ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন উঠিয়েই কয়েক সেকেণ্ড ওদিকের কথাটা উনি শুনলেন। আস্তে আস্তে, টেলিফোন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

—বন্ধুগণ। চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্দিন সমাগত। আস্তে আস্তে তিনি বললেন। —সোভিয়েট রাশিয়া ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত আরও চারটি দেশের সংগে হাত মিলিয়ে একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করেহে। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হলো বুঝতে পারছি না।

ঘরের মধ্যে যেন্ন বজ্রপাত হলো।

—আপনারা তাড়াতাড়ি নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে যান। আমাদের সহযোগীদের সংগে যোগাযোগ করুন। কাল ভোরের আগেই হয়তো পুরা প্রাগ শহর সোভিয়েটের দখলে চলে যাবে। তার আগেই হয়তো আমাদের প্রাগ থেকে সরে পড়া সংগত হবে। জেনারেল পেলচেক, আপনি দয়া করে ম্যাপটা দেখুন।

শুধু পেলচেক কেন সকলেই ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়লেন। চেকোশ্লোভাকিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর সীমান্ত এখনও নিরাপদ। দরকার হলে খুব তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। উপস্থিত সকলেই তা ভাবছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাবের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আরও খবর পেলেন ব্রডস্কি। দুটা বিমান বন্দরই দখল করে নিয়েছে সোভিয়েট বাহিনী। রেলস্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে ওদের ট্যাংক। ভলটাভা নদীর উপরের সেতুগুলি ওরা দখল করে নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না। ব্রডস্কি, জেনারেল পেলচেক, হানকা পারনিকোভা এবং জেরোমির নেভেস্কি একসংগে নেমে এলেন। ওরা চারজন আজ রাতের মধ্যেই

চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়বেন, অন্ততঃ প্রাগ সহরের বাইরে চলে যাবেন। ওদের পরিকল্পনা সোভিয়েটের অজানা থাকার কথা নয়। খোলাখুলি আলোচনার পর অন্ততঃ এই সময়ে প্রাগে থাকা ওদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

পার্টি নিরপেক্ষ কর্মীদের ক্লাবেরও সেদিন বৈঠক ছিল। এই সংগঠনের নেতা আই সভিটেভ চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান একাডেমির পদস্থ ব্যক্তি, তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধতা করছেন বলে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন কিন্তু কিছুদিন আগে ডুবচেকের আমলে আবার পার্টিতে ফিরে গেছেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যে আছেন মিষ্টার বাইবেচেক, মুসিল এবং ক্লিমেণ্টকেভ—এঁরা তিনজনই বিশ্ব ইহুদি সংগঠনের সদস্য। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও চাকরিজীবিদের নিয়ে সভিটেভ তার দল গঠন করেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকজন নামকরা লেখক ও নাট্যকারকেও তিনি কুক্ষিগত করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রেস, টেলিভিশন এবং রেডিওর মাধ্যমে এরা নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করার সুযোগ পেয়েছেন। চারটি সংবাদপত্র "লিটেরারনি লিস্তি" "প্রাস" "জেমেদেলস্কে নভিনি" ও "ম্লাদা ফ্রণ্টা" এদের বক্তব্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে। সভিটেভ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে নামতে চান না। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি মহলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে অকম্যুনিষ্ট সরকার গঠনের পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করে তুলতে চান। ডুবচেকের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রতিকূল। ম্যাসারেক ধরণের রিপাব্লিক গঠনের তিনি পক্ষপাতী। তবে ডুবচেকের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা জনমনের মধ্যে যে উদ্দীপনা বিস্তার করেছে তাতে তিনি মনে করেন বুদ্ধিজীবি মহলকে ক্রমশঃ তাঁর নির্দেশিত পথে টেনে আনা কষ্টকর হবে না। লেলিনের ব্যখ্যাই মার্কসবাদের একমাত্র ব্যাখ্যা নয় একথা বলার সুযোগ এর আগে অন্ততঃ তিনি কিংবা তার সহকর্মীরা পাননি। সম্প্রতি প্রকাশিত "২০০০ শব্দ সমন্বিত দলিল" তাঁর রাজনৈতিক মতামত পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছে। সরকারী মহলে এই দলিলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তিনি জানেন এই দলিল বুদ্ধিজীবি মহলে কিছুটা আলোড়ন এনেছে।

সিয়ার্নো ও ব্রাতিশ্লাভার বৈঠকের পর পরিস্থিতি আর ও গোলমেলে হয়ে উঠেছে। ডুবচেক পিছু হটবেন না এটা তিনি জানেন। তাঁর পেছনে জনগণের

সক্রিয় সমর্থন আছে। তরুণ তরুণীরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। সোভিয়েট সরকারের চাপে পড়ে ডুবচেক যে তাঁর এ্যাকশন প্রোগ্রাম বদলাবেন না এটা নিশ্চিত। সোভিয়েটের সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সোভিয়েট কি করবে ঠিক জানা না থাকলেও সভিটেভ নিশ্চিত জানেন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখুনি কিছু করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। দক্ষিণপন্থী নেতাদের সংগে হাত মিলিয়ে আগামী ২২শে তারিখে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশেষ অধিবেশন গোপনে আহ্বান করা হয়েছে। তাতে নতুন নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে। বিদেশী রাষ্ট্রের বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার সমর্থন এতে পাওয়া যাবে। এ সব দেশে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি দরদ মেশানো মনোভংগী এখনই দেখা দিয়েছে। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর ইতিমধ্যে বলেছেন আগ্রহ ও সহানুভূতির সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলীকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বাণিজ্যের ব্যাপারে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির মর্যাদা দেবার ব্যাপারে মার্কিণ কংগ্রেসে সিনেটার ওয়াল্টার মণ্ডেল একটি বিল উত্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে বানিজ্যিক বিধিনিষেধ চেকোশ্লোভাকিয়ার উদারনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। লণ্ডনের পররাষ্ট্র দপ্তরও চেকোশ্লোভাকিয়ার উদারনীতিক মনোভাবকে সমর্থন করেছেন। সভিটেভ বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্ট মিষ্টার ভেলিমের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

বৈঠক ভাঙতে দেরী হলো। আসন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশেষ অধিবেশনে নতুন নেতৃত্ব গঠনে ওদের দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চললো। দক্ষিণপন্থী সরকার গঠন করা কষ্টকর হবে না বলে সভিটেভের দৃঢ় বিশ্বাস। ডুবচেকের সমর্থন কারীদের মধ্যে ও অনেকে আছেন যারা সময় সুযোগ মত নতুন নেতৃত্বের মধ্যে চলে আসবেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠিরা প্রকাশ্যে প্রচার চালাচ্ছেন। সভিটেভ এ সবের মধ্যে নতুন আলোক রশ্মি দেখতে পাচ্ছেন।

রাত বারটায় তিনি খবর পেলেন সোভিয়েট সৈন্য চেকভূমিতে পদার্পণ করেছে। ট্যাংকবাহিনী প্রায় চতুর্দিক থেকে প্রাগ সহরকে বেষ্টন করে ফেলছে। সভিটেভ দলের উর্দ্ধতন নেতাদের সংগে ঝটিতি পরিস্থিতির আলোচনা করে

ফেললেন। চেকোশ্লোভাক সরকার সশস্ত্র বাধা দিচ্ছে না—ডুবচেকের কর্মপন্থা জানবার আর সময় নেই। সভায় সিদ্ধান্ত হলো রাশিয়ার সৈন্য ক্লাব দখল করার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। নদীর অপর পারে এক্ষুনি পৌঁছান দরকার। সবিটেভ দেরী না করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

৩

আহত হয়নি ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। রাশিয়ান ট্যাংক ওর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়নি। ঠিক সময়েই কারা যেন ওকে টেনে ফুটপাথের উপর উঠিয়ে দিয়েছিল। ফ্রান্‌স্ যখন চোখ খুললো তখন তার চারপাশে অনেক লোকের ভিড়, সবাই উৎকণ্ঠিতভাবে ওর আঘাত কোথায় লেগেছে জিজ্ঞেস করছেন। চোখ খুলেই দেখতে পেলো লেনকা রিণেনোভা প্রায় ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ওকে ডাকাডাকি করছে।

—ফ্রান্‌স্, আমার দিকে তাকাও ফ্রান্‌স। আমি লেনকা, আমাকে চিনতে পারছোনা? তোমার কোথায় লেগেছে বলোত?

—লেগেছে। ফ্রান্‌স আস্তে আস্তে উঠে বসলো।—শরীরে লাগেনি লেনকা, তাতে অতটা আহত হতাম না। লেগেছে আমার মনে, আমার অনুভূতিতে, আমার সারা জীবনের কামনা আর আদর্শে। তাতেই ভয়ানক আহত বোধ করছি।

—কিছু না। লেনকা একটু হাসলো।—তুমি ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল ফ্রান্‌স। এটা কি তোমার জানা ছিল না যে এদের এই আক্রমণের পরিকল্পনা আট মাস ধরেই তৈরী হচ্ছে।

—জানি। ফ্রান্‌স স্বীকার করলো।—হয়তো আমার মত অত বেশি অনেকেই জানেনা। গত আট মাসের ঘটনাবলীকে আমি চুলচেরা বিচার করেছি। তবু

সিয়ার্নো আর ব্রাতিশ্লাভার বৈঠকের পর আমার ধারণা জন্মেছিল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

—তুমি কি বাসায় যাবে ফ্রান্‌স? লেনকা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলো। —কাল রাত্রে নিশ্চয়ই বাসায় ফেরোনি। তোমার গায়ে এখনও গত সন্ধ্যার পোষাক দেখছি।

—ফেরার সুযোগ হয়নি। ফ্রান্‌স মলিন গলায় বললো।—কাফেতে বসেই রোজীর টেলিফোন পেয়েছিলাম। তারপর সারারাত রাস্তাতেই কেটেছে।

—তুমি বাসায় যাও ফ্রান্‌স। আমরা আহত হয়েছি, আমাদের এতদিনের স্বাধীন মনোবৃত্তি ভয়ানক ভাবে পীড়িত হয়েছে তবু উত্তেজনার বশে এমন কিছু করা আমাদের উচিত নয় যাতে বিরুদ্ধপক্ষ একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করতে পারে। আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে।

—ঠিক এই কথাই কাল সারারাত ধরে আমি বোঝাতে চেয়েছি রোজমেরী আর কারাশেককে। কিন্তু ভোরের দিকে জনতার উত্তেজনা দেখে আমার কি যে হয়ে গেল। আচ্ছা রোজী আর কারাশেকের খবর জানো লেনকা?

—না। ওদের সংগে আমার দেখা হয়নি। ওরাও কি সারারাত বাসায় ফেরেনি?

—বোধ হয় না। ওরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কোথায় যে ওরা গেল আমি জানিনা। তোমার বাবা কেমন আছেন লেনকা।

—ভাল। লেনকা রিণেনোভা হাসলো।—ওঁকে আসল খবরটাই দেওয়া হয়নি। বাবা তোমাদের খোঁজ করছিলেন ফ্রান্‌স, তোমার আর কারাশেকের।

—আমি যাবো। ফ্রান্‌স উঠে দাঁড়ালো।—বিকেলের দিকে যাবো।

—তুমি কি হাঁটতে পারবে? তোমার বাসা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে আসব?

—ধন্যবাদ লেন। আমি একাই যেতে পারবো, আমার কিছু হয়নি। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

—রুটি আর বাটার কিনতে বেরিয়েছিলাম। লেনকা একটু যেন অপ্রস্তুত। —কিন্তু একটা দোকানও খোলা নেই।

—আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি লেনকা। ফ্রান্‌স হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলো।—আমার বাসায় সামান্য কিছু জমা আছে।

—আমার ডিউটি আছে ফ্রান্‌স। কারখানা কি আজ খোলা থাকবে?

—মনে হয়না। হয়তো রাশিয়ান সৈন্যরা এখন দখল করে নিয়েছে। আজ আর যাবার দরকার নেই। তুমি বরং আমার সংগে চলো লেনকা।

—চলো তোমাকে পৌছে দিই। লেনকা ওর সংগে সংগে হাঁটতে লাগলো। —বাবা বেরুতে বারণ করেছিলেন। রাস্তার গোলমালে উনি ভয়ানক ভয় পাচ্ছেন। কখন কি হয় কিছুত বলা যায় না। তাই রুটি আর বাটারের অজুহাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আসলে আমাদের বাসায়ও সামান্য কিছু মজুত আছে। অন্ততঃ দিন দুই চলে যাবে।

ফ্রান্সকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেনকা ফিরে গেল। ওর বাবা ভাবছেন। ফ্রান্স জোর করলো না। প্রাগে ওর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে ফ্রান্স। ওর মা বাবা ভাই বোনেরা মোরাভিয়ার অস্ত্রাভা শহরে থাকেন। ওর বাবা ওখানকার একটি বড় কয়লাখনির মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। মোরাভিয়ায় ও কি সোভিয়েট সৈন্যরা নেমেছে, দখল করেছে অস্ত্রাভা। ফ্রান্স জানেনা, এখন পর্যন্ত খবর পায়নি। বাসায় ফিরে একবার দূরপাল্লায় টেলিফোন করে অস্ত্রাভার সংগে যোগাযোগ করতে হবে। হয়তো ওঁরা ওর জন্য ভাবছেন।

রাতের পোষাক খুলে ফেলে ভাল করে স্নান করলো ফ্রান্স। কফি বানিয়ে খেল।

টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গেল না। রাশিয়ান এ্যামবাসীতে টেলিফোন করতে চাইল, তাতেও সুবিধা হলো না। ঘরের মধ্যে বসে বসেই রাশিয়ান ট্যাংকের ঘরঘর শব্দ শুনতে পেলো। জনতার কোলাহল আরও বেড়েছে। সকলেই উত্তেজিত, হয় তো সাংঘাতিক ধরণের একটা কিছু ঘটবে। ছেলেরা মাইকে শ্লোগান দিচ্ছে—চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ, "রুশ দেশে ফিরে যাও"। ফ্রান্স ড্রয়িংরুমে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ভাবতে লাগলো।

লেনকা ঠিকই বলেছে গোলমালের সূত্রপাত ত আজ থেকে হয়নি। গত জানুয়ারীর আগের থেকেই গোলমাল দানা পাকিয়ে উঠছিল। নভোৎনির শাসনের আমল থেকেই। আমলাতান্ত্রিক শাসনের জগদ্দল পাথরের চাপে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবিরা মুক্তি চাইছিল। প্রেসের স্বাধীনতা, নির্ভিক মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পুলিসি শাসনের প্রতি ধিকার, আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার থেকে নিষ্কৃতি—সমস্তই নভোৎনির শাসনের কাঠামোকে বিচলিত ক'রে

তুলেছিল। আসল উদারনীতিকরণের ঢেউ দু'তিন বছরের পুরোণো। চেক লেখক, চিত্র পরিচালক, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক নবচেতনা দুবচেকের ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই জন্ম নিয়েছিল। এমনকি পাশ্চাত্য জগতেও চেকোস্লোভাকিয়ান নাটক ও চিত্র যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। চেক সংবাদপত্র, লেখক এবং বুদ্ধিজীবিরা নভোৎনির কু-শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভিকভাবে মতপ্রকাশে অবিচল ছিল। নভোৎনির শক্ত হাতের লৌহ শাসনের রক্তচক্ষু এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। গত বছরের সেপ টেম্বর মাসেই নভোৎনির শাসন যন্ত্রে বড়রকমের ফাটল ধরলো। দল থেকে তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে বের ক'রে দেওয়া হলো, অপর একজনের পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হওয়ার অনুমোদন পত্র নাকচ করা হলো। এতেও নভোৎনি নিশ্চিত হতে পারলেন না। লেখক ইউনিয়নের প্রধান মুখপত্র "লিটারেনি নভিনি"র প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয় গেছে—ঐসব দমন মূলক ব্যবস্থা আন্দোলনের বনিয়াদ আরও শক্ত করে তুললো। সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী শুধু জনসাধারণের ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, পার্টির উচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও এই দাবী জোরদার হয়ে উঠলো।

প্রধানতঃ এর ফলেই গত জানুয়ারী মাসে পার্টি'র প্রধানের ভূমিকা থেকে নভোৎনিকে অপসারিত করে নামেমাত্র প্রেসিডেণ্ট হিসাবে রাখা হলো। তাঁর দলের আরও কয়েকজনকে ক্ষমতার আসন থেকে বিচ্যুত করা হলো। পার্টি'র সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দুবচেক প্রথমেই লেখক এবং বুদ্ধিজীবিদের সুযোগ সুবিধার দিকে মনযোগ দিলেন। লেখক ইউনিয়নকে আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতার সংগে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। নভোৎনির আমলাতান্ত্রিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ যারা ছিলেন সে সব সরকারী কর্মচারীদের বিতাড়িত করলেন, এমন কি গুপ্ত পুলিশের বড় কর্তাও বাদ গেলেন না।

উদার নীতিকরণের ধারা অব্যাহতভাবে চলাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোন অসুবিধা রইলো না। দুবচেক এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পার্টির উচ্চ পর্য্যায়ের অধিবেশনের বিস্তারিত আলোচনা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করার ব্যবস্থা করলেন এবং পার্টির স্থানীয় শাখাগুলিতে এ' সম্পর্কে নিজেদের মতামত অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করার অনুরোধ জানালেন। মার্চ মাসের গোড়ায় দিকে মেজর

জেনারেল সেজনার কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটায় জনমানস নভোৎনির আরও বিরুদ্ধে চলে গেল। সেজনার স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকায় পলায়নে গণবিক্ষোভ তীব্রতায় ভেংগে পড়লো। পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসন থেকে যাতে সরতে না হয় তার জন্যই সেজনাকে দিয়ে নভোৎনি নিজেই একটি অসফল সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছেন বলে চেকোশ্লোভাকিয়ান সংবাদপত্রগুলি দাবী করতে লাগলো। তাদের মতে জনসাধারণের ঘৃণা আর সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যই সেজনার এই পলায়ন। এর ফলে নামে মাত্র প্রেসিডেণ্ট থাকাও নভোৎনির পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। প্রেসিডিয়াম তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

বজ্রআঁটুনির উপর যে সব দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনের ভিত পাকাপোক্ত করে তোলা হয়েছে—চেকোশ্লোভাকিয়ার এই উদারনীতিকরণের নমুনা তাদের বিচলিত করে তুলবে সন্দেহ নেই। রাশিয়া ও পারিপার্শ্বিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার বিবর্তন আতংকের সঙ্গেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার নব জাগরণের এই ঢেউ পোলাণ্ডেও পৌঁছে গেল—গোমুলকা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর বারশ' পোল বন্দীদশা বরণ করলেন।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে তিন হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন চেক সরকার। কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা রাজনৈতিক কারণে এদের বন্দী করা হয়েছিল। বিগত দিনের নানা অত্যাচারের কাহিনী পত্র-পত্রিকায় ছড়াতে লাগলো। ঠিক এই সময়েই চেক সুপ্রীম কোর্টের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট জেসেক ব্রেসটানস্কির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো। চেক পত্রিকায় এই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো। অনেকের ধারণা পূর্বতন সরকারের কয়েকজন পুলিশ অফিসারের যোগসাজসেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—যাদের ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি তদন্ত কার্য চালাচ্ছিলেন। স্থানীয় একটি পত্রিকায় এ-ও প্রকাশিত হলো যে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার পূর্বতন প্রেসিডেণ্ট জন মাসারিকের ১৯৪৮ সালে আত্মহত্যার কাহিনী মিথ্যে, খুব সম্ভব তাঁকে হত্যাই করা হয়েছিল এবং গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর হাত এই কলংকের কালিমায় মসীলিপ্ত।

মে মাসে আশেপাশের কমুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এতে প্রমাদ গুনলেন। মাসারিকের হত্যা কাহিনী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সি টাসের মতে আগা গোড়া বানানো।

দুব্‌চেক ও তাঁর সহকর্মীদের রাশিয়ায় পরিভ্রমণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাদের ফিরে আসার অল্প কদিন পরেই মস্কোতে ছুটলেন পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া আর পূর্ব-জার্মানীর কর্মকর্তারা। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আলোচনা হলো এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হতে পারে তাও বোধ হয় তাঁরা ঠিক করে নিলেন। এই ইংগিতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন বিশ্বস্ত বন্ধু যদি সাহায্যের আবেদন জানান সোভিয়েত রাশিয়া চেকভূমিতে সৈন্য প্রেরণে দ্বিধা করবে না। পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টিও খোলাখুলিই তাদের মতামত প্রকাশ করলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রের কার্যকলাপ বল প্রয়োগে বন্ধ করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে পোলাণ্ডে অবস্থিত বিশ হাজার সোভিয়েট সৈন্য গোপনে চেক সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভয় দেখানো ছাড়া তখন পর্যন্ত এর অন্য কোন তাৎপর্য ছিলনা। কিন্তু এই ভয় দেখানোর অর্থ বেশ পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। প্রাগ রেডিও থেকে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করা হয়েছিল—বুডাপেষ্টের ভয়াবহ ঘটনার পুনরুক্তি যাতে আমাদের দেশে না ঘটে তার জন্য আমাদের সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। দুবচেক অবশ্যই ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশ গুলিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়া সামরিক ও আর্থিক চুক্তি অনুযায়ী ওদের সংগেই আছে এবং নূতন সরকারের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের অনুগামী। প্রধান মন্ত্রী ওল্ডরিক সার্ণিকও বললেন রাশিয়ার সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতিতে চেকোশ্লোভাকিয়া এমন কিছু করবে না যাতে এই বন্ধন একটুও শিথিল হয়ে উঠে।

এতে সমস্যাকে সাময়িক ভাবে চাপা দেওয়া গেল মাত্র কিন্তু ওদের উদ্ধত অভিযোগের মীমাংসা হলো না। দুবচেক আরও সতর্ক হলেন কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের উপর জনসাধারণের চাপ নিরন্তর বাড়তে লাগলো। বিশেষ করে এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন যে গ্রীষ্মের মধ্যেই পার্টি কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন বসাবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির একশ দশ জন সভ্যের মধ্যে তখন যে চল্লিশ জন নভোৎনির অনুগামী ছিলেন তাঁদের বিতাড়িত করার সুযোগ এতে মিলবে। ওদিকে রাশিয়ার চাপও অব্যাহত

ভাবে চলতে থাকলো। রাশিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রে গ্রেকোর নেতৃত্বে একদল উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি দল প্রাগে এলেন—এর পরেই কোসিগিন নিজেও এলেন। দেশবাসীর কাছে প্রদত্ত সংস্কারের আশ্বাস তুলে নেওয়া ছাড়া দুবচেক আর তাঁর সহকর্মীরা বাকী সব কিছুই করার প্রতিশ্রুতি ওঁদের দিলেন। মে মাসের শেষের দিকে একদল চেক উদারনৈতিকদের দুবচেক বলেছিলেন—হাঙ্গেরীর ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা যদি না করতে চাই রাশিয়ানদের কাছ এটা প্রমানিত করা একান্ত অনিবার্য যে চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃত্ব নীতিপরায়ণ কম্যুনিষ্টদেরই হাতে রয়েছে। এর পরে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে আরও ব্যাপকভাবে খোঁজখবরের সুবিধা দানেও তিনি সম্মত হয়েছেন।

রাশিয়ান সৈন্যরা সব শেষে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করলো। জুন থেকেই ওরা চেকভূমিতে পত্তনী করলো এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতিদান সত্বেও জুলাই-এর আগে সরে গেল না। রাশিয়া চেকভূমি থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ এই সময়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সরকারী নীতি বদলাবার জন্য চেকোশ্লো-ভাকিয়ার উপর চাপ দিতে কসুর করলেন না। দুবচেককে নির্দেশ দেওয়া হলো তিনি যেন ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির সংগে একটা আলোচনার আয়োজন করেন, দুবচেক বরং বললেন পরস্পরের প্রতি আনুগত্য ও বন্ধুত্বের মনোভাব বজায় রাখার জন্য 'দ্বিপাক্ষিক আলোচনারই প্রয়োজন বেশি।

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ঘটনার আতঙ্কিত চেহারা সকলে লক্ষ্য করলেন। চেকোশ্লোভাক নীতিকে নিন্দিত করে রাশিয়ান নেতৃবর্গ বিবৃতি দিলেন। দুবচেক কিন্তু সংস্কার চালিয়ে যাবার মনোভাব দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করলেন। ব্রেজনেভ ও কোসিগিন ওয়ারশয় কাদার, গোমুলকা, উলব্রিখট আর ঝিভকোভের সংগে বৈঠকে মিলিত হলেন। চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি এক নির্দেশনামা প্রচার করে তারা বললেন—'সম্প্রতি আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পরিষদের কাছে প্রস্তাব করি চেকোশ্লোভিকিয়ার ঘটনাবলীসহ আমাদের দেশগুলির পরিস্থিতি বিষয়ে, তথ্য ও মত বিনিময়ের জন্য এবছরের ১৪ই জুলাই একটি যুক্ত বৈঠকে মিলিত হই। দুর্ভাগ্যক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পরিষদ এই বৈঠকে যোগ দেননি এবং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে

সে সম্পর্কে কমরেডসুলভ যৌথ আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেননি। সেই কারণেই সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও অকপটতা নিয়ে আমাদের সাধারণ অভিমত এই চিঠি মারফৎ আপনাদের জানানো প্রয়োজন মনে করছি। আমরা চাই আমাদের বক্তব্য আপনারা ভাল করে বোঝেন এবং আমাদের ইচ্ছার যথাযথ মূল্যায়ন করেন।

…আপনারা অবগত আছেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জানুয়ারীর পূর্ণাঙ্গ সভার সিদ্ধান্ত সমূহ কী রকম বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছিল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহ। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল ক্ষমতার চাবিকাঠিগুলি দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে পরিচালিত করবে এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়াকে এর সুযোগ নিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানতে দেবেনা। আমরা এই বিশ্বাসের অংশীদার ছিলাম যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লেলিনবাদী নীতিকে আপনারা চোখের মণির মত রক্ষা করবেন। কেননা এই নীতির যে কোন একটি দিক, গণতন্ত্র বা কেন্দ্রীকতা, লঙ্ঘন করলে অনিবার্য ভাবেই পার্টি এবং নেতৃত্বের ভূমিকা দুর্বল হয়; পার্টি হয়ে দাঁড়ায় একটি আমলাতান্ত্রিক সংগঠন নয়তো একটা বিতর্কের ক্লাব। আমাদের যে সব বৈঠক হয়েছে তাতে এসব কথা আমরা বারবার আলোচনা করেছি এবং আপনাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে আপনারা সমস্ত বিপদ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তা এড়িয়ে যেতে আপনারা পূর্ণ মাত্রায় সংকল্পবদ্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাবলী অন্যপথ নিয়েছে।

দেশের উপর পার্টির নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে এবং "গণতন্ত্রী-করণের" শ্লোগানকে বাগাড়ম্বরে অপব্যবহার করে প্রতিক্রিয়ার শক্তি চেকোশ্লোভা-কিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং তার নিষ্ঠাবান কর্মীদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান সুরু করে দিয়েছে। স্পষ্টতই পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে নির্মূল করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উল্টে দেবার জন্য এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপক্ষে স্থাপন করার জন্য।

জাতীয় ফ্রন্টের চৌহদ্দির বাইরে সম্প্রতি যে সব রাজনৈতিক সংগঠন ও ক্লাব সমূহ গজিয়ে উঠেছে, বস্তুতপক্ষে সে সব হয়ে উঠেছে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহের সদর দপ্তর। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তাদের পার্টি গড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, গোপন কমিটি সংগঠিত করে চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে ভেদ সৃষ্টির

চেষ্টা করছে এবং দেশে বুর্জোয়াতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দখল করার চেষ্টা করছে। সমাজতন্ত্রবিরোধী এবং সংশোধনবাদী শক্তিসমূহ সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের কর্তৃত্ব দখল করছে এবং তা ব্যবহার করছে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য। তারা অবাধে উদ্‌গীরণ করে চলেছে সমাজতন্ত্রবিরোধী বাগাড়ম্বর এবং চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগে অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের মৈত্রীর সম্পর্ক নষ্ট করছে। যারা প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধতা করছে এবং ঘটনার গতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে কোন কোন প্রচার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে রীতিমত ভীতি প্রদর্শনের অভিযান চালান হচ্ছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মে মাসের পূর্ণাঙ্গ সভার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণ কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। ঠিক এই কারণেই প্রতিক্রিয়া সারা দেশের সামনে আন্দোলন প্রচার করতে পেরেছে এবং "দু'হাজার শব্দ" এই শিরোনামায় তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য ছাপাতে পেরেছে। এতে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। এই বিবৃতি হলো প্রতিবিপ্লবের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক মঞ্চ। এর ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যা কোন সমাজতন্ত্রী দেশের পক্ষে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

······সম্প্রতি কয়েকমাসে আপনাদের ঘটনাবলীর সমগ্র গতিধারা দেখিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র সমর্থিত প্রতিবিপ্লবের শক্তিসমূহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আক্রমণ সুরু করেছে। কিন্তু পার্টি ও জনগণের রাষ্ট্র ক্ষমতার কাছ থেকে উপযুক্ত বাধা পাচ্ছে না। সন্দেহ নেই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলীতে লিপ্ত। চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে "গণতন্ত্রীকরণ" ও "উদারনীতিকরণের" প্রশংসার ছলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক অভিযান চালাচ্ছে।

···আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি বিপদাপন্ন হলে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থও বিপদগ্রস্ত হয়। এ' রকম একটা বিপদের সামনে আত্মতুষ্টির ভাব দেখলে আমাদের রাষ্ট্রসমূহের জনসাধারণ কখনও আমাদের ক্ষমা করবে না। ···আমাদের দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ।

রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের এই গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়দায়িত্বের ভিত্তি সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাধারণ আকাঙ্খা। বিপ্লবী অর্জনগুলির ক্ষতিপূরণ করার একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে আমাদের পার্টিসমূহ ও জনসাধারণের উপর। আমরা বিশ্বাস করি যে কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিকে চুড়ান্ত প্রত্যাঘাত করার এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিরাপত্তার চুড়ান্ত প্রচেষ্টা করা শুধু আপনাদের কর্তব্য নয়, আমাদেরও।

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবি জনগণের ক্ষমতাকে রক্ষা করতে হলে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সাফল্যকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন :—দক্ষিণপন্থী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চুড়ান্ত ও বলিষ্ঠ আক্রমণ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিরক্ষা শক্তির সমাবেশ; সমাজতন্ত্রের বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপ বন্ধ করা; সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার-মাধ্যমগুলির উপর পার্টির দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবি জনগণ ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে তাদের ব্যবহার; মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে সমস্ত সাধারণ পার্টিকর্মীদের সমাবেশ স্থাপন, কোনরকম বিচ্যুতি না দেখিয়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি অনুসরণ করা এবং যাদের কার্যাবলী শত্রুভাবাপন্ন শক্তিসমূহকে সাহায্য করছে—তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

···আমরা এই বিশ্বাস প্রকাশ করছি যে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিক্রিয়ার পথ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সংগ্রামে আপনারা ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বাত্মক সংহতির উপর ভরসা রাখতে পারেন।

দুবচেক এতেও ঘাবড়ে যাননি। এর উত্তরে তিনি জানালেন রাশিয়ার প্রতি তাঁদের বন্ধুত্ব আগের মতই দৃঢ় রয়েছে। এও জানালেন যে "The interest of socialism in our country can be served best by a spirit of confidence and of full support by our fraternal parties. We make our own decisions as to the most suitable socialist model for Czechoslovakia.

কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাংগ সভার অধিবেশন তিনি ডাকলেন। মাত্র বাইশজন ছাড়া বাকী সকলেই দুবচেকের উদারনৈতিক নীতিকে তাদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

এতে রাশিয়ার চেকভূমিতে প্রবেশ করার অন্য কোন সম্ভাব্য কৈফিয়ৎ রইলো না। রাশিয়া আরও ক্ষিপ্ত এবং উগ্র হয়ে উঠলেন। সোভিয়েত সত্যিই সংকটে পড়লেন। চেকোশ্লোভাকিয়া যদি রুমানিয়ার মত সরে যায়, ওয়ারশ গোষ্ঠীতে ফাটল ধরবে। আরও বিপদের বিষয় চেকোশ্লোভাকিয়ার এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভংগী আশেপাশের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে রাশিয়া ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত কেঁপে উঠবে। চেক নেতারা বহুপার্টি মিলিত শাসনের সমর্থক। ডুবচেক নিজেও বলেছেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টি জন সাধারণের স্বতঃউৎসারিত সমর্থনে রাষ্ট্রশাসন করবে, সামরিক শক্তি দিয়ে নয়। পূর্ব জার্মানী ও পোলাণ্ডে যদি এই উদার নীতিকরণ সক্রিয় হয়ে উঠে তাহলে রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট গোমুলকা ও উলব্রিথট সরকারের অবস্থা আশংকাজনক হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় রাশিয়া কি করতে পারে। আক্রমণ জিনিসটা কখনই সুন্দর হতে পারে না। চেকোশ্লোভাকিয়া সামরিক বাধা দিতে পারে, অধিকতর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র অথবা অধিক সৈন্য নিয়োগের মাধ্যমে যদি যুদ্ধে জয় লাভ ঘটেও পৃথিবীকে কি করে বোঝান যাবে যে রাশিয়া চেকভূমি থেকে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে নির্মূল করার জন্যই এই অপ্রিয় কাজে ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং সিয়ার্ণোর বৈঠকের ব্যবস্থা করতেই হলো। সাড়ে তিন দিনের এই বৈঠক কোন দলের পক্ষেই আনন্দের ছিল না। চেক রক্ষণশীলরাও ও ডুবচেকের পক্ষ নেওয়াতে রাশিয়ার পক্ষে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠলো। আলোচনার শেষে ইস্তাহারে প্রকাশ করা হলো কমরেড সুলভ মনোভাব নিয়ে আমরা পারস্পরিক মত বিনিময় করেছি। ব্রাতিশ্লাভায় ওয়ারশ শক্তিবর্গের সংগে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকেও অবস্থার অন্য কোন পরিবর্তন হয়নি।

ফ্রানস্ এই দুই বৈঠকের পর অন্যান্য চেক বুদ্ধিজীবিদের মত মনে মনে এই আশ্বাস পেয়েছিল যে রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর আক্রমণ থেকে এ'যাত্রা বোধহয় চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষা পেয়ে গেল। ও মনে করেছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার জয় হলো এবং নূতন রীতির অনুশীলনে বিদেশী নির্দেশনামার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ওরা মুক্তি পেল।

ব্রাতিশ্লাভার অধিবেশনের পর রাশিয়ার মেজাজ একটু নরম হয়েছে এটা বিশ্বাস করার আরও কারণ ছিল। চেকভূমি থেকে রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হলো। এর মাত্র উনিশদিন পরে রাশিয়ার সদলবলে চেকভূমি

আক্রমণ করা—এটা ভাবা অসম্ভব নয় কি। এর ফলে ফ্রানসের মত ধীরস্থির মানুষের স্নায়ুকেন্দ্রেও যে প্রচণ্ড আঘাত লাগতে পারে—তার নজির গতরাত এবং আজ সকালবেলায় ফ্রানসের আচরণ।

আত্মমগ্নতা থেকে আমার যেন জেগে উঠলো, মনের ভিতরটা ব্যথায় যেন টনটন করে উঠলো। কী রকম অসহায় দুর্বল মানুষের মত ঘরের কোণে চুপ করে বসে আছে। ভয়ে, না মানসিক পরাজয়ে? গতরাতে রোজমেরী আর কারাশেক সেই যে চলে গেল ওদের আর কোন খবর পায়নি ফ্রান্‌স্‌। খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেনি। ওরা কি বেঁচে আছে, না রাশিয়ান বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে আছে। ফ্রান্‌স্‌ নিজের সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো, কোন রকমে বাইরে বেরোবার মত একটা পোশাক পরে রাস্তায় নেমে পড়লো।

॥ ৪ ॥

অন্ধ উত্তেজনা আর বর্বর আক্রোশে শেষ রাতের সেই কনকনে ঠাণ্ডায় ওরা দু'জন ছুটে চলছিল।

কারাশেক শক্ত করে রোজীর হাত ধরেছিল। ওদের কোন কিছু ভাবার অবকাশ নেই; ব্যক্তিগত ব্যাপার, শারীরিক যন্ত্রণা কোন কিছুই ওরা আর অনুভব করছিল না। কারাশেকের ঋজু বলিষ্ঠ দেহ প্রতিশ্রুতিতে লোহার মত কঠিন হয়ে উঠেছে। রোজী সন্ধ্যা থেকে কিছু খায়নি, পাতলা জ্যাকেট আর স্কার্ট ওর পরণে কিন্তু শারীরিক কষ্টের কোন অনুভূতি ওর মধ্যে আর নেই। ফ্রান্‌স্‌কে একা ফেলে ওরা চলে এসেছে। প্রথমে ওর মনে হয়েছিল ফ্রান্‌স্‌কে অকারণ আঘাত করার কোন অর্থ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে, আকাশে রাশিয়ান বিমানের অবিরাম ঘোরাঘুরি, প্যারাট্রুপারদের অবিরাম অবতরণ আর ট্যাংকের যান্ত্রিক গর্জন ওকে যেন মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করে গেল। সামান্য হৃদয় ঘটিত ব্যাপারের মধ্যে আত্মনিমজ্জন বড় বেশি হাস্যকর ঠেকলো ওর কাছে।

প্রাগ রেডিও স্টেশনের কাছাকাছি ওরা এসে গেল। বড় রাস্তা দিয়ে গেলে সৈন্যরা বাধা দিতে পারে ভেবে ওরা অলিগলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দেখলো অদ্ভূত দৃশ্য। রোজী এখানেই চাকরি করে কিন্তু রাতের এই শেষ যামে নিজের একান্ত পরিচিত পরিবেশ রোজীর চোখে আশ্চর্য অপরিচিত ঠেকলো।

রেডিও স্টেশনের রাস্তায় সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। চেক ছাত্র যুবক শ্রমিকরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করেছে। বাস, ট্রলি, ট্রাক ইত্যাদি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারাশেক আর রোজমেরী সে সব কোনরকমে ডিঙিয়ে সংগ্রামী মানুষের দলে ভিড়ে গেল।

—আমরা এসে গেছি কমরেডস। কারাশেকের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।—আমরা এসেছি, আরও অনেকে আসছে। রেডিও স্টেশন রক্ষা করতে হবে।

অন্যান্য সকলের সংগে হাত লাগালো ওরা। অদূরে শতাধিক ট্যাংক আর সৈন্যবাহী গাড়ী রেডিও ষ্টেশন ঘিরে ফেলেছে। ষ্টেশনের পিছনে জাতীয় মিউজিয়ামের সামনের রাস্তাতে তখন রাশিয়ান ট্যাংকের ছাউনি পড়েছে—সৈন্যবাহী ট্রাকে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ার ছাড়িয়ে ভলটাভা নদীর ধার পর্যন্ত সমস্ত জনপদটাই ভরে গেছে।

রাস্তা খুঁড়ে বড় বড় পাথর বের করে জড়ো করা হয়েছে। ব্যারিকেডের বাইরে রাশিয়ান ট্যাংক জড়ো হয়েছে। সৈন্যবাহিনী, প্যারাট্রুপার বন্দুক বাগিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছে। মাইকে একজন রাশিয়ান অফিসার ঘোষণা করলেন—কমরেডস্, আমরা আপনাদের সংগে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা আপনাদের সহযোগী, আমাদের শত্রু বলে ভাববেন না। আপনারা শান্তভাবে পথ ছেড়ে দিন আমরা রেডিও ষ্টেশনে প্রবেশ করবো। আপনাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা এখানে এসেছি।

—মিথ্যে, মিথ্যে। জনতার মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে উঠলো। —ওদের কথায় ভুলবেন না। সংগ্রাম চালিয়ে যান।

—আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। আপনাদের প্রতিরোধ আমাদের কাছে তুচ্ছ। আপনাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই। আপনারা দয়া করে সরে যান।

একটা প্রস্তরখণ্ড প্রচণ্ড গতিতে এসে এ্যামপ্লিফায়ারে এসে পড়লো। প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়লো জনতা। যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে ছুঁড়ে মারছে। চেক

পতাকা হাতে নিয়ে সংগ্রামী মানুষের দল ট্যাংকের সামনে দিয়েই ছুটতে লাগলো। ট্যাংকে আগুন লাগাবার জন্য জলন্ত ন্যাকড়া, খবরের কাগজ, গাছের শুকনো ডাল যাই পাচ্ছে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

দু তিনটা ট্যাংকে আগুন লাগলো। প্রজ্জলিত ট্যাংকগুলি রাস্তার এ' মোড় থেকে ও'মোড় পর্যন্ত ছুটতে লাগলো—বিরাট বিরাট কামানগুলি বিশাল কোন দানবের হাতের মতো দুলছে। কারাশেক আর রোজী প্রাণপনে পাথর ছুঁড়ছে। একটা জলন্ত ট্যাংক ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। রাশিয়ান সৈন্যরা ট্যাংক থেকে নেমে ওদের দিকে তাক করে বন্দুক উঠাল। রোজী ভাবলো আর একটি মুহূর্ত —তারপর আমার দেহও এই ট্যাংকের তলায় প্রজ্জলিত আগুনের মধ্যে গড়িয়ে যাবে। রাশিয়ান সৈন্যরা আবার বন্দুক নামিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। পিছনের আরও দু'টা ট্যাংক জলতে জলতে জাতীয় মিউজিয়মের পিছনের ভিনো-হ্রাডকা ষ্ট্রীটে চলে গেল। এক মুহূর্ত পরেই ওখান থেকে বন্দুকের গর্জন ভেসে এলো, জনতার যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ। আবার এক রাউণ্ড গুলির শব্দ ভেসে এলো।

—কমরেডস ওরা আমাদের আক্রমণ করছে। কারাশেক প্রাণপনে চিৎকার করে উঠলো।—মিউজিয়মের সামনে গুলি চলছে। কিন্তু ভগবানের দোহাই, আপনারা পিছিয়ে যাবেন না। দেশের জন্য আমরা যে মরতে জানি এটা ওদের জানিয়ে দিন, বুঝিয়ে দিন কমরেডস।

—চেকোশ্লোভাকিয়া জিন্দাবাদ। ওর ঠিক পেছনে দাঁড়ানো একজন তরুণ শ্রমিক চিৎকার করে উঠলো। সংগে সংগে মিলিত গলায় প্রতিধ্বনি আকাশে ছড়িয়ে পড়লো—চেকোশ্লোভাকিয়া জিন্দাবাদ।

—আপনাদের শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। রাশিয়ান মাইক আবার সরব হয়ে উঠলো।

—আমরা আপনাদের আঘাত করতে চাইনা। কিন্তু আপনাদের মনোভাব বন্ধুভাবাপন্ন নয়। আত্মরক্ষার জন্য দরকার হলে আমরা গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব—এই রকম অবস্থার দিকে আমাদের ঠেলে দেবেন না। আপনারা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান।

—আমরা সরবো না। সমস্বরে ঘোষিত হল জনতার বাণী।—ইচ্ছে হয় আমাদের বুকের উপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে নাও। আমাদের হত্যা না করলে রেডিও ষ্টেশনে তোমরা ঢুকতে পারবে না।



কারাশেকের প্রায় গা ছুঁয়ে আর একটা জলন্ত ট্যাংক দাঁড়িয়ে পড়লো। অভ্যন্তরস্থ সৈন্যরা বন্দুক বাগিয়ে একে একে বেরিয়ে এলো। জনতাকে আক্রমণ না করে ওরা ট্যাংকের আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একজন সৈনিক বাঁ হাত দিয়ে কারাশেককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, ভয়ংকর গলায় বললো—রাস্তা ছাড়ুন আপনারা।

কারাশেক বিদ্যুৎগতিতে মুখ ঘুরিয়ে ওকে একবার দেখে নিল। মনে হলো একদম কচি, স্কুলের দেউড়ি পেরোবার বেশি বয়স হয়নি ওর। ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো—কেন তোমরা এখানে এসেছ? আমাদের তরফ থেকে ত কোন প্ররোচনার প্রয়োজন হয়নি। এখনও সময় আছে তোমরা ফিরে যাও।

সৈনিকটি একটু যেন নরম হলো। শান্ত গলায় বললে—আমি সামান্য মানুষ, হুকুম তালিম করছি মাত্র।

কারাশেক নিজের বুক পকেট থেকে কার্ড বের করে দোলাতে দোলাতে বললো—দেখো আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের, তোমরা সরে যাও।

পাশের প্রায় প্রৌঢ় বিরাট দেহ সৈনিকটি এগিয়ে এসে কারাশেককে একটা ধাক্কা মারলো।—কী বকবক করছো? সরো, সরো এখান থেকে।

কারাশেক ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে ব্যারিকেডের উপর পড়ে গেল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেল। কপাল ফেটে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

রোজমেরী কাভানোভা আরও কয়েকজনের সংগে দৌড়ে এগিয়ে এসে কারাশেককে টেনে তুললো।

—ওরা ওকে আঘাত করলো। কুত্তার দল সব। রোজী বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠলো।

কারাশেককে সরিয়ে নিয়ে মাথায় একটা পট্টি বেঁধে দেওয়া হলো। একটু পরেই কারাশেক আবার উঠে দাঁড়ালো।

—কমরেডস, আমার কিছু হয়নি। আমার দিকে নজর দেবার দরকার নেই। কারাশেক আবার বলতে লাগলো—This is the wound of love.

সংগ্রাম চলতে লাগলো। আর একটা জলন্ত ট্যাংক পাশের বলবান স্ট্রীটে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলতে-লাগলো। দু'টো গোলাবারুদ ভরা ট্রাক ভিনোহরাডস্কা রোডে জ্বলন্ত অবস্থায় পড়ে রইল।

—কমরেডস, আপনারা আমাদের অনুরোধ শুনলেন না। রাশিয়ান মাইক বলতে লাগলো।—অপ্রিয় ঘটনার জন্য আপনারাই দায়ী হলেন। ট্যাংক বাহিনীকে ব্যারিকেড ভেংগে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। রাশিয়ান প্যারাট্রুপার এবার রেডিও ষ্টেশনে ঢুকবে। যদি আহত হতে না চান—আপনারা রাস্তা ছেড়ে দিন।

প্রচণ্ড গর্জনে রাশিয়ান ট্যাংক বাহিনী এগিয়ে আসতে লাগলো। কড় কড় করে ভেংগে পড়তে লাগলো ব্যারিকেডের নামমাত্র বাধা। প্যারাট্রুপার রেডিও ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করলো।

রেডিও ভবনের মধ্যে চল্লিশ জন কর্মী সরে দাঁড়ালো। একজন ট্রান্সমিটারের সামনে গিয়ে বলতে লাগলো—মনে রাখবেন যা আমরা আপনাদের বলছিলাম। আপনাদের স্মৃতিতে আমাদের শেষ কথাগুলো অংকিত হয়ে থাক। আমরা এখনো এখানে আছি। যখন আপনারা জাতীয় সংগীত শুনবেন—জানবেন যে সব শেষ হয়ে গেল।

দরজার সামনে রাশিয়ান সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীর গলায় আদেশ শুনলেন কর্মিটি।

—যেমন আছেন তেমনি বেরিয়ে আসুন। বাধা দেবার চেষ্টা করলে গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হব।

জাতীয় সংগীতের টেপ বেরুবার মুহূর্তের মধ্যে অন করে দিলেন কর্মিটি। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। রাশিয়ান সামরিক অফিসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে সুইচটা বন্ধ করে দিল। মাঝ পথে স্তব্ধ হয়ে গেল জাতীয় সংগীত।

•

আহত অবস্থাতেই ছুটতে লাগলো কারাশেক। রোজমেরী ওকে ছাড়লো না।

—কারাশেক, একটু ঠাণ্ডা হও, একটু বিশ্রাম নাও। এই দেখো পট্টি ভিজে গিয়ে আমার দু'হাতে রক্ত লেগেছে। একটু জিরিয়ে নাও।

—না রোজ। কারাশেক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সংগে বললো।—ওরা রেডিও ষ্টেশন দখল করে নিল। আমরা ওদের রুখতে পারলাম না। শুনছো

মিউজিয়মের পাশ থেকে কামানের গর্জন ভেসে আসছে। চলো আমরা ওদিকে যাই।

—তুমি আর পারবেনা কারাশেক। রোজী ব্যাকুল গলায় বললো। —দেখছো ত সকালের আলো ফুটেছে। আর এখানে থেকে কোন লাভ নেই।

—আমার কিছু হয়নি রোজী। কারাশেক হাত দিয়ে পট্টি থেকে রক্তটা মুছে নিল। —সামান্য আঁচড় লেগেছে মাত্র। চলো, এগিয়ে যাই। আর দাঁড়িয়ে থেকোনা।

রোজীর হাত ধরে টানতে টানতে কারাশেক মিউজিয়মের দিকে দৌড় দিল।

মিউজিয়মের সামনে তখন জনতা প্রচণ্ড বিদ্বেষে ফেটে পড়েছে। কয়েকবার গুলী ছোঁড়া হয়েছে; আহত হয়েছে অনেকে। চেক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ওদের ট্রাকে করে করে নিয়ে গেছে। গুলীর দাগে জাতীয় মিউজিয়মের সম্মুখের দেয়াল বিকৃত হয়ে উঠেছে। রোজমেরী সেদিকে তাকিয়ে রইলো। ওর পাশের একজন প্রৌঢ় শ্রমিক বললেন—বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফাসিস্ত বাহিনীও এরকম করেনি। কারাশেক ওকে থামতে দিল না। টানতে টানতে সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনীর কাছাকাছি নিয়ে গেল।

একটা ট্যাংক তখন জ্বলছে, অন্য একটার সামনে ভয়ানক গোলমাল চলছে। চেক তরুণরা রাশিয়ান সেনাদের সংগে কথা কাটাকাটি করছে। কারাশেক সেদিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু বাধা পেল রোজমেরীর কাছ থেকে।

—না, কারাশেক, না। ভিড়ের মধ্যে যাবেনা তুমি।

—তুমিও ভয় পাচ্ছো রোজী। তুমিও ফ্রান্সের মত পিছিয়ে থাকতে চাইছ।

—ফ্রান্‌স্, ফ্রান্‌স্ হয়তো পিছিয়ে যায়নি। রোজী আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বললো।—ফ্রান্‌স্ হয়তো সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্যদের কাছে গেছে, নহলে রাশিয়ান এ্যামবাসীতে। ওর প্রতিরোধের ধরণ আমাদের মত নয় কিন্তু ভয় পাবার মানুষ নয় ফ্রান্‌স্।

নিমেষের মধ্যেই আর একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ওদের পাশ দিয়ে আর একটা জনতা বাহী ট্রাক যাচ্ছিল, তাদের মধ্য থেকে কেউ একটা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারলো অপেক্ষমান একটি সোভিয়েট ট্যাংকে। সংগে সংগে গুলী চললো

ট্রাকের উপর, কয়েকজন ভীষণ আহত হয়ে কাতরাতে লাগলো। একজন শ্রমিক ট্রাক থেকে ছিটকে পড়লো, ওদের থেকে একটু দূরে পতাকা হাতে অপেক্ষমান এক মধ্যবয়সী দম্পতির উপর। মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলো। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন একজন সোভিয়েট প্যারাট্রুপারের উপর। সৈনিকটি ওদের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো পাশের সংগীর দেহের উপর—সংগী সৈন্যটি দেরী না করে ঘুরে গুলী করলেন ওদের। ভদ্রমহিলা গুলীতে ছিটকে এসে রোজমেরীর সামনে পড়লেন। রোজী একটুও দেরী না করে, একটুও প্রাণের মায়া না করে, ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্নায় ওর শরীর দলা পাকিয়ে গেল, রক্তে ভেসে গেলে সর্বাঙ্গ।

—মা, মাগো। রোজী কোনরকমে উচ্চারণ করলো।—কারাশেক, তুমি কোথায়? দেখো না এখনও বেঁচে আছেন কিনা।

কারাশেক ধীর পায়ে এগিয়ে এলো। রোজমেরীর বাহুবন্ধন থেকে ভদ্র-মহিলাকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় শুইয়ে দিল।

—সব শেষ রোজী। উনি মারা গেছেন। কারাশেকের গলা কেঁপে গেল। একটু দূরে দাঁড়ান প্যারাট্রুপার সৈন্যটিকে লক্ষ্য করলো। তারপর রক্তস্নাতা রোজীকে প্রায় কোলে করে ভিড়ের বাইরে নিয়ে এলো।

—আপনারা কেন এভাবে প্রাণ দিচ্ছেন। রাশিয়ান মাইক শোনা গেল। —গোলমাল বাড়িয়ে কোন লাভ নেই বন্ধুগণ। আমরা আপনাদের বন্ধু, একথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। অনর্থক নিজেদের জীবন নষ্ট করবেন না।

—স্কাউনড্রেলস্। কারাশেক দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করলো। রোজী প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে ওর কাঁধের উপর ঢলে পড়েছে। এক্ষুনি এখান থেকে রোজীকে সরানো দরকার।

—আপনার সাহায্যে লাগতে পারি। পাশে দাঁড়ানো তরুণ ছাত্রটি বললো। —গুলী লেগেছে ওঁর?

—না। কারাশেক আস্তে আস্তে বললো।—চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তি শোনিতে নিজেকে রঞ্জিত করে নিয়েছে রোজী। ধন্যবাদ ভাই, আমি চলি। ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে একটি বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল রোজীকে। ওদের চারপাশে ভীড়, জনতার সোচ্চার কৌতূহল।

—আমাদের কিছু হয়নি, ভদ্রমহিলা আহত হননি। অন্যের রক্ত গায়ে

লেগেছে ওঁর। আপনারা একটু দয়া করে সরে যান। এক্ষুনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

—আমাদের বাসা কাছেই। ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি তরুণী মেয়ে এগিয়ে এলো।—চলুন, ওখানে নিয়ে যাই। ওঁর পোষাক পালটানো দরকার।

—তাই চলুন। কারাশেক উঠে দাঁড়ালো।

একদল রাশিয়ান সৈন্যকে নিয়ে রাশিয়ান অফিসার ভিড় সরিয়ে কারাশেকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যদের হাতে বন্দুক প্রস্তুত।

—আপনারা আহত হয়েছেন? অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন।—সৈন্যদের মারধর করছিলেন?

—না। কারাশেকের নির্ভিক উত্তর।—করতে পারলে খুশি হতাম। আমার সংগিনী গুলীবিদ্ধা এক মহিলাকে জাপটে ধরেছিলেন। ওর হাতের মধ্যেই ভদ্রমহিলা মারা গেলেন।

—আপনার নাম? অফিসার নোটবই বের করলেন।

—ওল্ডরিক কারাশেক। আমি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির আমি সক্রিয় সভ্য।

—আপনার সংগিনী?

—রোজমেরী কাভানোভা। প্রাগ রেডিও ষ্টেশনে চাকুরি করেন।

—আপনাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম। অফিসার বললেন। —মেডিকেল ইউনিট আমাদের সংগে আছে।

—কোন দরকার নেই। কারাশেক বিষাক্ত গলায় বললো।—আপনাদের সাহায্য নেবার মত প্রবৃত্তি আর আমাদের নেই।

—ভুল বুঝছেন মিষ্টার কারাশেক। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আপনাদের শত্রু নয়।

—আপনিও ভুল করলেন অফিসার। রাশিয়ায় আর সমাজতন্ত্র বেঁচে নেই। যা আছে সেটা সমাজতন্ত্রের কংকাল। আমেরিকার ভিয়েতনামের কাজের সংগে এই বর্বর কাজের কোন তফাৎ অন্ততঃ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—তর্ক করার এখন সময় নেই। রাশিয়ান অফিসার হাসলেন।—আপনার মানসিক অবস্থা ভাল নেই। চলি মিষ্টার কারাশেক। সুযোগ হলে আবার আপনার সংগে দেখা হবে। আমার নাম য়্যুরি ইয়াচিকফ।

রাশিয়ান সৈন্যদের নিয়ে অফিসার সরে গেলেন। কারাশেক অশ্লীলগালাগাল দিল। বেঞ্চে শোয়ানো রোজমেরীকে যথাসময়ে উঠিয়ে নিয়ে তরুণীকে বললো—চলুন। আপনার নামটা জানা হয়নি এখনও।

—জিনা রাচেলকা। তরুণী একটু হাসলো,—আমার স্বামী বেডরিক লেভাচিক একজন সরকারী চাকুরে। আমিও স্বাস্থ্যদপ্তরে কাজ করি।

—বেশ। কারাশেক বললো।—আমাদের পরিচয় নিশ্চয়ই শুনেছেন।

—হ্যাঁ, কী রকম পরিস্থিতিতে আপনাদের সংগে দেখা হলো। হায় ভগবান, আমাদের বোধ হয় আর কোন আশা নেই মিষ্টার কারাশেক।

—অত অল্পে ভেংগে পড়লে চলবে না। কারাশেক তার নির্ভিক ভংগীকে আবার ফিরে পেল।—চলুন বাসায় গিয়ে দেখি, আর কিছু খবর পাওয়া যায় কিনা। আপনার স্বামী কি এখন বাসায় আছেন ?

—জানিনা। গতকাল গভীর রাতে ফিরেছেন। অফিসে আটকে পড়েছিলেন। সকালে ওর ঘুম ভাঙার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি।

ওরা এগিয়ে গেল। নারডনি স্ট্রীট ছাড়িয়ে একটি ছোট রাস্তার উপর ওদের বাসা। বাড়ীটা পাঁচতলা, রাচেলকার তিনতলার ফ্ল্যাট। ওরা লিফটে উঠে গেল।

মিষ্টার বেডরিক লেভাচিক বাসায় ছিলেন। ওঁর অল্প বয়স হয়ত এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, দারিত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরে—কাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত ডিউটি দিতে হয়েছে। কারাশেক আর রোজমেরীর পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। রোজী তখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাচেলকা ওকে বাথরুমে নিয়ে গেল।

—আমার একটা পোষাক দিচ্ছি দিদি। রাচেলকা হেসে বললো।—তোমাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্নান করে একটু কফি খাও। সামান্য কিছু মুখে দাও। এখন কেমন বোধ করছ।

—ভাল। রোজমেরী হাসলো।—তোমাকে ভারী ভাল লাগছে ভাই।

—আমার পোষাক তোমাকে হবে। রাচেলকা রোজমেরীর দিকে তাকিয়ে বললে।—একটু আঁটোসাটো হতে পারে। তুমি আর দেরী কোরো না দিদি। আমাদের একটাই বাথরুম, মিষ্টার কারাশেকেরও স্নান করা দরকার। ওর পোষাক নিয়েই মুস্কিল হবে, এমন লম্বা আর এত সুন্দর স্বাস্থ্য। আমার স্বামীর থেকে অন্ততঃ দু'ইঞ্চি উঁচু হবেন।

—তোমার এত ভাবতে হবে না। এতক্ষণে রোজমেরীর মুখে একটু যেন হাসি ফুটলো। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লো।

স্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট আর কফি খেয়ে ওরা তুজনেই একটু সুস্থ বোধ করলো। রোজীর পরণে রাচেলকার পোষাক, আঁটোসাঁটো ভাবে ওর বুকটা চেপে ধরেছে। কারাশেক আর কিছু না পেয়ে মিষ্টার লেভাচিকের একটা ঢোলা স্লিপিং স্যুট পরে নিয়েছে। একটু বেঁটে হলেও ওঁকে ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রোজীকেও মনে মনে স্বীকার করতে হলো কারাশেক সুপুরুষ। আর অতি সজ্জন, ভদ্র, বিনয়ী, আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল। লেনকা রিগেনোভা বন্ধু নির্বাচনে ভুল করেননি। ফ্রান্সের খবর জানা নেই। কাল রাত থেকে কি ফ্রান্স আজও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। রোজমেরীকে হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে ফ্রান্স। অমন করে ওকে একা ফেলে না চলে এলেই বোধ হয় ভাল হতো। ফ্রান্স কি ভাবলো কি জানি। রোজমেরীর চোখ তুটি ছল ছল করে উঠলো।

—ওদিককার খবর কিছু জানেন? কারাশেক জিজ্ঞেস করলো লেভাচিককে।

—কাল রাতে রাশিয়ান সৈন্য প্রেসিডিয়ামে আসার আগে আমরা চলে গেছি।

—ওরা সকলে বন্দী হয়েছেন। লেভাচিক বিমর্ষ গলায় বললেন।—তুবংক সার্ণিক, স্মরকোভ স্কী সকলকেই রাশিয়ানরা গ্রেপ্তার করেছে। ওদের গাড়ীতে বসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে আজও জানা যায়নি। হয়তো রাশিয়ান এ্যামবাসীতে, নইলে সরাসরি মস্কোয়।

—গতরাতে কোন বৈঠক তাহলে বসতে পারেনি।

—বসেছিল। সরকারের বৈঠকে একটি প্রস্তাব তাড়াতাড়ি পাশ করে নেওয়া হয়েছে। আমি সেখানে ছিলাম। প্রস্তাবের কপি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির প্রেসিডিয়ামের বৈঠকেও একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। তার অনুলিপিও আমার কাছে আছে।

লেভাচিক উঠে গিয়ে তুখানা টাইপ করা কপি এনে কারাশেকের হাতে দিলেন। কারাশেক গভীর আগ্রহে পড়তে লাগলো।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জনগণের উদ্দেশে:

১। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পাঁচটি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকৃত হয়েছে—চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণ, সরকার

ন্যাশনাল এসেমব্লি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ' কাজ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার কম্যুনিষ্ট শাসিত একটি দেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাঁদের সশস্ত্র অভিযান চালালেন। আজকের ভোরের সময় থেকেই আমাদের দেশ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের গঠনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্মের প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটেছে। সরকার, জাতীয় পরিষদ, কম্যুনিষ্ট পার্টি, জাতীয় ফ্রন্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ পরস্পর অথবা জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। গত কয়েকমাস প্রজাতন্ত্রের জনগণের গভীর বিশ্বাস এই নেতৃবর্গ ভোগ করে এসেছেন।

২। সরকার, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জাতীয় পরিষদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন নেতাকে বন্দী করা হয়েছে। জনসাধারণের সংগে আমাদের সংযোগের একমাত্র সেতু চেকোশ্লোভাক রেডিও—রেডিও কর্মচারীদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে যা' এখনও চালু রয়েছে কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে একেও স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। এই অবস্থার মধ্যেই চেকোশ্লোভাক সরকার এবং পার্টি নেতৃত্ব তাদের নিয়মতান্ত্রিক কার্যাবলী চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন এবং দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

৩। চেক, শ্লোভাক, জাতীয় সংখ্যালঘু নাগরিকবৃন্দ চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিকের দৃষ্টি আমরা নিম্নলিখিত আবেদনের প্রতি আকর্ষণ করছি :

(ক) ওয়ারশ চুক্তির ধারা অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির সৈন্য আমাদের মাতৃভূমি থেকে অতিশীঘ্র অপসারণের দাবী আমরা জানাচ্ছি।

(খ) সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোলিশ লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরীর লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র এবং বুলগেরিয়ার লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্রের সামরিক দপ্তরকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন সামরিক কর্মতৎপরতা বন্ধের আদেশ দেন এবং আমাদের দেশের আর্থিক বনিয়াদের ক্ষতি ও অনাবশ্যক রক্তপাত থেকে বিরত থাকেন।

(গ) প্রজাতন্ত্রের গঠনমূলক সংস্থাসমূহ যাতে তাদের নিয়মমাফিক কাজকর্ম করে যেতে পারেন তার জন্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা আশু ফিরিয়ে আনার দাবী আমরা জানাচ্ছি।

(ঘ) এই সংস্থাসমূহের সভ্যগণ যাতে তাদের কাজ কর্মে আত্মনিয়োগের সুযোগ পান সেজন্যই তাদের আশু মুক্তির দাবী আমরা জানাচ্ছি।

৪। বর্তমান সংকটের সমাধানের জন্য জাতীয় পরিষদের জরুরী অধিবেশনের আহ্বান আমরা করছি যাতে চেকোশ্লোভাক সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন।

৫। প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকের উদ্দেশে :

আপনাদের কাছে আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি যে রাজনীতিজ্ঞ সুলভ বিবেকবুদ্ধি দিয়ে আপনাদের সরকারের এই দাবীগুলির সমর্থনে আপনারা এগিয়ে আসুন। গত এপ্রিল মাসে এই সরকারকে বিশ্বস্ততার সংগে আপনারা আইনসিদ্ধভাবে নির্বাচিত করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায় ছাড়া অন্য কোন সরকার এই প্রজাতন্ত্রে তৈরী করার সুযোগ আপনারা দেবেন না।

দু'টা আবেদন পত্রই পড়ে লেভাচিককে ফেরৎ দিল কারাশেক। গম্ভীর মুখে বসে বসে ভাবতে লাগলো।

—আপনার কি মনে হয় এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো ?

—আমাদের জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি দল এখনও রাশিয়ান দূতাবাস থেকে ফিরে আসেননি। লেভাচিক বললেন।—ওঁদের বন্দী করা হয়েছে কিনা এখনও জানতে পারিনি। ওরা ফিরে এলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে জানা যাবে।

রোজমেরী চুপ করে বসতে পারছিল না। ভারী ভাবনা হচ্ছে ফ্রান্সের জন্য। রাশিয়ান দূতাবাসের জুনিয়ার অফিসার সিতেনস্কি ওর বন্ধু। হয়তো ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, ফ্রান্সকেও হয়তো ওরা আটক করেছে।

—চলো, কারাশেক আমরা উঠি। রোজমেরী বললো,—ফ্রান্সের একবার খবর নেওয়া দরকার।

—চলো। আমার পোষাকটা পালটে নিই। কারাশেক বেরিয়ে গেল। লেভাচিক ও রাচেলকার কাছ থেকে ওরা বিদায় নিল।

—আবার এসো দিদি। রাচেলকা অনুরোধ জানালো।

—যদি বেঁচে থাকি। রোজমেরী ভারী গলায় বললো।—জানিনা ভাগ্যে কী আছে।

—ভয়ের কোন কারণ নেই। লেভাচিক বললেন—আমরা এমন একটা সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি যখন আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার শক্তি কারও নেই। আমেরিকা ভিয়েতনামে কিছু করতে পারলো? রাশিয়া যদি মনে করে যে সামরিক শক্তি দিয়ে চেকভূমিকে দখল করে চেকবাসীর স্বাধীন সত্তাকে ধ্বংস করে দেবে তাহলে খুবই ভুল করবে।

—আবার আমাদের দেখা হবে। কারাশেক নমস্কার জানিয়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

॥ ৫ ॥

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রোজমেরী ও কারাশেকের সংগে দেখা হলোনা ফ্রানসের। রোজমেরীর বাসা চেনে না ফ্রান্স, কখনও ওখানে যাবার প্রয়োজন হয়নি ওর। কারাশেক যে হোটেলে থাকে সেখানে খবর নিয়ে জানতে পারলো গত সন্ধ্যার পর ও বাসায় ফেরেনি। ওরা তা'হলে গেল কোথায়। প্রাগ রেডিও ভবনের ওদিকে যাওয়া সম্ভবপর হলোনা। রাস্তার গোলমাল একটুও কমেনি। শোনা গেল ওখানে গুলী চলছে, রাশিয়ান ট্যাংক পোড়ান হচ্ছে, ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে রাশিয়ান সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে। রোজমেরী আর কারাশেক কি তাহলে আহত হলো? ফ্রান্স ভেবে পেলোনা এখন কেমন করে ওদের খুঁজে বের করতে পারবে।

ওর মনে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। গত রাত্রির ঘটনাবলীর খবর পেয়েছে ফ্রান্স। নেতাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারী মহল থেকে এই আক্রমণের নিন্দা করা হয়েছে। ডুবচেক এখন কোথায় কেউ বলতে পারছেন না। সারা চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়েছে সোভিয়েত বাহিনী। ব্রনো, ব্রাতিশ্লাভা সব দখল করা হয়ে গেছে। অস্ত্রাভার খবর পাওয়া যায়নি। ব্রাতিশ্লাভার রেডিওর খবরও নটা বাজার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মা-বাবার খবর আর এখন পাওয়া যাবার সম্ভাবনা নেই।

চেকোশ্লোভাকিয়ার তরফ থেকে সামরিক বাধা দানের প্রশ্ন উঠেনি। প্রতিরোধ চালান হচ্ছে—জনসমর্থন পাননি বহিরাগত সৈন্যরা। ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি কেউই ওদের সমর্থন করেনি। লেখক ইউনিয়নের মুখপাত্র "লিটারারনি লিস্তি" মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন প্রকাশ করেছে—চেকোশ্লোভাক জনসাধারণের আশা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দিওনা। যদি আর আমাদের দেখা না হয়—পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জানাই। পরস্পরকে রক্ষা করুন এবং আশা করুন সত্যের জয় হবেই। চেক ও শ্লোভাক জাতির আমরা সন্তান, এই গর্ব যেন কখনো আমরা না হারাই। যাদের উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ যতক্ষণ না স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয় তা বজায় রাখি।

চেক নিউজ এজেন্সি নটার পর বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে গেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণই রাশিয়ানদের দখলে চলে গেছে। প্রাগ সহর থেকে বেরিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই। ভল্টাভা নদীর সেতুমুখে সোভিয়েট ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। কোন যানবাহনকে পারা-পার করতে দেওয়া হচ্ছে না।

প্রতিবিপ্লবী সংগঠন সমূহের হাতে চেকোশ্লোভাক সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন বলে ওয়ারশ শক্তিবর্গ যে সাবধানবাণী কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছিল তারই অনিবার্য ফল হিসেবে গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট অধিকারে চলে গেল। প্রতিবিপ্লবী শক্তিবর্গের অস্তিত্ব হয়তো আছে কিন্তু রাশিয়া যে ভাবে চিত্রিত করেছে সেভাবে নয়। চেকোশ্লোভাকিয়ান সরকার কি এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না? তাঁদের কি ক্ষমতা ছিল না দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার! ডুবচেক ব্রাতিস্লাভার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা' কি কার্যকরী করেননি, না রাশিয়ার সন্দেহ অন্য কিছু? ফ্রান্‌স মনের অন্দরে এর উত্তর খুঁজতে লাগল।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান অধ্যাপক ডঃ পনোমারেফের সংগে বার বার আলোচনা হয়েছে ওর। অধ্যাপক ওটাসিক, এ্যাকশন প্রোগ্রামের অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর যিনি স্রষ্টা—ফ্রানসের বিশেষ পরিচিত। পনোমারেফের সংগে ওটাসিকের মতের মিল নেই। এ্যাকশন প্রোগ্রামের কতকগুলি ত্রুটিবিচ্যুতির কথা ফ্রান্‌সের কাছে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। নবগঠিত চেকোশ্লোভাক সরকারের প্রাক্তন নেতাদের বহিষ্কার ও বিতাড়ন তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি বলেছিলেন যে ডুবচেক যখন জোর দিয়ে বলছেন তার নীতি সর্ববাদীসম্মত, তখন পুরাতন

নেতাদের বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল কি? দুবচেক শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব দেননি, বিরুদ্ধ বাদীদের সম্পর্কে অত্যন্ত লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ করে, লেখক ও শিল্পীদের অকারণ প্রাধান্য দিচ্ছেন, শ্রমিক একনাকয়ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে উঠেছেন—এ্যাকশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে ডাঃ পনোমারেফের এ'সব অভিযোগের কথা জানা আছে ফ্রান্সের। আজ ওর হঠাৎ মনে হলো অধ্যাপক পনোমারেফকে হয়তো এখন বাসায় পাওয়া যাবে। সোভিয়েট আক্রমণ সম্পর্কে তার মতামত জানা প্রয়োজন।

কিন্তু আজ নয়। ঐ সব তত্ত্বকথার আলোচনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। বিরোধ যখন একবার ঘনিয়ে এসেছে রাশিয়ান দৃষ্টিভংগীর বিশদ পরিচয় পেতে দেরী হবে না। ওর আত্মীয় পরিজন, দেশবাসী যখন রাশিয়ান ট্যাংকের সামনে বুক পেতে মৃত্যু বরণ করছে তখন মনের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনদণ্ড অকারণে অন্যের মাথায় আঘাত হানতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্থ। তার চেয়ে এই তীব্রতার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ুক ফ্রান্স। রোজমেরী আর কারাশেক যদি বীরের মৃত্যুকে বরণ করে থাকে, ফ্রান্স কেন পিছিয়ে থাকবে। জাতীয় মিউজিয়মের দিকেই আবার হাঁটতে লাগলো ফ্রান্স লেবেনহার্ট।

জনগণের প্রতিরোধ সত্ত্বেও গোটা অঞ্চলটাই দখল করে নিয়েছে রাশিয়ান প্যারাট্রুপার বাহিনী। সকালের গুলীতে নিহত দু'জন শ্রমিক এবং একটি দম্পতির হাতের রক্তরঞ্জিত পতাকাগুলি নিয়ে ছাত্রর মিছিল ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে এসে থেমে গেছে। ওখানকার মনুমেণ্টের তলায় রুশ ট্যাংক বাহিনীর প্রায় চোখের সামনেই গণবিক্ষোভের যে অভূতপূর্ব আলোড়ন ফ্রানসের চোখে পড়লো ইতিহাসে হয়তো তার তুলনা নেই। সকালের চাঞ্চল্য নেই—ট্যাংক বাহিনীর সংগে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করার মূর্খতা নেই—কিন্তু প্রতিবাদের দৃঢ়তায় চেকোশ্লোভাকিয়ার অপরাজিত আত্মার এমন বহিঃপ্রকাশ ফ্রান্স্ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। তিনটি রক্ত কলংকিত জাতীয় পতাকা মনুমেণ্টের উপর স্থাপন করা হয়েছে—তার নীচে হাজার হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে রুশ আক্রমণকে চরম ধিক্কার জানাচ্ছে। অদূরে বন্দুক উঁচিয়ে রাশিয়ান বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে—সোভিয়েট মাইক থেকে অনবরত জনতার উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে কিন্তু কারও যেন বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

—কমরেডস, আজ নয় কাল, পরশু কিংবা তার পরের দিন রাশিয়াকে আমাদের দেশ ছেড়ে যেতেই হবে। অস্ত্রের ভয়ে আমরা ভীত নই, নেতাদের বন্দী করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেলেই আমাদের প্রতিরোধ ভেংগে পড়বে না। কারা আসল কম্যুনিষ্ট, ওরা না আমরা সারা পৃথিবী তার বিচার করবে। কমরেডস, জীবনে মৃত্যুর লগ্ন যদি আজ এসে থাকে, তবে এই অসাধারণ পরিবেশেই তা' সার্থক হোক। আমাদের নেতাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সন্দেহাতীত, সোভিয়েট বেয়নেট সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারবে না।

বক্তাকে ফ্রান্‌স চেনেনা। সমগ্র জনতা ওঁর কথা মনযোগ দিয়ে শুনছে। রাশিয়ান মাইক যেন তার পাশে নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। জনতার সংগ্রামী মনোভাব দেখে রাশিয়ান সৈন্যরাও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। প্রতিবিপ্লবের নামে চেকভূমিতে প্রবেশ করে এই জাতীয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে—এটা কি তারা কখনো ভাবতে পেরেছিল।

ভিনোহ্রাডকা ষ্ট্রীট থেকে কয়েকটি ট্যাংক এবং ট্রাক এগিয়ে আসছে। তাদের দানবীয় শব্দে বক্তার কণ্ঠে ডুবে গেল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত অঞ্চলটাই বুঝি থরথর করে কেঁপে উঠলো, কাঁচের জানালাগুলি ভেংগে ঝন্‌ঝন্‌ করে পড়লো, কয়েকজনের ঘাড় কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। ফ্রান্‌স কারণ বুঝতে না পেরে জড়পদার্থের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

কারণটা অবশ্যই একটু পরে জানা গেল। ভিনোহ্রাডকা ষ্ট্রীটে গোলাবারুদ ভর্তি দু'টি ট্রাক সকালে পরিত্যক্ত হয়েছিল—অর্ধ জ্বলন্ত কয়েকটি ট্যাংকও। রাশিয়ান ট্যাংক বাহিনী ওদের উপর গুলী চালাতে এই বিস্ফোরণ ঘটলো। আহত হয়েছে অনেকেই; স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাদের ট্রাকে তুলে হাসপাতালের দিকে ছুটছে। পোড়া বারুদ আর ডিজেলের গন্ধে বাতাস অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে। সমস্ত অঞ্চল জুড়েই যেন একটা দানবীয় সন্ত্রাস চলেছে।

—এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত। সোভিয়েট মাইক সরব হলো। —চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণ আমাদের বন্ধু, তারা আহত হয়েছে দেখে আমাদের ক্ষোভের শেষ নেই। আপনাদের সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আর এখানে থাকবেন না। একটু পরেই সান্ধ্য আইন চালু করা হবে। তখনও যদি আপনারা এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনাদের ছত্রভংগ করে দিতে আমরা বাধ্য হব।

কেউ একচুলও নড়লো না, কারো মুখের রেখা আতংকে বিবর্ণ হয়ে উঠলো না। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ যেন নিজেদের আবিষ্কার করে চলেছে। বরং ভিড় বাড়তে লাগলো। স্কোয়ারের যে কোণে ফ্রান্‌স দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে প্রচণ্ড ভিড়ে আর ধাক্কাধাক্কিতে ওর দম আটকে আসতে লাগলো। আশ্চর্য, এত মানুষের দঙ্গলের মধ্যেও রোজমেরী আর কারাশেকের অস্তিত্ব নেই। ওরা গেল কোথায়।

ফ্রানস্ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। হাঁটতে লাগলো রেডিও স্টেশনের দিকে। একটু আগের ভয়াবহ বিস্ফোরণের ফলে জঞ্জালের স্তূপ জমেছে। রাস্তা ভাঙ্গা, পাথর সব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভাঙ্গা ট্রাক আর কাঠের টুকরোয় রাস্তাটা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রেডিও স্টেশনের মাথায় সোভিয়েট পতাকা উড়ছে। মৃত্যুর মত স্তব্ধতা সারা বাড়ীটায়। রোজমেরী এখানে কাজ করতো। কাল তার অনুরোধে বেরিয়ে এসেছিল। আজ ভিড়ের মধ্যে রোজমেরী হারিয়ে গেছে।

পুরো ভিনোহ্রাডকা স্ট্রীট জ্বলছে। ফ্রানসের মনে হলো সারা চেকোশ্লোভাকিয়া জ্বলছে। বাইরের আগুনে, মনের আগুনে। ১৯৩৯-এর কলংকিত মিউনিক চুক্তির পর থেকে যে আগুন চেকোশ্লোভাকিয়ায় জ্বলে উঠেছিল, ত্রিশ বছরেও সেই আগুন নিভলো না। জার্মানরা শ্মশান করে দিয়েছিল, সেই শ্মশান ভস্ম মেখে চেকভূমির নূতন মানুষ আবার জীবনের আশার বাণী উচ্চারণ করতে সুরু করেছিল—আজ রাশিয়া এসেছে আরেকবারের মত সেই বাণী স্তব্ধ করে দিতে। আবার আগুন জ্বলে উঠলো।

প্রচণ্ড আগুন! রেডিও ষ্টেশন দাউ দাউ করে জ্বলছে! কীভাবে লাগলো কেউ জানে না। দমকল এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো—জঞ্জাল হটিয়ে রেডিও ভবনের কাছে আসার উপায় নেই। ভিনোহ্রাডকা স্ট্রীটে বিস্ফোরণের আগুন তখনও নেভেনি—পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসকে দূষিত করে তুলেছে। ফ্রানস্ একলা নয়, আরও অনেক মানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে লাগলো।

—এবার ফিরে যান। আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। পাশের ভদ্রলোক ফ্রানস্‌কে অনুরোধ জানালেন।

—আপনি? ফ্রানস্ মুখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে দেখলো।—আপনি কি এখনো দাঁড়িয়ে থাকবেন?

—না, আমিও যাবো। ডিপার্টমেন্টে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

—কোন ডিপার্টমেন্ট? ফ্রানসের ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে উঠলো।—রাশিয়ার গোপন গুপ্তচর বিভাগে?

—না। ভদ্রলোক হাসলেন।—চেকোশ্লোভাকিয়ার বে-সামরিক পুলিশ বিভাগে। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সহরের নিরাপত্তা আর শৃঙ্খলার ভার আমাদের উপর ছিল, আজ আর নেই। ভদ্রলোকের মুখের হাসি একটু একটু ক'রে মিলিয়ে গেল।—গতরাত্রে আমাদের হেডকোয়ার্টার রাশিয়ান সৈন্যদের দখলে চলে গেছে। আমরা গোপন জায়গায় মিলিত হচ্ছি। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব রাখছি।

—আমার নাম ফ্রানস্ লেবেনহার্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—নমস্কার। আমার নাম জিরি বেনেস। পুলিশের সামান্য চাকুরে।

—নমস্কার ভাই। আপনার সংগে একটু আলাপ করার ইচ্ছে আছে। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

মিস্টার বেনেসের সংগে বেরিয়ে এলো ফ্রানস্। পিছনে আগুনের লকলকে শিখা তখনো অনির্বাণ।

—আচ্ছা, সরকারের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত যদি কিছু হয়ে থাকে, আপনাদের সে সব অজানা থাকার কথা নয়। প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন কি সত্যিই ভয়াবহ চেহারা নিয়েছিল? অন্ততঃ রাশিয়া যে ভাবে প্রচার করেছে ঠিক সেই ভাবে? চেক সরকার মানে আপনারা কি এ সব জানতেন না?

—আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন মিস্টার লেবেনহার্ট। প্রতিবিপ্লবী সংগঠন বলতে রাশিয়া যা' বোঝাতে চাইছে আমরা সেভাবে ভাবি না।

—যেমন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল। আবার তাঁরা সংগঠিত হচ্ছে বলে রাশিয়া দাবী করেছে। তারা দেশে কম্যুনিষ্ট সরকারকে অকেজো করে ফেলতে চায়।

—সংগঠিত হচ্ছে তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। বেনেস স্থির গলায় উত্তর দিলেন।—দেশের মানুষকে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের সরকার দিয়েছেন। গণতন্ত্র সম্বন্ধে কারও যদি স্বতন্ত্র ধারণা থাকে এবং তা যদি বর্তমানে সরকার বিরোধী হয় তাতে আমাদের ভয়ের কি আছে বলুন।

—তারা পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠির সংগে যোগাযোগ করছে। পশ্চিম জার্মানীর নেতৃবর্গের সংগে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁরা যদি সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করে?

—সম্ভব নয় মিস্টার লেবেনহার্ট। আমরা ত ঘুমিয়ে নেই। আমরা জানি আমাদের বন্ধু তেমন কেউ নেই। যাদের সংগে এতকাল হাত মিলিয়ে চলেছি সেই ওয়ারশ গোষ্ঠী কি করছে চোখের উপরই ত দেখলেন। নাটো, সি, আই, এ, অথবা বিদেশী অন্য কোন গুপ্তচর বিভাগ যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসন যন্ত্র বানচাল করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে আমরা কি চুপ করে বসে থাকব।

—আমার মূল প্রশ্নের জবাব পাইনি মিস্টার বেনেস। প্রতিবিপ্লবের সক্রিয়তা দেখেও কি আপনারা চুপ করে ছিলেন?

—না। সরকার বিরোধী সমস্ত দল উপদলের কার্য কলাপের উপর আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি। তাদের উপর থেকে চোখ না সরাবার জন্য আমাদের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা একটু ও দ্বিধা করিনি।

—অন্যান্য ক্লাব সংস্থাগুলি—অন্ততঃ রাশিয়া যাদের নাম করেছে। ধরুন ক্লাব ২৩১, নির্দলীয় সদস্যদের ক্লাব, সমালোচকদের ক্লাব ইত্যাদি। এদের কাজ কর্মের মধ্যে ও আতংকিত হবার কিছু নেই মিস্টার বেনেস?

—আপনি অধ্যাপনা করেন মিস্টার লেবেনহার্ট। আপনার জ্ঞানবুদ্ধি আমার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। রাশিয়া কি আমাদের দেশের খবর আমাদের থেকে বেশি রাখে? আমরা যা জানিনা, সেটা ওরা জানে? ক্লাব ২৩১ অথবা নির্দলীয় সদস্যদের ক্লাবের সমস্ত খবরাখবর আমরা রাখি। ওরা কম্যুনিজম বিরোধী—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নির্বাচনে ওরা কম্যুনিষ্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করতে চাইবে। কিন্তু আমাদের গঠনতন্ত্রে ত আমরা এদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। আমাদের এ্যাকশন প্রোগ্রামে আমরা এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছি। ব্রডস্কি অথবা আই, সভিটেভের সাধ্য কি আমাদের দেশে পুঁজিবাদ আমদানী করবে? ওদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত মূলক কাজকর্মের কোন প্রমাণ নেই। যাদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রমাণ পেয়েছি তাদের আমরা ছেড়ে দিইনি।

—লেখক ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে রাশিয়া দাবী করেছে। ওদের মুখপাত্র 'লিটারেরী নোভিনি' নভোৎনির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মিস্টার ডুবচেক ক্ষমতায় এসে ওদের সুযোগ সুবিধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওরা খোলাখুলি ভাবে এখন ওদের বক্তব্য বলছেন। যেমন বিশিষ্ট লেখক সুভভিক ভাচুলিক ঘোষণা করেন যে কোন সরকারেরই ক্ষমতায় আসীন থাকা উচিত নয়

কারণ তাহলে সমস্ত জাতি ভয় ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আরও ধরুন, লেখক পাভেল কোহুত আরবদের ফাসিস্ত বলে অভিহিত করলেন। এই জাতীয় ভয়ংকর মতবাদ কি দেশের শাসনযন্ত্র বিশেষ করে ভবিষ্যৎ সমাজমানসকে অসুস্থতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেনা ?

জিরি বেনেস আবার হাসলেন। বললেন—আপনাকে ভিতরের কথা কিছু বলি। আপনি চেকোশ্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। যাদের নাম করলেন তাঁরা ছাড়া কি এই দেশে আর লেখক নেই ? সবাই কি নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কলম ধরেছেন, না ইহুদি প্রেমে গদ গদ হয়ে গেছেন। মহৎ সাহিত্যের গুণ এই যে তা' অপ্রয়োজনীয় ভার সইতে পারেনা। সমাজতান্ত্রিক দেশে অকারণ বিধিনিষেধের চাপে সাহিত্য তার প্রসাদগুণ হারিয়ে রাষ্ট্রের প্রচারধর্মের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে—এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। সেখানে মহৎ সাহিত্য আর রচিত হচ্ছেনা। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বাশিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের মান ক্রমশঃই নিম্নমুখী হয়ে চলেছে। কড়া রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ সাহিত্যের ক্ষতি করেছে। দুবচেক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। লেখক ও শিল্পী সংঘকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন। এতে যদি কেউ কেউ সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমাজকে বিকৃতির পথে টানতে থাকে তাতেই বা শংকিত হব কেন ? আমরা ত আর একটা নিরক্ষর জাতি নই। আমাদের সমাজমানস বুদ্ধি ও বিদ্যায় উন্নত, আমাদের জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম। ওতে আমাদের ভীত হবার কোন কারণ নেই।

— এই আক্রমণের সম্ভাব্য কারণ আপনার কি মনে হয়।

—আমি সামান্য মানুষ মিস্টার লেবেনহার্ট। আপনাদের মত বুদ্ধিজীবী নই—লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা আমার সীমিত। তবে আমার বয়স হয়েছে—অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিশেষ করে রাশিয়ার বিগত কয়েক বছরের সংস্কার আন্দোলন আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে লক্ষ্য করেছি। বিশেষতঃ এমন একটা বিভাগে আমি চাকরি করি যেখানে চোখ কানকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে অনেক কিছুই জানা যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন নীতি ওঁদের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভংগীতে শংকার শিহরণ তুলেছে। স্তালিনের ভূত রাশিয়ার কাঁধ থেকে এখনও নামেনি। যেমন চীনের কাঁধে চেপেছে মাও সে তুঙ। সমাজতন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট মডেল ছাড়া ওরা কিছু ভাবতে পারেনা।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে মিস্টার বেনেসের কর্মস্থলে এসে পৌছাল।

—এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে মিস্টার লেবেনহার্ট।

—আপনার সংগে আলাপ করে আনন্দিত হলাম। আমার মত আরও অনেকে ভাবছেন দেখলে ভাল লাগে। আশা করি এই দুর্ভাগ্যও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।

—নিশ্চয়ই পারব। বেনেস জোর দিয়ে বললেন।—সমাজতন্ত্রের কোন পরীক্ষাই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় মিস্টার লেবেনহার্ট। সমাজতন্ত্রকে বারবার তার মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। তবু সমাজতন্ত্র মরেনি। ধীরে ধীরে অমোঘ গতিতে সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তঃস্থলে তার বাণী পৌছে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদকে একদিন সমাজতন্ত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়তে হবে। আমাদের পরীক্ষা সেদিকে একটা সুদৃঢ় পদক্ষেপ মাত্র। আরও অনেক মারের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

মিস্টার বেনেস চলে যাবার পর একা একা হাঁটতে লাগলো লেবেনহার্ট। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। আর বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকলে সান্ধ্য আইনের আওতায় পড়তে হবে। রোজমেরী আর কারাশেকের খবর নেওয়া হয়ে উঠলো না। ওরা হয়তো বাসায় ফিরেছে কিংবা ওর খোঁজ খবর নিচ্ছে। কাল সকালে ঘটনার গতি কোন পথে এগিয়ে যাবে জানা নেই। চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে ভয়াল ভয়ংকর অন্ধকারের কালো যবনিকা নামছে। কালকের আলোর জন্য অধীর চিত্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বাসায় ফিরে বিদেশী রেডিওর খবর শুনতে হবে, চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে বিশ্ব জনমত রাশিয়াকে সমর্থন করছে কিনা জানতে হবে।

ফ্রানস্ বাসার পথে পা বাড়াল।

॥ ৬ ॥

নিজেকে অপমানিত, বিধ্বস্ত আর পরাজিত মনে হচ্ছে ওন্ড্রীক কারাশেকের। সমস্তদিন তীব্র উত্তেজনা আর তীব্রতর মনোবেদনার মধ্যে কেটে গেছে। আঘাত লাগেনি কিন্তু চোখের সামনেই মৃত্যু ঘটলো তিনবার, আহত মানুষের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ওর স্নায়ুতন্ত্রকে যেন অকেজো করে দিয়েছে। আজ যারা প্রাণ দিল, যারা সোভিয়েট ট্যাংক ও প্যারাট্রুপারদের সামনে গিয়ে নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পরোয়ানায় দ্বিধাহীন স্বাক্ষর দিল তারা কি সকলেই প্রতিবিপ্লবী? চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করে দেবার জন্য এরা ঘরে ঘরে গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল! এদের হাত থেকে চেকভূমিকে রক্ষা করার ভূমিকা নিয়েই সোভিয়েট সৈন্যের এদেশে অবতরণ?

চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি, প্রজাতন্ত্র, জাতীয় ফ্রন্ট, সামরিক বাহিনী আর পুলিশ বাহিনীর অগোচরে প্রতিবিপ্লবীরা নির্মম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল বলে রাশিয়া দাবী করছে। আজকের ঘটনা না ঘটলে, তথাকথিত মিত্র বাহিনী চেক ভূমিতে প্রবিষ্ট না হলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই ভয়ংকর দুর্দিন ঘনিয়ে আসতো বলে সোভিয়েট প্রচারবিভাগ ঘোষণা করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনতন্ত্র কি এতই বিকল হয়ে গিয়েছিল? এতবড় সর্বনাশের ইংগিত তাদের অজানা রয়ে গেল?

সেই মধ্যবয়সী দম্পতির কথা আবার মনে পড়লো ওর। চেক জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে একজন সোভিয়েট প্যারাট্রুপারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আরেক জনের গুলীতে প্রায় সংগে সংগেই তাদের মৃত্যু হলো। রোজমেরী কাভানোভা জাপটে ধরেছিলো ভদ্রমহিলাকে। রক্তে সর্বাঙ্গ ভেসে গিয়েছিল রোজমেরীর। কারাশেকের মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি রোজমেরীকে হত্যা করবে সোভিয়েট সৈন্য। বাধা দেবার এতটুকু সময় পর্যন্ত ছিল না। এই দম্পতিই কি সি, আই, এর সম্পদে পুষ্ট চেক নাগরিক? না, সুদেতন জার্মানদের সহযোগী চেক প্রতিবিপ্লবী? মৃত্যুকে যারা এমন অনায়াসে, এত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, তারা চেকভূমির শত্রু?

—যারা ওদের ডেকে এনেছে বলে ওরা প্রচার করছেন ?

—তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি সন্দিহান। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বললেন। —রক্ষণশীল কম্যুনিষ্টদের কেউ হয়তো ডাকতেও পারেন।

—আপনার সম্পর্কে ওদের মনোভাব বন্ধুভাবাপন্ন নয়। কারাশেক বললো।— গণতন্ত্র সম্পর্কে আপনার বক্তৃতাগুলির ওরা তীব্র সমালোচনা করেছে।

—আমি জানি। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার হাসলেন। প্রত্যেক শিক্ষিত বুদ্ধিমান আর স্বদেশপ্রেমিক চেকনাগরিককেই ওরা প্রতিবিপ্লবী বলে আখ্যা দিচ্ছে। আমাদের অপরাধ মিস্টার ডুবচেকের নূতন নীতিকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছি। আমাদের আরও দুর্ভাগ্য পশ্চিমের কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় গণতন্ত্রের ভক্তরা আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

—সন্ত্রাসবাদের আর এক অধ্যায়ে আমরা উপনীত হলাম। মিসেস পোচোনা দুঃখিত গলায় বললেন।—স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমাদের কি কিছুই করার নেই ?

—আমরা আর স্বাধীন নই। কারাশেক তীব্র গলায় বলেলো।—আমি আজন্ম কম্যুনিষ্ট। আমার বাবা সাধারণ কৃষক। যৌথ খামারের একজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মী। আমার মা শিশুসদনের কাজে জীবন কাটিয়ে ছিলেন। আমার দুই কাকা গত বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। একজন ফাসিস্তদের সংগে সম্মুখ সংগ্রামে, আর একজন জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কম্যুনিজমের আবহাওয়ায় আমি মানুষ। নিজ অঞ্চলে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাবা অনেকবার কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। তবু একনিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট হিসাবেও সোভিয়েত অভিযোগের সত্যতা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।

—আজ সারাদিন কি করলেন ? মিসেস পোচোনার স্পষ্টতঃই এই আলোচনা ভাল লাগছিল না।

—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। সংগে ছিলেন মিস রোজমেরী কাভানোভা। প্রাগ রেডিও স্টেশনের একজন কর্মী। আমার সহকর্মী ফ্রান্‌স লেবেনহার্টের বান্ধবী। গত সন্ধ্যায় কাফেতে ফ্রানসের সংগে দেখা হয়েছিল। খবর শুনেই আমি আর মিস কাভানোভা এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছি যে ফ্রান্‌সকে ছেড়েই আমরা রেডিও স্টেশনের দিকে ছুটে যাই। সারাদিন অনেকগুলি মৃত্যু দেখলাম মিসেস পোচোনা। সোভিয়েট বাহিনী অবিরাম প্রচার করছিল যারা প্রতিরোধ করছে

তারা প্রতিবিপ্লবী—চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির শত্রু। আমার একবারও তা' মনে হয়নি।

—আপনি আহত হননি তো?

—আমরা মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলাম। আমি আর মিস কাভানোভা দু'জনেই। ফ্রান্সকে আমরা তা' বলেছিলাম। একবারও ট্যাংকের সামনে থেকে আমরা সরে যাইনি। তবু আমাদের গায়ে গুলী লাগেনি। আপনি কিছু বলুন অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার।

—মিসেস পোচোনার মন ভাল নেই। খবর পেয়েছেন ওর একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় গুলীতে মারা গেছে। ব্রনোতে একটা কারখানায় বেচারা চাকরি করতো। সামান্য প্ররোচনাতেই সোভিয়েট বাহিনী শ্রমিকদের উপর গুলী চালিয়েছে।

—আমার স্বামীর জন্যও আমি চিন্তিত মিস্টার কারাশেক। 'লিতেনারনি লিস্তি' কাগজের দপ্তর ওরা দখল করে নিয়েছে। ওটা প্রতিবিপ্লবীদের আড্ডা বলে ওরা কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার স্বামী ওখানকার একজন কর্মী। তাছাড়া পাভেল কোহুতের ঘনিষ্ট বন্ধু। ইহুদি সমর্থক বলে ওরা কোহুতের উপর ভীষণ চটা।

—তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ জেনা। মিস্টার পোচোনা ধীরস্থির গলায় বললেন। —আমাদের পত্রিকা আধুনিক চেক লেখকদের মুখপত্র, হয়তো নবজাগ্রত চেকোশ্লোভাকিয়ারও। সোভিয়েত অত্যাচার কমবেশি আমাদের সইতেই হবে। তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আচ্ছা, মিস্টার কারাশেক, পাভেল কোহুতের লেখার সংগে আপনার পরিচয় আছে?

—ওঁর একটা বই মাত্র আমি পড়েছি। থিয়েটারে ওঁর একটা নাটকের অভিনয়ও আমি দেখেছি।

—আপনি কি ওঁকে সমাজতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করেন?

—প্রশ্নটা শক্ত মিস্টার পোচোনা। অন্ততঃ আমার পক্ষে। আরও না জেনে কারও সম্পর্কে কোন মতামত দেওয়া আমার স্বভাব নয়। তবে ওঁর নাম জানি, তরুণদের মুখে ওঁর প্রশংসাও শুনেছি।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়লো। বেশ জোরে জোরে। কারাশেক বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দিল।

রাশিয়ান আর্মি অফিসার দরজায় দাঁড়ানো, হাতে রিভলভার। সংগে আর কয়েকজন সৈন্য, তাদের হাতেও উদ্যত বন্দুক।

—আপনিই কি মিস্টার দ্জেনেক পোচোনা? অফিসার ভদ্রগলায় জিজ্ঞেস করলেন।

—না, আমার নাম ওল্ডরীক কারাশেক। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি?

অফিসার জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে তিনজন সৈন্যও। ভিতরের তিনজনও উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—আমিই দ্জেনেক পোচোনা। মিস্টার পোচোনা এগিয়ে এলেন।—আপনারা কি আমাকে খুঁজছেন?

—হ্যাঁ। অফিসার একটু ব্যংগ মাখানো হাসলেন। আপনি 'লিভেরারনি লিস্তি' সাপ্তাহিক কাগজের সংগে যুক্ত?

—হ্যাঁ। আমি কর্মীদের একজন।

—আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। অফিসার বললেন।—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি প্রতিবিপ্লীদের সংগে যোগাযোগ রাখেন। আপনি চেক প্রজাতন্ত্রের শত্রু।

—কোন প্রমাণ আপনাদের হাতে আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। যথাসময়ে সেগুলি আপনাকে জানান হবে। চলুন।

—এটা অন্যায়, খুবই অন্যায়। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার তীব্র গলায় বললেন। —স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আমাদের নিয়মতন্ত্র আমাদের দিয়েছে।

—দিয়েছে। একটু বেশি করেই দিয়েছে অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার। আপনার সম্পর্কেও আমাদের বেশ জানা আছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সংস্কারপন্থী কম্যুনিষ্ট বলে আপনি নিজের পরিচয় দেন অথচ সুদেতন জার্মানদের সংগে আপনার যোগাযোগ আমাদের অজানা নয়। আপনি বলে চলেছেন সমাজতন্ত্রের উদার-করণপন্থীরা এই প্রথম সক্রিয়ভাবে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে একসংগে বাঁধতে সক্ষম হয়েছে।

—আগে বলেছি এখনও বলছি। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার আরও এক পা এগিয়ে এলেন।—ইচ্ছে করলে আমাকেও আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন।

—দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাকে গ্রেপ্তারের হুকুম আমি এখনও পাইনি। তবে প্রস্তুত থাকবেন। চলুন মিস্টার পোচোনা।

—চলুন। আচ্ছা, এক মিনিট সময় দিন আমাকে।

মিস্টার পোচোনা পিছন ফিরে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেলেন। মিসেস পোচোনা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিস্টার পোচোনা বললেন—তুমি চিন্তা করোনা জেনা, লেখকদের সব সময় প্রস্তুত থাকতেই হয়। আচ্ছা চলি, গড্ নাইট জেনা। স্ত্রীর কপালে চুম্বন করে ফিরে এলেন।

রাশিয়ান অফিসার চলে গেলেন। কারাশেক স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। গত রাতের অসহায় উত্তেজনা ওকে আবার অস্থির করে তুললো। প্রতিবিপ্লবী ষড়্যন্ত্রের শিকড় তুলে ফেলে রাশিয়া চেকভূমিকে নিরাপদ করছে। সত্যিই স্বাধীনভাবে নিজের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করলেই প্রতিবিপ্লবী হতে হবে?

আস্তে আস্তে মিসেস পোচোনার কাছে এসে দাঁড়ালো কারাশেক। মিসেস পোচোনার চোখে জল, কান্নার আবেগে ওর শরীর কাঁপছে। কারাশেক ওঁর হাত ধরে ওঁকে সোফায় বসিয়ে দিল।

—ভেঙে পড়বেন না মিসেস পোচোনা। কারাশেক গাঢ় গলায় বললো। —আপনার স্বামী যদি নির্দোষ হন, ওদের সাধ্য কি ওঁকে আটক করে রাখে।

—আমার দুর্ভাগ্য মিস্টার কারাশেক। শুধু আমার কেন, দুর্ভাগ্য সারা চেকোশ্লোভাকিয়ার। আজকের গুলীতে যাদের মরতে দেখেছেন তাদের কি কোন দোষ ছিল? রাজনৈতিক নেতারা কোথায় আছে আমাদের জানা নেই? আমার ভাগ্যে যা ঘটবে তাকে ত স্বীকার করতেই হবে। তবু কষ্ট হচ্ছে সেটা অস্বীকার করি কি করে?

অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বয়স্ক মানুষ। তাঁর সারা মুখের কুঞ্চন আরও বেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—ওরা বলে গেল আমি কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী। কম্যুনিজমের ভাষ্য আজ কি নূতন করে আমাকে শিখতে হবে মিস্টার কারাশেক? চলো জেনা, নিজের ঘরে চলো। আজ পোচোনা গেলেন, কাল হয়তো আমি কিংবা তুমি। ওরা যে কোন সময় এসে বলতে পারে প্রতিবিপ্লবীদের সংগে তোমারও যোগাযোগ ছিল।

শত্রুর গুপ্তচর।

—চলুন, মিসেস পোচোনা উঠলেন।—শুভরাত্রি, মিস্টার কারাশেক। আবার হয়তো আমাদের দেখা নাও হতে পারে।

—শুভরাত্রি। কারাশেক ভারী গলায় জবাব দিলেন। —আজ সকাল থেকে অনেক বিয়োগান্ত দৃশ্যের সাক্ষী রয়েছি আমি। তবু আপনার জন্য আমার অন্তর দুঃখে ভরে গেছে।

দরজা অবধি ওঁদের এগিয়ে দিল কারাশেক।

মিস কাভানোভার সংগে বিকেলে ফ্রান্‌সের বাসায় গিয়েছিল কারাশেক। রোজমেরী মানসিক আঘাতে বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছিল। সেই ভদ্রমহিলার মৃত্যু ওকে ভয়ানক দুর্বল করে ফেলেছিল। ফ্রান্‌সের সংগে দেখা হয়নি। শুনেছে ফ্রান্‌স সকাল এগারোটা নাগাদ একবার বাসায় ফিরেছিল, একটু পরেই আবার বেরিয়ে গেছে। রোজমেরী ওকে না পেয়ে এখন আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। রোজীকে বাসা পর্যন্ত একা ছাড়তে ভরসা পায়নি কারাশেক। লেনকার সংগে একবার দেখা করার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু সময় করে উঠতে পারেনি। আজ সারাদিন মিস কাভানোভার সান্নিধ্যে ওর কেটেছে। মেয়েটার প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধে বার বার ওর অন্তর ভরে উঠেছিল। রোজীর সংগে ওর পরিচয় সামান্য—ফ্রান্‌সের বান্ধবী এতটুকুই মাত্র জানতো। আজ সারাদিন ওর যেন একটুও মনে হয়নি রোজীকে ও ভাল করে চেনেও না। বরং ঘটনার আকস্মিকতায় ওকে একেবারে অন্তরংগ করে নিয়েছিল। রোজীর মা বিকেলে ওদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বয়স্কা মহিলা, সারাদিন রোজীর ভাবনায় হাহুতাশ করে কেঁদেছিলেন—অস্থির চরণে ঘুরেছেন। ভেবেছিলেন রোজী হয়তো কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে। কারাশেককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন উনি। বলেছিলেন—ভগবান তোমার মংগল করুণ বাবা। মেয়েকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ। কারাশেকের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। সারাদিন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওর অন্তর। রোজীর মার ওই স্নেহের ছোঁয়া যেন ওকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল।

—কাল একবার আসবেন। রোজমেরী বিদায় দেবার সময় বলেছিল।—আজ ত আমাদের মরা হলো না, কাল আবার না হয় চেষ্টা করে দেখবো।

—ফ্রান্‌সের সংগে তোমার দেখা হলোনা। কারাশেক গলায় সহানুভূতি এনেছিল।

—কাল হয়তো দেখা হবে। কিংবা আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না। এমন অসহায় সংগ্রাম কেউ কি কোনদিন করেছে ?

ওই কথাটাই ভাবতে ভাবতে কারাশেক বাসায় ফিরেছিল। আজ এখন, বিশ্রাম নেবার এই আগের মুহূর্তেও, মিসেস পোচোনাকে বিদায় দেবার পর সেই কথাটাই নূতন করে ওর মনে পড়লো।

॥ ৭ ॥

সারা দিনের সঞ্চিত উত্তাপ শেষ রাত্রির মৃদু বৃষ্টিতে একটু যেন কমে এসেছিল। শার্সিতে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। ঝড়ের উদ্দামতার পর সারা চেকভূমিতে যেন মৃত্যুর নীরবতা নেমেছে। হয়তো ফ্রান্সের মত আজ রাত্রে কোন বুদ্ধিজীবী মানুষের চোখে ঘুম নেই। বিনিদ্র রজনীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত কেবল একটিমাত্র চিন্তাতেই তাদের কাটছে—রাশিয়ার সৈন্য এদেশ দখল করাতে কোন্ নূতন উষার স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল ?

প্রতিবিপ্লবের বিপদ থেকে চেক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সোভিয়েত ও তার পূর্ব ইউরোপের মিত্ররা এদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে—একথা আজ অনেকবার শুনতে হয়েছে। এর সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ফ্রান্স প্রমাণ নিয়ে কি করবে। গত কয়েকবছর ধরেই ত চেকোশ্লোভাকিয়ার সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের সংগে ওর নাড়ীর সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠেছে। এদেশের প্রাণস্পন্দনকে গভীর মনোনিবেশের সংগে খুঁজে বেড়িয়েছে ফ্রান্স। জনজীবনের উদ্দীপনার জোয়ারকে স্বাগত জানিয়েছে বারবার। শ্লোভাকিয়া, মোরাভিয়া, বোহেমিয়ার জনপদে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছে চেকোশ্লোভাকিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্নকে পেছনে ফেলে দৃঢ় পদক্ষেপে বলিষ্ঠ অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার সংকল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। নাৎসী অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা চেকোশ্লোভাকিয়াকে আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এ কথা কারও

অজানা ছিল না যে ভৌগলিক অবস্থানের বিশেষত্ব চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিত্য নূতন সংকটের মধ্যে অনিবার্যভাবে ফেলবে। ওকে সীমান্ত রক্ষা করতে হবে অনেকগুলি ছোট বড় রাষ্ট্রের হাত থেকে। অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ঢেউ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, রাশিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর সংগে একাত্ম হলেও নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে চেকভূমিকে ব্যবহার করতে রাশিয়া ছাড়বে না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ এ'সব বাস্তব সংকটের মধ্যেই বাঁচার সংকল্প গ্রহণ করেছে। কারিগরী বিদ্যায় নিজেদের দক্ষ করে তুলেছে, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি তৈরী করে বিদেশের বাজারে রপ্তানী করেছে, স্বদেশের কলকারখানাগুলিকে সর্বপ্রকারে আধুনিক করে তুলেছে। কৃষির উন্নতি হয়েছে প্রয়োজনমত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জৌলুসে দেশকে ভরে তুলেছে। সংস্কারের অন্ধগলিতে আশ্রয় নেয়নি, যুগচেতনার প্রখর দিবালোকে বেরিয়ে এসে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আজকের উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়া দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে; ঘরে বাইরে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করা যেতে পারে তার পরীক্ষায় কখনো বিচলিত বোধ করেনি।

উদারনৈতিক মনোভাব কি পূর্ব ইউরোপে কখনও ছিল, না আজও আছে? রাশিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও এমনকি টিটোর যুগোশ্লাভিয়া —কেউ কি সরকারী কাজের প্রতিবাদ সইতে পেরেছে? সরকার কি কাউকে, জনসাধারণের কোন অংশকে সেই সুযোগ কখনও দিয়েছে? এই সমস্ত সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অন্য কোন রাজনৈতিক দল অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ কি কখনো বেঁচে থাকার সনদ পেয়েছে? কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা আজ ওর মনে আসছে। কিছুদিন আগেই সোভিয়েট ভূমিতে রুশ লেখক গিনবার্গ আর তাঁর সহযোগীদের গোপন আদালতে বিচারের প্রহসন সংগঠিত হল। এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছেন অনেক বুদ্ধিজীবী, সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাদমীর সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী এমন কি যৌথ খামারের কর্মীরা পর্যন্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থকদের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে এবং প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এই ছিল তাদের দাবী। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কর্তাগণ সেই দাবীতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছেন? উপরন্তু এই বিচারের কলা-কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাতে মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং অন্যান্য জায়গার বহু

একনিষ্ঠ কর্মীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণ শুধু একটিই। গত চল্লিশ বছরের আমলাতান্ত্রিক শাসনের লৌহবন্ধন শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনেক দূরত্বের ব্যবধান রচনা করেছে। শাসকের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে মূল সোভিয়েট ভূমিতেও প্রতিবাদের দেওয়াল ক্রমশঃই উচু করে তোলা হচ্ছে।

আজ ফ্রানস পরিষ্কার ভাবতে পারছে চেকোশ্লোভাকিয়ার এই উদারনৈতিক ব্যবস্থা অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের কাছে এক আশ্চর্য প্রতিশ্রুতিময় জীবনের দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। আমলাতান্ত্রিক শাসনের প্রতি ওদের এতদিনের সঞ্চিত প্রতিবাদ আজ যদি সশব্দে ফেটে পড়ে তার গতিবেগ কি এসব শাসনকর্তারা সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়েও রুখতে পারবে?

আজ ওর দু'চোখে ঘুম নেই। বাইরের পৃথিবী ভয় আর সংশয়ের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘরের এই একান্ত শূন্যতায় ওর বিগত জীবনকে, চেকোশ্লোভিকায় শত শত বৎসরের ইতিহাসকে ও যেন মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত করতে পারছে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চেকোশ্লোভাক ভূখণ্ডে মানুষের বসবাস ছিল। প্রস্তর যুগের যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষুদ্রাকার এক পাথরের নারীমূর্তি। ভিয়েস্ততনিসের ভেনাস নামে এটি পরিচিত মূর্তিটি ২৫০০০ বছরের পুরানো বলে মনে করা হয়। প্রাগের নিকটে খৃষ্টপূর্ব প্রথম-মিলেনিয়ামের কেলটিকদের বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বইআনস নামে একটি কেলটিক উপজাতি ছিল। তাদের নামেই বোহেমিয়া প্রদেশের নামকরণ হয়েছে। খৃষ্টজন্মের অব্যবহিত পূর্বে এই অঞ্চল মারকোমালি, কোয়াদি প্রভৃতি জার্মান উপজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। খৃষ্টজন্মের পর প্রথম শতকে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও শ্লোভাকিয়া রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন হয়। মারকাস অরেলিয়াসের নেতৃত্বে সৈন্যেরা শ্লোভাকিয়ার কয়েকটি অংশ অধিকার করে।

শ্লোভ উপজাতিদের এই অঞ্চলে আগমন মোটামুটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘটেছে বলে অনুমিত হয়। তাদের বাসভূমি দক্ষিণ মোরাভিয়াতেই কালক্রমে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পত্তন হয়। এই কেন্দ্রটি হল মহান মোরাভিয়া সাম্রাজ্য। এটিই শ্লোভগোষ্ঠীর প্রথম রাষ্ট্র এবং নবম শতাব্দীতে এই রাষ্ট্র ক্ষমতার শিখরে উন্নীত হয়। এই সময়ে মোরাভিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে। কনস্টানটাইন

ও মেথডিয়াস নামীয় বাইজানটাইন ভ্রাতৃদ্বয়ের ধর্মপ্রচার এই সময়ের একটি প্রধান ঘটনা। মোরাভিয়া সাম্রাজ্যের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রকাশ ঘটে এই পর্বেই। এ যুগের উন্নতির সাক্ষ্য বহনকারী কিছু ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জনসাধারণের দর্শনের জন্য তা উন্মুক্ত করা হয়েছে।

দশম খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর আক্রমণের ফলে মোরাভিয়া সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। শ্লোভ রাষ্ট্রের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় বোহেমিয়াতে। শ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। প্রেমিসেল রাজবংশ শাসিত চেক রাষ্ট্র মধ্যযুগের ইউরোপে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লুক্‌সেমবুর্গের জন চেক রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করলে লুকসেমবুর্গ রাজতন্ত্রের পত্তন হয়। চতুর্থ চার্লস নামে পরিচিত তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী পবিত্র রোমক সাম্রাজের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রয়াসে প্রাগ ইউরোপের অন্যতম প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। ১৩৪৮ সালে স্থাপিত হয় প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ও ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন—এই দুই ভাবধারার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল এই বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু এ যুগের সমৃদ্ধি ও জাঁকজমকের একটি অন্ধকার দিকও ছিল। ধর্মীয় প্রসংগ ও তৎজাত সামাজিক সমস্যা ক্রমশঃ জটিল রূপ ধারণ করতে থাকে। এই সমস্যাগুলির সবচেয়ে স্পষ্টবাদী সমালোচক ছিলেন জনহুস্‌ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান। বেথেলহেম গীর্জায় প্রদত্ত ও প্রার্থনাস্তিক ভাষণগুলিতে তিনি দৃঢ়ভাবে গীর্জা ও সমাজের আমূল সংস্কার দাবী করেন।

ইউরোপের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশগুলির দাবীতে কন্‌স্‌টান্‌স্‌ এর চার্চ কাউন্সিল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং জন হুসকে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে পুড়িয়ে মারা হয় (এই ঘটনার স্মৃতি Unesco কর্তৃক ১৯৬৫ সালে উদ্‌যাপিত হয়)। এই মৃত্যুবরণ চেক জনগণের অধিকাংশকেই ধর্মীয় আদর্শ ও উন্নততর জীবনের জন্য বিদ্রোহে উদ্‌বুদ্ধ করে। প্রথমে জন জিজকা ও পরে মহামতি প্রকোপ এর নেতৃত্বে হুস্‌ এর অনুগামী সৈন্যদল সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সেনাদলের সমর্থনপুষ্ট বোহেমিয়ার সামন্ত প্রধানদের সেনাবাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করে। হুস অনুপ্রাণিত এই আন্দোলন পার্শ্ববর্তী পোলাণ্ড ও জার্মানীতে

ও সাড়া জাগায়। কিন্তু চরম-নরম পন্থীদের অন্তর্বিরোধের ফলে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে লিপানীর যুদ্ধে বিপ্লবী শক্তি নিশ্চিহ্ন হয় এবং সামন্তশক্তি পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে পোজেব্রাদের জর্জ নামে এক চেক অভিজাত বোহেমিয়ার নৃপতিপদে নির্বাচিত হন। যুদ্ধের পরিবর্তে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্র সংঘের অনুরূপ একটি সংস্থার যে প্রস্তাব দূরদর্শী এই নৃপতি করেছিলেন ১৯৬৬ সালে ইউনেসকো কর্তৃক সেটি উদ্‌যাপিত হয়।

পোলাণ্ডের ইয়াগেলন রাজবংশের অধীনে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর সমস্ত প্রধানগণ হাবসবুর্গের প্রথম ফারডিনানড্‌কে বোহেমিয়ার রাজপদে বরণ করেন। হাবসবুর্গ আধিপত্যের কালে জাতীয় ও সামাজিক নিপীড়নের ফলে প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দের প্রাগ ডেফেনষ্ট্রেশন তিরিশ বছরের যুদ্ধের সূচনা করে। ১৬২০ সালে শ্বেতপাহাড়ের যুদ্ধে ক্যাথলিক ধর্মীয় হাবসবুর্গ শাসকগোষ্ঠীর কাছে চেক ও মোরাভিয়ার প্রোটেসট্যাণ্ট অভিজাতগণ পরাজিত হন এবং হাবসবুর্গ শাসকদের দীর্ঘকাল ব্যাপী শাসন কায়েম হয়। তিনশ বছরের জন্য চেক স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে। হাবস্‌বুর্গ বিরোধী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অতঃপর পরাভূত জাতির উপর বলপূর্বক জার্মান ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়। শুধু গ্রামাঞ্চলেই চেক ভাষার প্রচলন অব্যাহত থাকে। জেসুইট সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহায়তায় ক্যাথলিক ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চলে। অভিজাত, সাধারণ নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয় মনে করেন। যাঁরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন তাদের মধ্যে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যামস কমোলিয়াসও ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের সুরু চেক জাতীর পুনরুজ্জীবনের কাল বলে পরিচিত। এই সময়ে একদিকে যন্ত্রশিল্পের প্রসারে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের পথ প্রশস্ত হয়, অন্যদিকে ফরাসীদেশের সামাজিক প্রগতির ধ্যানধারণা ঐ দেশের চিন্তাজগতকে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করতে থাকে। ১৭৮১ সালে ভূমিদাস প্রথার অবসানের পর গ্রামাঞ্চলের চেকবাসী জনসাধারণ

জীবিকার খোঁজে শহরে আসতে থাকেন। এইভাবে শহরাঞ্চলে চেক প্রভাব বেড়ে উঠে।

হাবসবুর্গ পদানত অন্যান্য দেশের মত সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে শ্রমিক ও ছাত্রদের নেতৃত্বে ১৮৪৮ সালের প্রাগের অভ্যুত্থানে। বিপ্লব যদিও পরাজিত হয়, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ করা যায়না। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতিও প্রায় অব্যাহত থাকে। অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান চেকোশ্লোভাকিয়ায় নির্মিত হয়। শিল্প প্রসারের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়া ও বোহেমিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক দল, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়।

অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের প্রতি চেক ও শ্লোভাক বিরূপতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এই সময় অস্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সেন্যরা দলত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে থাকে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর অসংখ্য সভাসমিতিও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দাবী উঠতে থাকে, এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হোক যাতে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক প্রয়োজন মিটবে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে চেকভূমি (বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া) আর শ্লোভাকিয়া এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয়। নূতন রাষ্ট্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের সমূহ উন্নতি ঘটে। ব্রনো, ব্রাতিশ্লাভাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন শাখার চমকপ্রদ সাফল্য অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার বিপ্লবী আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করেন। সমাজিক আইন কানুন প্রণয়নে কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে গুরুতর বিরোধ দেখা দেয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি (১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত) দৃঢ়ভাবে যে সব সামাজিক দাবীদাওয়া পেশ করেন, সরকার তা' পুরণে অসমর্থ হন। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর জার্মান ফাসিস্তদের প্রতিরোধে এই সরকারের অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার অনুপস্থিতিতে এবং তার স্বার্থের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়াকে তার সীমান্ত

অঞ্চলগুলি হিটলার জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হয় এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তি ঘটে। চেক অঞ্চল পুরাপুরি জার্মান কুক্ষিগত হয় এবং শ্লোভাকিয়াকে নামে মাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চেক ও শ্লোভাক জনগণ দেশের অভ্যন্তরে জার্মান দখলদারী সৈন্য-বাহিনীর প্রতিরোধে দুর্বার হয়ে উঠে। খেদ্রীম-এর নিকটবর্তী লেজাকী এবং ক্লাদনোর নিকটবর্তী লিডিৎসে এই দুটি গ্রাম ১৯৪২ সালে নাৎসীরা সম্পূর্ণ ধূলিস্যাৎ করে এবং সব অধিবাসীদের হত্যা করে। ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নে নাৎসী বিরোধী কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। চেকোশ্লোভাক সশস্ত্র ইউনিট-গুলি পূর্ব ও পশ্চিম রণাংগনে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৪ সালের আগষ্টের শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানে ইউরোপের বহু দেশ থেকে শ্লোভাক সেনাদলের বিদ্রোহী অংশও প্রতিরোধবাহিনীর সংগে যোগ দেয়।

শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের স্মারক একটি সংগ্রহশালা অভ্যুত্থানের সদর দপ্তর বাসনকা বিনত্রিকাতে স্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির জন্য সোভিয়েট ও চেক সৈন্যরা ১৯৪৪ সালে তুক্‌লা গিরিপথে চেক ভূমিতে প্রবেশ করেন। চেক স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী সেইসব সোভিয়েত ও চেকোশ্লোভাক যোদ্ধার স্মরণে একটি স্মৃতিফলক ঐ গিরিবর্ত্মে স্থাপিত হয়।

১৯৪৫ সালের মে মাসে পুনরায় অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ৯ই মে সোভিয়েট সৈন্যদল প্রাগে প্রবেশ করে এবং তাদের হাতে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান শাসনের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়।

পূর্বশ্লোভাকিয়ার কোসিৎসে শহরে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ঘোষিত চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকারী কার্যসূচী দেশের পরবর্তী সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির জাতীয়করণের নীতি ১৯৪৫ সালের শেষভাগে অংশত কার্যকরী করা হয়। ১৯৪৬ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। তাদের নীতি জনসাধারণের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে, কিন্তু পুরোণো ব্যবস্থায় যাদের কায়েমী স্বার্থ ছিল তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের ধনতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পরাভূত হয়। সমাজতান্ত্রিক নীতি বিপুল সমর্থন

লাভ করে। জাতীয়করণ পুরোপুরি কার্যকর করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়।

চেকভূমিতে কম্যুনিষ্ট শাসনেরও বিশ বছর পেরিয়ে গেল। দ্রুত ধাবমান সময়ের সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সময়ের আঁচড় লাগেনি তা' নয়, আজকের পৃথিবীতে যেখানে স্নায়ুযুদ্ধের হাত থেকে ছোট বড় কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই গা বাঁচিয়ে থাকা মুস্কিল, সেখানেও চেকোশ্লোভাকিয়া মানবিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। কৃষি, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া কারও থেকে পিছিয়ে নেই। রাজনৈতিক নীতিবোধ ও বিশ্বাসপ্রবণতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্যের আমদানী করতে গিয়ে এই বিপদ ডেকে এনেছে।

ফ্রান্সের ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল কিন্তু দু'চোখে ঘুমের আবেশ নেই। মানসিক উত্তেজনায় ওর স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। ক'টা দিন আগেও ভেবেছিল রোজমেরী কাভানোভার সংগে মন দেয়া নেয়ার খেলাটাকে একটা সুস্পষ্ট সম্পর্কের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেবে। বাবার কাছে সেদিন ব্যাপারটা লিখতে গিয়েও লেখেনি। রোজীর মতটা জেনে তারপর লেখা উচিত হবে মনে হয়েছিল। জীবনে কোন বড় রকমের ট্র্যাজেডি আসেনি ফ্রান্সের—কোন কিছুতে বিচলিত হয়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা কখনো হয়নি। পড়াশুনা নিয়ে থেকেছে, যখন ভালবাসতে ইচ্ছে করেছে মনের মত মানুষেরও অভাব হয়নি। অধ্যাপক ওটাসিক ও ডঃ পনোমারেফ দু'জনেই ফ্রান্সকে ভালবাসে। এ্যাকশন প্রোগ্রাম বাস্তবে রূপান্তরিত করতে গেলে কী ধরণের অর্থনৈতিক বিবর্তন হওয়া সম্ভব, সমাজের বর্তমান কাঠামোর উপর তার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে—সেই বিষয়ে গত আট মাস ধরে কাজ করছে ও। তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয়ে বিস্তর পরিশ্রম করছে। আজ যেন সব কিছুর উপর অকস্মাৎ সংশয়ের কালো পর্দা নেমে এসেছে।

প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি কি আজ আর থামবে না? ফ্রান্স্ জানালার শার্সিগুলোর উপর নিজের ক্লান্ত দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। রোজীর মুখটা হঠাৎ যেন আবার মনে পড়ে গেল। কাল রাতে অমন করে কারাশেকের সংগে চলে গেল ও। কোনদিন ত' এমন করে না। আজ সারাদিন কি করলো, কোথায় রইল ফ্রান্স্ কিছু জানে না। শুনেছে বিকেলে কারাশেকের সংগে একবার ওর খোঁজে এসেছিল।

তাহলে নিশ্চয়ই আহত হয়নি রোজমেরী। তবু ওর জন্য ভারী ভাবনা হচ্ছে ফ্রান্সের।

কথায় কথায় একদিন নিজের বিগত জীবনের গল্প বলেছিল রোজমেরী। বাবা মারা গেছেন শিশু বয়সে—ওকে রোজীর তেমন ভাল মনে নেই। সাধারণ চাকরী করতেন—প্রাগের ষ্টেশনারী কোন দোকানের সেলস্ কাউন্টারে। মারা যাবার পর স্ত্রী আর মেয়ের জন্য রেখে গিয়েছিলেন ইনস্যুরেন্সের সামান্য টাকা আর প্রাগের অখ্যাত গলিতে ছোট একতলা একটা বাড়ী।

মার বয়স তখন এমন কিছু বেশি হয়নি, ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন। সুন্দরীও ছিলেন, পাত্রের অভাব হতো না। কিন্তু মেয়েকে নিয়েই থাকতে চাইলেন উনি। মেয়ে অন্ত প্রাণ, এতটুকু সময়ের জন্যও রোজমেরীকে কাছছাড়া করতে চাইতেন না। বাবার মৃত্যুর পর রুটির কারখানায় সামান্য মাইনের কাজ ঠিক করে নিয়েছিলেন। বাসার দু'টো ঘরে দু'জন বিদেশী ছাত্রকে পেয়িংগেস্ট হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইদানীং রোজী বড় হবার পর মা সেটাও তুলে দিয়েছেন—ওরা নাকি রোজীর দিকে বড় বেশি নজর দেয়।

—নজর দেবার জিনিস হলে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে নাকি? ফ্রান্স্ ঠাট্টা করে বলেছিল।

—তুমি ভারী আলগা কথা বলতে ভালবাস। রোজী লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো।

—মাকে বলো আবার আগের ব্যবস্থা চালু করতে। আমি তা'হলে তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকি।

—মার খুব পছন্দ হবে তোমাকে। রোজী হেসে ফেলেছিল।—কিন্তু আমার ভারী ভয়, তোমাকে একফোঁটা বিশ্বাস নেই আমার। কখন কি ক'রে বসবে।

—তোমার মার সংগে ত আজও আলাপ করিয়ে দিলেনা। ফ্রান্স্ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

—দরকার কি! রোজী আগের মতই হাসলো।—কোনোদিন হয়তো চট করে একটা আবেদন জানিয়ে বসলে। আমাকে যখন মা জিজ্ঞেস করবেন—আমি কি জবাব দেব?

—সত্যি কথাটাই বলবে।

—সত্যিটা যে কি সেটাই ত জানিনে। রোজী যেন সারল্যের প্রতিমূর্তি।

—সত্যিই কি আমার মত একজন সাধারণ, আধা শিক্ষিত মেয়েকে তুমি ভালবাস ফ্রান্‌স্?

—তোমার সন্দেহ আছে নাকি?

—ওমা সন্দেহ করবো না? রোজী যেন অবাক।—তুমি বললে বলেই সেটাকে সত্যি মনে করে ঠকি আর কি। অত কাঁচা মেয়ে পাওনি আমায়। অনেক ছেলে চরিয়ে খেয়েছি।

—তাই নাকি। যাক তবু একটা সত্যি কথা এতদিনে মুখ দিয়ে বেরুল। ফ্রান্‌স্ যেন নিশ্চিন্ত হল।

—এতদিন যা বলেছি সবই বুঝি মিথ্যে?

—কি করে বিশ্বাস করি বল। ছেলে চরিয়ে খাওয়া মেয়েদের বিশ্বাস করে ঠকি আর কি। অত বোকা পাওনি আমায়।

দু'জনে এক সংগেই হেসে ফেলেছিল।

রেডিও স্টেশনের চাকরি। সন্ধ্যার দিকে রোজীর ডিউটি পড়তো। বেশ রাত হতো ওর বেরিয়ে আসতে। ফ্রান্‌স্ তবু ওর জন্য অপেক্ষা করতো নরোডনি স্ট্রীটের নির্দিষ্ট কাফেতে। দু'জনে এক সংগে খেত—রোজী বেশী ক্লান্ত না থাকলে কোন কোন দিন নাচেও যোগ দিত। রোজীর আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কনাকের গ্লাস নিয়ে প্রায়ই একা বসে থাকতো ফ্রান্‌স্। কোনদিন কারাশেক ওকে সংগ দিত, কোনদিন রিগেনোভা আর কারাশেক দুজনেই। কারাশেক বড় বেশি অস্থির, বড় বেশি চঞ্চল। চুপ করে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। নিজেকে ব্যাপৃত রাখার মত একটা কিছু সব সময় চাই ওর। আজ সারাদিন কারাশেক রোজমেরীকে নিয়ে কি ভাবে কাটিয়েছে ফ্রান্‌স্ অনায়াসে কল্পনা করতে পারে। ওর মত ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষও সকালবেলা মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। আর সোভিয়েট দাবী করছে ঐ সব শুধু একদল প্রতিবিপ্লবী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের উস্কানিতে হয়েছে। ফ্রান্‌সকে কে উসকে দিয়েছিল—ওর বিবেক? ওর এতদিনকার লালিত মানসিক গঠন? না ওর রাজনৈতিক আদর্শ বোধ? রাশিয়ান ভাষ্যে ও নিজেই তা'হলে প্রতিবিপ্লবীদের একজন মাত্র।

দূরে কোথায় যেন কামান গর্জনের শব্দ হলো। পর পর কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী ওর বাসার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। পাশের কোন বাড়ীর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠলো—তোমাদের কোন প্রয়োজন এখানে

নেই, তোমরা ফিরে যেতে পার। ভ্‌লটাভা নদীর ওদিক থেকে একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া উঠে আসছে। বৃষ্টি হয়তো এখনও পড়ছে, আকাশের মুখে কালি। ফ্রানস্‌ ওই চলমান শব্দের পিছন পিছন কল্পনার রথে দৌড় দিল। সোভিয়েট সৈন্য প্রতিবিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে সারা প্রাগ শহর তোলপাড় করে তুলছে। গোপন অস্ত্রাগার, গুপ্ত রেডিও ষ্টেশন, নাশকতার কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পুস্তিকা—এসবের খোঁজ করছে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার সাধারণ মানুষ আতংকিত নয়, আতংকিত সোভিয়েট বাহিনী। কোন্‌ জুজুর ভয়ে সোভিয়েটের এই আতংক ?

ফ্রান্‌স্‌ সোফায় শরীরটাকে ছড়িয়ে দিয়ে আতংকের আসল কারণটাকেই খুঁজতে লাগলো।

॥ ৮ ॥

সকালের আলো শার্সিতে রামধনুর সাতরঙ আঁকেনি। রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়েছিল ক্যাপ্টেন লিবিচেককে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মাত্রা ভয়ানক কমে গেছে ওঁর। খুব ভোরে ঘুম ভেংগে যায় ওঁর। কালকের উত্তেজনার মুহূর্তগুলি ওর হার্টের উপর অকারণ চাপ দিচ্ছে এই আশংকায় সারা দিন লেনকা ওঁর বিছানার পাশে বসে থেকেছে। হাল্‌কা গল্প করেছে। ওঁকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে ঘটনার অভাবনীয় বিবর্তন থেকে।

আজ ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে দেখলেন শার্সিতে আলোর প্রতিফলন নেই। ঘড়িতে দেখলেন যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে। মনে মনে লজ্জিত বোধ করলেন তিনি। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন খবরের কাগজটি যথাস্থানে রাখা নেই। মনে মনে হাসলেন ক্যাপ্টেন লিবিচেক। নিশ্চয় লেনকার কাণ্ড। বোকা মেয়ে, রোগ-দুর্বল বাপকে কাগজ পড়তে দিতে চায় না। হঠাৎ ওঁর মনে হলো আজ কোন কাগজ বেরুতে পারবে না—কাল রাশিয়া সব পত্র পত্রিকার অফিস অধিকার করে বসেছে। উঠে জানলার ব্লাইণ্ড উঠিয়ে দিলেন

লিবিচেক। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ওকি জানালা খুললে কেন? ব্রেকফাষ্টের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো লেনকা রিগেনোভা। —তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাবা। কখন যে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে তা ঠিক নেই। শীগগির বন্ধ করে দাও।

—তুই হাসালি লেনকা। লিবিচেক স্নেহ মাখানো গলায় বললেন।—জানিস সারাটা জীবন আমার বাইরে বাইরে কেটেছে। যুদ্ধের বাজনা শুনলে, ট্যাংকের গর্জন শুনলে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটতে থাকে।

—তোমার গল্প আর এক দিন শুনবো বাবা। লেনকা হাসলো। এখন কফি খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁরে ওদিককার খবর কি জানিস্? রেডিও ত শুনতে পাচ্ছিনে, যুদ্ধের খবর কিছু পাচ্ছিস?

—যুদ্ধ কোথায় বাবা? লেনকা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললো। —তুমি বুঝি সারা রাত যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছো?

—এই যে কাল সারাদিন গোলমাল চলেছে! রাশিয়া গোটা চেকো-শ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়েছে?

—কিন্তু যুদ্ধ কোথায়? লেনকা আগের প্রশ্নটাই শান্ত গলায় করলো।

—আমাদের দেশে তা' হলে রুশ বাহিনী কেন? লিবিচেক কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন।—কেন নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো? কেন সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে?

—একেবারে সাধারণ ব্যাপার বাবা। লেনকা সমস্ত প্রশ্নগুলিকেই যেন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল।—রাশিয়া আমাদের আক্রমণ করবে—এ কথা তোমার বিশ্বাস হয় বাবা?

—না। ক্যাপ্টেন লিবিচেক শান্ত গলায় জবাব দিলেন।—তোদের থেকে রাশিয়ানদের আমি অনেক বেশি জানি। ওদের সংগে অনেকগুলি দিন পাহাড়ে-পর্বতে-জঙ্গলে কাটিয়েছি। ওদের সংগে পোড়ারুটির টুকরো ভাগাভাগি করে খেয়েছি। আমি ওদের স্বভাব চরিত্র ভাল করে জানি।

—আবার তোমার যুদ্ধের গল্প সুরু হবে ত? ব্রেকফাস্টের ট্রে বাবার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে লেনকা বলে উঠলো —তাহলে আজ কেন বলছো রাশিয়ান বাহিনী এদেশে কেন? ওরা যুদ্ধ করতে আসেনি।

—তবে কেন এসেছে ? লিবিচেক যেন বুঝতে চাইলেন না।

—বাঃ, মিত্রবাহিনীর সৈন্য অন্য একটা মিত্রদেশে আসতে পারেনা ? এতে কিছু ক্ষতি আছে ?

—আমাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করবে কেন ? জনতার উপর গুলী চালাবে কেন ?

—দুটোই যে সত্যি তুমি কেমন করে জানো বাবা। তুমি কি এতদিনেও জানো না যে আমাদের সরকারের পতনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি চক্রান্ত করছিল ? পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সংগে, আমেরিকার সংগে গোপন যোগাযোগ করে তারা এদেশের জনপ্রিয় কম্যুনিষ্ট প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার মতলব করেছিল ? রাশিয়া কি এ' সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়নি ? সিয়ার্ণো আর ব্রাতিস্লাভায় তাহলে বৈঠক বসলো কেন ? বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত এসব চক্রান্তকারীদের মতলব বানচাল করে দিতে মিত্রবাহিনী এদেশে ঢুকেছে। ওদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই বাবা।

—রেডিওটা খুলবি মা ? হয়তো কোন খবর আছে। একটু শুনতাম।

—পাগল হয়েছ বাবা ? রেডিওতে কোন খবর নেই—রেডিও স্টেশন বন্ধ আছে কাল থেকে। তুমি বরং একটা কোন হালকা ধরণের গল্পের বই পড়ো—কিংবা নাটক। আমার কাছে জোসেফ নোভাকের সম্প্রতি প্রকাশিত একটা নতুন নাটকের বই আছে। তোমাকে এনে দেব ?

ক্যাপ্টেন লিবিচেক মেয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে ব্রেকফাস্ট শেষ করলেন। মেয়ের সংগে আলাপ করে কোন লাভ নেই। লেনকা ওকে কিছুতেই সব খবর পুরোপুরি জানতে দেবে না। সুযোগমত লেনকার চোখ এড়িয়ে একবার পার্কে গিয়ে বসতে হবে। তা'হলে সব খবর, রাশিয়ান সৈন্যদের চেকভূমি দখলের পুরো তথ্য পাওয়া যাবে। এমন কোন ঘটনা কাল ঘটেছে যা' লিবিচেকের এখন পর্যন্ত জানা নেই। লেনকা কাল সারাদিন বাসা থেকে বেরোয়নি, জানলা পর্যন্ত খুলতে দেয়নি ওঁকে। লিবিচেকের দু'চোখে বিস্ময় ঘনিয়ে এসেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে, ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে বাইরের ট্যাংকের গর্জন শুনেছেন, অগুনতি মানুষের প্রতিবাদ মুখর কণ্ঠ জানালার আচ্ছাদন ভেদ করে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে—রুশ ফিরে যাও। লিবিচেক প্রশ্নসূচক মুখ লেনকার দিকে ফেরাতেই লেনকা হেসে ফেলেছে—কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন

ছেলে ছোকরার অকারণ হল্লা বাবা। দেশের অবস্থার কোন খবর ওরা রাখেনা। তেমন সাংঘাতিক কিছু হলে আমাদের নেতারা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন। তাই কি স্বাভাবিক ছিল না?

বারবার দরজার কলিংবেল বেজেছে। লেনকা ওকে আশ্বস্ত করে ছুটে গেছে দরজার দিকে। লিবিচেক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন লেনকা নিশ্চয়ই কাউকে নিয়ে আসবে। পুরোনো দিনের বন্ধু-বান্ধব—ওঁর মত যারা অবসর নিয়েছেন, কিংবা পরিচিত মহলের কোন কেউ। লেনকা কিন্তু বার বার একাই ফিরে এসেছে। তেমন দরকারী কিছু নয় বলে ওঁকে জানিয়েছে।

সকালের দিকে একটু বেরিয়েছিল লেনকা। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের ইচ্ছে করছিল উনিও একটু বেড়িয়ে আসবেন। কিন্তু যাবার আগে লেনকা বার বার ওকে অনুরোধ করে গেছে বাইরে আজ না যেতে। অনর্থক হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে লাভ কি।

আজ উনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। ডাক্তারের কড়া নিষেধ অবশ্যই আছে কোন উত্তেজনাকর অবস্থা পরিহার করার জন্য। কিন্তু কি হবে ওঁর। ওঁর হার্ট কি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সামান্য ধকলটুকুও ওঁর সহ্য হবে না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক নির্ভিক যোদ্ধার এই কি পরিণতি হলো? বার বার আহত হয়েও যিনি সমস্ত আঘাত সহ্য করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, আজ এই অখণ্ড অবসর জীবন যাপনের মধ্যেও হার্ট এমন দুর্বল হয়ে পড়লো কেন? ডাক্তারের বাড়াবাড়ি—লিবিচেক এমন কিছু অসুস্থ নন।

—তুই কি আজ বেরোবি না?

—না। কেন বাবা? লেনকা দু'চোখ তুলে একবার লিবিচেকের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

—না, বলছিলাম বাইরে কোন কাজ আছে কিনা। লিবিচেক সরল গলায় বললেন।—আজও নিশ্চয়ই তোর কারখানা ছুটি আছে।

—কি জানি। ছুটি থাকার ত' তেমন কোন কারণ নেই। ওই সামান্য গোলমালে কি কারখানা বন্ধ থাকবে? ভাবছিলাম, যাবোনা আজও।

—শুধু শুধু কামাই করা ঠিক নয়। লিবিচেক সৈনিক-সুলভ গলায় বললেন। —বিশৃংখলা মনকে বিচলিত করে তোলে।

—তুমি বলছ যাওয়া উচিত?

—আমি ত তাই বলি। শহরতলীর বাস নিশ্চয়ই চলছে।

—ওমা বাস চলবেনা কেন? লেনকা যেন অবাক হলো।—কালও ত' বাস চলেছিল।

—এত গোলমালের মধ্যেও? লিবিচেক হাসলেন।—বাস চললো আর আমাকে পাহারা দেবার জন্য সারাদিন বাসায় বসে কাটালি?

—ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব বাবা। লেনকা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো। —চাকরি করতে আর ভাল লাগছে না।

—একটা কিছু করতে হবে ত, লিবিচেক বললেন।—চুপ চাপ ত আর বসে থাকতে পারবি না।

—থাকলেই বা ক্ষতি কি। তোমার পেনসনের টাকায় দু'জনের ঠিকই চলে যাবে।

—তা' ত যাবেই। কিন্তু আমি যখন থাকবো না?

—তখন দেখে শুনে একটা বিয়ে করে নিলেই হবে। লেনকা হাসি হাসি গলায় জবাব দিল।

—যদি অনেকদিন আরও বেঁচে থাকি। লিবিচেক যেন মেয়ের সংগে এক বিচিত্র খেলায় নেমেছেন।—ততদিন কি চুপ করে বসে থাকবি? বিয়ে করবি না?

—তেমন তাড়া নেই। লেনকার গলায় তাচ্ছিল্য।—এক সময় করলেই হবে।

—ভাল ছেলেরা ত আর তোর জন্যে বসে থাকবে না। লিবিচেক বললেন।—সেই ছেলেটার নাম কি রে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ওল্ডরীক কারাশেক?

—হ্যাঁ বাবা। লেনকা মুখ না তুলে জবাব দিল। কারাশেকের কথায় ওর মনটা হঠাৎ উতলা হয়ে গেল। কাল থেকে কারাশেকের কোন খবর জানে না। যা' হুজুগে মানুষ, কী করে বসে আছে কে জানে। ওর সংগে আজ দেখা করতেই হবে।

—বেশ ছেলেটা। লিবিচেক বললেন।—ওকেই বরং বিয়ে করে নে। তুই ঠকবি না।

—আমাকে ও বিয়ে করবে কেন? জবাব দিতে গিয়ে লেনকার বুকের

ভিতরটা কেঁপে উঠলো।—অত ভাল ছেলে, আমার মত একজন সামান্য সাধারণ মেয়েকে ও বিয়ে করবে কেন?

—তুই ভারী বোকা মেয়ে লেনকা। লিবিচেক আদুরে গলায় বললেন।—একেবারে ছেলেমানুষ।

—সেটা ত আমিও বলি বাবা। এখনও আমার বিয়ের বয়স হয়নি। বিয়ে করতে হলে দুনিয়ার হালচাল আরও একটু বেশি করে জানা দরকার।

—ছেলেটাকে আমার ভারী ভাল লাগে তাই বলছিলাম। লিবিচেক আগের সুরেই বলতে লাগলেন।—আমার বয়স হয়েছে। ডাক্তারের মতে হার্টের অবস্থা খারাপ। তাই তোর জন্য ভাবতে হচ্ছে। তুই মনস্থির করতে পারলে আমি অন্তত নিশ্চিন্ত হই।

—তোমাকে আজে বাজে ভাবতে হবে না বাবা। লেনকা বাবাকে ধমক দিল।—তার চেয়ে তুমি বরং নাটকের বইটা পড়ো। আমি একটু কারখানা থেকে ঘুরে আসি।

—তাই যা। লিবিচেক সত্যিই যে এটাই চাইছিলেন লেনকাকে তা বুঝতে দিলেন না।—নাটকের বইটা না হয় এনে দে। কী যেন নাম বললি লেখকের—জোসেফ নোভাক। ভারী ভাল লেখেন বুঝি?

—পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়তে পারবে না। লেনকা উঠে দাঁড়ালো।—তুমি যেন আবার বেরিয়ে যেওনা। বাইরের হট্টগোলে তোমার না যাওয়াই ভাল।

—নারে, কোথায় আর যাবো। লিবিচেক মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন।—কারখানা যদি খোলা থাকে, তাহলে ছুটী নিয়ে তোকে আসতে হবে না। আমি বেশ আরামেই দিন কাটিয়ে দেব।

লেনকা [illegible]নোভা বেরিয়ে গেল। লিবিচেক চট্ করে একবার জানলা খুলে রাস্তার দিকে চোখ বুলালেন। রাস্তায় অনেক লোক। মিছিলের মত সারি সারি চলেছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা, কি এমন দেখার আছে ওদের? না, আজ কোন মিটিং আছে কোথাও, যা'র খবর লিবিচেক জানেন না।

মেয়ের ফিরে আসার আগেই আবার জানালা বন্ধ করে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ওঁকে একবার বেরোতেই হবে।

লেনকা বাইরের পোষাক পরে তৈরী হয়েই এসেছে। লিবিচেককে বইটা

দিয়ে বললো—তা'হলে আমি আসি বাবা। দেরী করবো না, চটপট ফিরে আসবো। কেমন ?

—আচ্ছা। লিবিচেক হাসলেন।—চাকরিতে তোর মন টিকছে না বুঝতে পারছি। অন্ততঃ এ' চাকরিটায়।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা।

—বাইরে একটু সাবধানে চলাফেরা করিস মা। সোভিয়েট সৈন্যরা অবশ্যই ভারী ভদ্র, মেয়েদের ওরা সম্মানের চোখে দেখে। তবু সব মানুষ ত সমান নয়।

—তুমি অনর্থক চিন্তা করছো বাবা। আমি সাবধানেই থাকব।

লেনকা বেরিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন লিবিচেকও তেমন দেরী করলেন না। মেয়ের চলে যাবার পর দশ মিনিটের মধ্যেই নিজেকে তৈরী করে নিলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষাতি নেবার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না। সাধারণ পোষাকেই বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় নেমেই অবাক হয়ে গেলেন লিবিচেক। একদিনের মধ্যেই যেন প্রাগ শহরকে চেনা যাচ্ছে না। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়, কারও মুখে হাসির ছায়া পর্যন্ত নেই। এক অন্ধ আক্রোশে যেন সবাই বোবা হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে চলেছে সকলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী। লেনকা ও'কে ঠিক বলেনি গতকাল নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট সৈন্যবাহী গাড়ী, ট্যাংক। প্রাইভেট গাড়ী একটাও দেখা যাচ্ছে না, কোন বাস চলছে না। চেক পুলিশের গাড়ী পর্যন্ত নেই, ট্রাফিক পুলিশেরও চিহ্ন নেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে।

কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সংকুচিত বোধ করছেন লিবিচেক। নিজের অজ্ঞতায় রাগ হয়ে যাচ্ছে নিজের উপর। মেয়ের মনোভাব উনি জানেন—ও'র প্রতি লেনকার ভালবাসার অন্ত নেই। এত বড় ব্যাপারটা তাই বেমালুম চেপে গেছে। সোভিয়েট বাহিনী চেকভূমিতে প্রবেশ করেছে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে উৎখাত করতে—এটুকু মাত্রই শুনেছেন উনি। তাতে মনে মনে খুশিও হয়েছেন, আজীবন সৈন্যদলে চাকরি করেছেন, রাজনীতির মারপ্যাচ ও'র তেমন মাথায় ঢোকে না, কাগজেপত্রে যা দেখেছেন তাতেও তেমন কোন মনোযোগ দেননি। প্রেসিডেণ্ট নভোৎনিকে অপসারিত করে নতুন ভাবে চেক সরকার গঠিত হয়েছে এবং সরকারের নতুন নীতি জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে—এতটুকু মাত্র তিনি

জানেন। সকালে বিকালে পার্কে বসে সমবয়সী বন্ধুদের সংগে এ' নিয়ে হয়তো দু'চার কথা আলোচনা করেছেন কিন্তু তাকে তেমন কোন মর্যাদা দেননি। আজ হঠাৎ যেন তিনি অনুভব করছেন চেক জনসাধারণ ওঁকে বহুদূর পিছনে ফেলে কখন নিঃশব্দে এগিয়ে গেছে।

একটা ব্যথার কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে লাগলো ওঁর মনে। উনি কি এতই অথর্ব, এমন অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন যে এদেশের কোন প্রয়োজনে উনি আর লাগবেন না? এই প্রাগ শহরের রাস্তায় রাস্তায় নাৎসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে একদিন উনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ওরা মুষ্টিমেয়, ওদের অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ ছিল কিন্তু মনের জোরে, স্বদেশপ্রেমের আগুনে ওদের মধ্যে সেদিন কোন ত্রুটি কেউ দেখতে পায়নি। রাশিয়ান বাহিনী ওদের সংগেই ছিল—রণশ্রমের ক্লান্তি ওদের শিরা ধমনীকে মুহ্যমান করে তুলতে পারেনি—নাৎসীদের প্রচণ্ড আক্রমণকে ওরা বিধ্বস্ত করে দিতে পেরেছিলেন। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য ওদের মরণপণ সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। ওঁর পাশে মৃত্যু, সামনে মৃত্যু। অবিরাম মৃত্যুর হাতছানিকে কঠিন পদক্ষেপে পদদলিত করে ক্যাপ্টেন লিবিচেক সেদিন বীরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর আজ, হয়তো পঁচিশ বছরের বেশি হয়নি, চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের কাছে ক্যাপ্টেন লিবিচেক অপরিচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, পরিত্যক্ত।

—আরও একটু জোরে হাঁটুন, ওর পাশের একজন ভদ্রমহিলা বললেন।—আপনার যেন পা কাঁপছে, আপনার হাত ধরবো কি?

—না, না। লিবিচেক হঠাৎ যেন বড় বেশি সাবধান হয়ে গেলেন।—না, আমি বেশ চলছি। আপনার সংগে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে পারব।

—কাল থেকে যা ধকল গেল শরীরের আর দোষ কি। ভদ্রমহিলা বললেন। —যুদ্ধের চাইতেও এটা মারাত্মক মনে হচ্ছে আমার। যুদ্ধে তবু একটা সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া যায় কিন্তু এই নীরব প্রতিরোধ যেন সারা অন্তরের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার অবিরাম জাগিয়ে তোলে। গুলি লেগে মরে যাওয়াও যেন এর চেয়ে সহজ।

—যা বলেছেন। ক্যাপ্টেন লিবিচেক কিছু না বুঝেও সায় দিলেন।—গত যুদ্ধে নিজেই যুদ্ধে নেমেছি—প্রাণ দেবার বদলে প্রাণ নিয়েছি। অনেক গুলির

আঘাত আছে আমার সারা শরীরে—তবু আজকের মত এমন ব্যথা কোনদিন যেন অনুভব করিনি।

—সাড়ে এগারটায় ধর্মঘট। ভদ্রমহিলা বললেন।—প্রতিরোধের মৌন ধর্মঘট। এক ঘণ্টা ধরে এটা চলবে। দেখুন না কত মানুষ আমাদের মত এগিয়ে চলেছে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারের দিকে।

—নেতাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ওখানে থাকবেন। লিবিচেক যেন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেন।

—নেতাদের আর কে বাইরে আছে বলুন। ভদ্রমহিলা ম্লান ভাবে হাসলেন। —রাশিয়ান বাহিনী ত কালই সকলকে গ্রেপ্তার করেছেন। শুধু নেতা কেন, লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, ট্রেড ইউনিয়নের দলপতি কাউকে বাদ দেয়নি। ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছে ভগবান জানেন। বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে।

—এ' আপনি কী বলছেন। লিবিচেক অবাক গলায় বললেন।—সোভিয়েট নেতারা আমাদের কম্যুনিষ্ট সরকারের নেতাদের হত্যার আদেশ দেবেন? না, না, এ' হ'তে পারে না, এ অসম্ভব।

—আপনার বয়েস হয়েছে, তাই বিশ্বাসের বনিয়াদ বড় পাকাপোক্ত। ভদ্রমহিলা শ্লেষমিশ্রিত গলায় বললেন।—আমার ছেলেটাকে কাল ধরে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস করবেন না মাত্র একুশ বছর বয়স—"স্বোবোদনে স্লোভো" পত্রিকার রিপোর্টার ছিল। কাল রাতে রাশিয়ান সৈন্যরা এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। ও' নাকি বিদেশী চক্রান্তকারীদের কাজের সংগে যুক্ত। আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন এ' কথা? নিজের ছেলেকে আমি চিনি না? ওদের সংগে কত তর্কাতর্কি করলাম, ওদের সেই এক কথা। ওদের হাতে আমার ছেলের নামে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের প্রমাণ আছে। ভদ্রমহিলার কণ্ঠ বেদনায় গাঢ় হয়ে গেল।—এই আমার একমাত্র জীবিত ছেলে—দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। প্রথম বিবাহের দু'জন ছেলেই ত জার্মানদের সংগে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে।

লিবিচেক জবাব দিতে পারলেন না। নীরবে হাঁটতে লাগলেন। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার কাঁটাটা যেন আরও গভীর হয়ে বসে যেতে লাগল। প্রতি-বিপ্লবী কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল ওঁকে। চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষ স্বদেশকে প্রতারণা করে বিদেশী রাষ্ট্রের চক্রান্তে যোগ দেবে এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না।

—ছেলেটার ভাগ্যে কী ঘটলো কি জানি। ভদ্রমহিলা কাতর গলায় বলতে লাগলেন।—হয়তো ওদের গুলিতে এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রগতিকে ওরা এমন করে গলা টিপে হত্যা করতে পারবে?

—না নিশ্চয়ই না, ক্যাপ্টেন লিবিচেক যেন সৈনিকোচিত দৃঢ়তা ফিরে পেলেন।—আমাদের দেশের মানুষ অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী। আমাদের কেউ মারতে পারবে না।

—আমার ছেলেও তাই বললো। ভদ্রমহিলা সজল চোখে বললেন।—কাল বিদায় নেবার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো—মা, তুমি দুঃখ করছো কেন, ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ওরা যেখানে থেমে গেছে সেখান থেকে আমরা যাত্রা সুরু করেছি। অন্ধকারের গোলক-ধাঁধায় যেখানে ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে আমরা আলোর ইশারা দেখতে পেয়েছি। অন্ধকারকে আমাদের আর ভয় কিসের মা।

সত্যি বলেছেন। অন্ধকারকে আমাদের ভয় নেই, লিবিচেক বললেন।—আমরা চলতে শিখেছি, পথের সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি। এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের দু'পা অস্থির হয়ে উঠেছে। আপনি অনর্থক আশংকিত হবেন না। আপনার ছেলে ফিরে আসবে।

—আপনি বলছেন ওরা ওকে হত্যা করবে না?

—সাধ্য কি ওদের? লিবিচেক ভিতরের যন্ত্রণাটাকে গলার জোরে ভুলতে চাইলেন।—ওরা কয়জনকে মারতে পারবে—গত যুদ্ধে নাৎসীরাও আমাদের মারতে চেয়েছিল। প্রাগ শহরকে পর্যন্ত ওরা শ্মশান করে তুলেছিল। আমরা কি তাতে মরে গেছি?

আর কথা না বলে ওরা চলতে লাগলেন। লিবিচেক খানিকটা অনুমান করতে পারছেন। সোভিয়েট সৈন্য বাহিনী চেকভূমিতে ঢুকেছে এবং আজ পর্যন্ত সারা দেশটাকেই অধিকার করে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, দেশের অগণিত মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া তাহলে আবার স্বাধীনতা হারাল—এবার দুনিয়ার সেরা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে।

ক্যাপ্টেন লিবিচেকের ধমনীতে সৈনিক রক্ত তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল। ভুলে গেলেন ওঁর হার্ট দুর্বল, উত্তেজনা ওঁর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। উনি

ভাবছেন চেকোশ্লোভাকিয়া কেন আবার রক্তাক্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লোনা? কেন আক্রমণকারীদের এই প্রাধান্ত নীরবে মেনে নিল? প্রতিরোধ ধর্মঘটের মিছিল চলেছে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারের দিকে। উনি জানেন না, কখন ধারণাও করতে পারেন নি যে বিনা অস্ত্রে, কেবল অসাধারণ মানসিক বিতৃষ্ণা দিয়েও ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করা যায়। অভিনব আশ্চর্য আর অশ্রুতপূর্ব এই রণকৌশল। তরুণ চেকোশ্লোভাকিয়া আজ এই সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। কারখানায় যাবার নাম করে লেনকাও কি তাহলে এই ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্যই বেরিয়ে পড়েছে? লেনকা নিশ্চয়ই জানতো আজ ওর কারখানা খোলা থাকতে পারে না।

লিবিচেক মনে মনে হাসলেন। অথর্ব অকর্মণ্য বাপকে ফাঁকি দিতে মেয়েটা পর্যন্ত শিখে ফেলেছে।

মন্থমেণ্ট থেকে স্থরু করে স্কোয়ার ছাড়িয়ে সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনীর সামনে পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ। ক্যাপ্টেন লিবিচেক ওর মধ্যে যেন মিশে গেলেন। লাউডস্পীকারের ঘোষণা শুনলেন, দুপুরে সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হবে। জনতা যেন কোন রকম বিশৃঙ্খল আচরণ না করেন।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েট লাউডস্পীকার আরও সোচ্চার। ট্যাংক বাহিনীর সামনে থেকে একজন আর্মি অফিসার বক্তৃতা করছেন লিবিচেক উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

—বন্ধুগণ আমরা আক্রমণ করতে আসিনি। চেকভূমিকে অধিকার করে নেওয়াও সোভিয়েট সরকারের উদ্দেশ্য নয়। আপনারা জানেন না চেকো-শ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য সারা দেশ জুড়ে কি গভীর আর ব্যাপক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ান হয়েছিল। মিত্র বাহিনীর সেনাদল ঠিক সময়ে আপনাদের দেশে প্রবেশ না করলে প্রাগ শহরের রাস্তায় নিশ্চয় একদিন রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। চক্রান্তকারীদের ছত্রভংগ করে দিয়ে সোভিয়েট বাহিনী আপনাদের এক ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আজকের ধর্ম-ঘটের ডাক যাঁরা দিয়েছেন তারা চক্রান্তকারীদের চর—দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা চেকোশ্লোভিয়াকে বিক্রী করে দিতে বদ্ধপরিকর। ওদের কথায় কান না দিয়ে আপনারা নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে যান। কেউ যদি আপনাদের উপর অত্যাচারের হাতে তোলে সোভিয়েট রক্ষা বাহিনী তাকে ক্ষমা করবে না।

লিবিচেক ভীত সন্ত্রস্ত চোখে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। তিনি যেন দুই শিবিরের মাঝখানে পড়ে গেছেন। কি করবেন স্থির করতে পারছেন না। প্রাগ শহরের এই বিশহাজারেরও বেশী মানুষ চক্রান্তকারীদের ছলাকলা ধরতে পারছে না এমন তাজ্জব কথা লিবিচেক কখনো শোনেন নি। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর অফিসাররা মিথ্যে কথা এমন জোর গলায় বলে থাকেন—তাই বা কেমন করে সম্ভব? ক্যাপ্টেন লিবিচেক বুকের যন্ত্রণাটাকে আবার নূতন করে যেন অনুভব করলেন।

জনতার একজনও নড়লো না, প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় ওদের মুখের রেখা অপরিবর্তিত। দুপুরের ভোঁ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট সুরু হলো জনতা নিঃশব্দে বসে পড়লো।

প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন অকথিত অনেক কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অনেক যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন লিবিচেক অনেক রক্তপাতের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। আজকের রক্তপাত যেন বাইরে নয়, অবিরাম রক্ত স্রোতে যেন মনের উপকূল ভেসে যাচ্ছে, একটা শ্বাস রুদ্ধকারী অন্ধ শক্তির ভয়াবহ আক্রমণে যেন শরীরের হাড়মাংস খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। অজস্র মানুষের মননশক্তি একীভূত হয়ে যেন এই ঘৃণ্য দানবীয় শক্তিকে প্রবল বিক্রমে বাধা দিচ্ছে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক এক মহৎ উত্তরণের শীর্ষবিন্দুতে যেন পৌঁছে গেলেন।

মনে হচ্ছিল যেন যুগ যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর অযুত নিযুত বছরের সূর্যপরিক্রমার সময়কে কেউ কি কখনো মেপে দেখেছে? লিবিচেক যেন সেই অন্তবিহীন সময়ের পরিধিকে পেরিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর জীবনের অতিবাহিত পঁয়ষট্টি বছরের এই একটি ঘণ্টা যেন অনুভবের গভীরতায় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে রইল।

এক সময় অন্যান্যদের সঙ্গে লিবিচেকও উঠে দাঁড়ালেন। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাসার দিকে চলতে লাগলেন।



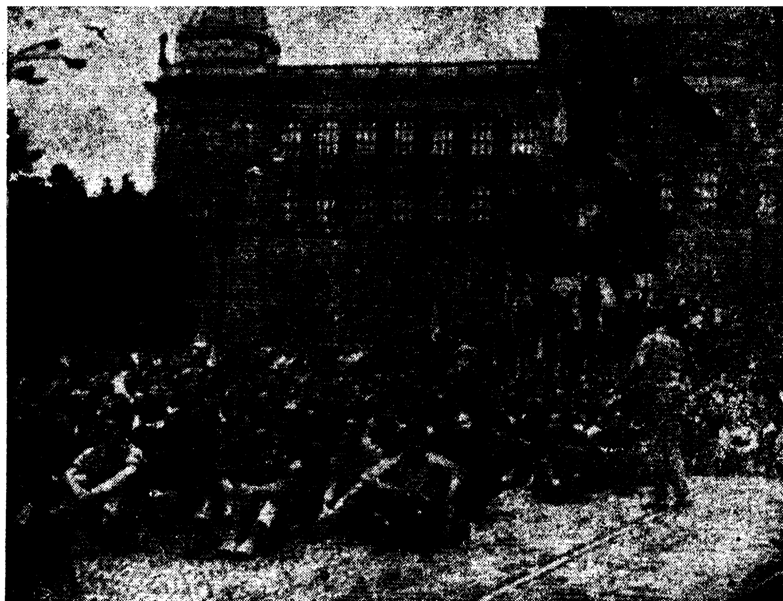
রাশিয়ান অনুপ্রবেশেরে মাত্র সতেরোদিন আগেও প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ রাশিয়ার ব্রেজনেভ (গাড়ীর ষ্ট্র্যাপ ধরা) তাঁর অতিথি চেকনেতা ডুবচেকের হাত ধরে আছেন।



প্রাগ ২১শে আগষ্ট ৬৮—ছাত্ররা একজন আহত কমরেডকে ষ্ট্রেচারে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে একটি ট্যাংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।



প্রাগ ২১শে আগষ্ট ৬৮—একটি সোভিয়েট টি৫৪ ট্যাংকে আগুন লাগান হয়েছে।



প্রাগ শহরের ওয়েনসেসলাস্ স্কোয়ারে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ স্বরূপ চেকবাসীরা অবস্থান ধর্মঘট করছেন।

চেকবাসীর রক্ত স্বাক্ষরিত চেকোশ্লোভাকিয়ার পতাকা হাতে দুটি, তরুণ তরুণী



চেক জনসাধারণ বাস উল্টে রেখে সোভি.য়ট ট্যাংক আসার রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুলছেন (পেছনে) ট্যাংকের ১০০ মিঃ মিঃ

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্টের বাসার দিকে ছুটলো ওস্তরীক কারাশেক। গতকাল সারাদিন ফ্রানসের সংগে দেখা করা সম্ভব হয়নি, লেনকা রিগেনোভার সংগেও নয়। লেন্‌কার বাবা ক্যাপ্টেন লিবিচেক কেমন আছেন সে খবর নিতে হবে। এ সব ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য এখন নেই। ওর ঘর থেকেই মিস্টার পোচোনার গ্রেপ্তার আর মিসেস পোচোনার অশ্রুসজল সেই চেহারা কারাশেককে ভয়ানক বিব্রত করে তুলেছে। গতকাল কোন খবরই পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। ফ্রানসের সংগে আলাপ করে আজকের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

ফেডরিক লেভচিক গতকাল অনেক খবর দিয়েছিলেন। আজ নূতন কোন খবরের জন্য ওর কাছে যেতে হবে। তবে একা নয় ফ্রান্‌স্‌কে সংগে নেবে। রোজমেরী কাভানোভাকে ফ্রান্‌সের জন্য বড় বেশি উৎকণ্ঠিত দেখেছে। ফ্রান্‌স্ কি রোজমেরীর মনের খবর পুরোপুরি জানে ? কিংবা গতকালের সেই সাংঘাতিক বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত নিজেদের প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন ওরা বোধ করেনি ?

ফ্রান্‌স্‌কে ওর বাসায় পেলো কারাশেক। ফ্রান্‌স্‌ও তৈরী হয়ে নিচ্ছিল।

—এসো। ওকে দেখে প্রফুল্ল গলায় আহ্বান জানাল ফ্রান্‌স্।—কাল সারাদিন তোমাদের অনেক খোঁজ করেছি। তোমার ওখানেই আজ যাবো ভাবছিলাম।

—আমরা একবার তোমার খোঁজ নিয়েছি। কারাশেক ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো।—আমি আর মিস কাভানোভা।

—তোমরা কেউ আহত হওনি ত' ?

—শারীরিক আঘাত তেমন কিছু নয়। কারাশেক ম্লান গলায় হাসলো। —তবে মানসিক আঘাতের তুলনা নেই। জাতীয় মিউজিয়মের সামনে কালকের সকালের ঘটনা আমাকে আর মিস কাভানোভাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

কারাশেক নিজের অভিজ্ঞতার কথা ফ্রান্‌স্‌কে বললো। কাল সকাল থেকে

সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার ইতিহাস জানাল, রাত্রে ওর ঘর থেকে মিস্টার পোচোনার গ্রেপ্তারের কথাও বললো।

—আমি প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মিউজিয়ামের ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফ্রান্‌স্ ধীরে ধীরে বললো।—তোমাদের খুঁজছিলাম, হয়তো হাজার হাজার চেকোশ্লোভাক নরনারীর প্রতিরোধ সংকল্পের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকেও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। সকালে সামান্য আঘাত পেয়েছিলাম মাথায়—রাস্তার উপরেই কখন পড়ে গিয়েছিলাম। কারা যেন ধরাধরি করে আমাকে সরিয়ে এনেছিল। চোখ খুলে লেনকা রিণেনোভাকে দেখতে পাই। লেনকা আমাকে বাসায় পৌছিয়ে দিয়েছিল।

—লেনকা ভাল আছে?

—ভালই। সারাদিন আর বেরুবেনা বলেছিল। ওর বাবার কাছে থাকা দরকার বলে জানিয়েছিল।

—চেক প্রেসিডিয়ামের ঘোষণাটি তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ। আমাদের চুপ করে বসে থেকে নিজেদের চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঘটনার গতি কোন্‌দিকে মোড় নেবে তাই আমাদের দেখতে হবে।

—সত্যিই কি কিছু করার নেই?

—না। কি করবে বলো। ফ্রান্‌স্ ক্লান্ত গলায় বললো।—রাশিয়ান গুলীতে মরবে, না রাশিয়ান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দিন কাটাবে? তার কোনটাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে না। তা র চেয়ে জনজীবনের সংগে নিজেদের একাত্ম করে নিয়ে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

—সোভিয়েট দূতাবাসে কাল গিয়েছিল?

—না, ওদের সংগে যোগাযোগ করার মত মানসিক অবস্থা কাল ছিলনা। তাছাড়া নূতন কথা ওরা আর কি শোনাতে পারবে। প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে নির্মূল করতেই চেকভূমিতে ওরা প্রবেশ করেছে—এ কথা ত' অনেকবার শুনলাম।

—ওদের কথার সত্যতা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

—দেখো কারাশেক, সমাজতন্ত্রের শত্রুর অভাব কোনদেশে কোনদিন হয়নি।

ক্রানস্ চিন্তিত গলায় বললো।—সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য নিয়ে তোমার সংগে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। হয়তো তোমার পড়াশুনা আমার থেকে আরও বেশি। সমাজতন্ত্রের দু'টো মডেল ত' চোখের উপরই রয়েছে। সোভিয়েট মডেলে ভাঙ্গাচোরার ইতিহাস আমাদের জানা। চীনারা বলছেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্র শোধনবাদের বিষে জর্জরিত। ওরা মার্ক্সীয় পন্থা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। চীনের ব্যাপারেও সোভিয়েট প্রেস কম বিষোদ্গার করেনি। আলবেনিয়া ও রুমানিয়ার বিষয়েও সোভিয়েটের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ওয়ারশ জোটের মধ্যে ভাঙন সুরু হলে সোভিয়েট সরকার আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সমাজতন্ত্র বিরোধীরা দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হচ্ছে—এতে অসত্যের অবকাশ নেই। আমাদের দেশেও তাদের কার্যাবলী ক্ষতিকর অবস্থার দিকে আমাদের টেনে নিতে পারে। তবে জনসাধারণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে বেয়নেটের সাহায্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে এবং তাকে দীর্ঘদিন ধরে কায়েম করে রাখা যাবে—এই প্রতিপাদ্যে আমার বিশ্বাস নেই। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক আমার চোখে শ্রদ্ধেয় শুধু এই কারণে—যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমিকে গণ-মানসের মর্মমূলে প্রোথিত করে দেবার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে আমার মনে হয়। এতে অনেক মহল থেকে আপত্তি উঠবে, বিপদের সংকেত আসবে এটা ওঁর জানা ছিল। সমাজতন্ত্রের এই পরীক্ষায় কেউ খুশি হবে না, না রাশিয়া, না আমেরিকা, এটা ওঁর জানা ছিল। তবু সমাজতন্ত্রকে যদি বাঁচতেই হয় তাকে দেশের জনজীবনের মূলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য দশটা রাষ্ট্রনীতির সংগে তুলনামূলক বিচারের ভার জনসাধারণের হাতে তুলে না দিলে সমাজতন্ত্রের চেহারার সংগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রভেদটুকু দিনে দিনে মিলিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ডুবচেক নীতি দুনিয়ার সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের এই পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে। তাই ডুবচেক আমার চোখে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।

—প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে তুমি স্বীকার করছো ?

—হ্যাঁ। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী চক্রান্তকেও স্বীকার করছি। পশ্চিমী দেশগুলি যেমন আমাদের সরকারের নয়ানীতির সমর্থক হতে পারেনা তেমনি সোভিয়েট গোষ্ঠিও তাকে আনন্দের সংগে গ্রহণ করবে না। লেলিনের মূলনীতি

থেকে আমরা সরে যাচ্ছি এই ওদের অভিযোগ। দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার সংগে লেলিনের মূলনীতিকে মিলিয়ে নেবার প্রচেষ্টাকে ওরা স্বাগত জানাতে পারছেন না। প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে চেকভূমিতে যদি বিদ্রোহের আগুন জলতো—চেকনীতির পক্ষে সে আঘাত কি এই আক্রমণের আঘাত থেকে বেশি গুরুতর হতো বলে তোমার মনে হয়? সেই আঘাতকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি ছিল—কিন্তু এই আক্রমণ আমাদের মানসিকতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে। চেক উদারনীতির উপর এই আঘাতের ফল মর্মান্তিকভাবে ভয়াবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

—তুমি কি দুবচেকনীতির পতন আশংকা করছো?

—দুবচেক বিরোধীরা সংঘবদ্ধ হবে হয় নভোৎনির নেতৃত্বে—নইলে রাশিয়ান সমর্থনপুষ্ট অন্য কোন নেতার নেতৃত্বে। সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ সমাজতান্ত্রিক নীতিকে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ বলে ফলাও করে প্রচার করে ওরা জন-মানসের কণ্ঠরোধ করবে। দুবচেকের বদলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় হয়তো উদ্ভব হবে নূতন কোন কাদার, গোমুলকা অথবা উলব্রিখটের। উদারনীতিকরণের সমাধি রচনা করবে ওরা। চেকোশ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র রাশিয়ার অন্যতম উপনিবেশে পরিণত হবে। এতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদেরই পরোক্ষ লাভ হবে কারাশেক, সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন লৌহ যবনিকার অন্তরালে আবার হারিয়ে যাবে।

ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্টের কণ্ঠ যেন বিষাদের মধ্যে ডুবে গেল। চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো ফ্রান্‌স্‌।

—সোভিয়েটকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাতাম যদি দেখতাম প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নির্মূল করার সুযোগটুকু আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে আমাদের হাতে ওরা ছেড়ে দিতে পারতেন। এদেশের দুবচেক সরকারের উপর ওদের আস্থা নেই—এই অনুপ্রবেশ তারই সব চেয়ে বড় নজির। তাদের ধারণা চেকভূমির প্রত্যেকটি নাগরিক প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে এদেশে আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের সম্পর্কে ওদের এই অশ্রদ্ধা আমাকে বড় পীড়িত করছে কারাশেক। মৃত্যু দিয়ে এর প্রতিকার নেই—অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সমাজবাদের রক্ষণ সম্ভব নয়। দুর্বার মানসিক প্রতিরোধ, অহিংস অসহযোগ আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা তাই করব কারাশেক।

আজ প্রতিরোধ ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সব মানুষ দুপুর বারটা থেকে একঘণ্টা এই ধর্মঘট পালন করবে। সোভিয়েট ঘোষণা অনুযায়ী এটাও প্রতিবিপ্লবীদের নূতন কৌশল।

—চলো আমরা যাই। ফ্রান্‌স্ বললো।—চলো, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে আমরা বিসর্জন দিই।

—সমাজতন্ত্রের আর একটা নূতন পরীক্ষা? কারাশেক বললো।

—হ্যাঁ নূতন, একেবারে অভিনব। ফ্রান্‌স্ দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে বললো।—সেভিয়েট সরকার আজ জানুক আমাদের উদারনৈতিক আদর্শ—আমাদের মানসিক কাঠামোকে প্রত্যয়ের গভীরতায় দৃঢ় করে তুলেছে। আমরা কাপুরুষ নই—সমাজতন্ত্রকে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছি। চলো ভাই, আর বোধ হয় আমাদের দেরী করা উচিত হবে না।

—ফেডরিক লেভচিকের কাছে যাবে না। যদি নূতন কোন খবর থাকে ওঁর কাছে। গতরাতের ঘটনার খবরও ত' আমাদের জানা নেই।

—আর কি শুনতে চাইছ বন্ধু। কারা কারা গ্রেপ্তার হলেন, কোন্ কোন্ সংবাদপত্রের উপর হামলা হলো, চেক প্রেসিডিয়াম অথবা জাতীয় ফ্রণ্টের নেতারা কি বিবৃতি দিলেন তাই শুনতে চাও? আচ্ছা চলো, আমার কোন আপত্তি নেই।

কলিংবেল বেজ উঠলো। ফ্রান্‌স্ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলো লেনকা রিণেনোভা দাঁড়িয়ে আছে।

—এসো, কী খবর তোমার? কারাশেকও এখানে আছে। ফ্রান্‌স্ হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল।

—ওর বাসায় গিয়েছিলাম। লেনকার মুখ বিবর্ণ, চোখ দু'টি ছলছল করছে।

—কী হয়েছে লেনকা। ফ্রান্‌স্ দরদভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—চলো, ভিতরে গিয়ে বলছি।

কারাশেক উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্‌সের পিছনে লেনকাকে আসতে দেখে একটু এগিয়ে এলো। ওকে দেখেই লেনকার অশ্রু বাধা মানলো না। ফ্রান্‌স্‌কে পেরিয়ে একরকম দৌড়েই কারাশেকের কাছে ছুটে এলো। কারাশেকও দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

—কি হয়েছে? এমন করছো কেন লেনকা?

—বাবাকে খুঁজে পাচ্ছি না রিক! লেনকার গলা কান্নায় ভেজা।—কোথায় যেতে পারেন কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কি হবে?

—কেন? কোথায় যেতে পারেন বলে তোমার মনে হয়?

—কাল থেকে ওঁর মনে একটা সন্দেহ যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু চেপে যাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম বাবা আমার চালাকি ধরতে পারেননি। আজ সকালে আমাকে একবার কারখানায় খবর নিয়ে আসতে বললেন। আমি ত নিজেই তোমার কাছে যাবার সুযোগ খুঁজছিলাম। তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে পেলাম না। জানি তুমি ফ্রান্সের এখানেই এসেছ। তবু তাড়াতাড়ি একটু বাসায় বাবাকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি উনিও আমার সংগে সংগেই বেরিয়ে গেছেন। এত ভিড়ে কোথায় ওঁকে খুঁজি বলতো? ওঁর হার্টের অসুখ, উত্তেজনা ওঁর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

—তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো লেনকা। ফ্রান্স্ ওদের দু'জনের কাছাকাছি এসে বসলো।—মিষ্টার লিবিচেক নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোথাও গেছেন। একটু পরেই ফিরে যাবেন।

—বাবাকে তুমি জানো না ফ্রান্স্। কারাশেকের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল লেনকা।

—ভয়ানক জেদী মানুষ, যুদ্ধের স্মৃতি ওঁর কাছে পুরোণো হবার নয়। সোভিয়েট সমরনায়কদের প্রতি, নেতাদের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। ওঁর ধারণা রাশিয়া এমন একটি যুগের আবির্ভাবকে সফল করেছে ইতিহাসের পাতায় যার দ্বিতীয় তুলনা নেই। কোন অন্যায়, কোন অশিষ্ট আচরণ রাশিয়ানদের পক্ষে সম্ভব—এ' কথা ওঁকে বিশ্বাস করানো মুস্কিল। আজ যদি রাস্তায় জনতার প্রচণ্ড প্রতিরোধের ভাষা ওঁর বোধগম্য হয়, যদি অনুভব করেন রাশিয়ার চেক আক্রমণ চেকবাসীর, চেকসরকারের অনভিপ্রেত—মানসিক বিপর্যয়ের সীমা থাকবে না ওঁর। এই আঘাত সহ্য করার শক্তি ওঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

—লেনকা। কারাশেক ওকে আস্তে আস্তে সোফায় বসিয়ে দিল।—লেনকা, এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা এক্ষুনি ওঁর খোঁজ নেব। কাল সারাদিন তুমি বেরোবার সময় পাওনি—নইলে দেখতে পেতে ক্যাপ্টেন লিবিচেকের চাইতে বুড়ো মানুষ, অথর্ব অসুস্থ মানুষ, তরুণদের সংগে সদর্পে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। কাল আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে লেনকা। নিঃসন্দেহে অনুভব

করতে পেরেছি জনতার দৃপ্ত প্রতিবাদের মধ্যে এমন একটা শক্তির উচ্ছ্বাস আছে যে যার জোয়ারে মানুষ ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট অভাব আর যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়। ক্যাপ্টেন লিবিচেক যদি জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে জানবে উনি আগের থেকেও সুস্থ বোধ করবেন।

—তুমি বলছো কি রিক?

—ঠিক কিছু বলতে চাইছি না, আমার একটা অনুভবের কথা শুধু তোমাকে বললাম। তুমি জানোনা কাল রোজমেরী কাভানোভা আমার সংগে ছিল। শুধু কাল বলছি কেন, বলতে পারো পরশু রাত্রি থেকেই। সারাদিন দু'জনের খাওয়া হয়নি, বিশ্রামের অবকাশ হয়নি। রোজীর মত নরম মেয়ের মনে এতটা জোর আছে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমাদের ঠিক চোখের উপরই এক দম্পতি সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ দিলেন। রোজী ঠিক যেন আহত কোন মায়ের মতো ভদ্রমহিলাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলো। রক্তে ওর সর্বাংগ ভেসে গেল, ভদ্র মহিলার গুলিবিদ্ধ বুকের উপর রোজী নিজের হাত চেপে ধরলো, ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো—রোজীর দু'চোখের ভাষা আমি পড়তে পারিনি—ওর ঠোঁট শুধু অল্প কেঁপে যেন উচ্চারণ করেছিল—না, ভগবান, না। রাশিয়ান পারাট্রুপারের হাতে বন্দুক তখনও উদ্যত ছিল, আমি আতংকে নীল হয়ে গিয়েছিলাম। এই বুঝি রোজীর উপর গুলি ছুঁড়লো সৈনিকটা।

—না। আর বলো না রিক। লেনকা মুখ ঢাকালো।—আমার ভীষণ ভয় করছে শুনতে।

—অথচ কাল যদি তুমি ওখানে, আমার ঠিক পাশে, রোজীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার একটুও ভয় করতো না লেনকা। তোমার জীবনের কথা এক মুহূর্তের জন্যও তোমার মনে হতো না। রোজীর মত রাশিয়ান বন্দুককে তুচ্ছ করে তুমিও হয়তো গুলিবিদ্ধ মহিলাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে।

—আমি পারতাম না। তার আগেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তাম।

—রোজীও জ্ঞান হারিয়েছিল। আমি ওকে কোলে করে জনতার আবেষ্টনী ভেদ করে স্কোয়ারের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রোজীর সেই মুখ, সেই মৃত্যু ভয়হীন অপরূপ দু'চোখের দৃষ্টি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিনা লেনকা।

—আর দেরী করো না কারাশেক। ফ্রান্স্ যেন নিজের চেতনাকে আবিষ্টতার মধ্য থেকে ফিরে আনতে চেষ্টা করলো। লেনকাকে আর ভয় পাইয়ে দিওনা। বাবার চিন্তায় এমনিতে ভারী মুষড়ে পড়েছে বেচারী। চলো লেন, ফ্রান্স্ ওর হাত ধরে উঠিয়ে নিল—চলো, তোমার বাবার খোঁজ করি।

ওরা তিনজন বাইরে বেরিয়ে জনারণ্যের মধ্যে মিশে গেল। কাল ছিল বিক্ষোভ, চিৎকার, সংগ্রামের হুমকি। আজ জনতার সমুদ্র শান্ত, স্থির, প্রত্যয়ে নিরাবরণ। কারাশেকের ভাবতেও অবাক লাগছে যে এই মানুষগুলির অসংখ্য মুখচ্ছবি কাল ও প্রত্যক্ষ করেছে। সত্যি, জীবনের আদর্শের অংগীকার কি বিচিত্র, কত বিস্ময়ে ভরা! কালকের অনিশ্চিত আলোড়ন আজ যেন বিশ্বাসের অকম্পিত আলোকে সূর্যের মত জ্বলছে। কারাশেক সেই বিশ্বাসবোধের গভীরতায় যেন নিজেকে নিমজ্জিত করে ওদের দু'জনের পিছন পিছন হাঁটতে লাগলো।

রোজমেরীর কথাটা বার বার মনে পড়ছিল ফ্রান্সের। ওদের সবাইকে অনেকদূর পিছনে ফেলে রোজী মনুষ্যত্বের মহত্তম নিদর্শন রেখে গিয়েছে। সেই রক্ত স্নাত মূর্তিটাকে কল্পনায় ধরতে চাইল ফ্রান্স্—কিন্তু কিছুতেই যেন রোজীর সেই জটিলতম সংকটের ছবিটাকে ধরতে পারলো না। ওর বার বার আফশোষ হতে লাগলো যে এমন দৃশ্যের সাক্ষী হতে পারলো না। রোজমেরী হয়তো রাগ করেছে ওর উপর, আজ সকালেও একবার আসতে পারতো। রোজী কি জানে না সব কিছুর মধ্যে থেকেও সংকটের এই বেড়া-জালে আটকে গিয়ে ফ্রান্সের মন অনবরত ওর সংগ কামনা করছে। কারাশেক রোজীর বাসা চেনে, হয়তো লেনকাও চিনতে পারে। একটু সময় করে রোজীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে ফ্রান্সের।

লেনকা একটু একটু পিছিয়ে এক সময় কারাশেকের হাত ধরলো। আজ সকালে বাবা বলেছিলেন, কারাশেককে ওর বড় ভাল লাগে। লেনকার নিজেরও তাই। কিন্তু কারাশেকের ইচ্ছে ঠিকমত জানে না ও। আজকের অবস্থায় ভালবাসার ভূমিকা হাস্যকর—তবু একটু আগেও ফ্রান্সের সামনেই কারাশেকের বক্ষলগ্না হতে একটুও দ্বিধা হয়নি ওর। দুই সবল বাহুর বেষ্টনী দিয়ে কারাশেক ওকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কিন্তু কারাশেকের চোখে আজও রোজমেরীর ছবি জীবন্ত হয়ে রয়েছে। রোজী এমনিতেই বেশ মেয়ে,

অসাধারণ সুন্দরী, ভদ্র, নম্র স্বভাবা। রাজনীতিতে রোজীর প্রবল ঝোঁক, বই পড়তে ওর অসীম আগ্রহ। কিন্তু কারাশেক রোজীর মধ্যে এমন কি আবিষ্কার করলো যে এতখানি উচ্ছ্বাসের সংগে রোজীর কথা বলতে লাগল। লেনকা মনস্থির করে ফেলবে। অবস্থা একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে কারাশেককে মনের কথা খুলে বলবে। মনে হয় কারাশেক তাতে খুশিই হবে।

—বাবাকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। লেনকা আস্তে আস্তে বললো। —তোমার কি মনে হয় রিক বাবা এখানেই আছেন?

—এখানেই নিশ্চয় থাকবেন। তুমি একটু ভুল করেছ লেনকা, তাঁকে একটু একটু করে অবস্থাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। সোভিয়েটের প্রতি আমাদের কারও শ্রদ্ধার অভাব নেই—আমরা জানি নিপীড়িত জনগণের এমন দরদী বন্ধু আর কেউ নেই। আমরা এও জানি সোভিয়েট রাশিয়াই শ্রমিক শ্রেণীকে সত্যিকার প্রাপ্য আদায় করে নেওয়ার পথ দেখিয়েছে। সমাজতন্ত্রের স্রষ্টা হিসাবে রাশিয়ার অবদানের তুলনা নেই। কিন্তু কাউকে শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসনে বসালেই তার সমালোচনা করা যাবে না তাকে দেবতা করে তুলতে হবে, এ যুক্তি রাশিয়া নিজেও স্বীকার করে না। রাশিয়ার কোন নীতি আমাদের মানসিকতার সংগে না মিললে তার দোষত্রুটি দেখিয়ে দেবার স্বাধীনতা একজন নির্ভীক কম্যুনিষ্ট হিসাবে আমার নিশ্চয়ই আছে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক যদি রাশিয়ার কোন কোন অতীত ঘটনার স্মৃতিকে মনের মধ্যে লালন করেও থাকেন, আজকের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হলে তার মানসিক আঘাতের তেমন সম্ভাবনা ছিল না।

—কালকের অবস্থা চোখে দেখলে বাবা নির্ঘাত হার্টফেল করতেন। মনে আছে প্রাগের স্কোয়ারে রাশিয়ান শহীদদের স্মৃতি ফলকের সামনে বাবা থমকে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমাকে বলতেন লেনকা চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, গত বিশ্বযুদ্ধে চেকভূমিকে নাৎসী অধিকার থেকে মুক্ত করার জন্য রাশিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

—এ নিয়ে আজ আর তর্ক করবো না লেনকা। কারাশেক জনতার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো। গতকাল রাশিয়ান আর্মি অফিসাররা বার বার ঘোষণা করেছেন চেক নাগরিকগণের আমন্ত্রণে চেক ভূমিকে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত থেকে মুক্ত করার জন্য সৈন্য বাহিনীর এদেশে পদার্পণ। এ যুক্তির মধ্যে

হয়তো খানিকটা সত্যতা আছে। কারা ওদের আহ্বান করে এনেছে আমরা জানিনা, তারা জনপ্রিয় চেক সরকারের প্রতিনিধি কিনা আজও আমার জানা নেই। তবে রাশিয়ার সমর্থক কিছু কিছু লোক এখনও আছে বৈকি। ডুবচেককে তারা মানতে পারে না কারণ ওঁর দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত বৈপ্লবিক। আমলাতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রকে ডুবচেক নির্মম আঘাতে ভাঙতে চেয়েছেন। প্রচলিত রীতিনীতিতে যাদের অঢেল নির্ভরতা তারা ডুবচেকের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবিপ্লবীর অজুহাত দিয়ে ডুবচেকের ক্ষমতা লোপের জন্য রাশিয়াকে আহ্বান করতেও পারে। তোমার বাবার রাশিয়া-প্রীতি এ রকম স্বার্থ প্রণোদিত নয়—রাশিয়ার আদর্শবাদকে তিনি শ্রদ্ধা করেন বলেই রাশিয়াকে ভালবাসেন। তাকে ঘটনার এই পরিণতি তেমন আহত করতো না।

কারাশেক দেখলো ফ্রানস্ একটা কিউতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এঁকে বেঁকে সাপের লেজের মত অনেক দূরে এগিয়ে গেছে কিউটা।

—এখানে দাঁড়ালে কেন? কারাশেক জিজ্ঞেস করলো।

—রাশিয়ান সৈন্য বাহিনীকে এদেশ থেকে সরিয়ে নেবার দাবীতে ওরা নাগরিকদের সই সংগ্রহ করছে। এতদূর যখন এলাম সইটা করেই যাই।

—প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের আরেক দিক? কারাশেক মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন।

—হবেও বা। ফ্রান্স্ হাসলো।—আমরা কতটুকুই আর খবর রাখি, দেশের কটা মানুষের সংগে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে? কে কোথায় কোন ফন্দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার জানার কথা নয়। তবে আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞেস করো বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবী অবশ্যই জানাব। আমার দেশ, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও অনুপ্রবেশ আমার সমর্থন পাবেনা।

—সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির কর্তব্যের আওতায় পড়ে। সমাজতন্ত্রের বিপদ দেখলে তোমার অনুমোদন ছাড়াও ওরা তোমার সাহায্যে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে রক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। কারাশেক তর্ক করতে ছাড়লোনা।—ওরা তখনই সরে যাবে যখন দেখবে যে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার হাতিয়ার আর নেই। তার আগে কেবল তোমরা প্রতিবাদ করছো বলে তারা নাও সরতে পারে।

—স্বীকার করছি। ফ্রান্স্ আবার হাসলো।—প্রেসিডেন্ট নভোৎনির

আমলে কি প্রতিক্রিয়াশীলরা চুপচাপ ছিল ? সংগঠনের সুযোগ পেয়েছে মাত্র গত কয়েক মাসে ? আর এরই মধ্যে সরকারের তীক্ষ্ণ চোখের অন্তরালে, দেশের লোকের অজ্ঞাতে ওরা এমন শক্তি সঞ্চয় করে ফেলতে পারলো যে সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে পর্যুদস্থ করে দিতে ওদের একটুও দেরি লাগবে না ? না ভাই, অত সস্তা যুক্তিতে আমার মন ভরে না।

ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারের বিপুল জনতার ভিড়ে ক্যাপ্টেন লিবিচেক কোথায় হারিয়ে গেছেন ওরা খুঁজে বের করতে পারলো না। জনতার মধ্যে নিজেদের আর ছড়িয়ে না রেখে ওরা বেরিয়ে এল।

—লেনকা, তুমি বরং বাসায় যাও। কারাশেক কোমল গলায় বললো। —আমার স্থির বিশ্বাস তোমার বাবা সুস্থ শরীরে ফিরে যাবেই যাবেন। আমি বিকেলের দিকে তোমার সংগে আবার দেখা করবো। ভেংগে পড়ার কোন কারণ নেই।

—তুমি ফিরে যাও লেনকা। ফ্রান্‌স্‌ও অনুরোধ জানাল।—আমিও তোমাদের ওখানে যাবো। ক্যাপ্টেনের মনোভাব জানার ঔৎসুক্য আমারও রয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বাসায় ফিরে বাবার জন্য অপেক্ষা করি।

—তাই ভাল। কারাশেক সম্মতি দিল। লেনকার হাত নিজের করতলের মধ্যে নিয়ে আস্তে একটু চাপ দিল।

লেনকা রিগেনোভা চলে গেল। ফ্রান্‌স্‌ ভিড়ের মধ্যে যতক্ষণ দেখতে পারা যায় ওকে দেখলো। চেকোশ্লোভাকিয়ায় আজকের মানুষ ভাঙাগড়ার দোটানায় অস্থির, ওদের মানসিকতা পরিস্থিতির একটা শ্রদ্ধাজনক পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। লেনকার সমস্যা হয়তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, নিজের মা বাবার খোঁজ ও আজ পর্যন্ত ফ্রান্‌স্‌ পায়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন তছনছ হয়ে গেছে যে অবস্থা একটু স্বাভাবিক না হলে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

—ফেডরিক লেভচিকের ওখানে চলো। কারাশেক অনুরোধ জানাল। —ভারী অমায়িক ওরা স্বামী-স্ত্রী, কাল ওঁর স্ত্রী রাসেলকা রোজীকে খুব সাহায্য করেছেন। তার উপর উনি সরকারের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, হয়তো অনেক খবর আমাদের দিতে পারবেন যা আমরা এখনও জানি না।

—চলো। তবে দেরী করবো না। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই ভাই, রোজমেরীর জন্য কেমন একটা চাঞ্চল্য বোধ করছি।

—রোজীর জন্য চিন্তা করো না। কারাশেক হাসলো।—রোজীর সংগে কারও তুলনা হয়না। তোমার সংগে আমিও যদি যাই তোমার কোন আপত্তি নেই ত' ?

—তুমি ত' যাবেই। ফ্রান্‌স্ হেসে ফেললো।—আমি ত ওর বাসাও চিনিনা। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো—আমরা কেমন আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠছি দেখো, ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার এখনো প্রাধান্য দিচ্ছি।

—এতে কোন অন্যায় নেই ফ্রান্‌স্। কারাশেক উদ্দীপ্ত গলায় বললো।—সমষ্টিগত জীবনের ডাক যখন আসবে আমরা কারও থেকে পিছিয়ে থাকবো না।

মিস্টার ফেডরিক লেভচিক কারাশেককে দেখে ভারী খুশি হলেন। ফ্রান্‌সের পরিচয় পেয়ে আরও। একাই বসেছিলেন, ওঁর স্ত্রী রাসেলকা স্কোয়ারের ধর্মঘটে যোগ দিতে গেছে।

—মিস কাভানোভাকে নিয়ে এলে পারতেন। লেভচিক বললেন—কাল এমন তাড়াহুড়া করে আপনারা চলে গেলেন যে ওঁর সংগে ভাল ক'রে আলাপ করার সুযোগ পর্যন্ত হয়নি।

—আজ ওঁর সংগে আমাদের দেখা হয়নি। কারাশেক বললো।—এদিককার খবর কি মিস্টার লেভচিক ?

—খবর সুবিধের নয়। গতকাল আর আজ সকাল মিলে রাশিয়ানদের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন এমন লোকের সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক, দুবচেক নীতির সক্রিয় সমর্থক। প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ডাঃ সিজার গতকাল প্রেসিডিয়ামের বক্তব্য জানাতে সোভিয়েট দূতাবাসে গিয়েছিলেন কয়েকজন সংগীকে নিয়ে। তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছে আমাদের এখনও জানা নেই।

—দুবচেক, সার্ণিক, স্ম্রকোভস্কি এঁদের খবর জানেন ?

কিছুমাত্র না। ওঁদের গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওঁদের হয়তো মস্কোতেই নিয়ে গেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিস্টার ষ্টিফান সেরভোনেস্কো গতকাল থেকে দৌড়াদৌড়ি করছেন। ওঁর উপর নির্দেশ এসেছে সোভিয়েটের নীতির সমর্থন পুষ্ট চেক নেতাদের নিয়ে একটি বিকল্প সরকার গঠন করার। কিন্তু সোভিয়েট সমর্থক কেউ যদি থেকেও থাকেন,

জনতার ঘৃণা আর প্রতিরোধের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক। বাধ্য হয়ে বে-সামরিক শাসনকর্তা হিসাবে মিস্টার সেরভোনেস্কো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রেডিও ভ্লটাভা বলে একটি বেতার স্টেশন তৈরী করে নিয়েছেন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। একটি সংবাদপত্র প্রকাশের কথাও ভাবছেন।

—আপনাদের উপর কোন অত্যাচার হয়নি ত? ফ্রান্স্ জিজ্ঞেস করলো।—মানে চেক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর।

—আমাদের ত কোন ভূমিকা নেই। ফেডরিক লেভচিক হাসলেন।—সেক্রেটারিয়েট রুশ বাহিনীর অধিকারে চলে গেছে। তাদের নির্দেশ মত কাজ করে যেতে হবে এ' আদেশের প্রতিবাদে সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত কর্মী ধর্মঘট পালন করেছে। ব্যাপক ধড়পাকড়ের খবর এখনও পাইনি।

—পার্টি কংগ্রেসের কোন অধিবেশন বসেনি?

—পার্টি কংগ্রেসের অফিস ওদের দখলে চলে গেছে। গত রাত থেকেই কোন গোপন স্থানে ওদের অধিবেশন বসেছে। এখনও চলছে। ১১৮৯ জন প্রতিনিধি ওতে যোগ দিয়েছেন। ওদের ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আমার হাতে এসেছে। বসুন, আপনাদের দেখাচ্ছি।

লেভচিক টাইপ করা কিছু কাগজ বের করে এনে ওদের হাতে দিলেন। ফ্রান্স্ ও কারাশেক দু'জনেই ঝুঁকে পড়ে ঘোষণাপত্রটি পড়তে লাগলো।

"We appeal to all Communist and Worker parties of the world, especially to the parties and people of the U.S.S.R. Poland, Bulgeria, Hungary and the G.D.R. whose military forces occupied our country ;

Our party entered in January the path of socialist regeneration and started to develop democratic and humanitarian aspects in conformity with and in according to the conditions of our developments. The party believed that the principles of sovereignty and non-interference would be respected and all moot points and issues would be settled by discussion. Those were actually the principles on which our party based all her recent bilateral and multilateral discussions.

The policy contained in the action programme of the Communist party of Czechoslovakia and its progressive implementation won our party the prestige and support she had never before. How to secure speedier progress towards these goals should have been the subject of the extraordinary 14th party Congress, the preparations for which had been already started.

On the eve of this Congress the armed forces of the USSR, Poland, Hungary, Bulgeria and GDR forcibly occupied our territory without any reason and consent of the legitimate Government and party organs and against the will of our people. The forces thus caused disruption and chaotic situation all over the country and prevent us from continuing on our road already struck.

We are facing a very sad fact that the armed forces of the countries we were used to welcome as our friends behave like occupants. Constitutionally elected leaders and representatives of our country cannot continue in the exercise of their activities. They have been denied the possibility to discuss the prevailing situation normally and through constitutional channels.

They are being denied access to the telecommunication means. The leading political figures are under custody. There is no doubt that all this must have only a harmful effect on the whole international communist movement.

We declare that our people and our party will refuse and never agree to it and will do their best to normalise the life in Czechoslovakia.

Therefore on the basis of wishes and requirements of the

people and the party members the majority of constitutionally elected delegates came to attend the 14th extra-ordinary Congress and appeal to you with the following requirements

1. To free all the Government and party representatives who are held under custody as well as the detained representatives of the Czech National Council and National Front and enable them as well as the President of the Republic to fully exercise their powers.
2. To immediately reintroduce political freedom and civil rights.
3. To immediately commence withdrawal of all the occupation forces.

The extra ordinary Congress declares that it does not recoginze any other party representatives than those freely and democratically elected.

Because of the tragic consequences of the occupation of our country for the cause of socialism throughout the world we appeal to you comrades with the request : Support our just cause, express your opinion to the representatives of our party who are responsible for the steps of our country.

Consider the possibilities and suitability of convening a meeting of workers, parties the sessions of which would also be attended by our party representatives who wlll be elected on this Congress.

Defend the human face of socialism. It is our international duty. Inform brother parties."

ফ্রান্‌স্‌ ও কারাশেক দু'জনেই চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। এই ঘোষণাপত্রের ফলে দুনিয়ার সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী মানুষের কাছে রাশিয়ার সম্মান রইল

কোথায়। হয়তো সোভিয়েট সরকার প্রচার করবে চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টিও প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী মানুষের শিবিরে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বুদ্ধিবাদী মানুষকে তারা বোঝাতে চাইবে চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্স লেনিন প্রদর্শিত পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করার কোন হেতু আছে কি?

—আমরা আজ উঠি। ফ্রান্‌স্‌ বিদায় নেবার ভংগীতে বললো।

—আবার আসবেন। লেভচিক অনুরোধ জানালেন। —বন্ধুর সংখ্যা ত আজ নিঃশেষ হয়েছে। কখন কার উপর সোভিয়েট সরকারের কোপদৃষ্টি নেমে আসবে, তার ত কোন স্থিরতা নেই। তবু যতদিন আটক না হচ্ছি আপনাদের সংগ পেলে খুসি হব।

—আপনার স্ত্রীর সংগে আজ দেখা হলো না। ফ্রান্‌স্‌ বললো—আর একদিন এসে নিশ্চয়ই আলাপ করে যাবো।

—রাসেলকা বড় উচ্ছল মেয়ে। লেভচিক হাসলেন।—হয়তো বা একটু অবুঝও। ওর ধারণা সশস্ত্র প্রতিরোধ করা আমাদের উচিত ছিল। ওকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আজকাল পাওয়া মুস্কিল।

লেভচিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা আবার রাস্তায় নেমে এল।

॥ ১০ ॥

একুশে আগস্টের শেষ রাতে প্রাগের কাছাকাছি সেমিলি নামে এক গ্রামে ক্লাব ২৩১ এর কর্মকর্তারা মিলিত হয়েছেন। প্রাগ শহর সোভিয়েট অধিকারে যাবার আগেই এরা সকলে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সোভিয়েট সৈন্য-বাহিনীর হাতে অযথা নির্যাতিত হতে এরা রাজী নন। চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট শাসনের এরা বিরোধী, নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে এঁরা দ্বিধা করেননি, পত্রপত্রিকায় এঁদের মতামত বারবার প্রকাশিত হয়েছে। চেক জনসাধারণের কাছে এরা পরিচিত বলেই সরকার বিরোধী মনোভাবের জন্য

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী সুযোগ পেলেই এদের গ্রেপ্তার করতে পারেন—এ' সম্পর্কে এঁরা নিঃসন্দেহ হয়েই গত রাত্রে প্রাগ ত্যাগ করে চলে এসেছেন। চেকভূমির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা ছাড়া বর্তমানে আর কোন উপায় নেই—যতদিন সোভিয়েট সৈন্য চেকভূমিতে থাকবে—এদের উপর তাদের কোপদৃষ্টি থাকবেই।

এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক জারোমির ব্রডস্কি, কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য বাহিনীর প্রধান রোদোভান প্রোচাজকা, জেনারেল পেলচেক, ও ওতাকার রামবুসেক, ফ্রান্টিসেক পাওল, জেরেমির নেভেস্কি, সানিশ্লাভ চেণচিক, হানকা পারনিকোভা, ভিকি মারচেলকা এবং আরও অনেক। প্রাগের বাইরের শাখা সংগঠনগুলি থেকেও কয়েকজন এসে যোগ দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েট কোপদৃষ্টির সামনে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা এ' নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ওঁরা মিলিত হয়েছেন।

—আমরা কম্যুনিষ্ট বিরোধী, জেনারেল পেলচেক বললেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার একটা পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এবং চেক নাগরিকদের সামনে সেই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করার সুযোগও আমাদের রয়েছে। চেক 'এ্যাকশন প্রোগ্রাম' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও আমরা প্রকাশ করেছি। চেক সরকার আমাদের কার্যসূচীতে বাধা দান করেননি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সরকার বিরোধী দলগুলির মতই আমাদের তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যদিও কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে এই সহনশীলতার নজির নেই। প্রতিপক্ষকে, সরকারের নীতির সমালোচকদের ওরা সহ্য করতে পারেনা। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতাকে সমাজতান্ত্রিক দেশ স্বীকার করেনা। আমাদের কর্মনীতিকে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা সমর্থন করেছে। এই খবর ডুবচেক যেমন জানতেন, সোভিয়েট সরকারেরও তা অজানা নয়। সোভিয়েট পত্র-পত্রিকায় আমরা প্রতিবিপ্লবীর এজেন্ট বলে ইতিমধ্যেই ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। ওরা অভিযোগ তুলেছে, পশ্চিম জার্মানী, ন্যাটো এবং সি. আই. এর সংগে যোগাসাজসে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে কম্যুনিষ্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে চাই।

—চেকভূমি আক্রমণের সাফাই হিসাবে এটাই ওদের সবচেয়ে বড় কৈফিয়ৎ, জেরেমির ব্রডস্কি বললেন—আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সরকার বিরোধী মনোভাব, আমাদের প্রচার ওদের একটা বড় সুযোগ দিয়েছে। আপনারা নিশ্চিত

ধরে নিতে পারেন বন্ধুগণ, আমাদের থেকেও আলেকজাণ্ডার ডুবচেক ও তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সমর্থকরা সোভিয়েট রাশিয়ার বড় শত্রু। আমাদের সামনে রেখে ওরা আসলে ডুবচেকের জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইছে। ওদের ধারণা ব্রিটেন আমেরিকা পশ্চিম জার্মানী গত পঁচিশ বছরের চেষ্টায় সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ পৃথিবীর সমাজতন্ত্র সমর্থক জনসাধারণ এ' কথা জানে যে আমেরিকার এই প্রচার স্বার্থ-প্রণোদিত, এর মধ্যে সত্যতা নেই। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ডুবচেক সোভিয়েট প্রচারিত সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ—ওকে ধ্বংস করতে না পারলে ওয়ারশ জোটের বিপদ অনিবার্য, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারাকে ঠেকানো যাবে না এবং ক্রমশঃই সারা পূর্ব ইউরোপে তা' ছড়িয়ে পড়বে।

—সোভিয়েটের আক্রমণ আমাদের বিরুদ্ধে নয়? মিসেস হানকা পারনিকোভা অবাক হলেন।

—না। ব্রডস্কি হাসলেন।—আসলে এটা সমাজতন্ত্রবাদীদের দুই ধারার মধ্যেই সংঘর্ষ, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। গত জানুয়ারী মাস থেকেই নোভৎনির অপসারণের পর রাশিয়া উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। ডুবচেক "এ্যাকশন প্রোগ্রাম" নেবার পর এই উদ্বেগ আশংকায় পরিণত হলো। এর আগে অন্ততঃ একটা ব্যাপারে সোভিয়েট সরকার নিশ্চিত ছিল। ওয়ারশ জোটের বিরাট প্রাচীরকে লঙ্ঘন করে সোভিয়েট রাশিয়ার গায়ে হাত লাগানোর উপায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের নেই। হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া এবং পূর্ব জার্মানীতে তাঁদের তাঁবেদার নেতাগণ বিপুল পরাক্রমে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। সি. আই. এ. এর জাল যতটা সুদূর প্রসারী হোক, ব্রাসল্‌সে ন্যাটোর সাময়িক তৎপরতা যতই বেড়ে যাক রাশিয়ার তাতে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। ন্যাটোর সামরিক শক্তির চেয়ে ওয়ারশ জোটের সামরিক শক্তি বেশি। সেদিক থেকে বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বিপদ ডেকে এনেছেন আলেকজান্দার ডুবচেক—সাম্যবাদকে তিনি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাইলেন। বুদ্ধিজীবি মানুষ তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল। তৈরী হলো এ্যাকশন প্রোগ্রাম—চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ। এতে প্রকৃতপক্ষে উদ্বিগ্ন হলাম আমরা—বুঝতে পারলাম ডুবচেক কম্যুনিষ্ট শাসনের শিখর জনসাধারণের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত করে দিলেন। সোভিয়েট আক্রমণ এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিকে প্রচণ্ড

আঘাত দিয়েছে। সোভিয়েট ভক্তরা এতে কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে নিজেদের জায়গা পুনরুদ্ধারের সুযোগ যেমন পাবেন তেমনি সুযোগ পাব আমরা—ডুবচেক যাদের একেবারে নিরাশ করে দিয়েছিলেন।

—আপনার বক্তব্য আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হলোনা। মিস্টার ফ্রান্টিসেক পাওল বললেন।

—আপনার ত আমেরিকার সংগে যোগাযোগ আছে। ব্রডস্কি হাসলেন। —চেকোশ্লোভাকিয়ার সি. আই. এ. কিভাবে কাজ করছে আপনি জানেন। গত আট মাসে আমেরিকার সমাজতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে এ' খবর পৌঁছে গেছে। সি. আই. এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকাকে নূতন পথ গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন ডুবচেক নীতির তাঁরা উগ্র সমর্থক। চেকোশ্লোভাকিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার একটি পরিকল্পনাও আমেরিকা তৈরী করেছে।

—এ' সবই আমার জানা। ফ্রান্টিসেক পাওল অসহিষ্ণু গলায় বললেন।—আপনার নূতন কোন বক্তব্য থাকলে বলুন।

—তাইত বলতে চাইছি বন্ধু। ব্রডস্কি সরস গলায় বললেন।—সি. আই. এ. চেকোশ্লোভাকিয়ায় ব্যর্থ হয়েছে। ডুবচেকের শাসনপদ্ধতিতে তারা ফাটল ধরাতে পারেনি। সি. আই. এ-র বর্তমান কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমার চেয়েও আপনি বেশি জানেন। আমেরিকা উপলব্ধি করেছে যে কোন রাষ্ট্রের উপর নিজেদের নেতৃত্ব নিরাপদ করতে হলে সেই দেশের জনগণের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শকে এমনভাবে প্রোথিত করতে হবে যে কারও মনে যেন সন্দেহ উঁকি মারতে না পারে যে তারা আমেরিকার জীবনবোধকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। বিদেশী মানুষের শিরা ধমনীতে রক্ত প্রবাহের মধ্যেই এর বীজ সংক্রামিত করে দিতে হবে। অস্ত্রের সাহায্যে, প্রভুত্বের চোখরাঙানিতে এটা সম্ভব নয়। তাই আমেরিকা সি. আই. এ মারফৎ প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবি মানুষদের—লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক বৈজ্ঞানিক-এদের কিনে নিচ্ছিলেন। অনুন্নত দেশের আর্থিক সংকট—তার এই পরিকল্পনাকে সাহায্য করছে। বহুদেশের বুদ্ধিজীবি মানুষের একটা বিরাট অংশকে ক্রয় করে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাদের রচনায় প্রচারে আমেরিকান জীবনবোধ প্রাধান্য পাচ্ছে। দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ প্রতিদিন একটু একটু করে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে, ফিল্ম, রেডিও,

টেলিভিশনের মধ্য দিয়ে এই বিষ গলাধঃকরণ করছে। আমেরিকা এতদিনে বুঝেছে যে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ কোন দেশে প্রচার করতে হলে, কোন দেশকে নিজেদের আওতায় আনতে হলে সেই দেশের মাটির সংগে সংযোগ তৈরী করতে হবে—অস্ত্র সাহায্যে কোন লাভ হবে না। ভিয়েতনামে আমেরিকা জিততে পারেনি তার একমাত্র কারণ হো-চি-মিনের শিক্ষা উত্তর ভিয়েতনামবাসীদের মনের মাটিকে উর্বর করে তুলেছে। সি-আই-এ-র সংগে আপনার যোগাযোগ আছে মিস্টার পাওল। আমাদের আর্থিক কাঠামো এত শক্ত হয়েছে। কিন্তু ডুবচেক চেক বুদ্ধিজীবিদের এক নূতন প্রেরণা যোগাতে পেরেছেন। সি-আই-এ এদের কিনতে পারছেন না। মিস মেরী স্থজানকে দিয়ে অধ্যাপক ওটাসিককে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার উদারনীতিক আন্দোলনকে ছাড়তে রাজী হননি। প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং তরুণ প্রতিভাবানদের এই নীতির আওতা থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়নি। আমেরিকাকে তাই উলটো বুলি ধরতে হয়েছে। আমেরিকা যে আসলে ডুবচেকনীতির সমর্থক নন এটা আপনারা ভাল করেই জানেন।

জেরেমির ব্রডস্কি চুপ করলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ সুরু হলো। সবাই আলাপ আলোচনায় অংশ নিলেন।

—রাশিয়ান অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা মিস্টার ব্রডস্কি। ওতাকার রামবুসেক জিজ্ঞেস করলেন।

—এতে আমাদের স্থবিধে হবে। ব্রডস্কি বললেন।—সোভিয়েট সরকারের এই হস্তক্ষেপের ফলে যদি ডুবচেকের পতন হয়, যদি এ্যাকশন প্রোগ্রাম পরিত্যক্ত হয়, জনমানসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সোভিয়েট অবশ্যই চেষ্টা করছেন তাদের অনুগামী চেক নেতাদের নিয়ে বিকল্প চেক সরকার গঠন করার। অবস্থা সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা তাতে মনে হয় সেই চেষ্টা সফল হবে না। চেক নাগরিকগণ, চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির তরুণ কর্মীগণ ; ছাত্র ও শ্রমিকরা এতে প্রচণ্ড সোরগোল তুলেছেন ওদের প্রতিবাদের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউই সোভিয়েট সরকারেরর সংগে হাত মেলাতে সাহস করবে না। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই নিজেদের কাজ আমরা এগিয়ে নিতে পারবো। সোভিয়েট কাজের নিন্দে করে আমরা যেমন জনসাধারণের সমর্থন পাবো তেমনি বিশৃঙ্খল প্রতীতিহীন তরুণদের নিজেদের দলে টেনে আনতেও আমাদের অস্থবিধা হবে না।

—এখন আমাদের কর্তব্য কি? জেনারেল পেলচেক প্রশ্ন করলেন।

—আত্মগোপন করে থাকতে হবে, পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে হবে। চেকবাসীর মনে সোভিয়েটের প্রতি আজ বিরূপতার অন্ত নেই। সেই ক্রোধবহ্নি জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সোভিয়েট সরকার অবশ্যই বিশ্বের জনসাধারণের কাছে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য আমাদের উপর কড়া নজর রাখবে, আমাদের গত কয়েকমাসের প্রচার আর বিবৃতিগুলি প্রচার করে, নাটো এবং সি-আই-এ এর সংগে আমাদের যোগাযোগের কাহিনী পল্লবিত করে বর্ণনা করবে যাতে সকলের মনে বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে পারে যে সোভিয়েট ভূমিকার পিছনে প্রতিবিপ্লব নির্মূল করবার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি আবার আপনাদের বিশ্বাস করতে বলেছি যে আমরা সোভিয়েট সরকারের লক্ষ্য নই—আসল লক্ষ্য আলেকজাণ্ডার ডুবচেক।

—ডুবচেক আমাদের প্রতিপক্ষ। ওতাকার রামবুশেক বললেন।

—প্রতিপক্ষ চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি। রাশিয়া তাদের শায়েস্তা করছে এটা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

—নিশ্চয়ই। জেনারেল পেলচেক সম্মতি দিলেন।—রাশিয়ার চোখে আজ প্রত্যেক প্রতিরোধী প্রতিবিপ্লবী, প্রত্যেক স্বাধীনচেতা নাগরিক কম্যুনিজমের শত্রু। আমরা যাদের ধ্বংস করতে চাই সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী আমাদের হয়ে সেই মহৎ কাজ সমাধা করছেন। সোভিয়েট আক্রমণকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি।

—পারি, কিন্তু সেটা আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক হবে। আমাদের সুবিধে হয়েছে কিন্তু সোভিয়েট আমাদের শত্রুপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা চেক জনগণকে আরও উত্তেজিত করে তুলতে হবে। যতদিন সোভিয়েট বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় থেকে যায় ডুবচেক অথবা চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগে আমাদের কোন বিরোধ থাকবে না। সোভিয়েট সরকার জনসাধারণকে যাতে বেশি নির্যাতন করতে বাধ্য হয় সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। ডুবচেকের পতন হলে আমাদের লাভ এ কথা আজ আর প্রকাশ করে না বলাই ভাল। জারোমির ব্রডস্কি আবার জোর গলায় বললেন।

—আমাদের কথা সকলে জেনে ফেলল। মেরী সুজান আতংকিত গলায় বললো।—হোটেলে চাকরি করা আমার পক্ষে আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

—কোন ভয় নেই। ফ্রান্টিসেক পাওল বললেন। আমার কাছে সর্বশেষ যা খবর আছে তাতে জানাতে পারি যে ডুবচেকপন্থীরাই সোভিয়েট ধরপাকড়ের বর্ত্তমান লক্ষ্য। চেক প্রেসিডিয়ামে ওরা যত তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে চেক নেতাদের বন্দী করেছে, চেক সরকারী দপ্তরের কর্মচারীদের উপর যত হামলা করেছে আমাদের উপর সেই অনুপাতে কিছুই হয় নি। ক্লাব ২৩১এর প্রাগ সেণ্টার আজ সকালে সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হলেও আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করবার মত নূতন কোন হাতিয়ারের সন্ধান ওরা পায়নি। মিষ্টার ব্রডস্কি ঠিকই বলেছেন ওটা লোক দেখানো ব্যাপার। আমার কাছে যে সব প্রমাণ আছে তাতেও তাই মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

—বিদেশে যাবার আগে অধ্যাপক ওটাশিকের সংগে আমার দেখা হয়েছিল। মেরী সুজান আবার বললো।—যতদূর জানি তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি তাঁর সংগে কয়েকদিন আগে এমন একজনকে দেখেছি যাঁকে আমার কোনদিন বিশ্বাস হয় না। তাঁর নাম জিরি বেনেস, চেক পুলিশ অফিসার।

—আমি বেনেসকে জানি। জেনারেল পেলচেক বললেন। ভারী ধূর্ত্তলোক, আমাদের অনেক খবরই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর হাতে একদিন হয়তো আমাদের নিগৃহীত হতে হতো। কম্যুনিষ্ট সরকার আমাদের কার্যাবলীকে অবহেলা করেছেন, অত্যন্ত হালকাভাবে আমাদের গ্রহণ করেছেন—সোভিয়েট প্রচারের এই কথাগুলিকে আমার বিশ্বাস হয়না। আমাদের বিরুদ্ধে সময়োচিত বিধান ওরা নিত বলেই আমার ধারণা।

—মিস্টার বেনেস হয়তো অধ্যাপক ওটাশিকের কাছ থেকে আমার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। মেরী সুজান সন্ত্রস্ত গলায় বললো।

—হয় তো। ফ্রান্টিসেক পাওল হাসলেন।—হয়তো তুমি আমি—যারা বিদেশী গোয়েন্দা দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রেখেছি—ডুবচেক সরকার তাদের ছেড়ে দিত না। একদিন আমাদের বিরুদ্ধে জাল গুটিয়ে আনতো। কিন্তু আর তাদের সেই সুযোগ আসবে না। হয় তো খবর পাবে জিরি বেনেসকেই প্রতি-বিপ্লবী বলে সোভিয়েট কনশেনট্রেশন ক্যাম্পে আজকের রাত কাটাতে হচ্ছে।

পাওলের কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

—সোভিয়েট জিন্দাবাদ। লেনিনবাদ জিন্দাবাদ। ভিকি মারচেলকা ধ্বনি করলো।

—চুপ করো। ব্রডস্কি ধমক দিলেন।—এখনও খুশি হবার মতো সময় আসেনি। জিরি বেনেসকে সোভিয়েট বাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারে—তার একটা সাংঘাতিক সম্ভাবনাও রয়েছে। তিনি ক্লাব ২৩১-এর সংগে যুক্ত এই মর্মে—আজ সকালে কাগজপত্র তৈরী করে আমি প্রাগের অফিসে পাঠিয়েছি। সি, আই, এ, এর সংগেও তার গোপন যোগাযোগ আছে এমন ইংগিত দিতেও ছাড়িনি। এতে সোভিয়েট প্রচারের তিনিই লক্ষ্যবস্তু হবেন। শুধু বেনেস নয়—চেক পুলিশ বিভাগের আরও কয়েকজনের নাম আমি এই কাগজে লিখে রেখেছি। তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বরাবরই আমাদের উপর ছিল।

—ধন্যবাদ মিষ্টার ব্রডস্কি। ফ্রান্টিসেক পাওল ওঁকে অভিনন্দন জানালেন। সংকটের সময় আপনার মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে।

—আমি খবর রাখি। ব্রডস্কি হাসলেন। সোভিয়েট বাহিনীর হঠাৎ উপস্থিতিতে আমি একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনী যে একদিন চেকভূমিতে প্রবেশ করবেই এতে আমার কোন সন্দেহ ছিলনা। ক্লাব ২৩১-এর অফিসেও তাদের শুভ পদার্পণ ঘটবে—এও আমার জানা ছিল।

—আমরা এখন ছড়িয়ে পড়ছি। ওতাকার রামবুশেক বললেন।—চেকোশ্লো-ভাকিয়ার কোন বড় শহরে আমরা এখন আর যাবো না। আমাদের গোপন বেতারে আমরা পরস্পরের সংগে যোগাযোগ রাখবো। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা চেকভূমি ত্যাগ করবো না। যথাসম্ভব ধীরস্থির ভাবে নিজেদের কাজকর্ম আমরা গুছিয়ে নেব।

—'লিতারায়লি লিস্তি', 'স্বোবদলে শ্লোভো', 'স্লদেফ্রটা' এবং 'ষ্টুডেণ্ট' কাগজের সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মীদের ওরা গ্রেপ্তার করেছে। জেরেমির নেভেস্কি খবর দিলেন।

—আমরা জানি প্রতিবিপ্লবী বলে সোভিয়েট কাদের চিহ্নিত করছেন। চেক-বাসীর স্বাধীন মনোভাবকে ওদের ভয়ের অন্ত নেই। ব্রডস্কি এবারও হাসলেন। এই চারটে কাগজ রাজনীতি সম্পর্কে উদার মতকে সমর্থন করেন। এটাই এদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকারকে চিন্তিত করে তুলেছে। আসলে এদের কেউই কম্যুনিষ্ট শাসনকে উচ্ছেদের সহায়ক হবেন না। এরা দুবচেকের নীতিকে সমর্থন করেন।

—কিন্তু এরাই কম্যুনিষ্ট শাসনকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। ফ্রান্টিসেক পাওল বললেন।

—এতেই সোভিয়েট সরকারের ধারণা হয়েছে যে এ সব পত্রপত্রিকা চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনীতি ও সরকারী নীতিকে পশ্চিমমুখী করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী। সোভিয়েট ইউনিয়ানের নিরঙ্কুশ আলোচনা চেক সরকারের মত সোভিয়েট সরকার সহ্য করতে পারবেনা। জেরেমির নেভেস্কি তাঁর মত জানালেন।

—অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। জেনারেল পেলচেক উঠে দাঁড়ালেন।—সোভিয়েট বাহিনী আমাদের খবর পেয়ে এখানে ছুটে আসবে এটা নিশ্চিত।

—হ্যাঁ চলুন। আমাদের কার্যসূচী সম্পর্কে আমরা একমত। ব্রডস্কি বললেন। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণাত্মক মতিগতির সঠিক হিসেব না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আর মিলিত হবো না। আমি সুযোগ মত প্রাগে ফিরে যাবো এবং গোপনে সব কিছু লক্ষ্য করে যাবো। আপনারা অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। চেক জনগণের উত্তেজনার সংগে নিজেদের মিশিয়ে দেবেন। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে আপনাদের কেউ খুঁজে বের করতে পারবেনা। চেক প্রতিরোধ আন্দোলনে আপনারা সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। মিষ্টার পাওল, আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সংগে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব আপনার উপরই রইলো। কোন নূতন খবর এলেই আমাকে তা' জানাতে ভুলবেন না।

—আচ্ছা। আমরা তা' হলে আজকের মত বৈঠক শেষ করি। ওতাকার রামবুসেক বললেন।

সকলে একে একে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ১১ ॥

রাশিয়ান ট্যাংকবাহিনী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। প্রতিরোধের সংকল্পে দৃঢ় চেকবাসীর একঘণ্টাকালীন মৌন ধর্মঘট শেষ হয়েছে। রাস্তায় উপচে পড়া জনতার কণ্ঠে চেক জাতীয় সংগীত উদাত্ত ধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে। গতকালের হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকানপাট থেকে জিনিষপত্র সরানো হচ্ছে। অনেক নাগরিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের সাহায্য করছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছেন। কারও আত্মীয়-স্বজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছেন কিনা ব্যগ্র গলায় জানতে চাইছেন। পারস্পরিক সহযোগিতার এমন নিদর্শন ফ্রান্‌স্‌ ও কারাশেককে অভিভূত করে তুললো। ওরা নীরবে হাঁটতে লাগলো।

কয়েকজন রাশিয়ান সৈন্য রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রচার পত্র বিলি করছে। জনতার কেউ সেগুলি পড়ে দেখার তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কারাশেক হাত বাড়িয়ে একজন অল্পবয়স্ক সৈনিকের কাছ থেকে একটি কাগজ চেয়ে নিল। চেকোশ্লোভাক বাসীদের প্রতি মিত্রদেশগুলির আবেদনপত্র। মিত্র সেনাবাহিনী চেকভূমি অধিকার করার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করেনি—অনাহূত-ভাবেও আসেনি। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অভীপ্সা নিয়ে যে সব প্রতিবিপ্লবী সংস্থা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে তাদের হাত থেকে চেক জনসাধারকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব নিয়েই এক দুরূহ কর্তব্য সমাপন করার জন্য মিত্র সৈন্য চেকভূমিতে প্রবেশ করেছে। মিত্র বাহিনীর সৈন্যগণ চেক নাগরিকদের বন্ধু।

কারাশেক প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়লো।

—বন্ধুত্বের কী চমৎকার নমুনা। পাশের এক বয়স্ক ভদ্রলোক মন্তব্য করে এগিয়ে গেলেন।—সঙ্গীন উঁচিয়ে বন্ধুত্ব? তাঁর শেষ কথাগুলি ফ্রান্‌স্‌ আর শুনতে পেলো না।

—আপনারা কেন এখানে এলেন? কারাশেক বিনীত গলায় সৈন্যটিকে প্রশ্ন করলো।—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন চেক জনসাধারণ আপনাদের প্রত্যাশা করেনি, আপনাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না। আপনাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।

—প্রতিবিপ্লবীদের শায়েস্তা করতেই আমরা এসেছি। সৈনিকটি বললো।

—আপনার বাবা, কাকারা একবার আমাদের দেশে আমাদের মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছিলেন। কারাশেক বেদনাতুর কণ্ঠে বলতে লাগলো।—আপনারা হয়তো জানেন না চেকবাসীর মনের কোণায় আপনাদের জন্য শ্রদ্ধার আসন অনেকদিন থেকেই পাতা রয়েছে। আজ কেন আমাদের চোখে নিজেদের সেই অবস্থানকে আপনারা ধূলায় লুটিয়ে দিলেন?

—আপনারা কি আমাদের ডাকেননি?

—কারা আপনাদের ডেকেছেন আমি জানি না। কারাশেক তেমনি গলায় বলতে লাগল। যদি কেউ সত্যিই ডাক দিয়ে থাকেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ডেকেছিলেন। এখানে এভাবে আসার আগে সেই আহ্বানের সত্যাসত্য আপনাদের যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল। প্রতিরোধের এই মহান অভিব্যক্তি দেখেও কি আপনাদের চোখ খুলবে না? আপনাদের কী মনে হচ্ছে না চেকোশ্লোভাকিয়া একটি দুর্বল অকর্মণ্য মানুষদের আবাসভূমি নয়। এদেশের মানুষ যে কোন অবস্থার সংগে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

সৈনিক ভদ্রলোকের চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠলো। কয়েকটি চেক স্কুলের ছাত্র ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, জ্বলজ্বলে চোখে কারাশেকের বক্তৃতা শুনছিল। সৈনিকটির অবস্থা দেখে ওদের যেন সাহস বেড়ে গেল। চট করে ওর মাথা থেকে টুপিটা একজন উঠিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিল। ওর সংগীরা হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো।

—অসভ্যতা করছো কেন? কারাশেক ওদের ধমক দিল। ছিঃ, অমন করতে নেই। উনি বিদেশী ভদ্রলোক, কর্তব্যের তাগিদে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমাদের মাথা নত হয়ে যাবে। ওঁর টুপি ফেরৎ দাও।

ছাত্রটি টুপি ফেরৎ দিয়ে মৃদু গলায় ক্ষমা চাইল। ওদের দল সরে গেল।

—আপনার কথা যুক্তিসহ। সৈনিক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন।—আমাদের, মানে সৈনিকদের কিছুই করার নেই। অফিসার আর রাজনৈতিক নেতাদের হুকুম আমরা তামিল করছি মাত্র। আমাদের আচরণে যদি কোন অন্যায় আচরণ ঘটে থাকে, তার জন্য আমরা দায়ী নয়।

—আমরা জানি। কারাশেক ভারী গলায় বললো।—আমাদের ক্ষমা

করবেন। অন্তরের তীব্র জ্বালায় আমরা জ্বলে যাচ্ছি। আচ্ছা, বিদায় বন্ধু, বিদায়!

ফ্রান্‌স্ একটি কথাও বলেনি। কিন্তু ওর সারা অন্তর জুড়ে এই একটি কথাই অনুক্ষণ আলোড়ন তুলছিল যে সোভিয়েট সৈন্যরাও ত অসহায় মানুষ মাত্র। কার অদৃশ্য হাতছানিতে আজ বিদেশের মাটিতে এই ব্যংগ বিদ্রূপের শিকার হচ্ছেন কে জানে। রাজনীতির দাবাখেলায় এঁরা শুধু অবয়ববিহীন ঘুঁটি মাত্র। ভীতি আর আতংক, লোভ আর স্বার্থবুদ্ধি কোনদিন কি মানুষকে মনুষ্যত্বের শীর্ষবীন্দুতে পৌঁছুতে দেবেনা?

কারাশেক একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চলন্ত একটা ভ্যান থেকে কারা কতকগুলি প্রচারপত্র জনতার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল। কারাশেক প্রায় কাড়াকাড়ি করে একটি কুড়িয়ে নিল। দলাপাকানো কাগজটাকে সুনিপুন আঙ্গুলে বিন্যস্ত করে নিয়ে পড়তে লাগলো। "লিতারায়লি লিস্তি" পত্রিকার প্রকাশিত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।

"No one in Czechoslovakia asked for this intervention or try any other government except the one led by Dubcek, Cernik and Smrkovosky. Should there be any other government it will only be created under the threat of arms. Do not allow us to remain alone. Do not allow the hopes of the Czechoslovak people to be destroyed"

—আমাদের বিদেশী শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন। কারাশেক বললো। —সত্যিই রাশিয়ানদের আমরা নিমন্ত্রণ জানাইনি।

—জানাতেও পারি। ফ্রান্‌স্ বললো। —সবটুকু এখনও জানতে পারলাম কৈ। রাশিয়ান দূতাবাসে গেলে হয়তো খবর পাওয়া যাবে কারা ওদের আহ্বান জানিয়েছে।

—মিসেস পোচোনা গত রাত্রিতে কেঁদেছিলেন। কারাশেক বিষন্ন গলায় বললো। —জানো ফ্রান্‌স্, আমার এতটা বয়স হলো, আমার গায়ে অসুরের মত শক্তি অথচ আমি কারও চোখের জল সহ্য করতে পারিনে।

—অথচ লেনকাকে তুমি আঘাত করলে। ফ্রান্‌স্ হাসলো।

—আমি? আমি কখন আঘাত করলাম? কারাশেক অবাক গলায় বললো।

—এমন কিছু বলেছি বলে ত আমার মনে পড়ছে না যাতে লেনকা আঘাত পেতে পারে।

—তোমাকে ভালবাসে বলেই তোমার কাছে ছুটে এসেছিল। ফ্রান্স্ দরদভরা গলায় বললো। বাবার সম্পর্কে মেয়েটা ভারী দুর্বল। অথচ তুমি যেন বোঝাতে চাইলে ওর বাবা যদি ধর্মঘটে যোগ দিয়ে থাকেন তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

—তাতে লেনকা আহত হলো ?

—আমাকে বলতে দাও। ফ্রান্স্ অনুরোধ জানাল। দ্বিতীয়তঃ তুমি ত জানো বাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পরশু রাতে মেয়েটা ছটফট করতে করতে বাসায় ছুটিছিল। এ খবর তুমিই আমাকে দিয়েছিলে। তখনও রোজমেরী কাফেতে আসেনি। রোজমেরীর প্রশংসায় তুমি এমন বাক্‌বিস্তার করতে লাগলে যে শুনতে শুনতে বেচারার চোখ দুটি ছলছল করতে লাগলো। ভালবাসার মানুষের মুখে অন্য মেয়ের প্রশস্তি শুনতে মেয়েদের কষ্ট হয়—সেই অন্য মেয়েটির মহত্ব যতই আকাশচুম্বী হোক না কেন। এতটা বয়স হলো, এত বিদ্বান তুমি, অথচ আর একটু সূক্ষ্মতা তোমার দেখান উচিত ছিল।

—তুমি বিশ্বাস করো ফ্রান্স্ ওকে আঘাত দেবার জন্য কিছু আমি বলিনি।

—আমি জানি। ফ্রান্সের গলায় সহানুভূতি ফুটে উঠলো। সময় হলে এই আঘাতটুকু ভালবাসা দিয়ে পুষিয়ে দিয়ো তুমি।

—কি জানি কখন সময় হবে। কারাশেক অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল। —আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে জানিনা। গতকালের আগে আমি কখনও অনুভব করিনি যে এই দেশটাকে আমি এত ভালবাসি ফ্রান্স্।

—সেটা কেউই অনুভব করেনা। আঘাত না এলে পায়ের তলার মাটির দিকে আমাদের নজর পড়ে না ভাই। এমন ভিড়ের মধ্যেও আমি কেমন দার্শনিক হয়ে উঠছি দেখছো ত! এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো ত ?

—কেন রোজমেরীর খবর নিতে। কারাশেক মনে করিয়ে দিল।—ও আচ্ছা। ফ্রান্স্ হাসলো। —সেই আশ্চর্য-অনুভব দীপ্ত মেয়েটাকে আমরা দেখতে যাচ্ছি। সেই মেয়েটা যে নারোতনি ষ্ট্রীটের কাফেতে প্রতি রাতে আমার সংগে ডিনার খায়।

—তোমার কি হয়েছে বলো ত ফ্রান্স্। রোজমেরীকে অবহেলা দেখাতে চাইছ ? না, রোজীর প্রতি আমার অত্যধিক আগ্রহকে আঘাত করতে চাইছ ?

—কোনটাই নয়। আচ্ছা কারাশেক, অধ্যাপক ওটাসিক এখন কোথায়?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তুমি আবোল তাবোল বকছো।

—আমার প্রশ্নটার তুমি জবাব দিতে চাওনা, এই ত?

—না কারাশেক। আমাকে ভুল বুঝো না। ফ্রান্স্ অনুনয় করলো। রোজীর কথা বলার কিছু নেই, তুমি ত জানো আমি ওকে ভালবাসি। আমি অন্তর্মুখী মানুষ, মেয়েদের প্রতি আমার আকর্ষণ অল্প। তবু রোজী আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে এটা সত্যি। গতকাল রোজীর সংগে দেখা না হওয়ায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি—এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। যখন যাচ্ছি রোজীর সংগে একটু পরেই দেখা হবে। তাই সে ভাবনা এখন আমার মনকে টানছে না।

—ডঃ ওটাসিকের কথাটা কেন তোমার মনে আসছে?

—এ্যাকশন প্রোগ্রামের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ওঁর তৈরী। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের মতে এই বনিয়াদ বুর্জোয়া ধরণে তৈরী হয়েছে, এতে শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। এতে দেশের আর্থিক উন্নতির সংগে সংগে বুর্জোয়া মুনাফা লোভীর উদ্ভব হবে, পেটি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম হবে, কম্যুনিজমের মূলতত্ব এতে ব্যাহত হবে। ওদের মতে কোন দেশের আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করার অর্থ এই নয় যে তাতে শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তা আরও প্রশস্ত হোক। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তফাৎটুকু তাই ওদের চোখে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ছে না। ডাঃ পনোমারেক এমন আশংকার কথা আমাকে বলেছিলেন।

—তুমি কি ডঃ ওটাসিকের সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাও? উনি এখন যুগোশ্লোভিয়ায় আছেন। প্রেসিডেণ্ট টিটোর অতিথি হিসাবে। রাশিয়ান অনুপ্রবেশের পর দেশে ফিরে আসা ওঁর পক্ষে নিরাপদ হবে না। উনি তারপর বোধ হয় রুমানিয়াতে যাবেন।

—ওঁর সংগে আলাপ করতে পারলে ভাল হতো।

—তোমার মনে কি কোন সন্দেহ উঠছে?

—আমি ত বিশেষজ্ঞ নই কারাশেক। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ব্যবহারিক মূল্যায়নও আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

—প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আলাদা ফ্রান্স্। এটা হয়তো

—এমন কিছু বলেছি বলে ত আমার মনে পড়ছে না যাতে লেনকা আঘাত পেতে পারে।

—তোমাকে ভালবাসে বলেই তোমার কাছে ছুটে এসেছিল। ফ্রান্‌স্ দরদভরা গলায় বললো। বাবার সম্পর্কে মেয়েটা ভারী দুর্বল। অথচ তুমি যেন বোঝাতে চাইলে ওর বাবা যদি ধর্মঘটে যোগ দিয়ে থাকেন তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

—তাতে লেনকা আহত হলো?

—আমাকে বলতে দাও। ফ্রান্‌স্ অনুরোধ জানাল। দ্বিতীয়তঃ তুমি ত জানো বাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পরশু রাতে মেয়েটা ছটফট করতে করতে বাসায় ছুটিছিল। এ খবর তুমিই আমাকে দিয়েছিলে। তখনও রোজমেরী কাফেতে আসেনি। রোজমেরীর প্রশংসায় তুমি এমন বাক্‌বিস্তার করতে লাগলে যে শুনতে শুনতে বেচারার চোখ দুটি ছলছল করতে লাগলো। ভালবাসার মানুষের মুখে অন্য মেয়ের প্রশস্তি শুনতে মেয়েদের কষ্ট হয়—সেই অন্য মেয়েটির মহত্ব যতই আকাশচুম্বী হোক না কেন। এতটা বয়স হলো, এত বিদ্বান তুমি, অথচ আর একটু সূক্ষ্মতা তোমার দেখান উচিত ছিল।

—তুমি বিশ্বাস করো ফ্রান্‌স্ ওকে আঘাত দেবার জন্য কিছু আমি বলিনি।

—আমি জানি। ফ্রান্‌সের গলায় সহানুভূতি ফুটে উঠলো। সময় হলে এই আঘাতটুকু ভালবাসা দিয়ে পুষিয়ে দিয়ো তুমি।

—কি জানি কখন সময় হবে। কারাশেক অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল। —আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে জানিনা। গতকালের আগে আমি কখনও অনুভব করিনি যে এই দেশটাকে আমি এত ভালবাসি ফ্রান্‌স্।

—সেটা কেউই অনুভব করেনা। আঘাত না এলে পায়ের তলার মাটির দিকে আমাদের নজর পড়ে না ভাই। এমন ভিড়ের মধ্যেও আমি কেমন দার্শনিক হয়ে উঠছি দেখছো ত! এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো ত?

—কেন রোজমেরীর খবর নিতে। কারাশেক মনে করিয়ে দিল।—ও আচ্ছা। ফ্রান্‌স্ হাসলো। —সেই আশ্চর্য-অনুভব দীপ্ত মেয়েটাকে আমরা দেখতে যাচ্ছি। সেই মেয়েটা যে নারোতনি স্ট্রীটের কাফেতে প্রতি রাতে আমার সংগে ডিনার খায়।

—তোমার কি হয়েছে বলো ত ফ্রান্‌স্। রোজমেরীকে অবহেলা দেখাতে চাইছ? না, রোজীর প্রতি আমার অত্যধিক আগ্রহকে আঘাত করতে চাইছ?

—কোনটাই নয়। আচ্ছা কারাশেক, অধ্যাপক ওটাসিক এখন কোথায়?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তুমি আবোল তাবোল বকছো।

—আমার প্রশ্নটার তুমি জবাব দিতে চাওনা, এই ত?

—না কারাশেক। আমাকে ভুল বুঝো না। ফ্রান্‌স্‌ অনুনয় করলো। রোজীর কথা বলার কিছু নেই, তুমি ত জানো আমি ওকে ভালবাসি। আমি অন্তর্মুখী মানুষ, মেয়েদের প্রতি আমার আকর্ষণ অল্প। তবু রোজী আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে এটা সত্যি। গতকাল রোজীর সংগে দেখা না হওয়ায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি—এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। যখন যাচ্ছি রোজীর সংগে একটু পরেই দেখা হবে। তাই সে ভাবনা এখন আমার মনকে টানছে না।

—ডঃ ওটাসিকের কথাটা কেন তোমার মনে আসছে?

—এ্যাকশন প্রোগ্রামের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ওঁর তৈরী। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের মতে এই বনিয়াদ বুর্জোয়া ধরণে তৈরী হয়েছে, এতে শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। এতে দেশের আর্থিক উন্নতির সংগে সংগে বুর্জোয়া মুনাফা লোভীর উদ্ভব হবে, পেটি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম হবে, কম্যুনিজমের মূলতত্ত্ব এতে ব্যাহত হবে। ওদের মতে কোন দেশের আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করার অর্থ এই নয় যে তাতে শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তা আরও প্রশস্ত হোক। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তফাৎটুকু তাই ওদের চোখে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ছে না। ডাঃ পনোমারেক এমন আশংকার কথা আমাকে বলেছিলেন।

—তুমি কি ডঃ ওটাসিকের সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাও? উনি এখন যুগোশ্লোভিয়ায় আছেন। প্রেসিডেণ্ট টিটোর অতিথি হিসাবে। রাশিয়ান অনুপ্রবেশের পর দেশে ফিরে আসা ওঁর পক্ষে নিরাপদ হবে না। উনি তারপর বোধ হয় রুমানিয়াতে যাবেন।

—ওঁর সংগে আলাপ করতে পারলে ভাল হতো।

—তোমার মনে কি কোন সন্দেহ উঠছে?

—আমি ত বিশেষজ্ঞ নই কারাশেক। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ব্যবহারিক মূল্যায়নও আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

—প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আলাদা ফ্রান্‌স্‌। এটা হয়তো

তুমি স্বীকার করবে যে কোন সিদ্ধান্তই আবহমান কাল ধরে সত্যের শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সমাজ বদলায়, জীবনের মূল্যায়ন পালটে যায়, পরিবারের গঠনের তারতম্য ঘটে এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামোর রদবদল ঘটে। কোন কোন যুগে মানুষ এমন একটা আবিষ্কারে সক্ষম হয়ে যায় যে তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বতন সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হয়। এটা করতে সক্ষম হচ্ছি বলেই সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ হচ্ছে না। অতীতের সিদ্ধান্তগুলির উপরই ভবিষ্যতের সত্যদৃষ্টির বনিয়াদ গড়ে উঠবে। এমন একটা সময় ছিল যখন শ্রেণীসংগ্রামের মাহাত্ম্য, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এ'সবের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এসব শুধুইত কোন রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কাঠামোর একটি বিশিষ্ট ভংগীমাত্র। সেই কাঠামো যদি বদলায়, শ্রেণী বিন্যাস কি বদলাবে না? এই পরিবর্তিত অবস্থা কি আমাদের কাম্য হতে পারেনা? মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রদর্শিত পথেই কি এই উত্তরণ সম্ভব নয়? আজকের চেকোশ্লোভাকিয়া যদি সেই উত্তরণের পথে যাত্রার প্রয়াসী হয় তাহলে কি তাকে বাধা দিতে হবে এই বলে যে সে মার্কস-লেনিনবাদের সংরক্ষিত পথে পা দিচ্ছে না? বিশেষতঃ এটাই বা কেমন ধারণা যে সেই সংরক্ষিত পথের মানচিত্র আমাদের হুবহু মুখস্থ!

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে মার্কসবাদের একটার বেশি ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব।

—সেটা যে সম্ভব কম্যুনিষ্ট চীন কি তা প্রমাণ করে দেয়নি? চেকোশ্লোভাকিয়া যদি সেই প্রমাণের আরও একটি নজির পৃথিবীর সামনে রাখতে চায়, আপত্তি উঠার কারণ আমি সত্যিই খুঁজে পাইনে।

—সেই পরীক্ষায় যদি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হতে হয়। যদি এমন ঘটে যে আমরা কম্যুনিজম এর চত্বর থেকে সরে যাচ্ছি। যদি এমন হয় যে মুনাফালোভী ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী লোকদের তাতে সুবিধে বাড়ে। যদি এমন হয় যে শ্রমিকদের স্বার্থ তাতে ক্ষুন্ন হতে থাকে।

—হতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে ফ্রান্‌স্। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরীক্ষাগারে প্রয়োগ করে তার সত্যতা যাচাই করতে হয়। পরীক্ষায় কি ভুল হয় না? প্রতিপাদ্যে ভুল হয় না, অংকের জটিলতম অংশেও কি ভুলের অবকাশ থাকেনা? তবু পরীক্ষাগার বিজ্ঞানের প্রয়োগকর্মে অপরিহার্য। বিজ্ঞান নিয়েই আমরা কেবল পরীক্ষা চালাব, সমাজনীতি নিয়ে চালাব না, অর্থনীতি নিয়ে

চালাবে না ? এ মনোভাব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর পরিপন্থি ফ্রান্‌স্‌, আমি একে স্বীকার করতে পারিনা।

চেক এ্যাকশন প্রোগ্রাম যদি ভুলে ভর্তি হয় তা'হলে পরীক্ষার দ্বারাই তা' প্রমাণিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপরপিঠ একথা যাঁরা বলেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে স্বীকার করেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ভরসা হারিয়ে ফেলে প্রাগৈতিহাসিক বিরাটকায় জন্তুদানবের মত তারা নিজেদের কবর তৈরীর সাধনায় নিমজ্জিত।

ফ্রান্‌স্‌ একটু হাসলো শুধু। কোন কথা না বলে হাঁটতে থাকলো।

—তোমার চালাকি আমি ধরেছি ফ্রান্‌স্‌। কারাশেক হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরলো। —আমার মনকে রোজীর ভাবনা থেকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাও। তুমি হিংসুটে ফ্রান্‌স্‌, ঈর্ষাপরায়ণ, আত্মসর্বস্ব।

—এমন কঠোর ভাষায় গাল দিচ্ছ কেন ? তোমার যদি ভাল লাগে তুমি রোজীর কথা সারাদিন ভাবতে থাকো। ফ্রান্‌স্‌ হেসে ফেললো।—রোজীকে বিয়ে করতে চাও ত বলো আমি আজই তোমার হয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করছি।

—এত উপকার করতে হবে না তোমার। কারাশেকও হাসলো।

মেয়েরা দুর্বলকেই ভালবাসে ফ্রান্‌স্‌। আমার কোন আশা নেই।

—তাহলেই ত তোমার আশা কারাশেক। তুমি যে দুর্বল, অন্ততঃ আমার চেয়ে, এতে ত কোন সন্দেহ নেই।

—তুমি প্রমাণ করতে পারবে ? কারাশেক রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে গেল।

—এখানেই তোমার দুর্বলতা কারাশেক। তুমি এমন উচ্ছল, প্রাণশক্তিতে এমন ভরপুর, জীবনের জোয়ারে এমন দুর্ধর্ষ—যে স্থির মস্তিষ্কে নিজের লাভের অংশ গুছিয়ে নিতে তুমি পারবে না। রোজীর মত মেয়ে তাই তোমাকে অনুক্ষণ ঘিরে থাকতে চাইবে। ওরা জানে তুমি বেহিসেবী, তাই তুমি অসহায়।

আহা কত তত্ত্বকথাই না শোনালে। কাল থেকে সোভিয়েট সরকার শোনাচ্ছে, আজ তুমি শোনাচ্ছ। আর ভাবতে হবে না আমরা রোজীর বাসার কাছে এসে গেছি।

ফ্রান্‌স্‌ রাস্তার নাম পড়লো, বাড়ীর নম্বর দেখলো। পুরোণো প্রাগের সংকীর্ণ গলির মধ্যে বাসা, একতলা ছোট ছোট বাড়ীর সারি। ফ্রান্‌স্‌ এদিকে কখনো আসেনি, পুরোণো প্রাগের সংগে ওর সংযোগ গভীর হয়।

কারাশেকই কলিং বেলে হাত দিল। মিনিট খানেক অপেক্ষার পর ভিতর থেকে সন্তর্পণে দরজা খোলা হলো। রোজীর মুখটা একটুখানি দেখা গেল। সে মুখে ভয়, সন্দেহ, আতংক। কারাশেককে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটলো ওর মুখে।

—আসুন, রোজমেরী অভ্যর্থনা জানাল। —ভারী আশা করেছিলাম আজ কেউ আসুক। রোজী বললো।

—ফ্রান্স্ও সংগে আছে। আপনি হয়তো ওকে দেখতে পাননি। কারাশেক হাসলো।

—ফ্রান্স্। রোজীর চোখ দু'টি মুহূর্তের জন্য যেন আবেশে ভরে গেল, মুখের রেখা নরম কমনীয় হয়ে উঠলো।

রোজী দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খুলে দিল। কী ব্যাপার, তুমি যে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে পর্যন্ত চাইছ না।

—আমি এখন বনচ্ছায়া দিয়ে অন্ধকারে পিছিয়ে যেতে চাই, তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই। ফ্রান্স্ হাসিমুখে বললো। —তুমি দরজা খুলতে এত ভয় পাচ্ছিলে কেন রোজী?

—তুমি জানোনা, কী ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে আমাদের পাড়ায়। এটা শ্রমিক পাড়া, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষে ভর্তি। সোভিয়েট অফিসারদের ধারণা প্রতিবিপ্লবীদের আস্তানা এখানে। কত বাড়ীতেই যে গোপন রেডিও ষ্টেশন আর লুকানো অস্ত্র শস্ত্রের জন্য তল্লাসী হয়ে গেল কাল থেকে। অনেক লোককে সন্দেহবশতঃ ধরে নিয়ে গেছে। মা'র ধারণা এবার আমাকে ধরার জন্য এসেছে। তাই দরজা খুলতে মা বারণ করেছিলেন। এসো ভিতরে এসো, আসুন মিষ্টার কারাশেক।

—অত অনাত্মীয়ের মত ডাকলে আমি যাবোনা। কারাশেক কপট অভিমান দেখালো। কাল এত ঘনিষ্ট ছিলে, তোমাকে কোলে নিয়ে আধ মাইল হাঁটলাম, আজ যেন চিনতে পারছো না। আমি চলি।

—আচ্ছা, মাপ চাইছি। রোজীর মুখে সলজ্জ হাসি। এসো।

—আর কক্ষণো ভুল করো না। কারাশেক হুমকি দিল।

—আচ্ছা। রোজী তেমনি হাসলো। ওরা ভিতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিল।

রোজমেরী কাভানোভার মা মিসেস কার্লস্‌কোভা উদ্‌গ্রীবভাবে বসেছিলেন ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের উপর, তার উপর বাতের প্রকোপে শয্যাশায়ী। মেয়েই একমাত্র তাঁর ভরসা, রেডিও ষ্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ওঁকে ভাবতে হচ্ছে।

—মা, রাশিয়ান অফিসার আসেননি। রোজমেরী হালকা গলায় বললেন —আমার বন্ধুরা এসেছেন। কারাশেকের সংগে ত কাল তোমার আলাপ হয়েছে, আজ আরও একজন এসেছে—রোজমেরী ফ্রান্‌স্ এর হাত ধরে সামনে টেনে আনলো। —এঁর নাম ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট, ইনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—এত অধ্যাপকদের সংগে তোর আলাপ হলো কি করে! মিসেস কার্লস্‌কোভা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন। ওঁরা এত বিদ্বান মানুষ, আর তুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশেও যাসনি।

—এবার ভর্তি হবো। রোজমেরী মাকে বললো। —এমন বিদ্বান মানুষদের সংগে মেলামেশার পর আমার আর মুখ রাখা চলেনা। কি বলো?

ফ্রান্‌স্ ও কারাশেক হেসে উঠলো।

—তোমরা বসো। মিসেস কার্ল্‌স্‌কোভা বললেন। তোমরা এসেছ বলে মেয়েটা তবু একটু শান্তি পেল, সারাদিন যা ছটফট করছিল।

—আমার বেরুনো দরকার ছিল। রোজমেরী কারাশেকের দিকে তাকালো। রাসেলকার পোষাকটা এখনও দিয়ে আসা হয়নি।

—ওদের বাসায়ও গিয়েছিলাম। রাসেলকা বাসায় নেই। মিষ্টার লেভাচিক তোমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন।

—তোমাদের ত এখনও খাওয়া হয়নি। রোজী হঠাৎ বললো।—আমাদের সংগে আজ খাওনা। কী বলো মা, এদের নিমন্ত্রণ করবো?

—বেশতো। মিসেস কার্ল্‌স্‌কোভার কণ্ঠ প্রসন্ন। তুই এদের সংগে বোস্, আমি রান্নাঘর থেকে আসি।

মিসেস কার্ল্‌স্‌কোভা উঠে গেলেন।

—মাকে অতটা কিছু বলিনি। রোজী ওদের বললো।

—মা শুধু জানেন রেডিও ষ্টেশনে আটকে পড়েছিলাম, পোষাক সম্পর্কে বলেছি ছ'দিনের বাসি পোষাক বদলে আমার এক বান্ধবীর পোষাক পরেছি। তোমরা মার সামনে কিছু বলোনা।

—খুব বীরত্ব দেখিয়েছ। ফ্রান্স্‌ হাসলো।

—মরার সংকল্প নিয়েই ত গিয়েছিলাম। রোজীর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। —মরতে পারিনি বলে এখনও আপশোষ হচ্ছে।

—এমন করে মরবে কেন রোজী? কারাশেক বললো।

দেশের জন্য মরবো। সোভিয়েট নেতারা বুঝুক চেকোশ্লোভাকিয়ায় মরবার মত মানুষের অভাব নেই।

—খুব হয়েছে। ফ্রান্স্‌ কাছে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলো। রোজী, আমি সব শুনেছি, তোমার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না, মনুষ্যত্বেরও। তবু যে অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছ তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

—কাল সারাদিন তুমি আমাদের খোঁজ নাওনি।

—আমিও বার বার রাস্তায় বেরিয়েছি। বার বার ঘটনার সামনে গিয়ে পৌঁছেছি। আঘাতও পেয়েছি সামান্য। আমার মত সুস্থ সবল মানুষও পরিশ্রম আর ক্লান্তিতে সোভিয়েট ট্যাংকের নীচে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম। তবু আমরা সকলে সুস্থ আছি এটাই আনন্দের।

—আজকের খবর কি, রোজী জিজ্ঞেস করলো। —মা আমাকে কিছুতেই ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।

—সকালে ধর্মঘট পালন করা হলো। সোভিয়েট বাহিনীর ফিরে যাবার দাবীতে সই করা হচ্ছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক, কালকের গোলমাল নেই, জনসাধারণ সোভিয়েট বাহিনীকে অসহযোগ দেখাচ্ছে।

—আমি রেডিও শুনছিলাম। রোজী বললো—রেডিও প্লাটাভার নাম ত শুনিনি, ওখান থেকে সোভিয়েট সরকারের উদ্দেশ্য প্রচারিত হলো।—ওটা নূতন রেডিও ষ্টেশন। সোভিয়েট বাহিনী খুলেছে।

স্বাধীন প্রাগ রেডিও শুনলাম। ওরা খবর দিচ্ছে নেতাদের হদিস ওরা জানেনা। সোভিয়েট সাঁজোয়া গাড়ীতে বসিয়ে ডুবচেক, সার্ণিক ও স্মুরকোভস্কিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওদের ধারণা ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীয় নেতা ইমরে নাগীর অবস্থা এদের হয়েছে।

—এটা অনুমান। কারাশেক বললো। —সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। —আর একটা খবরও ওরা দিয়েছে। রোজী, বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট দূতাবাস অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন নেতা মিষ্টার কোগুর, মিষ্টার বিলাক এবং মিষ্টার ইন্দ্রা আজ রাশিয়ান দূতাবাসে গিয়ে সোভিয়েট প্রতিনিধির সংগে আলাপ আলোচনা করছেন। স্বাধীন প্রাগ রেডিওর মতে ওঁরাই কুইস্‌লিঙ্‌, ওঁরাই হয়তো সোভিয়েট বাহিনীকে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছে। স্বাধীন প্রাগ রেডিও ঘোষণা করেছে ওঁরা যদি বিকল্প কোন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান, সেই প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে বাধা দেয়া হবে।

—এ খবর আমাদের জানা নেই। ফ্রান্‌স্‌ বললো। স্বাধীন প্রাগ রেডিওর অস্তিত্ব কি সোভিয়েট বাহিনী এখনও খুঁজে পায়নি?

—সেজন্যই ত এমন খুঁজে খুঁজে মরছে। আমাদের ঐ অঞ্চলে ওরা বার বার হানা দিচ্ছে।

মিসেস কাল'স্‌কোভা ফিরে এলেন। বললেন—খাবার প্রস্তুত, চলো তোমরা।

—আমার বেশ ভালো লাগছে। রোজী ছোট মেয়ের মত হেসে উঠলো। তোমাদের নেমন্তন্ন করলে হয়তো আসতে না।

—তোমরা মেয়েরা এমন আজগুবি কথা ভাবতে পারো! কারাশেক বললো। —চলো ফ্রান্‌স্‌, আর দেরি করা ঠিক হবেনা।

—স্বাধীন প্রাগ রেডিও মার্শাল টিটোর বিবৃতি প্রচার করেছে। রোজী যেতে যেতে বললো। সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সব চেক নেতা যুগোশ্লাভিয়ায় যাবেন টিটো তাঁদের আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছেন। চেক অর্থমন্ত্রী ডাঃ ওটাশিক ওখানেই আছেন। টিটোর এই আক্রমণ সম্পর্কে বক্তব্য আমি টুকে রেখেছি। তোমরা মার সংগে যাও, কাগজটা আমি নিয়ে আসি। খাবার টেবিলে বসে তোমরা দেখতে পাবে। রোজমেরী নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। ফ্রান্‌স্‌ আর কারাশেক খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

একটু পরেই রোজী ফিরে এলো। ফ্রান্‌সের পাশে চেয়ারে বসে বললো— এই নাও।

ফ্রান্‌স্‌ পড়লো। টিটো বলেছেন—"The sovereignty of a socialist country has been violated and the social and progressive forces of the world given a hard blow."

—এতে আর লাভ কি হবে বলো? ফ্রান্‌স্‌ চিন্তিত গলায় বললো।—সমস্ত

সমস্যাটাই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনাবশ্যকভাবে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হবে। অথচ আজও আমরা জানিনা আমাদের ভাগ্যের কথা। এতবড় মানসিক বিপর্যয় সামলে উঠতে সমস্ত জাতিটার সময় লাগবে।

—আমাদের কি সত্যিই কিছু করার নেই? রোজমেরী জিজ্ঞেস করলো।

—যা করা হচ্ছে তার বাইরে কিছুই করার নেই। চলো, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আবার রেডিও ধরা যাক। হয়তো আরও কিছু খবর মিলতে পারে।

লাঞ্চ শেষ করার পর কারাশেক বললো—তোমরা বরং রেডিও শোন। আমি মাসীমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

মিসেস কার্ল্সকোভা খুশি হলেন। ফ্রান্‌স্ বুঝতে পারলো কারাশেক ওদের একা থাকার সুযোগ দিল। রোজীর দিকে চোখ তুলে একটু তাকাল ফ্রান্‌স্। রোজীর দু'গালে কি আপেলের রঙ ধরলো!

রোজীর সংগে ওর ঘরে গিয়ে পৌঁছাল ফ্রান্‌স্। রোজীর ঘরটা ওকে মুগ্ধ করলো। ছোট ঘর, জিনিষপত্রের বাহুল্য নেই, কিন্তু ভারী সুন্দর করে গোছানো। ফ্রান্‌স্ রাইটিং টেবিলের পাশে গিয়ে চেয়ারটা টেনে বসলো।

দু'জনে মিলে জীবনের অনেক মুহূর্ত নিবিড়ভাবে কাটাতে পারেনি ওরা। ওদের দু'জনের হাতেই সময় বড় কম। রাত্রে দু'তিন ঘণ্টা কোন কাফেতে বসে কাটান ছাড়া এ পর্যন্ত এমন নিরিবিলি পরিবেশ ওদের আসেনি। অথচ কি বলবে সহসা যেন কেউ কিছু খুঁজে পেলনা। ফ্রান্‌স্ রোজীর বইয়ের আলমারীর দিকে নিজের চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিল, টেবিলের উপরে প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার ফটোটাকেও দেখে নিল। রোজী রেডিওর কাছে গিয়ে 'নব'টাকে ঘুরোতে গিয়েও ঘুরোল না, চুপ করে আনমনে দাঁড়িয়ে অন্য কিছু যেন ভাবতে চেষ্টা করলো।

—রোজী। ফ্রান্‌স্ খুব আস্তে নিবিড় গলায় ডাকলো।

—কি বলো। রোজী নড়লো না, ওর দিকে ফিরলো না।

—আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিনপাত করছি রোজী। ফ্রান্‌স্ আগের গলাতেই বললো। পরশু রাতে তোমার টেলিফোন পাবার পরমুহূর্ত থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের জীবনের কোন স্থিরতা নেই, যে কোন মুহূর্তে আমাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর উঠতে পারে, আমরা হয়তো অনেক দিন পর্যন্ত পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারি।

—এমন করে বলছো কেন? রোজী মুখ ঘুরিয়ে ফ্রান্‌স্‌কে একবার দেখে নিল।

—যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। একনিষ্ঠ ডুবচেক-ভক্ত বলে আমার সুনাম আছে, অধ্যাপক ওটাশিকের সহকারী বলেও লোকে আমার নাম জানে। সোভিয়েট গাড়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আমার দরজায় যে কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে। তোমার অবস্থাও তার চেয়ে বেশি সুখকর নয়। কাল থেকে তাই তোমাকে একবার দেখার জন্য আমার মনটা ছটফট করছিল। অথচ নিজের এমন ভাবপ্রবণতায় আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। হাজার হাজার চেক নাগরিক যেখানে সোভিয়েট বাহিনীর সংগে একটা বোঝাপড়া করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে এই একান্ত নিবিড় মুহূর্তে তোমাকে কিছু বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে রোজ্‌।

—তুমি কি কিছু বলবে? রোজী এখনও ওর চোখের দিকে তাকালো না।

—কি বলবো তাই যে ভেবে পাচ্ছিনে। জানো, কারাশেক কাল থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তোমার কথা ভুলতে পারছে না, তোমার সাহসের কথা, তোমার মমতার কথা। ওর চোখে একটা দিনেই তুমি সম্রাজ্ঞী হয়ে গেছ। অথচ ও জানে তোমার সম্পর্কে আমার মন ভারী দুর্বল। তাই তোমার সংগে আমাকে পাঠিয়ে দিল।

—কারাশেক ভারী উদার মনের মানুষ। রোজী হাসলো। কাল থেকে আমারও মনে হচ্ছিল আরও কয়েকদিন আগে ওর সংগে দেখা হলে আমিও ওকে ভালবাসতে পারতাম।

—এখনই বা বাধা কি রোজী? ফ্রান্‌স্‌ এতক্ষণে বলে সহজ হতে পারলো।

—বাধা অনেক ফ্রান্‌স্‌, বাধা আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই। রোজী একটু একটু করে ফ্রান্‌সের দিকে এগিয়ে এল। ওর কাঁধে হাত রাখলো।

—যদি আর কোনদিন তোমার সংগে আমার দেখা না হয়, এ কথা বিশ্বাস করতে পারো রোজী সে আর কাউকে তার মন দিতে পারবে না!

রোজীর দু'চোখ সহজ হয়ে উঠলো। ভারী দুর্বল দেখাচ্ছিল ওকে। ফ্রান্‌স্‌ ওর কোমরের কাছে বেষ্টন করে ধরলো।

—জানো, কাল থেকে কত রকম ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে। আমার হাতের উপর এক ভদ্রমহিলার মৃত্যু হলো, রক্তে ভেসে গেল আমার সর্বাঙ্গ।

আমিও সেই সৈনিকটির উপর আক্রোশে আছড়ে পড়তে পারতাম। রোজী অবরুদ্ধ গলায় বলতে লাগলো—কিন্তু তখন কিছু ভাবতে পারিনি। কী করছি না জেনে সেই মহিলাকে আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে উঠেছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে যেন আমার নিজের চোখেই নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। আমি যখন চোখ খুললাম, দেখি কারাশেক আমাকে কোলে করে ভিড় ঠেলে হাঁটছে। ওর সেই চোখের মধ্যে একটা আশ্চর্য দীপ্তি ছিল ফ্রান্স্—কারাশেক যেন জীবন-মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে এক অজানা মহাশূন্যের মধ্যে পদচারণা করছে। হাত তুলে ওর গলাটাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আমি। এ' সব শুনতে তোমার ভাল লাগছে ত ফ্রান্স্।

—আমাকে ভুল বুঝোনা রোজী, তুমি বলো। ফ্রান্স্ আবিষ্ট গলায় জবাব দিল।

—সেই মুহূর্তে আমার যেন মনে হচ্ছিল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি জীবনকে, অনেক জীবনকে আমি যেন চিনতে পারলাম। আমার আমিত্ব চেতনার দ্বারে বার বার আঘাত হানছিল। প্রতি মুহূর্তে আমার চেতনা যেন অবলুপ্তির অন্ধকার থেকে কোন দ্যুতিময় জ্যোতিষ্কের পরিক্রমণ পথে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। সেই জ্যোতিষ্কের অপরূপ ছটায় যেন কারাশেক উদ্ভাসিত। না, ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারছিনা ফ্রান্স্।

—আমি বুঝতে পারছি রোজী। লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই, তুমি বলো।

—পার্কের বেঞ্চি থেকে রাসেলকা আমাকে তুলে নিয়ে এলো। নিজের দিকে আমি তাকাতে পারিনি। কারাশেক আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। আমি ওর পোষাকে রক্তের দাগগুলি দেখছিলাম। আমার শুধু মনে হচ্ছিল, ও' সব আমার রক্ত, আমার হৃদয়ের রক্ত। রাসেলকা পাশে না থাকলে আমি হয়তো কারাশেকের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম ফ্রান্স্। ওর ছবিটাই যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

—সেই অনুভব হয়তো কারাশেকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ফ্রান্স্ আস্তে আস্তে বললো।—তোমাকে নিয়েই ওর অস্বস্তি আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাকে দেখার আগ্রহ আমার চেয়ে ওর কিছুমাত্র কম ছিল না। জানো, সকালবেলা লেনকা রিণেনোভা ওর সংগে দেখা করতে গিয়েছিল। কারাশেক যেন ওর দিকে মন দিতে পারলো না।

—কেন এমন হলো ফ্রান্‌স্? রোজমেরী চিন্তিত গলায় বললো।—আমি কি করবো বলত? ওদের মধ্যে যদি কোন ভাঙ্গন আসে তার জন্যও আমিই দায়ী হবো।

—তোমার মনের ভাঙনকে তুমি কি করে ঠেকাবে রোজী? ফ্রান্‌স্ উল্টো প্রশ্ন করলো।

—সেও সমস্যা। নিজেকে গুছিয়ে নিতে আমার একটু সময় লাগবে ফ্রান্‌স্। তোমার কাছে যেন ভারী অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তবু জানি, তোমাকে সব জিনিষটাই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হবে। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

—ঠিক রোজী। যুদ্ধ শুধু বাইরে নয়, যুদ্ধ মনেও। তুমি সময় নাও রোজী। কারাশেককে তুমি যদি ভালবাসতে চাও আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু একটা কথা বড় ব্যথা দিচ্ছে আমাকে। লেনকা বড় কষ্ট পাবে।

—তুমি নিজেও কষ্ট পাবে ফ্রান্‌স্। রোজী গভীর মমতায় ফ্রান্‌সের চুলে হাত রাখলো। আজকের মানসিক যন্ত্রণা ও অবসাদের মধ্যে হয়তো কোন কষ্টই আমাদের স্পর্শ করতে পারছে না, কিন্তু যখন মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন এই ব্যথা তোমাকে অস্থির করে তুলবে ফ্রান্‌স্।

ওরা আর কোন কথা বললো না। পরস্পরের সান্নিধ্যে ওরা রইল, ওদের মন যেন আশ্বাসে বিশ্বাসে পরস্পরকে ফিরে পেতে চাইছে। তবু দু'জনে কেমন যেন একই সংগে অনুভব করতে লাগলো ওরা দুই মেরুর তুষারের মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের দু'জনের মধ্যে একটা পৃথিবীর ব্যবধান।

তবুও পরস্পরের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য ওরা যেন অস্থির যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগলো।

॥ ১২ ॥

২২শে আগস্টের সন্ধ্যা রাত্রিও :আইনের কঠোর অনুশাসনে বাঁধা পড়লো। সারাদিনের প্রতিরোধে মানুষ ক্লান্ত, সোভিয়েট বাহিনীর শহর পরিক্রমণ অব্যাহত ভাবে চলছে। ধরপাকড়ের সীমা নেই। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবি মানুষ যেন অপেক্ষা করে আসছেন কখন সোভিয়েট বাহিনীর গাড়ী দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে। সারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মাথা নত করেনি স্বাধীনচেতা নাগরিক—সারা প্রাগ শহর ঘুরেও সোভিয়েট বাহিনী মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমর্থক মাত্র পেয়েছেন। সারাদিন জনতা ডুবচেক, সার্ণিক আর স্মৃরকোভস্কির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন সোভিয়েট সৈন্যদের কাছে, সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে।

কোন গোপন বেতার কেন্দ্র বিকেলের দিকে প্রকাশ করেছিল যে ডুবচেককে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর জনপ্রিয় নেতা ইম্রে নাগীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। খবরটা আগুনের মত ছড়িয়েছে। বেতারকেন্দ্র আবার যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে জনতাকে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছে। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের বৃদ্ধা মা ব্রাতিস্লাভায় সোভিয়েট কর্মাধ্যক্ষের কাছে ছেলের জীবনভিক্ষা করেছেন বলে প্রচার করা হয়েছে। আবহাওয়া যতটা সম্ভব উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কারা সত্যি, আর কারাই বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রচার কার্য চালাচ্ছেন এটা বোঝা কষ্টকর। জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলার একটা প্রচেষ্টা যে চলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহ দানের জন্য একদল লোক জনতাকে নিরন্তর উস্‌কানি দিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েট বাহিনীর কাজকর্মে জনতার মধ্যে বিদ্বেষের তীব্রতা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

আজ বিকেলে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে চেক এ্যাথলীট এমিল জাটোপেক জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর পরনে কর্ণেলের পোষাক ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি যেভাবে ঘটছে এবং

সোভিয়েট বিদ্বেষ যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকবে কিনা তাই সন্দেহ হচ্ছে। স্বাধীন প্রাগ রেডিও ঘোষণা করেছে সোভিয়েট সরকার বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যম এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। চেক জনসাধারণ অন্য কোন সরকারকে স্বীকার করবে না। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন বৈঠক এখনও চলছে বলেও স্বাধীন প্রাগ রেডিও খবর দিয়েছেন। ব্রাতিশ্লাভা, অস্ত্রাভা, প্রেরভ, ব্রুনো ও অন্যান্য বড় বড় শহরেও নাগরিকগণ সোভিয়েট বাহিনীর সংগে কোনরকম সহযোগিতা করছে না বলে স্বাধীন প্রাগ রেডিও খবর দিয়েছে। জনতার মারমুখী প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেবার জন্য, চেক জনগণের মনে ভাঙন ধরানোর জন্য সোভিয়েট বাহিনী অনবরত প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জনগণ তাতে কোন সাড়া দিচ্ছেনা।

আজও বিনিদ্র রজনী কাটবে নাকি ফ্রান্স্ লেবেনহার্টের? রাত গভীর হচ্ছে কিন্তু ওর দু'চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। এক একবার মনে হচ্ছিল রোজমেরী কাভানোভার সংগে আর ওর দেখা হবে না। আজ বিকেলে শেষ বিদায়ের বাঁশীর করুণ সুর ওর মনে বেজে উঠেছে। রোজী নিজেই স্বীকার করেছে কারাশেক ওর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্রান্স্ ঠিক জানেনা রোজীর মনোভাব ওকে কতটা আঘাত করলো। হয়তো রোজীর কথাই ঠিক। এই সংকটের পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিগত আঘাতই গুরুতর হতে পারেনা। তাই আজ বিকেলে অমন সহজভাবে রোজীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়তো সম্ভব হলো ফ্রান্স্ লেবেনহার্টের।

নিজেকে নিয়ে এতটা বিব্রত আর এমন অসহায় কখনো বোধ করেনি ফ্রান্স্। কিছুই যেন করার নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সোভিয়েট বাহিনীর অধিকারে, ওখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র আপাততঃ কোন চেকবাসীর নেই। কম্যুনিষ্ট সংগঠন সমূহ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত; নেতারা হয় সোভিয়েট কবলে পড়েছেন, না হয় দেশের মধ্যেই আত্মগোপন করেছেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের খবর নিতেও সাহস হচ্ছেনা। কখন কি খবর আসবে সেই ভয়েই অস্থির হয়ে থাকতে হচ্ছে।

একমাত্র রোজমেরী কাভানোভার মধ্যেই নিজেকে হয়তো বিস্তৃত করে নেওয়া যেত। কিন্তু সেখানেও ঝড়ের তাণ্ডব উঠেছে। রোজমেরীর সমস্যা তার একান্ত ব্যক্তিগত, ফ্রান্সের কোন ভূমিকা নেই তাতে। রোজমেরী যদি নিজের সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে ফ্রান্সের কাছে আপনিই ছুটে আসবে। তার

আগে ফ্রানৎস নিজের দাবীর পরোয়ানা নিয়ে কখনই রোজীর সামনে হাজির হবে না।

রেডিও খুললো ফ্রান্‌স্, একটা ঘরঘর শব্দে ঘর ভরে উঠলো। পরিষ্কার চেক ভাষায় শুনতে পেল ফ্রান্‌স্—রেডিও ভ্লাটাভা, চেক জনসাধারণকে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির শুভাকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছে। ফ্রান্‌স্ শুনতে লাগলো—

"Tass is authorised to state that the party and the Government leaders of the Czechoslovak Socialist Republic have asked the Soviet Union and other allied states to render the fraternal Czechoslovak people urgent assistance, including assistance with armed forces

This request was brought about by the threat which has arisen to the socialist system existing in Czechoslovakia and the statehood established by the constitution, the threat emanating from the counter-revolutionary forces which have entered into a collusion with the foreign forces hostile to socialism

The events in Czechoslovakia and around her were repeatedly the subject of exchange of views between leaders of fraternal socialist countries, including the leaders of Czechoslovakia. These countries are unanimous that the support, consolidation and defence of the people's socialist gains are common internationalistic duty of all the socialist states. This common stand of thiers was solemnly proclaimed in the Bratislava statement.

The further aggravation of the situation in Czechoslovakia affects the vital interests of the Soviet Union and other socialist states, the interests of the security of the states of socialist community. The threat to the socialist system in

Czechoslovakia constitutes at the same time a threat to the maintenance of European peace.

The Soviet Government and the goverments of the allied countries—the People's Republic of Bulgaria, the Hungarian People's Republic, the German Democratic Republic, and the Polish People's Republic—proceeding the principles of inseverable friendship and co-operation and in accordance with the existing constitutional commitments, have decided to meet the above-mentioned request for sending help to the fraternal Czechoslovak people.

This decision is fully in accord with the right of states to individual and collective self-defence envisaged in treaties of alliance concluded between the fraternal socialist countries. This decision is also in line with the vital interests of our countries in safeguarding European peace against forces of millitarism wihich have more than once plunged the people of Europe into war.

Soviet armed units together with the armed units of the above mentioned allied countries entered the territory of Czechoslovakia on August 21. This will be immediately withdrawn from the Czechoslovak Socialist Republic as soon as the obtaining threat to the gains of socialism in Czechoslovakia, the threat to the security of the socialist community countries is eleminated and the lawful authorities find that further presence of these armed units there is no longer necessary.

Actions which are being taken are not directed against any state and in no measure infringe state interest of anybody. They serve the purpose of peace and have

been prompted by concerns for its consolidation. The fraternal countries firmly and resolutely counterpose their unbreakable solidarity to any threat from outside. Nobody will even be allowed to wrest on single link from the community of socialist states."

এটাই তাহলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সৈন্যবাহিনী পাঠানোর সোভিয়েট বিবৃতি। কিন্তু বড় বেশী অস্পষ্ট মনে হলো ফ্রান্সের। কারা ডাকলেন রাশিয়াকে, কারা চাইলেন এই সাহায্য. কারা হঠাৎ বুঝতে পারলেন প্রতিবিপ্লবীদের শক্তি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, যে কোন মুহূর্তে চেকোশ্লোভাক সমাজতন্ত্রের পতন হতে পারে? চেক নাগরিকদের একটা অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে রেখে সোভিয়েট ইউনিয়নের লাভ কি! যদি এমন কিছু রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের কথা রাশিয়ার জানা থাকে সেটা প্রকাশ করার অসুবিধা কোথায় ছিল? ফ্রান্সের পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত মনের কাছে প্রতিবিপ্লব কথাটাই অত্যন্ত ধোঁয়াটে—সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের নেতারা কেন যে কথাটা বার বার ব্যবহার করেন ও বুঝতে পারেনা। আজকের সমস্ত দিনের মহান প্রতিরোধ দেখেও কি সোভিয়েট ইউনিয়ন বুঝতে পারেনি যে সারা চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রের সোজা সড়কে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে?

ফ্রান্সের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। সারা পৃথিবীর সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি সামান্য তত্ত্বগত বিরোধ নিয়ে পরস্পর হানাহানি করছে। চীন রাশিয়াকে বলে শোধনবাদী, রাশিয়া আবার ডুবচেকের উদারনীতিকরণকে সমাজবাদ বলে স্বীকার করছেন না। এতে সমাজতান্ত্রিক মহল নিজেরাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সমাজবাদ সম্পর্কেও লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার কি সত্যিই কোন রাস্তা খোলা নেই!

আবার রেডিওর কাঁটা ঘুরালো ফ্রান্স্। খুঁজে খুঁজে প্রাগ স্বাধীন বেতার ষ্টেশন খুঁজে বের করলো। অধ্যাপক ওটাসিক বেলগ্রেডে আছেন। বেলগ্রেডে ওঁর নেতৃত্বে একটি চোকোশ্লোভাক সরকার গঠিত হবার প্রস্তাব উঠেছে। যতদিন সরকারী নেতারা রাশিয়ার কবল থেকে মুক্ত না হন, ততদিন এই সরকার বিদেশে অবস্থান করেই চেক জনসাধারণকে সহায়তা করবেন। বর্তমান চেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিষ্টার জিরি হাজাকও ইউ. এন. ও তে চেক সরকারের দাবী

উপস্থিত করার জন্য বেলগ্রেড হয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। বেলগ্রেডের নাগরিকরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। তার উত্তরে তিনি খুব অল্প কথাই বলেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের এই অকুণ্ঠ সহানুভূতিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছেন—

"This is a true socialist internationalism and for us it represented a real and great hope."

আরও খবর দিচ্ছে স্বাধীন প্রাগ রেডিও। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদা আজ মস্কো রওনা হয়ে গেছেন। ক্রেমলিনের নেতাদের সংগে একটা বৈঠকে মিলিত হয়ে চেকভূমি আক্রমণের কারণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তিনি ঠিক করে নিতে চান। তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং পার্টির নেতাগণ হয়তো ওখানেই আছেন। তাঁদের মুক্তিরও তিনি ব্যবস্থা করতে চান। তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে এবং সোভিয়েট সরকারের বিনা আমন্ত্রনে মস্কো যাচ্ছেন। যাবার আগে জনসাধারণকে শান্ত থাকতে এবং কোন রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপে অংশ না নেবার জন্য তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে উদারনীতিকরণের যে কর্মসূচী চেকবাসী গ্রহণ করেছে, যত বাধাই আসুক চেক সরকার সেই কর্মসূচীকে চালিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদা জানান তিনি জনগণের প্রতিনিধি এবং জনগণের পূর্ণ প্রত্যয় তাঁর এবং তাঁর সরকারের উপর রয়েছে এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মস্কো রওনা হচ্ছেন।

প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়াবাসীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর অসীম বিশ্বাস। প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হয়ে তিনি যে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিলেন সেটা তাঁরই জনপ্রিয়তার লক্ষণ। তাঁর জীবন নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ভরা। দুবচেকের উদারনীতিকরণ নীতির তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক। প্রধানতঃ তাঁর প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়া আজ বিশ্ব চোখে উদ্ভাসিত। এত বিপদ ও সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর কেন্দ্রবিন্দু থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি—সোভিয়েট পক্ষ থেকে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য তাঁর উপর কম চাপ পড়েনি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার মানুষ নন স্ববোদা।

ফ্রান্সের মানসপটেও প্রেসিডেণ্ট স্ববোদের বীরত্বময় জীবনের কথা গভীর ছাপ ফেলে রেখেছে। মোরাভিয়ার একটি সৈনিক পরিবারে ওঁর জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে তিনি সৈনিক—চেক লিজিয়নে যোগ দেন প্রথম। সোভিয়েট

বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে তিনি সোভিয়েট পক্ষে যোগ দেন। বিশের দশকে তিনি ছিলেন প্রাগ মিলিটারী একাডেমির হাঙ্গারিয়ান ভাষার শিক্ষক। ১৯৩৯ সালে জার্মানী যখন চেকোশ্লোভাকিয়া অবরোধ করে এবং তাঁর ১৭ বছরের ছেলেকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেয় স্ববোদা নিজেই একটি চেক সৈন্যবাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব করতে থাকেন এবং লাল বাহিনীর সৈন্যদের সংগে মিলেমিশে নাজী বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে বাধা দেন। কিয়েভ থেকে নাজীবাহিনীকে তিনি বিতাড়িত করেন এবং মস্কো কর্তৃক "অর্ডার অব লেনিন" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৫ সালে স্বাধীন চেক সরকারের তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠন পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। পরে কিছুদিনের জন্য তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। তের বছর আগে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ প্রাগে এসে যখন স্ববোদার খোঁজ করেন মোরাভিয়ার কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তিনি তখন একাউনটেণ্ট। ক্রুশ্চেভ তাঁকে আবার রাজনীতির রংগমঞ্চে আহ্বান করলেন। ধীরে ধীরে স্ববোদা ফিরে পেলেন তাঁর লুপ্ত গৌরব। তাঁর অক্লান্ত সেবা ও স্বদেশ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধায় চেকবাসীর শির আবার অবনত হলো। নভোৎনির অপসারণের পর তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি চেক-ভূমিতে বিরল ছিল—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত নাম মাত্র। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন।

সেই দায়িত্বের কথা তিনি ভুলবেন কি করে? ফ্রান্‌স্‌ নিজেও এটা বিশ্বাস করে যে আজ রাশিয়াকে যদি কেউ চেক জনসাধারণের মনোভাব সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন তিনি প্রেসিডেন্ট স্ববোদা। একটা বোঝাপড়ার জন্য তিনি যাচ্ছেন আর খবর নিতে যাচ্ছেন তাঁর সহকর্মীদের—ডুবচেক, সার্ণিক, স্মৃরকোভস্কি—যাঁদের সোভিয়েট বাহিনী প্রেসিডিয়ামের বৈঠক থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন। এই পর্যন্ত চেক জনসাধারণের কাছে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

ফ্রান্‌স্‌ মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো। স্নায়ুর উপর এই প্রচণ্ড আঘাত সত্যিই অসহনীয়। দুদিনের এই অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া জনমনকে অস্থির করে তুলেছে। সহ্য হয় না, করবারও কিছু নেই। আজ সারাদিন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। শরীরে কোন আঘাত লাগেনি কিন্তু মন যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, অবিরাম রক্তক্ষরণে সমস্ত মন যেন পর্যুদস্ত। ফ্রান্‌স্‌ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এখনও পারছে না। সারাদিন কত মানুষের উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ কণ্ঠ

ওর কানে গেছে—ডুবচেক কেমন আছেন কোন খবর পেয়েছেন? ওরা কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যাই করলো?

—কি আবোল তাবোল বকছেন? ফ্রান্‌স্ প্রশ্নকর্তাকে ধমক দিয়েছে।

—এই মাত্র খবর শুনলাম, বিষণ্ণ বিবর্ণ কণ্ঠ ভেসে উঠেছে।—আপনি বিশ্বাস করেন না?

—না। ফ্রান্‌স্ জোর দিয়ে বলেছে। আবার আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে ফিরে পাবো।

—আপনি বলছেন তিনি ফিরে আসবেন? প্রশ্নকর্তার কণ্ঠে অবিশ্বাসের হতাশা।

—নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। ফ্রান্‌স্ জবাব দিয়েছে। তাঁর অপরাধ কোথায়? তিনি তো চেকোস্লোভাকিয়ার জনমতের প্রতিনিধি। তিনি ত রাশিয়ার শত্রু নন। তিনি কম্যুনিজমের সাধক, তিনি দেশের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁকে হত্যা করলে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে।

প্রশ্নকর্তা যেন তার অন্তরের আবেগ আর আগুনের স্পর্শে সন্দেহমুক্ত হয়ে এগিয়ে গেছেন। ফ্রান্‌স্ আপন মনে অনুক্ষণ ভেবেছে সত্যিই কি রাশিয়ান নেতারা—ব্রেজনেভ আর কোসিগিন—ডুবচেকের রক্তে নিজেদের পবিত্র সত্তাকে কলংকিত করবেন? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না; তবু একটা অজ্ঞাত আতংকের শিরশিরানিতে সারা মন ভয়ে কুঁকড়ে যেতে চায়।

রেডিও ভ্লাটাভা আবার ধরলো ফ্রান্‌স্। উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে উঠলো সোভিয়েট ভাষ্য। চেকভূমিতে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর আর এক দফা কৈফিয়ৎ। "An atmosphere had been created which was completely unacceptable to socialist countries. In these circumstances it was necessary to act and to act purposefully and decisively, losing no time. সামান্য বিরতির পর ঘোষকের নির্মম গলার তীব্র প্রতিধ্বনি—Mr. Dubcek of the minority, right wing, revisionist group, had ignored the growing danger of counter-revolution. His group in the Presidium had broken the agreements reached at meetings with Russia at Cierna Nad Tisu and Bratislava and was guilty of perfidious and trecherous activities."

তুকাল যেন জলে গেল ফ্রান্‌সের। কী নিদারুণ মুহূর্ত বেছে নিয়েছেন সোভিয়েট ভাষ্যকার, কী অসম্ভব সত্যের অপলাপে সমস্ত বিবৃতিটাই কলংকিত। যে অবস্থার কথা রাশিয়া প্রচার করছেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কি সত্যি সে অবস্থা এসেছিল যে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ঘটলে প্রলয়কাণ্ড বেধে যেতো? কৈ ফ্রান্‌স্ ত জানে না! আলেকজাণ্ডার তুবচেক দক্ষিণপন্থী সংখ্যালঘু শোধনবাদী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন এই মহান সত্যকেই বা রাশিয়া আবিষ্কার করলেন কোথায়? রাজনীতির এ খেলা সত্যিই অবিস্মরণীয় অপ্রাকৃত রোমান্সে ভরা। সিয়ার্ণো আর ব্রাতিস্লাভা চুক্তির সনদকে ভেংগে দেওয়ার অপরাধে তুবচেক আজ রাশিয়ার চোখে বিশ্বাসঘাতক। সারা জগতের সমাজতন্ত্রবাদী মানুষরা কি এই মিথ্যা ভাষণকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে যেহেতু এটা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে উচ্চারিত হলো? আজকের দিনেও বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে কি এই প্রচার-বাহুল্যের সত্যি কোন প্রয়োজন আছে? ফ্রান্‌সের সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে গেল। কারাশেক আর রোজমেরী বলেছিল ফ্রান্‌স্ রাশিয়ার কোন দোষ দেখতে পায় না। ফ্রান্‌স্ এই দুদিন ধরে প্রশ্নের সংগীনে নিজের মনকে বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে। একটি মাত্র প্রশ্নের সব রকম সম্ভাব্য উত্তর নিজের মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছে—রাশিয়া কেন, কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কাজ করলো। কোন সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পায়নি। আজ এই মুহূর্তে ফ্রান্‌স্ যেন তার জবাব পেয়ে গেল। এক এবং অদ্বিতীয় কারণ, চেকোশ্লোভাকিয়ার এ্যাকশন প্রোগ্রাম, উদারনীতির পথে চেকোশ্লোভাকিয়া দৃঢ় পদক্ষেপ। পরশু সোভিয়েট আক্রমণের খবর পেয়ে তুবচেক বলেছিলেন এটা তাঁর নিজের জীবনের চূড়ান্ত ট্রাজেডি। আজ ফ্রান্‌সের মনেও এ উক্তির সত্যতা সম্পর্কে অনুমাত্র সন্দেহ রইলো না। রাশিয়ার চোখে তুবচেক শোধনবাদী দক্ষিণপন্থী বিশ্বাসঘাতক। কী নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

আজও ঘুমের কোন সম্ভাবনা নেই। সারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় আজ কারও চোখেই হয় তো ঘুম নেই। কথাটা হয়তো সত্যি নয়। ঘুমুচ্ছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নভোৎনি, ঘুমুচ্ছেন কোণ্ডর, বিলাক আর ইন্দ্রা। তাদের চোখে সুখস্বপ্ন ভাসছে। তুবচেক সরে গেলে তাঁরা আবার ক্ষমতার আসনে বসবেন, তাঁদের পিছনে রাশিয়ার লৌহকঠিন হাত। পোলাণ্ডের গোমুলকা, হাঙ্গেরীর কাদার, পূর্ব জার্মানীর উলব্রিখট আর বুলগেরিয়ার ঝিভকোভের মত তাঁরাও অফুরাণ শক্তির অধিকারী হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কারও কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না।

রাশিয়া কি তাঁদের আহ্বানে এলেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়, রাশিয়া কি এটা জানেনা জনমানসের উপর এঁদের প্রভাব কতখানি অল্প। প্রতিবিপ্লব যদি ঘটবার সম্ভাবনা এমন প্রখর হয়ে উঠেছিল, তার সম্পর্কে এত দেরীতে রাশিয়ার ঘুম ভাঙলো কেন? রাশিয়া যদি মনে করেছিলেন যে এ্যাকশন প্রোগ্রাম প্রতিবিপ্লবকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে চেকশ্লোভাকিয়ার পবিত্র ভূখণ্ডে, তবে তাকে অকাতরে এতদিন প্রশ্রয় দিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল? সংগীন উঁচিয়ে এগিয়ে আসার এই মহান কর্তব্য ছাড়া কি রাশিয়ার আর কিছু করণীয় ছিলনা?

আবার রেডিয়োর খবর শুনতে চাইল ফ্রান্‌স্। স্বাধীন প্রাগ রেডিও। জনগণের প্রতি দৃপ্ত ভাষায় আবেদন জানানো হচ্ছে।

"চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন নাগরিক এই সশস্ত্র অভিযানের জন্য অনুরোধ করেননি। যদি কেউ করে থাকেন তবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে থাকবেন।"

একটা অন্ধ আবেগে ফ্রান্‌সের দু'চোখ যেন জলে ভরে উঠলো। সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়েও ক্ষোভে নিরাশায় ফ্রান্‌সের চোখে জল এসেছিল। আজও যেন কোন বিয়োগান্ত নাটকের একক দর্শক ফ্রান্‌স্—এখন কারাশেক পাশে নেই, রোজমেরী কাভানোভা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া পরাধীনতার কঠিন রজ্জুতে বন্দী হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডুবচেক, সার্ণিক রাশিয়ার ভ্রূকুটি কুটিল চোখের দিকে অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছেন। বৃদ্ধ সৈনিক স্ববোদা ছুটছেন সহযোগীদের ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশায়। তাঁকে দেখে কি মস্কোর সেই ভ্রূকুটি নরম হয়ে আসবে?

আলো নিবিয়ে সারা ঘর অন্ধকার করে দিল ফ্রান্‌স্। রাস্তায় রাশিয়ান সৈনিক অক্লান্ত পায়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কী অদ্ভুত আর অসহায় মনে হচ্ছে ওদের। ওরা কি জানতো চেকভূমিতে প্রবেশ করে ওরা এমন অভ্যর্থনা পাবে! আজ কারাশেকের প্রশ্নের চাপে অপ্রস্তুত সেই তরুণ সৈনিকটির কথা মনে হলো ওর। সত্যিই ওদের কোন অপরাধ নেই। স্বাগত সম্বর্ধনার পরিবর্তে এই বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি, এই অসহযোগ, এই অভূতপূর্ব প্রতিরোধ, এতে ওরা বিস্ময়-বিমূঢ়। সান্ধ্য আইনের অবগুণ্ঠনের মধ্যে ওরা এখন নিজেদের লজ্জিত মুখ লুকিয়ে রাখার সুযোগ পেয়েছে। অন্ততঃ আরও কয়েক ঘণ্টা বার বার শুনতে

হবে না—ক্ষণ ফিরে যাও, আমরা ত তোমাদের ডাকিনি—কেন তোমরা এখানে এসেছ—কেন তোমরা হরণ করছো আমাদের স্বাধীনতা।

ওর বাসার কাছেই কোথায় যেন একটি গাড়ী এসে থামলো। দরজা খোলা ও বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলো ফ্রান্‌স্। সোভিয়েট সামরিক বিভাগের গাড়ী এসে থেমেছে। কার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ওদের হাতে? ফ্রান্‌সের সারা শরীর হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে উঠলো—মুঠি শক্ত হলো, নিঃশ্বাস দ্রুত হলো। পরোয়ানা যদি আসে ফ্রান্‌স্ নির্ভিক যোদ্ধার মত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে বিছানার কাছে এসে ফ্রান্‌স্ নিজেকে বিছানার মধ্যে ছড়িয়ে দিল। দরজায় টোকা পড়লে বিছানা থেকে উঠে ধীরে সুস্থে খুলে দিলেই হবে, প্রস্তুতির প্রয়োজন কি।

অনেকক্ষণ অধীর ভাবে অপেক্ষা করলো ফ্রান্‌স্। বুটের আওয়াজ শুনলো। কাছে এসে আবার যেন দূরে সরে যাচ্ছে। এক সময় গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দও পেল। গাড়ীটা বেরিয়ে গল। দীর্ঘশ্বাস পড়লো—যেন আশাভংগের। সোভিয়েট আয়োজিত ভোজে নিমন্ত্রণের ডাক আজও ওর এলো না। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ওর ভূমিকা নগন্য—একেবারে তুচ্ছ। সোভিয়েট সামরিক বিভাগের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার লিষ্টিতে ওর নাম নেই।

ভাবতে ভাবতে অবশ আর ক্লান্ত হয়েই যেন এক সময় কেমন করে ঘুমের আলিংগনে নিজেকে সমর্পণ করলো ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট।

॥ ১৩ ॥

সোভিয়েট সামরিক বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত চেক পুলিশ বাহিনীর ভবনের একটি প্রশস্ত কক্ষে কর্তব্যরত সোভিয়েট অফিসারদের সামনে চুপ করে বসেছিলেন জিরি বেনেস।

গত কাল ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অপরাধের কোন কারণ নির্দেশ করেননি সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ। জিরি বেনেস অবাক হননি, এটাই যেন একান্ত স্বাভাবিক ওদের পক্ষে এমন একটা সহজ মনোভাব নিয়েই সোভিয়েট বাহিনীর অনুগমন করেছেন।

—আপনাকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো আপনি জানতে চান না? প্রশ্ন করলেন একজন সামরিক অফিসার।

—দরকার কি বলুন? বেনেস হাসলেন।—প্রশ্ন করলেও কি তার সদুত্তর পাওয়া যাবে? আমি যদি প্রশ্ন করি আপনারা কেন এমনভাবে চেক ভূমিতে পদার্পন করলেন—আমাকে সন্তুষ্ট করার মত কোন জবাব কি আপনার তৈরী আছে?

—আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য এখানে ডাকা হয়নি—ডাকা হয়েছে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। অফিসার রাগত গলায় বললেন।—আশা করি সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে আপনি প্রস্তুত হয়েছেন।

—হয়তো। বেনেস আবার হাসলেন।—যদিও জানিনা আপনাদের প্রশ্নের ধরণটা কেমন হবে?

—আপনি ত' চেক বে-সামরিক পুলিশ বাহিনীর একজন অফিসার?

—হ্যাঁ।

—আপনি সরকার বিরোধী প্রতিবিপ্লবীদের উপর নজর রাখতেন?

—প্রশ্নটা আর একটু বিশদভাবে করলে খুশি হব। আপনারা প্রতিবিপ্লবী বলতে কাদের বোঝাতে চাইছেন আমি জানি না।

—চেক সরকারকে উচ্ছেদ করে এদেশে দক্ষিণপন্থী শাসন চালু করার জন্য

ন্যাটোর এবং পশ্চিম জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহায়তায় একদল চেক নাগরিক গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল—এমন খবর নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

—মাফ করবেন। বেনেস নরম গলায় বললেন।—এমন কোন সাংঘাতিক খবর আমার জানা থাকলে আমি নিশ্চয়ই উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে জানাতাম।

—আপনি কি ক্লাব ২৩১-এর সভ্য ?

—না।

—ক্লাবের সম্পাদক জারিমির ব্রডস্কির সংগে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল ?

—না।

—ক্লাবের অন্য কোন সদস্যকে আপনি চিনতেন ? ক্লাবের কর্মসূচী সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা ছিল ?

—ছিল বৈকি। বেনেসের কণ্ঠে দৃঢ়তা।—প্রাগের ক্লাব, কাফে এবং হোটেলগুলি সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা আছে।

—কয়েকদিন আগে আপনি বর্তমান চেকসরকারের অর্থমন্ত্রী, বর্তমানে যুগোশ্লাভিয়ায় অবস্থিত ডাঃ ওটাসিকের সংগে দেখা করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কারণটা কি জানতে পারি ?

—সরকারী কাজে। ব্যাপারটা গোপনীয়।

—গোপনীয় ব্যাপারগুলি জানার অধিকার আমাদের আছে বলেই আমার বিশ্বাস। ডাঃ ওটাসিকের সংগে আপনার আলোচনা আমাদের কাছে খুলে বলতে পারেন।

—মাফ করবেন। ওটা আমার কর্তব্যের পরিপন্থী। গোপনীয়তা রাখার জন্য সরকারের কাছে আমি শপথবদ্ধ।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। সোভিয়েট অফিসার অমায়িকভাবে হাসলেন।—আপনি জানেন আপনাদের সাহায্যের জন্যই আমরা এতটা কষ্ট স্বীকার করে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছি।

—আমি ঠিক নিঃসন্দিগ্ধ নই এই ব্যাপারে।

—বলেন কি! সোভিয়েট অফিসার অবাক হলেন।—পুলিশের একজন পদস্থ ব্যক্তি হয়েও এ' কথা আপনি অবিশ্বাস করছেন ? আমাদের সহযোগিতা করলে আমরা খুশি হতাম।

—ধন্যবাদ। জিরি বেনেস বাষ্পহীন গলায় বললেন।—সহযোগিতার কোন হেতু আমার চোখে পড়ছে না।

—আপনাকে ভাববার অবকাশ দিচ্ছি। একটু পরেই সোভিয়েট এ্যামবাসী থেকে কয়েকজন অফিসার এখানে আসবেন। আশা করি আপনি তাঁদের সংগে সহযোগিতা করবেন।

অফিসারটি উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। বেনেস একা একা চুপচাপ বসে রইলেন।

গতকাল বিকেল থেকে উনি বন্দী। একা নন, ওঁর সহকর্মীদের কয়েকজনও ওঁর সংগে আছেন। গতকাল সোভিয়েট জেনারেল ওরলভ চেক বেসামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন। জেনারেল ওরলভকে ওঁরা স্বাগত জানাননি এবং চেক পুলিশের সর্বপ্রধান কর্তা কর্ণেল রিচেক গতকাল আলেকজাণ্ডার ডুবচেককে সমর্থন জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রচার করেছেন। এতে সোভিয়েট বাহিনী ক্রুদ্ধ হয়েছেন—চেক পুলিশ বাহিনীর প্রতি এক প্রচারমূলক ঘোষণায় তাঁরা বলেছেন আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের প্রতি আনুগত্য দেখানোর কোন প্রয়োজন থাকতে পারেনা কারণ স্বদেশে ও বিদেশে তিনি কম্যুনিজমের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে দোষী। যে কজন পুলিশ অফিসার এর প্রতিবাদ জানান জিরি বেনেস তাঁদের অন্যতম। তাঁদের তাই আটক করা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ক্লাবের উপর বেনেসের শ্যেন দৃষ্টি ছিল বৈকি। বেনেস জানতেন, কর্ণেল রিচেকেরও পরিষ্কার জানা ছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলি নানাভাবে একত্রীভূত হবার চেষ্টা করছে। সি. আই. এ., ন্যাটো, পশ্চিম-জার্মানী ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে কায়েম করার চেষ্টা করছে। ক্লাব ২৩১ এর কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভার বেনেসের উপর ন্যস্ত ছিল। হোটেল এ্যাসপ্লেনেডে ও হোটেল এ. বি সি. তে গত কয়েকমাসে যে ক'জন বিদেশী সাংবাদিক ও ভ্রমণ বিলাসী মানুষ এসে জমিয়ে বসেছেন তাঁদের উপর চেক পুলিশ বাহিনীর চোখ ছিল। ডাঃ ওটাসিককে কোন রকমে হাতে আনতে পারলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলির ভূমিকা আরও জোরদার হবে—এটা সি. আই. এ. ও ন্যাটো এজেন্টদের জানা ছিল। হোটেল এ. বি. সি. তে ওটাসিকের যাতায়াত আছে—মেরী সুজান

নামে একজন আমেরিকান নর্তকীর সংগে তাঁর পরিচয় আছে—এটা বেনেস জানতেন। মেরী সুজানের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জেনেছেন তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সংগে জড়িত মিষ্টার ক্রান্টিসেক পাওলের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মিষ্টার পাওলের কাজকর্ম রহস্যময় তবুও তার বিরুদ্ধে এমন কোন তথ্যাদি এখনও তাঁরা যোগাড় করতে পারেননি যাতে চেকোশ্লাভাকিয়া থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায়। ডাঃ ওটাসিককে সাবধান করে দিয়েছিলেন বেনেস। ওটাসিক ধীরস্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ, অসাধারণ ধীশক্তি ওঁর, ক্ষুরধার ওঁর বুদ্ধি। বেনেসের মন্তব্য শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

—আপনি আরও তথ্যাদি জোগাড় করুন। ওটাসিক আস্তে আস্তে বলেছিলেন। - চেক সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতককে আমরা ক্ষমা করবো না কিন্তু কোন মানুষ বিদেশী হলেই তিনি বৃটিশ, জার্মানী অথবা আমেরিকান গুপ্তচর বাহিনীর সংগে যুক্ত এমন কথা আমরা নিশ্চিত ধরে নেবনা। আমরা চাই চেকোশ্লোভাকিয়ায় নবজাগরণ সম্পর্কে বিদেশী মানুষ আরও বেশি অবহিত হোন।

—জোরাল প্রমাণ হাতে না পেলে কারও বিষয়েই কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা করবো না। বেনেস বলেছিলেন। গত কয়েক মাসে তিনশ'রও বেশী বিদেশী পর্যটক প্রাগে প্রবেশ করেছেন। এঁদের কাছে পাসপোর্ট ও ভিসা রয়েছে। প্রাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করলেও এটা ধরে নেবার কোন সংগত কারণ নেই যে নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই এই বিদেশী পর্যটকদের চেকভূমিতে পদার্পণ। এ ছাড়াও ক্লাব ২৩১ এর সংগে যুক্ত কয়েকজন আমেরিকান নাগরিকের কার্যকলাপ সন্দেহের উদ্রেক করেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাব ২৩১ রীতিমত জমজমাট এবং অন্যান্য প্রাদেশিক শহরগুলিতে ক্লাবের শাখা খোলার যে বিরাট প্রস্তুতি চলেছে তাকে উদ্দেশ্যবিহীন মনে করার কোন হেতু নেই। ক্লাব ২৩১ এর প্রতিষ্ঠাতাদের রাজনৈতিক কর্মধারা ও বিগত ইতিহাস সুবিদিত। জারিমির ব্রডস্কি, জেনারেল পেলচেক, ওতাকার রামবুসেক, ক্রান্টিসেক পাওল, হানকা পারনিকোভা, ভিকি মারচেলকা সকলের সম্পর্কেই বেনেস খোঁজ খবর নিয়েছেন। সি. আই. এ এবং ন্যাটোর সংগে তাদের গোপন যোগসূত্র রয়েছে এ খবরও তিনি রাখেন। পুলিশ-কর্তা কর্ণেল রিচেকও তাঁর সংগে একমত। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে

নিজেদের শক্তিকে তারা ক্রমশঃ সংহত করে আনছেন। বেনেস চুপ করে বসে ছিলেন না। তিনি গোপন দলিল পত্র সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন। হঠকারিতার ফলে চেকোশ্লোভাক উদারনৈতিক আন্দোলনের কোন ক্ষতি হোক এটা তিনি চাননি। প্রধানমন্ত্রী সার্ণিক এবং আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের সংগে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। সমস্ত তথ্যাদি তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপিত করছিলেন। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ক্লাব ২৩১ এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনার মত মালমশলা তাঁর হাতে এসে যেত। কিন্তু সে সুযোগ আর এলোনা। ভাগ্যের পরিহাসে তিনি নিজেই আজ সোভিয়েট বাহিনীর হাতে বন্দী।

শুধু কি একটি! দীর্ঘ চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঘরে বাইরে চেকোশ্লোভাকিয়ার শত্রুর অভাব নেই। আমেরিকা যাই বলুন, ওয়াশিংটনের সেনেটে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য দানের জন্য যত গালভরা উক্তিই বর্ষিত হোক না কেন, আসলে ওঁরা ডুবচেকনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। সি. আই. এ. তার অভিযানের ধারা বদলে নিয়েছে। ওঁরা মনে করেন সি. আই. এ. চেকোশ্লোভকিয়ায় সুবিধা করতে পারেনি। তরুণ বুদ্ধিজীবিদের কুক্ষিগত করে তাঁদের মাধ্যমে শিল্পে, সাহিত্যে ও গণজীবনে আমেরিকান আদর্শবাদের প্রচার সম্ভব হচ্ছেনা। উদারনৈতিক সমাজবাদ জনজীবনকে এক নূতন সম্ভাবনার উপকূলে উত্তরিত করে দিয়েছে। পশ্চিমী জীবনমানের অন্তঃসারশূন্যতা চেকোশ্লোভাক মানসপটে সুচিত্রিত। নভোৎনির আমলে শিল্পী, সাহিত্যিকরা যে সন্ত্রাস ও শংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, ডুবচেক তা অপসারিত করে দিয়েছেন। প্রেসের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সরকারের কার্যাবলীর সমালোচনা করার অধিকার ডুবচেক নিজেই জনসাধারণকে দিতে চেয়েছেন। চেকোশ্লোভাকিয়াকে তিনি এক নূতন যুগমানসের তোরণদ্বারে উপনীত করেছেন। যে সব প্রতিভাবান লেখক নভোৎনির আমলে শাস্তি পেয়েছিলেন ডুবচেক তাদের শাস্তি মকুব করে দিয়েছেন। শিল্পে, সাহিত্যেও চেকোশ্লোভাকিয়া এই নূতন যুগের সূচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলিতে সি. আই. এ. যেভাবে জাল পেতেছে চেকোশ্লোভাকিয়াতে তা করতে পারেনি। এতে আমেরিকার উপর-মহলের টনক নড়েছে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল অথবা 'নির্দলীয় জনগণের ক্লাব' এর ভূমিকা সম্পর্কেও চেক সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। যে কোন দিক থেকেই বিপদ আসার সম্ভাবনা আছে, এমন ধারণা করেই শাসন ব্যবস্থাকে জোরালো করেছেন চেক সরকার। রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীরাও কি চুপচাপ হয়ে বসে আছেন? পার্টির ভিতর ও বাইরে থেকে ওঁরা অনবরত ডুবচেক নীতির নির্মম সমালোচনা করছেন, ডুবচেক নীতি যে মার্ক্সবাদ বিরোধী এমন কথাও ওদের মুখ থেকে শোনা গেছে। এ্যাকশন প্রোগ্রামের বিরোধিতা করেছেন এমন কয়েকজন প্রাচীনপন্থী কম্যুনিস্টকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করতে বাধ্য হয়েছেন ডুবচেক। সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী দু'দলের সংগেই আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য চেক পার্টি প্রেসিডিয়াম বদ্ধপরিকর। বেনেস ও তাঁর সহকর্মীরা ডুবচেকের সহায়তায় গত আট মাস ধ:র অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ যেন চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। রাশিয়ান অনুপ্রবেশে লাভবান হবেন কারা? সমাজতন্ত্র কি এতে বাঁচলো, না রাশিয়া যাদের ভয়ে আতংকিত—সেই প্রতিবিপ্লবীরা এতে আরও বেশী সুযোগ পাবেন?

রাশিয়ান অফিসার আবার ঘরে ঢুকলেন। সংগে রুশীয় বাহিনীর কমাণ্ডার ওরলভ এবং রাশিয়ান এ্যামবাসীর সেকেণ্ড অফিসার লাডিস্লাভ সিতেনস্কি। জিরি বেনেস উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন।

—আপনাকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। ওরলভ বললেন—বসুন আপনি, আপনার সংগে জরুরী আলোচনা আছে। আমাদের হাতে সময় কম। মিষ্টার সিতেনস্কির সংগে নিশ্চয়ই আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

—ওঁকে আমি চিনি। বেনেস নম্র গলায় বললেন।

—প্রতিবিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগের কথা আপনি অস্বীকার করেছেন। আপনি বলতে চান আপনি ক্লাব ২৩১ এর কুচক্রীদের সংগে হাত মিলিয়ে চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার মতলব করেননি।

—কখনই নয়। বেনেস জোর গলায় প্রতিবাদ জানালেন,—আপনার এই অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই।

—প্রমাণ আছে মিষ্টার বেনেস। এবার সিতেনস্কি বললেন।—ক্লাব ২৩১ এর অফিস ঘর থেকে আমরা যে সমস্ত কাগজপত্র পেয়েছি প্রতিবিপ্লবীদের

আগামী কর্মসূচী তাতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। আর সেই কর্মসূচী রূপায়ণের মূল সহযোগী হিসাবে যে নামের তালিকা তৈরী করা হয়েছে আপনার নাম সেই তালিকার প্রথমেই আছে।

—আমার নাম? বেনেস অবাক চোখে ওঁদের তিনজনকে একবার দেখলেন। ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত—তারপর হালকা গলায় হেসে ফেললেন।

—কী ব্যাপার। ওরলভ কঠোর চোখে ওকে দেখলেন।—এতে হাসির কি আছে? আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা অত্যন্ত গুরুতরর অভিযোগ। এর জন্য আপনার কঠিন শাস্তি হতে পারে।

—জানি। বেনেসের গলায় লেশমাত্র জড়তা নেই।

—আলেকজাণ্ডার দুবচেকের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি এবং আমার সহকর্মীরা ঐ ক্লাবের উপর চোখ রেখেছিলাম। ওদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা এখনও হস্তগত করতে পারিনি। এটা আপনারাও স্বীকার করবেন যে কোন নির্ভুল প্রমাণ ব্যতীত কেবল সন্দেহের বশেই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যায় না। ক্লাব ২৩১ এর সম্পাদক জারিমির ব্রডস্কি আমাকে সন্দেহ করতেন। আপনাদের চেকভূমি দখল করার সুযোগ নিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে রেখেছেন নিশ্চয়। নইলে আমি ক্লাব ২৩১ এর সভ্য নই, ওদের সংগে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

—আপনার কথা বিশ্বাস করার মত মানসিক অবস্থা আমাদের নেই। আপনাদের সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব দেখে অবাক হচ্ছি। অথচ আপনারা জানেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে নাৎসী আক্রমণ মুক্ত করার জন্য অন্ততঃ একলক্ষ রাশিয়ান চেকভূমিতে আত্মত্যাগ করেছে। আপনাদের কৃতজ্ঞতা আরও একটু গভীর হবে—একথা মনে করা আমাদের পক্ষে বোধ হয় অন্যায় নয়।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া অকৃতজ্ঞ নয়। এই দেশের গ্রামে নগরে পরিক্রমণ করলে তার হাজার নমুনা আপনাদের চোখে পড়বে। ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে প্রতি সন্ধ্যায় অসংখ্য চেকবাসী বিগতযুদ্ধের সোভিয়েট সমরনায়ক ও সৈন্যদের প্রতি তাঁদের অন্তরের নীরব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান। আপনাদের এই আকস্মিক অনুপ্রবেশে আমরা আহত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল প্রতিরোধে আপনাদের উপর হাত তুলতে আমাদের দ্বিধা

হয়েছে। ডুবচেক অথবা সার্ণিককে যদি গ্রেপ্তার করে আপনারা অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় যদি ডুবচেককে আপনারা ভূষিত করতে পারেন তবে আপনাদের বিচারবুদ্ধির কাছে প্রত্যাশা করার মত আমাদের কিছু থাকেনা। কঠিন শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন আপনারা, কিন্তু হাজার হাজার চেক নরনারীকে গত দু'দিন ধরে এর চেয়েও কঠিনতর শাস্তি আপনারা দিচ্ছেন।

—প্রতিবিপ্লবের অস্তিত্বকে আপনি স্বীকার করেন না? সিতেনস্কি প্রশ্ন করলেন।

—করি। কিন্তু এতেও আমাদের নিজস্ব বক্তব্য আছে, প্রতিবিপ্লবের অস্তিত্ব কোথায় নেই বলুন তো? আপনাদের নিজেদের দেশে নেই?

—আমরা কঠোর হাতে তাদের দমন করি। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা হাত তোলে আমাদের চোখে তাদের ক্ষমা নেই।

—জানি। কোন তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাইনে। বেনেসের কণ্ঠ দৃঢ় অনমনীয়।—আমি ডুবচেক নীতিতে বিশ্বাসী। আমি জানি আমরা কেউই কম্যুনিজমের শত্রু নই। আমরা কেউই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে দলের স্বার্থের চেয়ে বড় বলে মনে করিনে। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ দুটো কথা বললেই আমরা মনে করিনে তার কণ্ঠ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। আমাদের বিশ্বাস চোখ রাঙিয়ে, অস্ত্রের দাপটে, রণহুংকারে কম্যুনিজমের গোড়া শক্ত করা যাবেনা। জনমানসের গভীরে মূল প্রোথিত করে দিতে না পারলে কম্যুনিজমের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমরা তাই করছি।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। ওরলভ জানেন সিয়ার্ণো আর ব্রাতিস্লাভার বৈঠকেও আলেকজাণ্ডার ডুবচেক এ'রকম নম্র অথচ দৃঢ় গলায় উদারনীতিকরণের স্বপক্ষে বলেছেন। কোন যুক্তি, কোন প্রলোভন, কোন হুমকী তাঁকে নিজের বিশ্বাসবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জিরি বেনেসও সেই একই মনোভাব গ্রহণ করেছেন। বিনা প্রতিবাদে উনি শাস্তি ভোগ করবেন কিন্তু সোভিয়েটের সমর্থনে কোন ইস্তাহারে স্বাক্ষর করবেন না।

—রাশিয়া আপনাদের মিত্র, সহায়ক আর উপদেষ্টা—এ'কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

—এখনও করি। আমার ধারণা এই অনুপ্রবেশের জন্য নিজেদের ভুল আপনারা একদিন বুঝতে পারবেন।

—ও সব কথা ছাড়ুন। ওরলভ ধমক দিলেন।—আপনি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির শুভেচ্ছাকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলদায়ক বলে মনে করেন ?

—করি। আমার বিশ্বাস আমরা বরাবর রাশিয়ার সংগেই থাকব।

—আজকের অনুপ্রবেশের প্রয়োজন ছিল বলে আপনি মনে করেন না ?

—না। আমার মনে হয় এই অনুপ্রবেশ পৃথিবীর সমাজবাদী মানুষের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করবে এবং পরিণামে সমাজতন্ত্রবিরোধীদের সুবিধে হবে।

—প্রতিবিপ্লবের আশংকাকে আপনি ভীতিপ্রদ বলে মনে করছেন না ?

—না। প্রজাতন্ত্র বিরোধীদের আমরা নিজেরাই প্রয়োজনমত মুখোমুখি হতাম।

—অথচ আপনারা তা করেননি। সিতেনস্কির গলায় স্পষ্ট ব্যংগ।—বারবার সতর্ক করা সত্বেও আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেননি। আপনারা সমাজবিরোধীদের কুৎসা প্রচারে বাধা দেননি, সোভিয়েট-বিরোধী অপপ্রচারের মুখপত্রগুলিকে বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টা আপনাদের মধ্যে দেখা যায়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সোভিয়েট-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারকার্যে ওরা জনমানসকে দূষিত করার সুযোগ পেয়েছে। দু'হাজার শব্দের দলিলের রচয়িতা জারিস্লাভ ভাচুলিক বুক ফুলিয়ে প্রাগ শহরের রাজপথে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন খোলাখুলি আক্রমণকেও আপনারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রমাণপত্র বলে মনে করেন না। আশ্চর্য আপনাদের বিচারবোধ। উদারনীতি-কবণের আফিংয়ের নেশায় আপনারা বুঁদ হ'য়ে পড়ে আছেন, নিজেদের দেশকে পশ্চিমী বুর্জোয়াদের হাতে উঠিয়ে দেবার জন্যই যেন আপনারা বদ্ধপরিকর। আর এই অবস্থায়, আপনাদের দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি যখন তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আপনাদের অশেষ উপকার করলো—আপনারা চোখ বুজে মন্তব্য করছেন—এই অনুপ্রবেশ অর্থহীন।

—এই অভিযোগের উত্তর আমাদের জানা আছে মিষ্টার সিতেনস্কি। বেনেসের শরীর দৃঢ়তায় ঋজু, ওঁর কণ্ঠ দ্বিধাহীন।—তবে সেই যুক্তিও অর্থহীন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে। মধ্য ইউরোপের সকল সমাজতন্ত্রী দেশের অবস্থা আজ একই সূত্রে বাঁধা। ন্যাটোর সামরিক জোট শক্তিশালী, সুদেতান জার্মানদের প্রভুত্বলিপ্সা ভয়ংকর। দুই জার্মানীকে একত্রীভূত করার স্বপ্নে আজও অনেক জার্মান বিভোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ বছর পরেও দুই শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা

লড়াই-এর দামামা অবিশ্রাম বেজে চলেছে। ১৯৩৯ সালের মিউনিক চক্রান্তের পরিকল্পনা হয়তো আজ সম্ভব নয়, তবু স্বাধীন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবি মানুষ জানে সমাজতন্ত্র শিবিরের চোরাকুঠুরিতে চুপচাপ বসে না থাকলে এই স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল শেষ হতে দেরি হবে না। ন্যাটোর শক্তির চেয়ে ওয়ারশ গোষ্ঠীর শক্তি বেশি না থাকলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তবু চেকোস্লোভাকিয়া নিজেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তোলার তাগিদ গত বিশ বছরের প্রত্যেকটি দিন অনুভব করেছে। স্বাধীন মানুষের অক্লান্ত মনোবল নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়া নিজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত ক'রে তুলেছে। কম্যুনিজমের সম্পূর্ণতর চেহারাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার প্রয়াস করেছে। চেকো-স্লোভাকিয়া কোনদিন ভুলেও ভাবেনি যে সে সমাজতন্ত্রগোষ্ঠী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা কিছু করিনি এই অপবাদ দেবেন না মিষ্টার সিভেনস্কি। চেকভূমি থেকে সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার শক্তি কারও নেই—এ কথা আপনাকে জোর গলায় আমি জানিয়ে দিতে পারি।

—আমাদের দুর্ভাগ্য আপনার কথায় আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না মিষ্টার বেনেস। ওরলভ ধীর কণ্ঠে বললেন।—আপনি যদি এই অংগীকারপত্র সই করে দিতে রাজী থাকেন যে সোভিয়েটের সমর্থনে আপনি কাজ করবেন, আমরা আপনাকে মুক্তি দিতে পারি।

—সোভিয়েট নীতি যদি আমাদের দেশের সামগ্রিক স্বার্থের বিরোধী হয় আমি তাকে সমর্থন করতে পারিনা মিষ্টার ওরলভ।

—তাহলে আপনাকে বন্দীদশা যাপন করতে হবে। ওরলভ রায় দিলেন। —আপনার কেস অন্যান্য অনেকের কেসের সংগে আমরা মস্কোতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানকার নির্দেশ অনুযায়ী আপনার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আচ্ছা আমরা তাহলে উঠি।

ওঁরা একে একে বেরিয়ে গেলেন। জিরি বেনেস চুপ করে বসে রইলেন। উনি বন্দী, সমাজতন্ত্রী সেনাদের হাতে উনি বন্দী। ওঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এসেছে। ক্লাব ২৩১ এর গোপন কাগজপত্রে ওঁর নাম পাওয়া গেছে। ওঁর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

স্ত্রীকে আর বাচ্চাদের একটা খবর দেওয়া দরকার। ওঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই ভাবছেন। উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন একথাও ওদের জানা নেই। নিজের অফিস

থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওঁকে। খবর দেবার মত লোক বেশি নেই। গতকাল এক ভদ্রলোকের সংগে আলাপ করে বেনেস খুশি হয়েছিলেন, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট স্থির বুদ্ধির মানুষ। তাঁকে পাওয়া গেলে ভাল হতো। কিন্তু কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না।

দু'জন সোভিয়েট তরুণ ঘরে এলেন। ওঁরা সাধারণ সৈনিক, পোষাকে তার চিহ্ন আছে।

—আমাদের সংগে আসুন। একজন বেনেসকে বললেন।

—আমি আপনাদের শত্রু নই। বেনেস হাসলেন।

—আমরাও তাই। পরস্পরের বন্ধু হতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

—আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের একটু খবর দিতে পারবেন? বেনেস অনুরোধ জানালেন।

—নিশ্চয়ই। আমাদের উপর নির্দেশ আছে বন্দীদের সংগে সহযোগিতা করার। আপনার ঠিকানাটা বলুন, আপনার স্ত্রীর নাম বলুন। সৈনিকটি নোট বই বের করলো। বেনেস বলে গেলেন।

—আরও একজনকে খবরটা একটু দেবেন। বেনেস নম্রগলায় বললেন। —তাঁর নাম ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।

—আচ্ছা। সৈনিকটি নাম ঠিকানা লিখে নিল।

—আমার আর কিছু বলার নেই। আপনাদের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করলো।

—আপনি চেক পুলিশ বাহিনীর অফিসার। সৈনিকটি বললেন।—আপনার এই অবস্থার জন্য আমরা দুঃখিত।

—ধন্যবাদ। বেনেস ম্লান হাসলেন।—চলুন যাওয়া যাক।

ওঁরা তিনজনে একসংগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

॥ ১৪ ॥

সারারাত নিদারুণ ভীতি আর অবসন্ন হতাশার মধ্যে কেটে গেছে রোজমেরী কাভানোভার। বিগত কয়েকমাসের ঘনিষ্ট সাহচর্যের ফলে ফ্রান্‌সের সংগে যে নিবিড় অন্তরংগতা গড়ে উঠেছিল এক দিনের নির্মম আঘাতে যেন সবটুকুই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ফ্রান্‌স্ কাল রোজমেরীর মানসিক বিকলনের ইতিহাস শুনেছে, ওর মুখের রং মুহূর্তে মুহূর্তে বদলেছে, কিন্তু সব শুনেও রোজীর প্রতি একটুও রাগ করলো না, এটাই অবাক লেগেছে ওর। আর সারারাত এই একটা ভাবনাই ওকে বারবার আক্রমণ করেছে—কেন নিজেকে ফ্রান্‌সের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার প্রয়োজন হলো ওর। নিজেকে যেন চিনতেই পারছে না রোজমেরী, নিজের উপর ওর যেন কোন কর্তৃত্ব নেই। কারাশেক কাল যার সংগে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে, বিদায় নেবার সময় কেবল একবার রোজীর সংগে ওর দেখা হয়েছে।

—আমি এখন তা'হলে চলি রোজমেরী। কারাশেক তার স্বাভাবিক গলায় বলেছে। আশা করি পরস্পরকে বুঝবার তোমরা অনেক সময় পেয়েছ।

—চলো একসংগে যাই। ফ্রান্‌স্‌ও উঠে পড়েছে।—পরস্পরকে বোঝার অসুবিধা আমার কখনো হয়নি কারাশেক। রোজী গতকাল থেকে বড় বেশি বিচলিত। ওর স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে। তুমি কাল বিশ্রাম নিও রোজী। বাইরে বেরুবার দরকার নেই।

—একা একা আরও খারাপ লাগবে। রোজমেরী বিষণ্ণ গলায় বলেছিল। —কাল কি তোমাদের সংগে দেখা হতে পারেনা ?

—আবার আসতে বলছো ? আমি রাজী। কারাশেক জোর গলায় বলে উঠলো।—তোমাকে আমার ভাল লাগার অন্ত নেই রোজী।

রোজীর সারা মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যিস ফ্রান্‌স্ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে হয়তো নিজের কথাই ভাবছিল ফ্রান্‌স্—নইলে ওর কাছে রোজী আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়ে যেত।

—আমি কথা দিতে পারছি না। ফ্রান্‌স্ আস্তে আস্তে বললো।—করার কিছু নেই, কোন সঠিক পরিকল্পনাও নেই, তবু মনে হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের একটি মুহূর্তও বোধ হয় আমি নিজের ভাল লাগার জন্য ব্যয় করতে পারবো না।

—তুমি ভারী সিরিয়াস ফ্রান্‌স্। কারাশেক বললো।

—তোমাদের মত নই। ফ্রান্‌স্ হাসলো।—সোভিয়েট ট্যাংকের সামনে তোমাদের মত দৃপ্ত ভংগীতে আমি হয়তো দাঁড়াতে পারতাম না। জীবনকে তোমরা যেন উৎসর্গের মহিমা দিয়ে আবৃত করে তুলেছ। রোজীর মুখে কালকের ঘটনা শুনেছি, তোমার মুখেও। চেকোশ্লোভাকিয়ার বেদনার ছবিটা তোমাদের দু'জনের যুগল মূর্তিতে অক্ষয় হয়ে রইল। আজ চলি রোজী, কেমন?

—সময় পেলে এসো, আসবে না? রোজী অনুনয় করেছিল।

—এমন করুণ গলায় অনুরোধ করার দরকার নেই। ফ্রান্‌স্ আবার হাসলো। —আমি সুযোগ পেলেই আসবো। তুমি বেরিয়ো না। তোমার বিশ্রাম দরকার।

—তোমাদের ওদিকে যদি যেতে ইচ্ছে করে? রোজী ইচ্ছে করেও কারাশেকের সামনে 'তোমার' কথাটি উচ্চারণ করতে পারলো না।

—তাও যাবেনা। উত্তেজনা তোমার ক্ষতি করবে রোজী। ফ্রান্‌স্ বললো। —কারাশেক তুমি নিশ্চয়ই একবার রোজীর সংগে দেখা করে যেও। আমি নিজেও আসার চেষ্টা করবো।

বিদায় নিয়ে ওরা চলে গেল। মিসেস কার্লস্‌কোভা শূন্য চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আশা ও আনন্দের দু'টো শিখা যেন দপ্‌দপ্ করে নিভে গেল। তারপর সমস্ত রাত্রি একা একা যুবতী মেয়েকে নিয়ে অন্ধকারে বসে থাকতে হবে। উনি জানেন সোভিয়েট পুলিশ রোজমেরীকে খুঁজছে। রক্তস্নাতা রোজীর সেই ভয়ংকর চেহারাটা হয়তো ওদের ক্যামেরায় ধরা রয়েছে। ওরা প্রচার কার্য চালাবে রোজমেরীকে প্রতিবিপ্লবীদলের নায়িকা বলে। ওকে চিনতে পারলে নিশ্চয়ই আটক করবে। ভগবান শুধু জানেন মেয়েকে ওদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন কিনা।

টপ্‌টপ্ করে দু'চোখ থেকে জল পড়লো মিসেস কার্লস্‌কোভার।

কারাশেক আর ফ্রান্‌সের প্রসংগ আলোচনা করেই মা মেয়ের সন্ধ্যা কেটেছে। এক একবার বাইরের নির্জন রাস্তায় গাড়ী চলার শব্দ উঠেছে, ওরা দু'জন উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে। না, ওদের দরজায় ধাক্কা পড়েনি।

—তুই এবার শুতে যা রোজী। মিসেস কার্লসকোভা এক সময় বলেছেন।
—আর বেশি রাত জাগলে তোর শরীর খারাপ করবে।

—আমি মাঝ রাত পর্যন্ত ডিউটি করি মা। রোজমেরী মার সংশয়টুকুকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

—তা হোক। তবু এটা ত স্বাভাবিক সময় নয়। তোর শরীর সত্যিই খারাপ করবে মা।

—আচ্ছা, যাচ্ছি মা। রোজী ছোট মেয়ের মত মার কথায় যেন উঠে পড়েছে।—তুমিও যাও, শুয়ে পড়ো। রাত্রে দরজা ধাক্কা দিলে খুলো না। ওরা দরজা ভেংগে ভেতরে আসুক।

রোজী জানে মার দু'চোখে আজ ঘুম আসবে না। ফ্রান্স্ আর কারাশেক দু'জনকেই আজ আটকে রাখলে মন্দ হতো না। ওদের ত একটি বাড়তি ঘর আছে। দু'জনে বেশ আরাম করে থাকতে পারতো। অনুরোধ করলে হয়তো ওরা রাজী হতো। ফ্রান্স্ আর কারাশেক। রোজী যেন দু'জনের নামই এক নিঃশ্বাসের সংগে উচ্চারণ করছে। ওর মনে ওদের দু'জনের অস্তিত্বই যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ওদের দু'জনের কাউকেই আলাদা করে ধরতে পারছে না রোজমেরী। নিজের মনের কাছে, সত্তার অতলে রোজমেরী যেন দ্বিচারিণী হয়ে গেল।

লজ্জায় মরমে মরে গেল রোজমেরী। কেমন করে এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেল ওর জীবনে। কারাশেকের জন্য ওর মনে কোন দুর্বলতা কখনো ছিলনা। কতবার দেখা হয়েছে কাফেতে, কোনদিন লেনকা রিগেনোভা ওর সংগে ছিল, কোনদিন ও একা। সাধারণ শিষ্টাচারের বেশি ওদের কথা এগোয়নি। রোজমেরী জানতো কারাশেক ফ্রান্স্ লেবেনহার্টের বন্ধু, সহকর্মী। এর বেশি কিছু নয়।

পরশু রাত্রের সেই ভয়াবহ অস্থির পরিস্থিতিতে ফ্রান্স্কে একা ফেলে কারাশেকের হাত ধরে বেরিয়ে গেল ও। দু'জনে এক সংগে মিলে জনতার সংগে মিশে গেল। দু'জনে একটুও ছাড়াছাড়ি হয়নি। কারাশেক জলন্ত ভাষায় প্রতিরোধের বুলি উচ্চরণ করেছে, মৃত্যুর পরোয়া না করে সোভিয়েট ট্যাংকের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজী নিজেকে ভুলে, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা সব ভুলে গিয়ে কারাশেকের হাত টেনে ধরে সমান তালে এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সের কথা ভাবার মত এতটুকু অবকাশ ছিলনা ওর।

তারপর সেই ভয়ংকর মুহূর্ত এলো। প্রাগ রেডিও স্টেশনের সামনে উত্তেজিত জনতার সেই প্রলয়ংকর ছবি স্মৃতি থেকে মুছবার নয়। সোভিয়েট প্যারাট্রুপারদের চোখ রাঙানিকে অস্বীকার করে, বেয়নেটকে তুচ্ছ করে, রাইফেলের গুলিকে অগ্রাহ্য করে সেই ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দেবার দৃশ্য। পাথর কুড়িয়ে, কাঠের টুকরো আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে, আগুন জ্বালিয়ে সেই নিক্ষেপন। মারমুখী সোভিয়েট সৈন্য বাহিনীকে ব্যংগবিদ্রূপে, গালাগালিতে, চোখের জলে ভেজা অনুনয়বিনয়ে চেকভূমি থেকে ফিরে যাবার সেই অভাবনীয় অনুরোধ। রোজী হয়তো সব করেছে, সব ঘটনাতেই অংশ নিয়েছে এখন তেমন করে কোন কিছু স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

সেই প্রৌঢ় শ্রমিক দম্পতি শান্তভাবে, দৃঢ় পদক্ষেপে পরস্পরের হাত ধরে জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে, হাতের পতাকা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সোভিয়েট প্যারাট্রুপারদের গা ঘেঁসে। হঠাৎ কি হলো, ওঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন একজন সোভিয়েট সৈন্যের উপর—আর সংগে সংগে গুলি, রক্তে লাল হয়ে গেল রাস্তা, রোজমেরীর সমস্ত অস্তিত্ব। কী করছে অনুভব না করেই রোজমেরী ভদ্রমহিলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছিল—ভাঙাগলায় অস্পষ্ট চিৎকার করেছিল—না, না! তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। চোখ খুলে দেখেছিল কারাশেকের বুকের ওপর ওর মুখ, ভিড় ঠেলে কারাশেক এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা মুহূর্তখানেক, হয়তো বা একটু বেশি, রোজমেরী ওর মুখ দেখেছিল। স্থির, অকম্পিত মুখের রেখা, দু'চোখের অভ্রভেদী দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, চিবুকে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। সব ভুলে গিয়ে, নিজের অস্তিত্বের হিসাবকে বিস্মৃত হয়ে রোজী চোখ বুজে কারাশেকের বুকের মধ্যে নিজের মুখ লুকিয়ে ফেলেছিল—আর সেই মুহূর্তে একটা উত্তপ্ত হৃদয়ের সবল প্রতিশ্রুতি যেন ওকে মৃত্যুর হিমশীতল পরশ থেকে জীবনের আঙিনায় ফিরিয়ে এনেছিল। অসহ্য পুলকে আবার জ্ঞান হারিয়েছিল রোজমেরী।

রাসেলকার বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠেছিল রোজমেরী। সারা শরীরের মধ্যে একটা অকারণ ভয়ের শিরশিরানি জেগে উঠেছিল, ফ্রান্সের শান্ত সুন্দর মুখটা তখন যেন একবার মনের আয়নায় ভেসে উঠেছিল—সেটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে কারাশেকের বলদৃপ্ত ভাস্বর মুখখানি দেখতে পেয়েছিল।

সেই মুহূর্ত থেকে যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল রোজমেরী—একসংগে, একই শরীরের মধ্যে, ছুটো অস্তিত্বকে পাশাপাশি নিয়ে কারাশেকের সংগে ও বাসায় ফিরেছিল। আর কারাশেকের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি—ফ্রান্‌সের জন্য ওর একটি সত্তা যেন কান্নায় লুটিয়ে পড়ছিল। ফ্রান্‌স্, ফ্রান্‌স্—ধক্ ধক্ করে ওর হৃৎপিণ্ড যেন এই একটি শব্দই অবিশ্রাম উচ্চারণ করছিল। রোজমেরী হয় তো আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। কারাশেক সবল হাতে আবার ওকে ধরে ফেলে আস্তে আস্তে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

আজ ফ্রান্‌স্ এলো, সংগে কারাশেক। রোজমেরী ওদের দু'জনকেই দেখতে উৎসুক ছিল। ফ্রান্‌সের জন্য অনেক কান্না, অনেক মমত্ব ওর মধ্যে জমেছিল আর কারাশেকের জন্য তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, হয়তো বা ভালবাসা। দু'জনকে একসংগে পেয়ে আনন্দের বদলে আবার যেন কান্নায় ভরে উঠেছিল ওর মন—হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দ আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেল—ফ্রান্‌স্, ফ্রান্‌স্!

তারপর কথায় গল্প আলোচনায় সময় কেটে গেছে। রোজমেরীর মধ্যে আতংকের মত একটা অস্থিরতা ছিল, কোন না কোন মুহূর্তে ফ্রান্‌সের সংগে ওকে একা হতে হবে, তখন ও কি করবে, কি বলবে ফ্রান্‌স্‌কে।

নিজের মনকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল রোজমেরী। ফ্রান্‌স্‌কে সব কথা বলা দরকার, সব খুলে বলা দরকার। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে চলতে পারবেনা ও, রাত্রি দিন এই চিন্তাকে মনের মধ্যে লালন করতে পারবে না। ফ্রান্‌স্ যদি ওকে বুঝতে পারে ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

ফ্রান্‌স্ ওকে বুঝতে ভুল করেনি। কারাশেক কিছু জানে না। হয়তো কারাশেকের জীবনে এমন দ্বন্দ্ব নেই—লেনকার প্রতি ওর ভালবাসা হয়তো এত গভীর যে রোজমেরীর সংগে একদিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ওকে কক্ষচ্যুত করতে পারবে না। তাছাড়া পুরুষের মন বহির্মুখী, আজকের সংকটের মধ্যে মন নিয়ে খেলার সময় ওর নেই। রোজমেরী হাতে সময় পাবে, ওর নিজের দিকে ফিরে তাকাবার আগেই হয়তো রোজমেরী নিজেকে তৈরী করে নিতে পারবে।

রাশিয়ান বুলেট রোজমেরীর বুকে লাগেনি। কিন্তু ওর সত্তার গভীরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। রোজমেরী আর স্বাভাবিক নেই, কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছেনা। ঘুম আসছে না ওর দু'চোখে, ওর মনের মধ্যে ঝড় বইছে। যদি একটা কিছু হয়ে যায়, সোভিয়েট সেনাবাহিনীর লোকেরা এসে যদি দরজার কড়া

নাড়ে, ও নিজে গিয়েই খুলে দেবে। বলবে, আমিই রোজমেরী কাভানোভা আমাকেই ত' আপনারা খুঁজছেন। আমিই সেই মেয়ে যে একুশে আগষ্ট প্রাগ রেডিও স্টেশনের সামনে সেই আহত ভদ্রমহিলাকে যে জড়িয়ে কোলের মধ্যে চেপে ধরেছিল। আমাকে বন্দী করতে পারেন, কিন্তু আমি কোন অপরাধ করিনি। আমার দেশের কাছে, দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে আমি নির্দোষ, আমি দেশের একজন সামান্য সেবিকা মাত্র।

সারা রাত কেউ এলো না। রোজমেরী একবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল, পরক্ষণেই উঠে আবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। অধীর আগ্রহে রাস্তার যানবাহনের শব্দ শুনতে লাগলো। প্রাগ শহর একটা বৃদ্ধ অজগরের মত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর সারা গায়ে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু প্রতিআক্রমণ করার কোন শক্তি ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

কখন সকাল হয়ে গেছে। শার্সিতে সকালের রোদ। কিচেনে শব্দ শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই মা উঠে সকালের ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে লেগেছেন। আজ ওর না বেরুবার কথা, সারাদিন চুপ করে বিশ্রাম করতে হবে, এই ফ্রান্‌সের অনুরোধ। ফ্রান্‌স্ ফ্রান্‌স্। কাল বিকেল থেকে ফ্রান্‌স্ কি অনেক দূরে—দিগন্তের অপর পারে সরে যায়নি? ফ্রান্‌স্ কি হারিয়ে যায়নি সমুদ্রের অতলতায়? তবে ফ্রান্‌সের অনুরোধ রেখে লাভ কি! ফ্রান্‌স্ ওকে আর কোনদিন জীবনের অন্দরমহলে ডাকবে? হয়তো ওর জীবনের পরম সন্ধিক্ষণ গতকাল পেরিয়ে গেছে। এর পর কেবল জীবনযন্ত্রণার ইতিহাস—কেবল প্রাণধারণের গ্লানি।

আরও বেলা হলে, রোদ চড়লে রোজমেরী দরজা খুললো। হাই তুলে চোখ মুছে ক্লান্ত গলায় ডাকলো—মা।

—কি, উঠলি এতক্ষণে। মিসেস কার্লস্‌কোভা ওর ঘরে এলেন। ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—শরীর একটু ভাল লাগছে তো?

—ভালই আছি। নিশ্চয়ই তুমি কিছু খাবার তৈরী করেছ। দেবে? ভারী খিদে পাচ্ছে আমার।

—বেশত; হাত মুখ ধুয়ে আয়।

—আমি একটু বেরোব মা? রোজমেরী আদুরে গলায় বলল।

—কেন রে? আবার যাবি কোথায়? মিসেস কার্লস্‌কোভার চোখে শংকা ঘনিয়ে এল।—আবার সেদিনের মতো পাগলামি সুরু করবি ত'?

—না মা। খালি রাস্তায় বেরিয়ে দেখব। বেশি দূরে যাবো না।

—ওরা যদি তোকে চিনতে পারে।

—অত মানুষের মধ্যে ওরা আমাকে চিনে রেখেছে নাকি। তাছাড়া একবার মিসেস রাসেলকার ওখানে যাওয়া দরকার। ওর পোষাকটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

—যাবি আর আসবি। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি একটুও শান্তি পাবো না। মিসেস কার্লস্‌কোভাকে রাজী হতে হলো।

রোজমেরী কাভানোভা রাস্তায় বের হলো। আজও আগের দিনের মত ভিড়, লাউডস্পীকারে বলা হচ্ছে দুপুরে ধর্মঘট হবে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাশিয়ান সৈন্য টহল দিচ্ছে। ওদের চোখে মুখে অস্বস্তি। জনতা কোথাও মারমুখী নয়, কেবলমাত্র অসহযোগ চালিয়ে যাচ্ছে এই মাত্র।

রোজমেরী আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো। আজ ও একা, প্রতিরোধের মহড়া দিতে ও বেরোয়নি। নিজের সংগে অনেক হিসেব নিকেশ ওর বাকী, জনতার মাঝখানেও নিজেকে ভারী নিঃসংগ মনে হচ্ছে।

ওর হাতে একটা ছোট প্যাকেট। ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারের কাছে যেতে হবে। রাসেলকাকে পোষাকটা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার, কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে আসতে হবে। অন্ততঃ একটা মানুষের সংগে কিছুক্ষণ মন খুলে কথা বলা দরকার। তাতে অনেক হালকা বোধ করবে ও। ফ্রান্‌স্‌ অথবা কারাশেক—কারও সংগেই আজ দেখা না হওয়া ভালো। রোজমেরী নিজের মনের কাছ থেকে একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব আশা করছে। সেটা পেলেই ওর পদক্ষেপের এই অনিশ্চয়তা থাকবে না।

—ডুবচেকের কোন খবর জানেন? পাশের এক বর্ষিয়সী মহিলা ওকে জিজ্ঞেস করলেন।—শুনছি ওরা ওঁকে হত্যা করেছে। আজকের রেডিওতে কিছু বলেছে?

—তেমন কিছু শুনিনি। রোজমেরী শান্তগলায় বললো।

—কী হয়ে গেল বলুন তো। ভদ্রমহিলা আক্ষেপ করলেন—বেশ ছিলাম আমরা, খেত-খামারে কাজ করে, কারখানায় পরিশ্রম করে আমাদের একরকম দিন কেঁটে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওরা এসে জুড়ে বসলো কেন। আপনি কি ভিতরের খবর কিছু জানেন?

—না। রোজমেরী হাসলো।—আমি আপনার মতই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

—আমার একমাত্র ছেলে প্রেরভে একটা কয়লার খনিতে কাজ করে। ভদ্রমহিলা বললেন।—তিনদিন ধরে কোন খবর পাচ্ছি না। ওখানেও কি এখানকার মত গোলমাল হচ্ছে ?

—একটু আধটু হতেও পারে। রোজমেরী বললো,—কিন্তু তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই ভাল আছে।

—ভয় হয়। ভদ্রমহিলা চিন্তিত গলায় বললেন।—আর একটা যুদ্ধ বাধলে আর রক্ষা থাকবে না। গত যুদ্ধে আমাদের বাড়ী-ঘর খেত-খামার সবই শেষ হয়ে গেছে। কোনরকমে প্রাণে বেঁচে উঠেছি। আমার স্বামী জার্মানদের সংগে যুদ্ধে মারা যান। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আমি কোনরকমে বেঁচে আছি।

—ছেলের সংগে প্রেরভে থাকলেই তো পারেন। রোজমেরী হাসলো।—তাহলে আজ অত চিন্তায় পড়তেন না।

—এখানে সামান্য জমিজমা আছে। একটি ছোট বাড়ী, অল্প খেতখামার। আমার স্বামী প্রথম বয়সে করেছিলেন। সে সব নিয়েই আছি।

—ছেলের বিয়ে-থা দিয়েছেন ? রোজমেরী আরও একটু অন্তরংগ হতে চাইল। হয়তো নিজেকে চিন্তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই।

—না। একটি সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করছি। ভদ্র মহিলা হঠাৎ দু'চোখ তুলে রোজমেরীকে একবার দেখে নিলেন। এই ধরুন, আপনার মত হলেই বেশ হবে। অল্প লেখাপড়া জানলেই চলবে। আমার ছেলেও তেমন বিদ্বান নয়। তবে স্বাস্থ্য ভালো, কাজে বেশ দক্ষ। একদিন ও অনেক উন্নতি করবে।

—তাড়াতাড়ি একটি বৌ নিয়ে আসুন। রোজমেরী অকপট গলায় বললো। —এই গোলমালের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়েছেন কেন ?

—ছেলের একটা খোঁজ খবর পাই কিনা দেখি। ভদ্রমহিলার গলা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।—বুঝলেন ত মায়ের প্রাণ। কাছাকাছি এক জানাশোনা ভদ্রলোক আছেন। ওঁর ছেলেও প্রেরভে থাকে, সস্ত্রীক, ইঞ্জিনিয়ার। হয়তো ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে একটা খবর দিতে পারবে। আপনার নামটা তো জানা হলো না।

—রোজমেরী কাভানোভা।

—ভারী সুন্দর নাম। থাকেন কোথায় ? বাসায় মা-বাবা আছেন ত ?

—বাবা নেই, মা আছেন। রোজমেরী নরম গলায় বললো।—রাস্তার নাম দিল।

—গোলমালটা মিটে যাক, একদিন আপনাদের বাসায় যাবো।

—নিশ্চয়ই।

—আজ চলি, আমাকে এবার অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

—আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা বিদায় নিয়ে যাবার সময়ও ওকে আর একবার ভাল করে দেখলেন। মনে মনে হাসলো রোজমেরী। পছন্দ হয়েছে বুড়ির—ছেলের বউ করার কথা ভাবছেন। মন্দই বা কি—কয়লা খনির শ্রমিক, কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান। তার ঘরণী হলেই বা এমন কি মন্দ হবে? নিজের মনের সংগে এমন যুদ্ধ করার চেয়ে সেটাই বা মন্দ কি।

রাস্তায় জনতা বাড়ছে। রাশিয়ান সৈন্যদের সংখ্যাও বাড়ছে। ওয়েন-সেসলাস স্কোয়ারের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন ভিড় বেশী। রোজমেরী চিন্তিত মুখে আশেপাশে তাকালো। না, পরিচিত চেনা জানা কাউকে দেখছে না। ফ্রান্স্ কি এসেছে, এই ভিড়ের মধ্যে কোথাও কি রোজমেরীরর মত অনিশ্চিত পদক্ষেপে হাঁটছে। তুমি কি জানো ফ্রান্স্ এই মাত্র একজন শ্রমিক জননী আমাকে তাঁর পুত্রবধূ নির্বাচিত করে গেল? আমি শীগ্‌গির বউ হয়ে প্রেরভে চলে যাচ্ছি। তুমি কি আর আমাকে খুঁজে পাবে?

মিষ্টার বেডরিক লেভাচিক দরজা খুলে দিলেন। রোজমেরীকে দেখে ওঁর সারা মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। প্রিয় দর্শনের মতই ওঁর মনোভাব।

—আরে আপনি, আসুন, আসুন। কাল থেকে আমরা দু'জনে আপনার কথাই ভাবছি। কাল সকালে মিস্টার কারাশেক এবং মিস্টার লেবেনহার্ট এসেছিলেন। ওঁরাও নাকি আপনার কোন খবর জানেন না।

—কাল ওঁরা দু'জনে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। রোজমেরী আস্তে আস্তে বললো।

—ভাল আছেন? আসুন ভিতরে চলে আসুন। লেভাচিক উঁচু গলায় ডাকলেন।—দেখে যাও কে এসেছেন। মিস রোজমেরী কাভানোভা এসেছেন। শীগগির এসো।

রাসেলকা কিচেনে ছিল, ডাক শুনে ছুটে এল। রোজমেরীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো একেবারে।

—কেমন আছ? আমরা ত তোমার জন্য ভেবে মরছি। যা গোলমাল চলছে একমুহূর্ত কারও খবর না পেলে মনে হয় তার বুঝি কিছু হয়ে গেল।

—ভাল ছিলাম। রোজমেরী সহজ গলায় বললো। একটু যা ক্লান্ত। তোমার পোষাকটা ফেরৎ এনেছি ভাই।

—সেজন্যই বুঝি এলে। রাসেলকা হেসে ফেললো। স্বামীকে উদ্দেশ করে বললো—দেখছো, রোজমেরী আমাদের কথা একটুও ভাবেনি।

—না, না, তা কেন হবে। রোজমেরী অপ্রস্তুত হল।—সে কথা নয়, ফ্রান্স্ আর কারাশেক আমাকে বারণ করেছিল, তবু তোমাদের সংগে দেখা করবার ভারী ইচ্ছে হলো ভাই।

— বেশ করেছ। এ'বেলা এখানে থেকে যাও।

—না ভাই, মা ভাববেন। বারবার করে বলে দিয়েছেন যেন তাড়াতাড়ি ফিরে যাই।

—আমরা খবর দেবার ব্যবস্থা করব। মিস্টার লেভাচিক বললেন। আমি নিজে গিয়ে আপনার মাকে বলে আসব।

—আর কোন আপত্তি নেই ত? রাসেলকা হাসলো।—জানো ভাই এমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি যে বলার নয়। উনি সরকারী অফিসে কাজ করেন, অফিসও রাশিয়ান সৈন্যদের অধিকারে চলে গেছে। শুনছি ওরা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কারও বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগ পেলে তাকে গ্রেপ্তার করছে। আমরাও তার প্রহর গুনছি।

—আমার অবস্থাও প্রায় তাই। রোজমেরী স্বীকার করলো।—কাল সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি।

— কি যে হবে। রাসেলকা যেন অনেকখানি নিভে গেল।—যাকগে, ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তুমি রোজমেরীর মাকে একটু খবর দিয়ে এসো। শুধু যাবে আর আসবে, রাস্তায় একটুও দেরি করবে না।

—তোমরাও বাসা থেকে বেরোবে না। তোমার যা স্বভাব একটুও ঘরের মধ্যে থাকতে চাওনা। আমার ভারী ভাবনা হয়।

—আমার জন্য তোমার ভাবতে হবে না। রাসেলকা চোখ পাকাল। —সোভিয়েট সৈন্যের সাধ্য নেই আমাকে ধরবার। এক যদি আমি স্বেচ্ছায় ওদের কারও সংগে পালিয়ে না যাই।

—তাও তুমি পারো। লেভাচিক হো হো করে হেসে ফেললেন। রোজমেরীকেও প্রাণ খুলে হাসতে হলো।

লেভাচিক বাইরের পোষাক পরে বেরিয়ে গেলেন। রোজমেরী ওদের বাসার ঠিকানা দিল ওঁকে।

—রাস্তায় একটু বেরিয়ে আসবে? লেভাচিকের প্রস্থানের সংগে সংগেই রাসেলকা জিজ্ঞেস করলো।

—তুমি বুঝি সত্যিই চুপ করে বসতে পারোনা ভাই। রোজমেরী হাসলো।

—সত্যিই পারছিনা। রাসেলকা গম্ভীর হয়ে গেল।—আমার ভিতরে যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। এই মানসিক টানাপোড়েন অসহ্য। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন স্নায়ুর উপর চেপে বসছে।

—আজ আবার ধর্মঘট হবে। রোজমেরী বললো।—আসতে আসতে শুনলাম।

—আমি জানি। রাসেলকা জবাব দিল।—তার আগেই ফিরে আসতে হবে। তাছাড়া আমরা ফিরে আসার আগে যদি আমার স্বামী ফিরে আসেন, ভারী চিন্তিত হবেন উনি।

—তোমার জীবন বেশ। পরস্পরের মধ্যে জড়ান জীবন, একজনের জন্য আর একজনের ভাবনার অন্ত নেই।

—তোমারও হবে ভাই। কাল নাকি মিস্টার কারাশেক এসেছিলেন। —তোমাকে উনি ভালবাসেন রোজী।

—না, ওঁর ভালবাসার মেয়ে আলাদা। তার নাম লেনকা রিগেনোভা। ভারী মিষ্টি চেহারার মেয়ে। তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দেব।

—তোমার ভুল হচ্ছে রোজী। রাসেলকা নিবিড় চোখে তাকাল।—কারাশেকের চোখে সেদিন যে আলো দেখেছি, অন্তরে ভালবাসার উৎসব সুরু না হলে পুরুষের চোখে সে আলোর প্রদীপ জ্বলে না।

—আমি ওঁকে ভাল জানিনা রাসেলকা। রোজমেরী যেন স্বীকারোক্তি করলো। বার কয়েক দেখা হয়েছে বটে কিন্তু পরশুর আগে কখনো ওঁর সংগে অনেকক্ষণ সময় কাটাইনি।

—ওঁর চোখে তুমি অনন্যা রোজী। পার্কের বেঞ্চিতে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় উনি যখন তোমাকে শুইয়ে দিলেন, তখন তাঁর সেই করুণ চেহারা দেখার জন্য

তোমার দু'চোখ খোলা ছিলনা বোন। ওর মধ্যে যেন একটা সব হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছিল। সাহায্যের জন্য তিনি চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। ওঁর সর্বাংগে রক্তের দাগ—তোমার দেহের রেখা কেউ যেন রক্তের তুলিতে ওঁর বুকের উপর এঁকে দিয়েছে। এমন অপূর্ব দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। ভিড় ঠেলে আমি এগিয়ে যেতেই উনি যেন স্বস্তি পেলেন। একটু পরেই তোমার জ্ঞান হলো। তুমি বেঞ্চির উপর উঠে বসতেই ওঁর দু'চোখের তারা আনন্দে নেচে উঠলো। নিজের অন্তর দেবতাকে উনি যেন নীরব কৃতজ্ঞতা জানালেন।

রোজী তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলো।

—তোমার হাত ধরে উনি হাঁটছিলেন। তোমার অন্য হাত আমার হাতের মুঠোয় ছিল। তোমার হাত একটু একটু কাঁপছিল, তোমার মুখ মাটির দিকে নামান ছিল। কারাশেকের চোখের দৃষ্টি তোমার তাই নজরে আসেনি। আমার আর সন্দেহ রইল না যে কারাশেক তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন।

রোজমেরী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কাল রাত থেকে যে নিরুদ্ধ কান্নাকে প্রাণপণে নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিল, রাসেলকার সহানুভূতি যেন তাকে আর ভিতরে ধরে রাখতে দিল না। রাসেলকাকে হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রোজী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। ভাঙা গলায় বললো—তুমি হয়তো আমার থেকে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতার পরিমাণও তোমার বেশি। তুমি বলে দাও আমি কি করবো ভাই।

সমস্ত কথাই অকপটে খুলে বললো রোজমেরী। ফ্রান্সের কথা, একটু একটু করে ফ্রান্সের সংগে ওর অন্তরংগতার কাহিনী, হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেবার কথা। তারপর সেই ঝড়ের রাত্রি, ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে কারাশেকের সংগে এগিয়ে যাওয়া, সমস্ত দিন ওর সংগে থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। ভেঙে যেন দু'টুকরো হয়ে গেল রোজী—একজন ফ্রান্সকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না, আর একজন যেন কারাশেকের সেই ভাস্বর মূর্তিকে বসে বসে ধ্যান করছে। এমন অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্বে কোন কুমারী মেয়ে কি কোনদিন পড়েছে! ফ্রান্সকে গতকাল সেকথা খুলে বলেছিল। ফ্রান্স্ অবাক হয়েছে কিন্তু বিব্রত হয়নি। শুধু লেনকার কথা স্মরণ করে দিয়েছিল ফ্রান্স্। আর বলেছে—তুমি নিজের কাছ থেকেই উত্তর খুঁজে বের করো রোজী—আমি তোমাকে বাধা দিতে চাইনে।

রাসেলকা অবাক হয়ে সবটুকুই শুনলো।

—আমিও তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না বোন। রাসেলকা রোজীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।—তোমার নিজের মধ্যেই এর জবাব তুমি খুঁজে পাবে। মিস্টার লেবেনহার্টের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। উনি সত্যিকারের মানুষ রোজী, ওঁর ভালবাসা পাওয়া যে কোন মেয়ের পক্ষেই ভাগ্যের কথা। কারাশেকেরও গুণের সীমা নেই; তবু ওখানে তোমাকে অনেক বেশী সাবধান হতে হবে। একদিনের মানসিক প্রত্যয় যাতে শেষ পর্যন্ত ছলনা হয়ে না দাঁড়ায় তাই তুমি দেখো। তাছাড়া লেনকা রিগেনোভার কথাও তোমাকে ভাবতে হবে বৈকি। ওর সংগে কারাশেকের সম্পর্কের গভীরতাও তোমাকে পরিমাপ করে দেখতে হবে। মেয়ে হয়ে অন্য কোন মেয়ের মনে আঘাত দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়।

রোজী চুপ করে শূন্য দৃষ্টিতে বসে রইল।

—তুমি কিছু ভেবোনা রোজী, অমন বিচলিত হবার বিষয়ও নয় এটা। নিজের মনের স্বাভাবিকতা ফিরে এলে এর জবাব তুমি খুঁজে পাবে রোজী। ভেবে ভেবে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলোনা।

ওরা দু'জনে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল এমন সময়ে প্রচণ্ড শব্দে সাইরেন বেজে উঠলো। সংগে সংগে কত রকমের শব্দ যে ওদের কানে এলো ঠিক নেই। রাস্তায় যত গাড়ী ছিল সবগুলির হর্ন যেন এক সংগে বেজে উঠলো। মিনিট পাঁচেক ধরে যেন একটানা গড়িয়ে চললো সেই আশ্চর্য বাজনার মিছিল। রোজমেরী আর রাসেলকা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য কাণ্ড। ধর্মঘটের আহ্বান কারা করেছিল জানা নেই কিন্তু পরিকল্পনার বাহাদুরী তারিফ করার মত। রাস্তার অগুনতি জনতা যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল। সারা রাস্তা শূন্য, মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে। একটা জনপ্রাণীও রাস্তায় নেই, সকলের সব প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেছে। প্রাগের প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়ে যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে।

সোভিয়েট সৈন্যরা বিস্ময় বিমূঢ়, হতচকিত। যন্ত্রের মত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা কি এটা প্রত্যাশা করেছিল, ওরা কি ভেবেছিল চেকোশ্লোভাকিয়া ওদের প্রভুত্বকে অনমনীয় দৃঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করবে?

ওরা আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ফিরে এল। রোজমেরী ভাবছে আজ যদি ঘরের কোণে বসে থাকতো, এমন বিচিত্র ধর্মঘট দেখার সৌভাগ্য হতোনা।

রাসেলকা অন্যমনস্ক, ওর স্বামীর কথা ভাবছে। লেভাচিক কি রোজীর বাসা পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছেন? না, রাস্তায় আটকে গিয়ে কোন গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন।

রাসেলকা রেডিও খুললো। স্বাধীন প্রাগ রেডিও গতকালের ব্রাতিস্লাভা শহরের জনসাধারণের মহান প্রতিরোধের কথা বর্ণনা করছে। ব্রাতিস্লাভার মানুষও রাশিয়ান ট্যাংককে এতটুকু সম্মান দেখায়নি। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের অনুরূপ পন্থায় ট্যাংকের সামনে চুপচাপ বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনীকে বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। ব্রুনো, অস্ত্রাভা, কার্লোভিভেরী সব শহরেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা মোটামুটি একই রকম। জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ জানিয়ে গেছে, সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনী তাতে নাজেহাল হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত, বিরক্ত হয়ে রাইফেলে হাত দিয়েছে, গুলি চালাবার ভয় দেখিয়েছে। জনতা নির্বিকার চিত্তে রাইফেলের সামনে এগিয়ে গেছে। সোভিয়েট বাহিনী ঘোষণা করেছে—আমরা তোমাদের বন্ধু আমাদের সংগে সহযোগিতা করো। জনতা বিদ্রূপ করে বলেছে, বন্ধুর এমন ছদ্মবেশ কেন, এমন রণসাজ কেন? আলিংগন করতে গেলে যে বেয়নেটের খোঁচায় হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে।

—ভাল লাগছে না। রাসেলকা রেডিও বন্ধ করে দিল। তুমি একটু বিশ্রাম নাও বোন, আমি কিচেনের বাকী কাজগুলি শেষ করে আসি। মিস্টার লেভাচিক হয়তো এখুনি ফিরে আসবেন।

—অনর্থক তোমাদের বিরক্ত করছি। রোজমেরী বিষণ্ন গলায় বললো।

—না বোন। রাসেলকার গলা গম্ভীর।—আমরা দু'জনই বা কতক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারবো জানিনা। শুনছি সোভিয়েট সেনানায়ক মিস্টার ওরলভের হাতে বেসামরিক শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে। তিনি সমস্ত সরকারী অফিস যথারীতি খুলবার আদেশ জারী করবেন। রাশিয়ান সামরিক অফিসারদের তত্ত্বাবধানে চেক কর্মচারীদের কাজ করতে হবে। যারা তাতে আপত্তি করবেন তাদের উপর জোর জবরদস্তি করা হবে। আমার স্বামী তাতে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একমাত্র ভরসার কথা প্রেসিডেন্ট স্ববোদা মস্কো গিয়ে রুশ নেতাদের সংগে আলোচনা করছেন। একটা কোন সমাধানে হয়তো আসা সম্ভব। তবে দুবচেককে যদি ওরা হত্যা করে থাকেন তাহলে আলাপ আলোচনার

কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। রাশিয়ান মনোভাব কঠোর। ইউ. এন. ও. তে ওদের বক্তব্য আজ রেডিও ভ্লাটাভায় প্রচার করা হয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে শাস্তি প্রদান করতে রাশিয়া বদ্ধপরিকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্ববোদার মস্কো ভ্রমণ কোন সুফল আনতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়।

—মিস্টার লেভাচিক ফিরে এলে হয়তো আরও খবর পাওয়া যেতে পারে।

—কিন্তু হঠাৎ যদি কালকের মত ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট অথবা ওল্ডরীক কারাশেক এসে পড়েন। ফ্রান্‌সের সংগে গতকাল আমার দেখা হয়নি। আজ মনে হচ্ছে আমার একটা মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে।

রোজমেরী চুপ করে শুনতে লাগলো।

—যদি পারো ফ্রান্‌স্‌কে তার প্রাপ্যটুকু তুমি দিয়ো বোন। তোমাকে ভালবেসে ফ্রান্‌স্ তোমাকে সম্মানিত করেছে। তোমার গতকালের স্বীকারোক্তি ওঁকে আহত করেছে কিন্তু কাউকে ঈর্ষা করার মত দুর্বল মানসিকতার মানুষ নয় ফ্রান্‌স্।

—আমি জানি রাসেলকা। রোজমেরী বেদনাক্লিষ্ট গলায় বললো।

—তোমার এ আলোচনা ভাল লাগছে না। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি একটুখানি পরেই আসছি।

রাসেলকা কিচেনের দিকে চলে গেল।

রোজমেরী সোফার উপর নিজের শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল। এখনি যদি ফ্রান্‌সের সংগে একবার দেখা হতো – ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিত ও। রাসেলকা যেন ওর চোখ খুলে দিল। ফ্রান্‌সের প্রতি কাল ও অবিচার করেছে। কারাশেক মহৎ প্রাণের মানুষ কিন্তু ফ্রান্‌স্ সত্যনিষ্ঠ। ফ্রান্‌স্ তখনই এগিয়ে যাবে যখন ওর মনের অন্দরে সন্দেহের ছায়াটুকু পর্যন্ত থাকবে না। ফ্রান্‌স্ তখনই কোন মেয়েকে ভালবাসবে যখন নিঃসন্দেহে বুঝবে নিজের অন্তরের স্বর্ণ অর্পণ করার মত কাউকে পাওয়া গেছে। ভালবাসা ফ্রান্‌সের কাছে সম্মানের জিনিষ। রোজমেরীকে ফ্রান্‌স্ যা দিতে চেয়েছে তার তুলনা নেই।

রোজমেরীর চোখে আবার জল এলো। আস্তে আস্তে চোখ মুছে রোজমেরী চোখ বুজে পড়ে রইলো।

হঠাৎ আবার সাইরেন বেজে উঠলো। সংগে সংগে প্রচণ্ড কোলাহল।

জনতা আবার রাস্তায় নেমে আসছে, ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। রোজমেরী চোখ না খুলেই রাসেলকা অথবা মিস্টার লেভাচিকের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

গতকালের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তির ফলেই কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল রোজমেরী। ঘুম ভাঙলো রাসেলকার আহ্বানে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলো মিস্টার লেভাচিকও ফিরে এসেছেন।

—আপনার মাকে বলে এসেছি। লেভাচিক বললেন।—কোন চিন্তা করবেন না, বিকেলে আপনাকে সংগে করে পৌছিয়ে দেব বলে ওঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

॥ ১৫ ॥

স্কোয়ারের জনসমাবেশ থেকে এক নূতন জীবন দর্শন নিয়ে যেন বাসায় ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন লিবিচেক। জনতার প্রাণস্পন্দন থেকে যেন সাহস আর শক্তি সংগ্রহ করেছেন। একঘণ্টা বসেছিলেন ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে। এমন ধ্যানগম্ভীর প্রতিরোধের কথা ক্যাপ্টেন লিবিচেক স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। উনি সৈনিক, যুদ্ধের দামামা বাজলে ওঁর রক্ত ফুটে উঠে কিন্তু অস্ত্রহীন অবস্থায় কেবল অখণ্ড মনোবল নিয়ে ট্যাংকের মুখোমুখি হওয়া এবং হাজার হাজার মানুষের একাত্ম হয়ে প্রতিবাদের শপথবাণী উচ্চারণের মধ্যে যেন এক মহৎ ঐশ্বরিক শক্তি লুকায়িত রয়েছে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক যেন এই প্রথম এমন একটা জিনিষের অস্তিত্ব অনুভব করলেন যার মধ্যে আত্মম্ভরিতার অহমিকা নেই।

বাসায় ফিরে এসে দেখলেন লেনকা তখনও ফেরেনি। একটুও যেন দুশ্চিন্তা হলো না ওঁর, বরং নিজেকে যেন ভারী হালকা মনে হচ্ছে। লেনকা ওঁকে গতকালের খবর চেপে গেছে, সেই মহিলার কাছে লিবিচেক ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। লেনকার মনোভাব বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছেনা ওঁর, লেনকা নিশ্চয়ই ভেবেছে সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর আজকের কার্যকলাপ দেখলে

ওঁর মনে গভীর আঘাত লাগবে, যা ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্যাপ্টেন লিবিচেক সৈনিক, সৈনিকদের ভাবপ্রবণ হলে চলেনা। সৈনিকদের জানা থাকে যে সত্যের চেহারা একটাই। নাজী জার্মানীর সংগে মরণপণ সংগ্রামের ইতিহাস অক্ষয় হয়ে রয়েছে ওঁর মনে—সোভিয়েট সৈন্যের পাশপাশি দাঁড়িয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আজ স্বাধীন, রাশিয়ার সংগে ওর বন্ধুত্ব গভীর কিন্তু তু'জনের অস্তিত্ব সক্রিয়ভাবে স্বতন্ত্র। তু'জনের সমস্যা আলাদা। সমস্যার সমাধানের পথও তাই আলাদা হতে বাধ্য। উনি সমাজতন্ত্রের ভক্ত। সমাজবাদী চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি ওঁর সমর্থন রয়েছে। রাশিয়ানরাও সমাজবাদী বলে, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার স্রষ্টা বলে রাশিয়ার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের কোন ঐক্যমতের সংকট যদি তু'দেশের মধ্যে দেখা দেয়, তার সমাধানের জন্য রাশিয়া সৈন্য পাঠিয়ে চেক জনগণের স্বাধীন মতামতকে অবরুদ্ধ করতে চাইবেন এটা কখনও তাঁর সমর্থন পেতে পারেনা। রাশিয়ার প্রতি ওঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত, কিন্তু সেই আনুগত্য এমন নয় যে ওঁর স্বদেশ আক্রান্ত হলেও ক্যাপ্টেন লিবিচেক শত্রুপক্ষে যোগ দেবেন।

গত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলির কথা উনি একটুও ভোলেননি। ১৯৩৯ থেকেই চেকভূমি হিটলারের অধিকারে। অত্যাচারের খড়্গ চেকভূমিকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। চেক জনসাধারণ সেই দানবীয় শক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি কিন্তু তাঁদের মনোবল তুর্বল হয়ে পড়েনি। ভিতরে ভিতরে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন তাঁরা। প্রতিরোধ বাহিনীর নায়কদের মধ্যে অনেকেই জার্মানদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদেরই একজন আজকের চেকোশ্লোভাকিয়ার লোক-গাথার অন্যতম—জুলিয়াস ফুচিক। যাঁরা জার্মানদের কঠোর হাতকে ফাঁকি দিয়ে শেষপর্যন্ত সংগ্রাম করে জয়ের মুকুট পরিয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে তাঁদের একজন হলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ও ক্যাপ্টেন লিবিচেকের ব্যক্তিগত বন্ধু লুদভিক স্ববোদা।

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে নাৎসী অধিকারের বিরুদ্ধে শ্লোভাকিয়াতে প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে। শ্লোভাকিয়ার উন্নত ধরণের রেলপথ এবং বড় বড় সড়কের সুবিধা নিচ্ছিল হিটলারী সৈন্যরা সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে সৈন্য পাঠাবার জন্য। লুদভিক স্ববোদা তৈরী করলেন গেরিলা বাহিনী মাত্র কয়েকজন অসমসাহসী চেক তরুণকে নিয়ে—তাঁর পরিকল্পনা হলো শ্লোভাকিয়ার পাহাড়

পর্বত থেকে অতর্কিতে নেমে এসে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিতে হবে। গোটা শ্লোভাকিয়া জুড়েই এই অভ্যুত্থান বাহিনী বিস্তারলাভ করলো কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে। জনসাধারণ স্বাধীনতার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে এতে যোগদান করলেন। ঠিক এই সময়েই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন লিবিচেক। গেরিলা বাহিনীর কাছে খবর ছিল সোভিয়েট বাহিনী কার্পেথিয়ান পর্বতমালা অতিক্রম করে ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে পারলেই চেক গরিলা বাহিনী ওদের সংগে মিলিত হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে নাজী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট বাহিনী শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করলো। তারপর সুরু হলো চেক মাটিতে জার্মানদের সঙ্গে মরণ পণ সংগ্রাম। অসংখ্য চেক তরুণ মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে উদ্ধার করার জন্য অকালে প্রাণ দিলেন। লুদভিক স্ববোদার কিন্তু ক্লান্তি নেই। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েও তিনি দু'মাস ধরে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার কঠিনতম কর্তব্যে অটল রইলেন। লিবিচেক তখন তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগী। তারপর সুরু হলো ৬৯৩ নম্বর শৈলশিখরের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম। জার্মান সৈন্যরা গেরিলা বাহিনীর অবস্থান জেনে অতিকায় একটি দানবের জিঘাংসা নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সুরক্ষিত অবস্থানগুলি থেকে গেরিলা বাহিনী শত্রুদের উপর গোলা বর্ষণ করে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে দিল। সেদিনের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার নায়ক জেনারেল স্ববোদা।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক কি কোনদিন ভুলতে পারবেন স্বাধীনতার জন্য চেক তরুণদের সেই নির্ভীক আত্মদান? সোভিয়েট বাহিনীকে অকুণ্ঠ সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়া সেই চেক নাগরিকদের ভূমিকা? গোপন পথ, গুপ্ত ঘাঁটি, শত্রুদের সঠিক অবস্থান সবই ওঁরা সোভিয়েট বাহিনীকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন। কার্পেথিয়ান পর্বতের অপর পারে আর একটি যুবক তখন মুক্তি যোদ্ধাদের ইউনিটগুলিকে সংগঠিত করে জার্মানদের সংগে মরণপণ সংগ্রামে নেমেছিলেন। লিবিচেকের গেরিলা বাহিনীর সদর দপ্তরে সেই অসামান্য সাহসী যুবকের কীর্তিকলাপের কাহিনী ভেসে আসছিল। জেনারেল স্ববোদা শুনে বলেছিলেন—বয়সে নবীন হলে কি হবে এই যুবক একজন পাকা যোদ্ধা। লিবিচেক খবর নিয়ে জেনেছিলেন এই যুবকের নাম আলেকজাণ্ডার দুবচেক—ক্রেচনে তার জন্ম। সেই দুবচেক আজ চেকোশ্লোভাকিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান

সম্পাদক। সেদিনের দুই মুক্তিযোদ্ধা—স্ববোদা আর ডুবচেক আজ চেক রাষ্ট্রের কর্ণধার। এঁদের জনপ্রিয়তার তুলনা নেই।

ক্যাপ্টেন লিবিচেকের বয়স হয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। শারীরিক সুস্থতা নেই, এতদিনের কর্মক্লান্ত শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। রাজনীতির দাবা খেলায় সেদিনকার পুরান সৈনিকদের অনেকেই অংশ নেননি, জেনারেল স্ববোদাও সরে গিয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ আবার খুঁজে আনলেন তাঁকে, আবার তিনি রাজনীতির ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। "Hero of the Soviet Union" আজ মস্কোতে আপন জন্মভূমির জন্য রাশিয়ানদের কাছে দরবার করছেন। উপযাচক হয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে—তাঁর সহকর্মীরা আজ রাশিয়ার হাতে বন্দী। ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাসের কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সেদিনের দুই সহোদর আজ সামান্য কারণে মন কষাকষি করছে। প্রতিরোধের নিয়মকানুন আজ কত বদলে গেছে। সমস্ত চেকবাসী আজ রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীকে অসহযোগিতা দেখাচ্ছে। এই অসহযোগিতা সোভিয়েট বাহিনীকে নাজেহাল করে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক কাল পর্যন্ত কিছু জানতেন না। লেনকা ওঁকে রেডিও শুনতে দেয়নি, রাশিয়ান বাহিনীর চেকোশ্লোভাকিয়া প্রবেশের মধ্যে যে কোন রকম গুরুত্ব থাকতে পারে—তা পর্যন্ত ওর কণ্ঠে ধরা পড়েনি। কাল বারবার দরজার বেল বেজেছে কিন্তু লেনকা দৌড়ে নীচে নেমে গেছে, কোন অতিথি অভ্যাগতকে দেখা করতে দেয়নি ওঁর সঙ্গে। বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মেয়েটা এমন দুশ্চিন্তায় আছে যে সামান্য উত্তেজনার মধ্যেও ওঁকে যেতে দেয়নি। আজ যেন ওঁর চোখ খুলে গেল—মনে হলো এই চেকোশ্লোভাকিয়া নূতন, এই চেকোশ্লোভা-কিয়া অদ্বিতীয়া। কোন বহিরাগতকে এ সহ্য করবে না, কারও প্রভুত্বকে স্বীকার করবেনা, সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও নিজেদের মত করবে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠলো,ক্যাপ্টেন লিবিচেকের এই পদশব্দ চেনা। লেনকা ফিরে আসছে। লিবিচেক সকালে লেনকার রেখে যাওয়া বইটার পাতা উল্টাতে লাগলেন, এমন ভাবে বসলেন যেন এতক্ষণ মৌজ করে নাটকের মধ্যে ডুবে ছিলেন।

লেনকা আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। লিবিচেক ইচ্ছে করে বইয়ের পাতা থেকে চোখ উঠালেন না, যেন তিনি বইয়ের মধ্যেই তন্ময়, লেনকার উপস্থিতি তিনি জানতেই পারেননি।

মিনিটখানেক চুপচাপ কাটলো। লিবিচেক মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছেন। দরজায় দাঁড়ানো লেনকা একটি কথাও বলছে না কেন? ওঁর বেরিয়ে যাবার ব্যাপার কি টের পেয়েছে লেনকা। দেখাই যাক না ও কি বলে। লিবিচেকের মুখের রেখার কোন ভাবান্তর হল না।

—বাবা। লেনকা আস্তে আস্তে ডাকলো।

—তুই এসেছিস? লিবিচেক বইয়ের ওপর থেকে চোখ উঠালেন না। —অনেক বেলা হলো বুঝি?

—তুমি কেমন আছো? লেনকার গলায় উদ্বেগ।

—কেন রে! লিবিচেক যেন ভয়ানক অবাক হয়েছেন, এমনি গলায় বললেন। লেনকার দিকে তাকালেন, মেয়ের মুখ গম্ভীর, চোখের পাতা দু'টি ভারী। মনে মনে প্রমাদ গুণলেন তিনি।

—এমনভাবে বেরিয়ে যাওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে বাবা।

—আর কত আমাকে শাসনে রাখবি মা? লিবিচেক হো হো করে হেসে ফেললেন।—এমন দাপটে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিস যে তার ফলে আজ আর একটু হলেই এক বর্ষিয়সী মহিলার মার খেতে হতো।

—মানে? লেনকা ওঁকে দেখতে লাগলো।

—মানে আর কি। আমি কি জানি রাশিয়ান সৈন্য, সাঁজোয়া গাড়ী আর ট্যাংকে সারা চেকোশ্লোভাকিয়া ছেয়ে গেছে। আমি কি জানি চেকোশ্লোভা-কিয়ায় প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ আশংকা করেই সোভিয়েটকে সামরিক ইউনিট পাঠিয়ে চেক নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হয়েছে আর সারা দেশের অগণিত মানুষের স্বাধীনতার মর্মমূলে আঘাত করতে হয়েছে। আমি কি জানি সারা প্রাগ শহর এর প্রতিবাদে এক মহান ধর্মঘটের আহ্বানে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে ভেঙে পড়েছে। আমি কি এমন বৃদ্ধ, এতই অথর্ব হয়ে পড়েছি যে আমাকে এ সবের কিছুই জানাবার প্রয়োজন মনে করিসনি তুই?

—তোমার স্বাস্থ্যের কারণেই বলিনি। লেনকা তেমনি বেদনাক্লিষ্ট গলায় বললো।—ঐ সব ঘটনা তোমার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলবে, তোমার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।

—এখন কি আমাকে খুব কাহিল মনে হচ্ছে তোর? ক্যাপ্টেন লিবিচেক মেয়েকে যেন চ্যালেঞ্জ করলেন।—এখন ত' আমি সব শুনেছি, সব জানি,

স্কোয়ারের জনতার মাঝে একঘণ্টা কাটিয়েছি। তারপর পরিচিত অপরিচিত লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ঘটনার সবটুকুই জানা হয়ে গেছে আমার। আমি কি খুব ভেংগে পড়েছি?

—তুমি নিশ্চয় আঘাত পেয়েছ বাবা।

—মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছি মা। লিবিচেক বললেন। আমি সৈনিক, আমার দেহের অনেকখানি রক্তই এই দেশের বালিতে মাটিতে মিশে আছে। আমার সহযোগী বন্ধুদের হাড় এখনো মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়নি। রাশিয়ার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদা তাঁর বইতে লিখেছেন —সেদিন রাশিয়া আমাদের পাশে না থাকলে আমাদের জন্য আরও ভয়ংকর দিন হয়তো অপেক্ষা করে থাকতো, অন্যভাবে রচিত হতো চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাস। সত্যি কথা, ওঁদের সাহায্যে নিজেদের রক্তে পরাধীনতার দেনা আমরা শোধ করেছি। স্বাধীনতার চেয়ে মহত্তর সম্পদ আমাদের কাছে আর কিছু নেই। আজ রাশিয়া এসে যদি সেই মহৎ প্রাপ্তিকে ক্ষুন্ন করতে চায়— আমি মর্মান্তিক আঘাত পাবো আর সেই আঘাতের জন্যই আমার মুঠি আরও কঠিন হয়ে রাইফেলের বাটে চেপে বসবে। ওঁদের আমরা ক্ষমা করতে পারবো না, বন্ধু বলেই ক্ষমার আরও অযোগ্য ওঁরা।

—তুমি যে নূতন বাণী শোনাচ্ছ বাবা। সমাজতন্ত্রের সংকট ঘনিয়ে এসেছিল বলেই ওরা এসেছে। আজ যদি পশ্চিম জার্মানী ন্যাটোর সাহায্য নিয়ে চেকভূমি দখল করে নেবার সুযোগ পেতো, কী করতে পারতে তোমরা?

—এতই কি সহজ লেনকা? সারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ ঘুমিয়ে আছে তুই বলতে চাস? আর তাই যদি হতো, যদি অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র চেক-ভূমিকে দখল করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়তো, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতাম। যদি আমরা অপারগ হতাম, রাশিয়ার সাহায্য তখন আমরাই ভিক্ষা করতাম। রাশিয়া কি আমাদের সেই সুযোগ দিতে পারতো না?

—তোমার দেশবাসীরাই যদি সমাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব পোষণ করে? তারাই যদি বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে যোগসাজস করে কম্যুনিষ্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করে? রাষ্ট্রক্ষমতা তারা যদি ছিনিয়ে নিতে চায়?

—অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক যদি সমাজতন্ত্রের উৎখাত কামনা করে?

অধিকাংশ মানুষ কম্যুনিজমের বিরোধী হয়ে উঠে? তাই যদি হয় লেনকা সংগীনের মুখ দিয়ে তুমি কম্যুনিজমকে টিকিয়ে রাখতে পারবে? যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তাকে তুমি দীর্ঘদিনের জন্য জিইয়ে রাখতে পারবে না। গলিত শবের উপর জীবনের ইমারৎ তৈরী করা যাবে না লেনকা।

—তোমার কথা পরিষ্কার বোঝা গেলনা বাবা।

—হয়তো রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর চেকভূমিতে অনুপ্রবেশ সমাজতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারেই প্রয়োজন ছিল। ধরে নাও এটা আমাদের মূল বক্তব্য। সেটা কেমন করে করলে ব্যাপারটা জনসমর্থন পাবে প্রথমেই তা করা উচিত। চেক-সরকার নিজেদের এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। রাশিয়া স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ডুবচেক কর্ণপাত করেননি। অর্থাৎ ডুবচেক রাশিয়ার আতংককে বাহুল্য মনে করেছেন। অথবা ডুবচেক এই সমস্যার মোকাবিলা নিজেই করতে পারবেন এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছিলেন। ধরো, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা আরও শক্তি সঞ্চয় করলো। ডুবচেকের শাসনযন্ত্র টলমল করতে লাগলো। রাশিয়া ঘোষণা করলো ডুবচেক যদি রাশিয়ার সামরিক সাহায্য এবারও গ্রহণ না করে তাহলে ডুবচেককে নয়, চেক সরকারকে নয়, সমাজতন্ত্রকে. রক্ষা করার জন্যই রাশিয়ান বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করবে। তখন সেই কাজের একটা সার্থকতা থাকতো। বুদ্ধিজীবি মানুষরা রাশিয়ার এই কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ দিতেন এবং ডুবচেকের নিন্দাবাদ করতেন। কিন্তু হয়েছে এর ঠিক উল্টো। রাশিয়া চেক সরকারকে যতটুকু সাবধান করেছেন তাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বলে কারও মনে হয়নি। দ্বিতীয়তঃ রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে চেকভূমিতে প্রবেশ করে প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি হিসাবে রাশিয়া যদি চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম, সরকারী সেক্রেটারিয়েট, প্রাগ রেডিও, অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দখল করে স্বাধীন চেক সরকারের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে রাশিয়া কম্যুনিষ্ট বিরোধী আন্দোলন ঠেকাবার জন্যই চেকভূমিতে ঢুকেছে? বরং রাশিয়ান কার্যাবলীর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে এটাই কি প্রমাণিত হবে না যে বর্তমান সোভিয়েট সরকারের চোখে চেক উদারনীতিকরণের কম্যুনিষ্ট নেতারাই সবচেয়ে বড় প্রতিবিপ্লবী? বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই অভিযান নয়, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য চেক জনসাধারণের স্বাধীন মতামত

ও উদ্যমকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা। আমি পুরাতন সৈনিক লেনকা, রাশিয়ান বন্ধুদের কাছে, পুরাতন সহকর্মীদের কাছে আমি এর কৈফিয়ৎ দাবী করবো। ডুবচেককে আজ যদি ওরা ক্ষমতাচ্যুত করে, হাঙ্গেরীর ইমরে নাগির মত যদি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে—তবে বিশ্ববাসীকে আমরা জানিয়ে দেব সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়াতেই কম্যুনিজমকে গলা টিপে হত্যা করা হলো। তার বীভৎস গলিত শব নিয়েই রাশিয়ানরা আজ সমাজবাদে বিশ্বাসী মানুষদের ছলনা করার জন্য ম্যাজিক শো'এর বন্দোবস্ত করেছে।

লেনকা অবাক চোখে ক্যাপ্টেন লিবিচেককে দেখতে লাগলো।

—তোমাকে এতটা সোভিয়েট বিরোধী ভাবতে কষ্ট হচ্ছে বাবা।

—তুমি ভুল করছো লেনকা। আমি সোভিয়েট বিরোধী নই, সামাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন মানুষ সোভিয়েট বিরোধী হতে পারে না। তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন গোত্রহীন মানুষের জীবনের দাবীকে এমন শিল্পজনোচিত মমত্ব দিয়ে কোন রাষ্ট্র কোনদিন দেখেননি। শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণ আজ জীবনের যে অর্থ খুঁজে পেয়েছে সেটা ওই সোভিয়েট ইউনিয়নের কল্যাণে। কিন্তু ভুলচুক কার না হয় লেনকা। চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই ভাবে প্রবেশ রাশিয়ার একটা বিরাট ভুল। সেই ভুলকে আমি স্বীকার করবো না, সেই ভুলের দিকে সোভিয়েট রাশিয়া সমেত সারা পৃথিবীর চোখ ঘুরিয়ে দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি। আমার শুধু ভয় এই একটা ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে, নিজের অবিমৃষ্যকারিতাকে সমর্থন করতে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজের বুকেই ছুরি চালিয়ে না বসে। কম্যুনিজমের জনককেই তার হত্যাকারী বলে ভবিষ্যতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়।

—তুমি এবার একটু বিশ্রাম নাও বাবা। লেনকা মিনতি করলো।—বুঝতে পারছি ভিতরে ভিতরে তুমি উত্তপ্ত হয়ে উঠছো। তোমার মানসিক বেদনা তোমার স্নায়ুতন্ত্রকে পীড়িত করে তুলছে। এটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

—আচ্ছা, তাই হবে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক হাসলেন।

—আরও একটা অনুরোধ করব তোমায়। লেনকা কাছে এসে ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন।—তোমার যদি বেরোতে হয় আমাকে জানাবে বাবা। জানো, তোমাকে সারা রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত আমি খুঁজেছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা। এতটা উতলা হবার কিছু নেই মা। আঘাতে আঘাতে সৈনিকের হৃৎপিণ্ড শক্ত হয়ে যায়—এত সহজে ওটা থামবে না। তুই এবার যা, একটু বিশ্রাম কর।

লেনকা ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

আর একবার নিজেকে পরাজিত মনে হলো লেনকার। ডাক্তারের উপদেশ মত নিজের স্নেহচ্ছায়ায় বাবাকে রেখেছিল ও, যাতে কোন দিক থেকে বাবার কোন অসুবিধে না হয়, যাতে ওঁর মনের উপরে এতটুকু চাপ না পড়ে সেদিকে লেনকার প্রখর নজর ছিল। আজ হঠাৎ ও আবিষ্কার করলো ক্যাপ্টেন লিবিচেক একটা সম্পূর্ণ মানুষ, লেনকার সাহায্য ছাড়াও ওঁর অনায়াসে চলে যাবে। নিজের মন দিয়ে উনি দেখেন লেনকার উপর ওঁর নির্ভরতা কেবলমাত্র বাৎসল্যভিত্তিক। সকাল থেকে আজ দু' দুবার হার স্বীকার করতে হলো ওকে। কারাশেকের ওখানে গিয়েছিল, ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল কারাশেকের জন্য। কারাশেক সাহসী ঠিকই কিন্তু কেমন যেন ছেলেমানুষ—প্রাণবন্যার আবেগে যতদূর যাবে, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে ততটা নয়। ফ্রান্সের ঘরে কারাশেককে দেখে এই প্রথম যেন ওর হঠাৎ মনে হয়েছিল ওর উপর কারাশেকের নির্ভরতা যেন বাস্তব—ওটা কেবল ওকে খুশি করার জন্য, ওকে আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ দেবার জন্য। আসলে কারাশেক স্বয়ংসম্পূর্ণ—লেনকার উপর নির্ভরতার কোন প্রয়োজন নেই। একদিনে যেন কারাশেক অনেকখানি বদলে গেছে—লেনকা ওর মন থেকে একেবারে অপসারিত। রোজমেরীর ছবি ওখানে পত্তনী নিয়েছে, কারাশেক রোজমেরীর স্বপ্নে বিভোর। লেনকাকে ঠিক অবহেলা করেনি কারাশেক কিন্তু লেনকার উদ্বেগ আর ভাবনাচিন্তাকে একটুও সম্মান দেয়নি। কোন ভয়ংকর দিনের অতিনাটকীয়তা দিয়ে রোজমেরী কারাশেককে সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছে। ওখানে লেনকার আর কোন ভূমিকা নেই।

লেনকার চোখে হয়তো অন্তরের বেদনা ফুটে উঠেছিল, ফ্রান্সের তা' চোখে পড়েছে। ফ্রান্স্ যেন বারবার কারাশেকের কাছে অনুনয় জানাচ্ছিল লেনকাকে আরও একটু গভীরভাবে অনুভব করার জন্য। কারাশেক যেন লেনকাকে দেখতেই পায়নি। রাস্তায় নেমে ওরা তিনজন পাশাপাশি হাঁটছিল, ক্যাপ্টেন লিবিচেকের জন্য লেনকার উৎকণ্ঠা ছিল, কারাশেকের জন্য ওর মনের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করছিল কিন্তু কারাশেকের কাছে এই দুটো অনুভূতির একটাও

প্রয়োজনীয় নয়। কারাশেককে নিরন্তর লক্ষ্য করে গেছে লেনকা—কারাশেক অন্যমনস্ক, ওর অবচেতন মন রোজমেরীর সাহচর্য পাবার জন্য উন্মুখ। রোজমেরী সম্পর্কে কারাশেকের উচ্ছ্বাস একটুও বাধা মানেনি। অবাক লাগছিল লেনকার। আর কিছু না হোক, কারাশেকের অন্ততঃ মনে পড়া উচিত ছিল ফ্রান্স্ রোজমেরীকে ভালবাসে। ফ্রান্সের সামনে অমন উচ্ছ্বাস যেন ভদ্রজনোচিত নয়। রোজমেরীও একদিনের সাহচর্যে কারাশেককে মনের অন্দরে আহ্বান জানিয়েছে তাও কি সম্ভব!

একটা রিক্ত, নিঃস্ব মন নিয়ে বাসায় ফিরে এসেছিল লেনকা। কারাশেক যেন ইচ্ছে করেই ওর সংগে আসতে চাইল না। ফ্রান্সের সংগে রোজমেরী কাভানোভার বাসায় যাবার ইচ্ছা ওর মধ্যে অনেক প্রবল—এ'টা অনুভব করেই লেনকা ওকে আর অনুরোধ করেনি। ফ্রান্স্ লেবেনহার্ট যেন সবটাই বুঝতে পেরেছিল। ওর চোখের দৃষ্টিতে গভীর মমতা আর সহানুভূতি ফুটে উঠেছে। কিন্তু কারাশেক ত একটি সম্পূর্ণ মানুষ—ফ্রান্স্ ইংগিতে ওকে মনে করিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ওকে ত আর আদেশ করতে পারে না। লেনকা যেন নিজের সম্পদ হারিয়ে ফেললো।

বাসায় আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। ক্যাপ্টেন লিবিচেক রুগ্ন নন, অথর্ব নন, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়, আপন চিন্তায় অনন্য। এতদিনের একটা মুখোস যেন সরে গেছে। বাবাকে চিনতেও লেনকার কষ্ট হলো। এই মানুষ চিরকালের সৈনিক, এঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রণাংগন। মেয়ের প্রতি বাৎসল্যহেতু হয়তো কয়েকটা দিন একটু ভুলে ছিলেন। আজ জীবনের অন্য প্রান্ত থেকে যখন ডাক এসেছে, এই মানুষের মন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। লেনকা এখন ওঁর অপরিচিত, হয়তো স্বপ্নের পৃথিবীর সামান্য পরিচিতা কোন মেয়ে মাত্র। দু' দণ্ড ওর সংগে আলাপ করা চলে, আদরে আপ্যায়িত করা চলে কিন্তু জীবনের খাতায় ওর নাম লেখা চলে না। সোভিয়েটের প্রতি ক্যাপ্টেন লিবিচেকের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু মোহ নেই। একসংগে দু' পা যাঁরা এগিয়ে যাবেন তাঁরা সকলেই ওঁর বন্ধু কিন্তু রাস্তায় যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় উনি তাদের চিনতে পারবেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ান বন্ধুদের সংগে যখন পা পা করে এগোচ্ছিলেন সেই স্মৃতি ওঁর মনে অম্লান। আজ রাশিয়া যখন খিড়কির গোপন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে বন্ধুত্বের দাবী করছে, রাজ্যপাট দখল করেও বলছে এটা

ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা—ক্যাপ্টেন লিবিচেক তখন এই সহযোগিতার কানা-কড়িও মূল্য দিতে রাজী নন। সদর দরজা দিয়ে এলে যাকে আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত করে দিতেন, পিছনের দরজা দিয়ে সেই মানুষেরই অনধিকার প্রবেশকে ক্ষমার চোখে দেখার মত হৃদয়দৌর্বল্য লিবিচেকের নেই।

লেনকার দু' চোখের মধ্যে কেমন যেন একটা জ্বালা ধরলো। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের এই আত্মদর্শন অসাধারণ, গুন্ডরীক কারাশেকের আত্মাবলুপ্তিও অকল্পনীয়। একই দিনে, প্রায় একই মুহূর্তে লিবিচেক ও কারাশেক, বাবা ও ভবিষ্যৎ স্বামী দু'জনকেই যেন লেনকা রিগেনোভা হারিয়ে ফেললো।

এর পর আর কি করার আছে? এর জন্য কারা দায়ী? লেনকা কখনো স্বাদেশিকতায় আত্মোৎসর্গ করার কল্পনা করেনি। অন্যান্য পাঁচটা সাধারণ চাকুরীজীবি মেয়ের মত লেনকা সাধারণ, সাদা-মাটা। উপক্রুত না হলে ওদের প্রাত্যহিক রুটিনের অদল বদল হয় না। সামান্য কাজ, বাবার পরিচর্যা কারখানার চাকরি, কাফে অথবা রেঁস্তোরার সান্ধ্য মজলিশ—আর নিজের শান্ত, নম্র, কোমল মধুর মনকে অন্য একজনের কাছে, একজন প্রেমের মানুষের কাছে, নির্দ্বিধায় সমর্পণ—এর বেশি লেনকার মত মেয়েরা ভাবেনা। দেশের বিপদ যদি আসে, স্বাধীনতা যদি কোন পাশব শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হয়, তখনই ওরা নিঃসংকোচে এগিয়ে আসে, নিঃস্বার্থভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশসেবায়। ওদের কথা কারও মনে পড়েনা, ওদের নীরব আত্মত্যাগ কারও চোখে পড়েনা।

লেনকাও কি অবহ্বান শুনতে পাচ্ছে?

নিজের ঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল ও। সাধারণভাবে সাজান গোছান ঘর, কোন বিশেষত্ব নেই। লেনকা যেন আর আকর্ষণ বোধ করছে না এই ঘরের। আজ যেন সব ছেড়ে ও একাকী বেরিয়ে যেতে পারে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক ওর অভাব অনুভব করবে না, গুন্ডরীক কারাশেক ওর বিরহে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। কারাশেকের চোখে লেনকা ভীরু, লেনকা সাধারণ, লেনকার কোন বিশেষত্ব নেই। কারাশেক এখন রোজমেরীর ভাবনায় তন্ময়।

রোজমেরীর প্রতি কি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছে লেনকা? না, অতটা ছোট নয় ওর মন। রোজমেরীকে ভালভাবেই জানে লেনকা। রোজী যদি কারাশেককে ভালবাসতে চায় লেনকা কেন বাধা দিতে যাবে। ওর জ্বালা নিজের পরাজয়ে, চোখ তুলে পৃথিবীর দিকে না তাকানোর জন্য। কারাশেক হয়তো ভুল করেনি—

লেনকার প্রতি ওর আকর্ষণ হয়তো নেহাৎ সাময়িক; একেবারে ক্ষণজীবি। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের কিছুকালের সুপ্তিমগ্নতা ওকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল, সেই পরম সত্যটুকু বিস্মৃত হয়ে লেনকা কেন নিজেকে এমন অপরিহার্য মনে করলো—এই ভাবনাটাই ওকে এখন লজ্জা দিচ্ছে।

সেদিন রাত্রে কারাশেককে কাফেতে একা ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাসার দিকে দৌড়েছিল লেনকা। ওর মত অনেকেই দৌড়াচ্ছিল, কারও যেন কোনদিকে নজর দেবার অবকাশ ছিলনা। বাসায় এসে দেখলো লিবিচেক নিশ্চিন্ত মনে পাইপ টানছেন। লেনকা নিশ্চিন্ত হলো বাবার কাছে খবরটা পৌঁছেনি বলে। বাবা ওকে দেখে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—বাইরে এত হল্লা কিসের? লেনকা একটা মনগড়া জবাব দিয়েছিল। লিবিচেক একটু পরেই ডিনার সেরে শুয়ে পড়লেন। লেনকা সমস্ত রাত ঘরের মধ্যে পায়চারী করেছে। আগামী কাল সকালে ত বাবাকে খবরটা দিতে হবে। রাশিয়ান বাহিনীর কীর্তিকলাপ শুনলে বাবা যে ভয়ানক আহত হবেন তাতে লেনকার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। আরও বেশি ভাবনা হচ্ছিল কারাশেকের জন্য। কারাশেক কি বাসায় ফিরবে? না অন্যান্য অনেকের মত সোভিয়েট বাহিনীকে প্রতিরোধের সংকল্পে সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কারাশেকের পক্ষে তাই সম্ভব। যদি কোন কিছু হয় কারাশেকের লেনকা কি করবে? কান্নায় দু'চোখ ভরে উঠলো লেনকার। সারারাত ভাবনাচিন্তায় অস্থির হয়ে ঘুমুতে পারলো না একটুও। সকালবেলা বাবাকে কোন রকমে বুঝিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। অবাক হচ্ছিল ওর এমন আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা দেখে। দলে দলে নরনারী যখন জাতীয় পতাকা হাতে, ট্রাকে, গাড়ীতে করে সোভিয়েট বাহিনীর প্রতি নিজেদের অসন্তোষের কথা শোনাচ্ছিল, লেনকা তখন সেই ভিড়ের মধ্যে সন্ধান করছিল একটি মাত্র মুখের। সেই মুখ ওর স্বপ্নের, ওর জীবনের একমাত্র পুরুষ ওল্ডরীক কারাশেকের। কারাশেককে খুঁজে পায়নি লেনকা। ও কি জানতো রোজমেরী কাভানোভার সংগে কারাশেক তখন প্রাগ রেডিও স্টেশনের সামনে সোভিয়েট বাহিনীর সংগে খণ্ডযুদ্ধে মেতেছে? দেখা হলো ফ্রান্‌স্ সেবেনহার্টের সংগে—ফ্রান্‌স্ মূর্ছিত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গিয়েছিল। লেনকা ওকে সুস্থ করে ওর বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ফ্রনেসের সংগেও বেশিক্ষণ কাটাতে পারেনি লেনকা—ওর সারা মন তখন কারাশেকের ভাবনায় অস্থির। ওকি তখনও জানতো কারাশেক সেই

মুহূর্তে ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রোজমেরী কাভানোভাকে ভালবাসতে সুরু করে দিয়েছে ?

সমস্ত ভাবনাটাই কেমন অর্থহীন প্রলাপের মত মনে হচ্ছে লেনকার। আজ সারাদিন ধর্মঘট গেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা মানুষও ঘরের মধ্যে বসে নেই। লেনকারও বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আজ আর কারও সন্ধানে নয়, কোন ব্যক্তিগত কারণে নয়। ওর মনের সব বাসনা কামনা যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। লেনকার প্রতিরোধ অর্থহীন নয়, লেনকা উৎসর্গীকৃত প্রাণের তাগিদে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুবচেক যদি বলেন এই আক্রমণ ওর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি, লেনকাও ভাবতে পারে এই আক্রমণ যদি কারও মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে সে লেনকা রিণেনোভার।

॥ ১৬ ॥

—চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের বৈঠক বসেছে। উপস্থিত সদস্য সংখ্যা নাকি বারশ'র উপর। গত কাল এগার'শ উননব্বই জনের সই করা একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে আলেকজাণ্ডার দুবচেকের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে দুবচেকের উদারকরণ-নীতির প্রতি পার্টি কংগ্রেসের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। অন্য কোন বিকল্প সরকার গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস উপলব্ধি করছে না। জনগণকে শান্ত সংযত থেকে সোভিয়েট বাহিনীকে প্রতিরোধ করার আবেদন জানান হয়েছে। আলেকজাণ্ডার দুবচেকের মত শোধনবাদী নেতার প্রতি আপনাদের এই অপরিসীম শ্রদ্ধা আর অহেতুক আনুগত্য আমাদের ব্যথিত করে তুলেছে। মিত্র বাহিনী চেকোশ্লাভাকিয়া দখল করলে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের স্বাগত জানাবে—এমন ধারণা আমাদের ছিল। পরিস্থিতির বর্তমান চেহারা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আমার ধারণা ছিল চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির একটা বড় অংশ মিত্র বাহিনীর এই সশস্ত্র অনুপ্রবেশকে সমর্থন করার জন্য

এগিয়ে আসবেন এবং সোভিয়েট সেনাবাহিনীর পাশে পাশে থেকে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের হাত থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করার এক গৌরবান্বিত দায়িত্বকে নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার জন্য সোভিয়েট সরকারের প্রশংসা করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটছে তার উল্টো। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সভ্য, চেক সরকারের পদস্থ অফিসার, পুলিশ বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী, অবসর-প্রাপ্ত সৈনিক, অগণিত তরুণ-তরুণীর ভিড়ে মিশে গিয়ে সোভিয়েট বাহিনীর মুণ্ডপাত করছেন। তাদের কাছ থেকে অন্ততঃ এই ব্যবহার আশা করা যায়নি। তরুণ-তরুণীদের প্রতিরোধকে আমাদের ভয় নেই, আমরা জানি ওদের উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যারা স্থির মস্তিষ্কে ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারায়, পরিকল্পিত রীতিতে সোভিয়েট বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর—তাদের আন্দোলনকে দমন করা কষ্টসাধ্য হবে। গত কাল থেকে অনেককেই আমাদের গ্রেপ্তার করতে হয়েছে কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তাঁদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট চেক নাগরিক রয়েছেন যাঁদের প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত করা মুস্কিল। আসলে সোভিয়েট নীতিকে সমর্থন করতে না পারার জন্যই, চেক উদারনৈতিক সমাজ-বাদকে সমর্থন করার জন্যই তাঁরা নিজেদের সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁদের প্ররোচনায় এগিয়ে এসেছে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, দোকানদার। সোভিয়েট বিরোধী শ্লোগানে সকলেরই সমান উৎসাহ।

আসল চক্রান্তকারীদের অনেকেই এ সুযোগে গা ঢাকা দিয়েছেন। ওদের আড্ডা এবং অফিস খানাতল্লাসী করে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তেমন পাইনি, পালের গোদাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারিনি। ওরা ছত্রভংগ হয়েছে সত্যিই, চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাব্য পরিকল্পনা হয়তো পিছিয়ে গেছে কিন্তু ওদের সাংগঠনিক ক্ষতি তেমন হয়নি। বরং জনসাধারণকে সোভিয়েট বিরোধী উস্কানিতে ক্রুদ্ধ করে তোলার স্বর্ণ সুযোগ ওদের হাতে এসে গেছে। এই উস্কানিকে পরে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ওঁরা এখন থেকে নিতে পারছেন। যে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক গত কয়েকমাসে প্রাগে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন, রুজান বিমান বন্দরে রাশিয়ান সৈন্যদের অবতরণের সংবাদ পেয়েই রাত্রের অন্ধকারে সীমান্ত অতিক্রম করে অস্ট্রিয়া অথবা পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছেন। বিদেশীদের সংগে চক্রান্তে অংশগ্রহণকারী বহু গণ্যমান্য চেক নাগরিকও ২০শে আগস্টের রাত্রি

থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। হয় ওঁরা দেশের অভ্যন্তরে ওঁদের গোপন কোন গুপ্তকেন্দ্রে আত্মগোপন করে আছেন, অথবা পশ্চিম জার্মানীতে সরে পড়েছেন। রাশিয়ান সৈন্যদের তাই এমন লোকের সংগে মুখোমুখি বাকবিতণ্ডায় অংশ নিতে হচ্ছে যারা প্রকৃত প্রস্তাবে কম্যুনিষ্ট এবং চেক স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী।

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চুপ করলেন নোভিস্লাভ সিতেনস্কি। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিকল্প কোন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এবং ডুবচেকের প্রভাব থেকে চেক নাগরিকদের মুক্ত করতে পারা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখার জন্য সিতেনস্কিকে অনুরোধ করেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত স্টেপান সেরভোনেঙ্কো। সিতেনস্কি জুনিয়ার অফিসার, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই মিস্টার সেরভোনেঙ্কোর কাছে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। গতকাল ও আজ সকালের অক্লান্ত চেষ্টায় মাত্র কয়েকজন রুশীয় সমর্থক চেক নাগরিককে তিনি যোগাড় করতে পেরেছেন। বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতাদের মধ্যে আছেন মাত্র তিনজন— কোল্ডার, বিলাক আর ইন্দ্রা। আর আছেন নভোৎনি সমর্থক কম্যুনিষ্ট বলে প্রচারিত হ্যানসক ওয়েভার, এডওয়ার্ড চুপাক, জেমস গ্রসমান, পাভেল হ্রিম্যান ও লুডোভিট রেজনি। নভোৎনির আমলে এঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডুবচেকের ক্ষমতায় আসার পর এঁরা রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। সোভিয়েট আক্রমণ ওদের খুবই আশান্বিত করে তুলেছে। ডুবচেকের পতন হলে সোভিয়েট সাহায্যে ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

—একটু চেষ্টা করলে আমরা হয়তো জনসমর্থন লাভ করতে পারবো। হ্যানসক ওয়েভার বললেন। তাছাড়া আমার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই ভাবপ্রবণতার মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। আপনারা যদি আর একটু শক্ত হাতে হাল ধরেন অবস্থা আমাদের আয়ত্বে আসবে।

—আপনি উদ্ভট ধারণা পোষণ করছেন। সিতেনস্কি পায়চারী করছিলেন, মিষ্টার ওয়েভারের কথা শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। আপনারা জানেন চেক নাগরিকদের উপর কোন রকম জোর জবরদস্থি করার হুকুম আমাদের দেওয়া হয়নি। তাছাড়া অন্যভাবেও আমরা চেষ্টা করেছি। যাঁদের গ্রেপ্তার করেছি সর্তাধীনে তাঁদের মুক্তি দেব এমন আশ্বাস দেওয়া সত্বেও তাঁরা মুক্তির সর্ত মানতে রাজী হননি। একমাত্র সর্ত ছিল ডুবচেককে অপসারিত করে বিকল্প সরকার

গঠনে তাঁরা সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওরলভকে সাহায্য করবেন।

—ওরা হয়তো প্রতিবিপ্লবী। এড্‌ওয়ার্ড চুপাক সাগ্রহে বললেন।—প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত চুরমার হয়ে যাবে বলেই বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠায় ওদের এমন আপত্তি।

—না। ওরা যে প্রতিবিপ্লবী এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আজ সকালে জিরি বেনেস নামে বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারীকে আমরা প্রশ্ন করতে থাকি। ক্লাব ২৩১ এর অফিসে সার্চ করে কিছু কাগজপত্রে বেনেসের নাম দেখতে পেয়ে প্রতিবিপ্লীদের সঙ্গে ওঁর যোগসাজস আছে এই সন্দেহে ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেনেস দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। উনি বলেছেন ডুবচেক সরকারের নির্দেশক্রমে ক্লাব ২৩১ এর কার্যাবলীর উপর নজর রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উনি। ক্লাবের কর্তৃপক্ষ বেনেসের মতলব ধরতে পেরে পলায়নের সময় এমন ব্যবস্থা করে যায় যে বেনেসের উপরই আমাদের সন্দেহ হয়। এর ফলে বেনেসকে গ্রেপ্তার করা হলো আর তারই ফাঁকে ক্লাব ২৩১ এর কর্মকর্তারা গা ঢাকা দেবার সুযোগ পেলেন। পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি বেনেসের কথা মিথ্যা নয়। ওঁকে ধরে রাখার আর কোন সংগত যুক্তি আমাদের নেই।

—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিকল্প সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হলে চেক নাগরিকরা সেটা স্বীকার করে নেবে। লুডোভিট রেজনি বললেন।—আলেকজাণ্ডার ডুবচেক যে কম্যুনিজমের শত্রু তাঁর রচিত উদারনৈতিক সমাজবাদ যে প্রকৃত পক্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই আর একটি সংস্করণ মাত্র চেক জনগণকে এ' কথা বোঝান হয়তো কষ্টকর হবে না।

—আপনারা বরং তাই করার চেষ্টা করুন। সিতেনস্কি হাসলেন।—ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে দল বেঁধে চলে যান। বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপন করে জনসাধারণের মনোভাব জেনে নিন। প্রয়োজন হলে সমর্থনকারীদের নামের একটা তালিকাও তৈরী করবেন।

—বর্তমান অবস্থায় সেটা কি সুবিবেচনার কাজ হবে? জেমস গ্রসমান দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন।

—অর্থাৎ ভয় পাচ্ছেন। সিতেনস্কি আবার হাসলেন। ভয় না পাবার

কোন কারণ নেই। জনসাধারণ আপনাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে না। গতকাল আপনাদের কথা শুনে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু জনগণ সে প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে। মিষ্টার কোল্ডার, বিলাক আর ইন্দ্রা সোভিয়েট এ্যামবাসীতে এসে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার আলাপ আলোচনা করছেন—এ' খবর জনসাধারণের মধ্যে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ওঁদের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে। ওঁদের বাসায় সোভিয়েট সামরিক প্রহরী মোতায়েন করতে হয়েছে। আপনাদের অনেকের উপস্থিতি সম্পর্কেই চেক জনগণ অনবহিত—তাই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

কোল্ডার, বিলাক আর ইন্দ্রা একটি কথারও জবাব দেননি, আলোচনায় কোন অংশ নেননি। ওঁরা জানেন চেক জনগণের কেমন ধারণা হয়ে গেছে সোভিয়েট বাহিনীকে চেক ভূমিতে আহ্বান করার পিছনে ওঁদের হাত আছে। সোভিয়েট সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই আমন্ত্রণের কথা আছে, ইউ, এন, ও, এতে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিষ্টার জেকভ মালিকও অনুরূপ কথা বলেছেন। গতকাল সোভিয়েট এ্যামবাসীতে আসার ঘটনা থেকেই এই গুজব শোনা যায়। তাছাড়া ওঁদের দুবচেক বিরোধীতার কথাও সর্বজনবিদিত। ২০শে আগস্টের রাত্রে সোভিয়েট বাহিনীর চেকভূমিতে প্রবেশের সংবাদ শুনে যখন কম্যুনিষ্ট প্রেসিডিয়ামের সব সদস্যদের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তখন ওঁদের অবাক হতে দেখা যায়নি এমন কথাও জনতার মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে ওঁরা উপস্থিত হবার সাহস পাননি। সোভিয়েট দূতাবাসে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া ওঁদের উপায় নেই। মিস্টার সিভেনস্কি ঠিকই বলেছেন—চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিকল্প সরকার গঠনের কোন সম্ভাবনাই নেই।

—অন্য একটা সম্ভাবনার কথা আপনাদের মনে আসা উচিত। জেমস্ গ্রসম্যান বললেন। চেকোশ্লোভাকিয়া এখন রাশিয়ার অধিকারে। দুবচেক এবং উদারনীতিক সমাজবাদের সমর্থকগণ এখন সোভিয়েট বাহিনীর হাতে বন্দী। জনগণের উপর ওঁদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে আসতে বাধ্য। সোভিয়েট বিরোধীতার পিছনে নীতিগত কোন প্রশ্ন নেই। কাজেই যদি বিকল্প সরকার গঠিত হয়েছে ঘোষণা করা হয়—তেমন অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে মনে হয় না।

সিভেনস্কি আবার পায়চারী করতে লাগলেন। ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা

এখনই সম্ভব নয়। চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টি হয়তো রাশিয়ান নীতিকে সমর্থন করতে বাধ্য হবে। হয়তো আজকের সশস্ত্র অভিযানের অনিবার্য ফল হিসাবে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরবে। সেই ভাঙনের সুযোগ ওঁরা পাবেন। সিতেনস্কি গত তিনদিনের চেক পরিস্থিতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেছেন। চেক নাগরিকরা যার সর্বাপেক্ষা মূল্য দিয়েছেন তা হলো রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা। কোন জাগ্রত দেশের সমাজ মানসে স্বাধীনতার মত মহার্ঘ বস্তু আর কিছু নেই। সোভিয়েট অভিযান সেই মহৎ মনোবৃত্তিতে অজ্ঞাতে আঘাত হেনেছে! প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন দমন করা দরকার, সোভিয়েটবিরোধী পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা প্রয়োজন, সমাজতন্ত্র বিরোধী দলগুলির শক্তি হ্রাস করারও প্রয়োজন আছে কিন্তু মিত্রবাহিনীর ব্যবস্থাকে চেক জনগণ সমাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। ডুবচেকের ঘোষিত নীতির সংগে সিতেনস্কির মতের মিল নেই, তিনি জানেন ডুবচেকনীতির অন্তঃসারশূন্যতা অল্পদিনেই ধরা পড়বে। ডাঃ ওটাসিকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যেও সংগতির অভাব আছে—চেক অর্থনীতিকে তা উন্নতির দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। কোন কোন আপাতঃ সুযোগ সুবিধার জন্যই জনগণ ডুবচেক নীতিকে সমর্থন করছে, আসলে ওর মধ্যে তেমন কোন বস্তু নেই। ডুবচেকপন্থীরা কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে রক্ষণশীল ও সোভিয়েট মনোভাবাপন্ন যে সব কর্মীকে অপসারিত করেছেন এই অভিযানের ফলে তাঁরা আবার পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকায় ফিরে আসতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন। তখন পার্টির ভিতর এবং বাইরে থেকে চাপ অব্যাহত রাখতে পারলে ডুবচেকের মনোবল ভেঙে পড়বে অথবা ডুবচেক সমর্থকরা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। তখন বিকল্প সরকার গঠিত হবার সুবিধে হবে। তাছাড়া নভোৎনি গোষ্ঠির পার্টির নেতৃত্ব ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই—সোভিয়েট সরকারও তা চাননা। নভোৎনির দোষ অনেক—তিনি পুরা শাসনযন্ত্রটাকেই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এনে ফেলেছেন। তিনি স্টালিনের যোগ্য শিষ্যের মতই দেশ শাসন করছিলেন। জেনারেল ওরলভ ও সেরভোকৎস্কিকে তিনি এই কথা গতকাল জানিয়েছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিকল্প সরকার পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে বরং কম্যুনিস্ট পার্টির ডুবচেক বিরোধী গোষ্ঠিকে শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

—আমি উচ্চপদস্থ সহযোগীদের সংগে আলাপ করব। আপনাদের সহযোগিতা

পাওয়া যাবে এটা আমাদের জানা রইল। আগামী কাল ঘটনা প্রবাহ কোনদিকে মোড় নেয় তা' লক্ষ্য করতে হবে। প্রেসিডেন্ট স্ববোদা মস্কো গেছেন। সেখানে ক্রেমলিনের নেতাদের সংগে আলাপ আলোচনা নিশ্চয়ই করবেন। আমরাও মস্কোর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি। যদি এমন নির্দেশ আসে যে ডুবচেক-সার্ণিক মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা হলো এবং অবিলম্বে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, আপনাদের সংগে যোগাযোগ করব। আমাদের সংগে সহযোগিতা করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ওয়ারস সন্ধিভুক্ত মিত্র দেশগুলির অভিনন্দন আপনারা গ্রহণ করুন।

ওঁরা একে একে বেরিয়ে সোভিয়েট সামরিক বিভাগের গাড়ীতে উঠে পড়লেন। বাইরে জনতা অধীরতাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে—স্বাধীন প্রাগ রেডিও ইতিমধ্যে ঘোষণাও করে দিয়েছে—বিকল্প সরকার গঠনের সোভিয়েট পরিকল্পনার কথা। ওঁদের সকলকেই সাবধানে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরতে হবে। সোভিয়েট দূতাবাসে ওদের দলবদ্ধভাবে উপস্থিতি অনেকের মধ্যেই সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। অবস্থা যে রকম দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ব্যক্তিগত বিপদ আসার সম্ভাবনা অনেক।

ওঁরা বিদায় নেবার পরও সিতেনস্কি চুপ করে বসতে পারলেন না। আরও অনেক সমস্যা, অনেক জটিল অবস্থার সমাধান করতে হবে। গতকাল কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রেসিডিয়ামের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে সংগে করে ডাঃ চেষ্টমীর সিজার রুশ এ্যামবাসীতে আলাপ আলোচনার জন্য এসেছিলেন। মস্কো থেকে আদেশ এসেছিল যে ডাঃ সিজার ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হোক। সিজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি রহস্যজনক ভাবে পলায়ন করেছেন। এতে এ্যামবাসীর অফিসার এবং কর্মীদের কর্তব্য কর্মে অবহেলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিতেনস্কিকেও ব্যক্তিগতভাবে এ'জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। সিজার প্রাগ শহরের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন। আজই কোন গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রাগবাসীদের প্রতি উনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সিজার বলেছেন—"I am ready to fulfil any task. On August 21 I was arrested but succeded in escaping. I am now under the protection of Czechoslovak patriots and communists. I hope I will be able to participate in the work

of the new central committee." সিজারের পলায়ন সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষ্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ঘটনা। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাগের অগণিত মানুষের মধ্যে তিনি যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছেন। ডাঃ সিজারের পলায়নের ব্যাপারে সিতেনস্কি নিজেই যেন দায়ী এমন একটা ভাবনা ওঁর মনের উপর চেপে বসেছে।

উদারনীতিক আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে অবশ্যই সময় লাগবে। অসুবিধে হচ্ছে যে উদারনীতিকরণের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলা সম্ভব নয়। মার্ক্সীয় দর্শনের ভূমিকায় অবশ্য এ' ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন স্থান নেই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন যেখানে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকেই শোধনবাদ আখ্যা দিয়ে নিন্দা আর ধিক্কারের জিগীর তুলেছে, সেখানে নীতিগত তর্কাতর্কির ঝড়ো হাওয়ার আমদানী করে সমাজবাদী মনোভাবকে সুদৃঢ় করা যাবে না, বরং বিশ্বের সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ আরও প্রকট হয়ে উঠবে। কাজেই উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রমাণ করার ভার চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। তারই একটা পথ আবিষ্কারের উপায় ভাবতে লাগলেন সিতেনস্কি।

বেয়ারা এসে একখানা কার্ড পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। সিতেনস্কি দেখলেন অধ্যাপক ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট দেখা করতে এসেছে। মনে মনে খুশি হলেন সিতেনস্কি। অনেকদিন দেখা হয়নি ফ্রান্‌সের সংগে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিও বোধ করলেন। এই গোলমালের মধ্যে ফ্রান্‌স্ না এলে পারতো। সিতেনস্কি খবর রাখেন ফ্রান্‌স্ ডাঃ ওটাসিকের সহকর্মী, উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো রচনার মধ্যে ফ্রান্‌সেরও কিছু অবদান রয়েছে। ডাঃ ওটাসিক এখন রুমানিয়ায়—সোভিয়েট ইউনিয়নের চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কে রুমানিয়ার সংগে আলাপ আলোচনা করছেন। রুমানিয়ার সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্যদের প্রাচুর্য রুমানিয়াকে সন্ত্রস্থ করে তুলেছে। সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের উলংগ প্রকাশ বলে বর্ণনা করতেও ছাড়েনি। ফ্রান্‌স্‌ও যে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করবে—এতে সন্দেহ নেই। সিতেনস্কি নিজেকে প্রস্তুত করলেন। ফ্রান্‌সের সংগে আজ অন্ততঃ কোন রকম যুক্তিতর্কের মধ্যে উনি নামবেন না। ফ্রান্‌সের সংগে নেহাৎ পুরাতন বন্ধুসুলভ সম্প্রীতি নিয়েই আলাপ করবেন। ফ্রান্‌স্‌কে নিয়ে আসার জন্য বেয়ারাকে হুকুম করলেন।

ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্ট এলো। ওকে বড় বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে। ওর সারা মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, দু'চোখে ক্লান্তির আভাষ।

—আরে ফ্রান্‌স্। এসো এসো। সিতেনস্কি এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন। —তোমাকে একটু যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে।

—অসুখটা সারা দেশের ভাই। ফ্রান্‌স্ হাসতে চাইল। আমার দেহে মনে তার একটু ছোঁয়াচ লাগবে বৈকি। তুমি ভারী ব্যস্ত জানি, তবু এ'সময় তোমাকে একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

—আরে ব্যস্ততার কথা ছেড়ে দাও। বসো তুমি। সিতেনস্কি ফ্রান্‌স্‌কে বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন। দোহাই তোমার, চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে আজ আমাকে কোন প্রশ্ন করোনা। আমি জবাব দিতে পারবো না, জবাব দেবার অধিকারও আমার নেই। তবে তোমার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা একশবার শুনবো এবং তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করব।

—ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমি তোমার কাছে কোনদিন আসিনি সিতেনস্কি। ফ্রান্‌স্ গম্ভীর গলায় বললো। আমাদের দেশে তোমাদের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির তাৎপর্য তোমরা অনেকবার বলেছ, সারা পৃথিবীকে জানিয়েছ। প্রকাশিত বিবৃতির বাইরে যদি অন্য কোন কারণ থাকেও, সেটা তোমার কাছ থেকে নিশ্চয় জানা যাবে না। আমি সে প্রশ্ন তুলবো না। আমার মনোবেদনার অংশ নিতেও তোমাকে বলবো না। তোমরা ব্যাপক হারে ধরপাকড় করছো মনগড়া কারণে। দুমাস কি তিনমাস আগে কোন সাময়িক পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য, অথবা উদারনীতিকরণের সমর্থনে কোন বিবৃতি প্রকাশের জন্য আজ তোমাদের অনেককে বন্দীত্ব বরণ করতে হচ্ছে। আমিও গত দুদিন ধরে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তোমাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির শিকার এখনও পর্যন্ত হইনি কেন জানিনা। 'সমাজতন্ত্রবিরোধী' এবং 'সোভিয়েট বিরোধী' কথা দুটিকে তোমরা সমার্থকভাবে প্রচার করেছ। তবু জানি, অন্ততঃ তোমার কাছে আজ এ'সব কথা বলার কোন অর্থ নেই। আমার একটু উপকার করবে সিতেনস্কি?

—এমন করে বলছো কেন? আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে নিশ্চয় করবো।

—জিরি বেনেস নামে একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে তোমরা গ্রেপ্তার করেছ। আমি ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে জানি। তোমরা কি তাঁকে প্রতিবিপ্লবীদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছ?

—এমন কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সিতেনস্কি আস্তে আস্তে বললেন।—ঘটনাচক্রে জিরি বেনেসকে প্রশ্ন করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। বেনেসের মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারিনি। আজ চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করার মধ্যে তোমরা আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছ—আমাদের কোন উত্তরই হয়তো তোমাদের পছন্দ হয়নি, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের কথা তোমরা মানতে চাও না কিন্তু একটা জিনিষ বোধ হয় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারো যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের শত্রু নন। জিরি বেনেস সম্পর্কে অভিযোগের কোন প্রমাণ যদি আমরা না পাই—তাকে আমরা ধরে রাখবো না।

—আলেকজাণ্ডার ডুবচেক অথবা সার্ণিক স্মৃরকোভস্কি এঁদের বিরুদ্ধে বুঝি তোমাদের হাতে রাশি রাশি প্রমাণপত্র আছে? প্রতিবিপ্লবীর সংগে হাত মিলিয়ে স্বদেশ এবং সমাজতন্ত্র দুটোই এঁরা বিকিয়ে দিচ্ছিলেন এমন প্রমাণ পেয়েই বুঝি এঁদের গ্রেপ্তার করেছ?

—মাফ করো ফ্রান্‌স্। এ' প্রশ্নের জবাব দিতে আমি অপারগ।

—আমিও মাফ চাইছি। ফ্রান্‌স্ বললো—উত্তেজনার বশে নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্নটা তোমাকে করে ফেলেছি। তাহলে মিস্টার জিরি বেনেস কি ছাড়া পাবেন? ওঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়েছেন।

—জেনারেল ওরলভ এখুনি আসবেন। তাঁর সংগে আলাপ করে আমি মিস্টার বেনেসের মুক্তির ব্যবস্থা করব ফ্রান্‌স্। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি ওঁর বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ আমাদের হাতে না আসে।

—তোমার কি মনে হয় আমিও প্রতিবিপ্লবী, সিতেনস্কি?

—দয়া করে এ' ধরণের প্রশ্ন করোনা ফ্রান্‌স্। সিতেনস্কি অনুরোধ করলো।

—নিজের মনের ব্যথাকে চেপে রাখতে পারছিনে। ফ্রান্‌স্ আহত গলায় বললো।—আমাদের যত অপরাধই থাকুক আমাদের সরকার প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন দমনে যতই গাফিলতি দেখান, আমাদের উদারনৈতিক সমাজবাদের পরিকল্পনায় যতই গলদ থাকুক, এ্যাকশন প্রোগ্রাম রূপায়ণে আমরা সমাজতন্ত্র বিরোধীদের যতই সুবিধা করে দিই—তবু আমাদের এটুকু জানার অধিকার নিশ্চয় ছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন জোর করে আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা থামিয়ে দিতে চান। কম্যুনিষ্ট হিসাবে আমরা অন্ততঃ দাবী করতে পারি যে

আমাদের ভুলচুক সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। অন্ধকারে মার খেয়ে সে মার হজম করতে আমাদের জাতীয় চেতনা অপমানিত হচ্ছে।

—তোমাদের বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ওয়ারশ শক্তিবর্গের খোলা চিঠির কোন মূল্য তোমরা দাওনি। সিতেনস্কিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হলো।—আজ এ' সব আলোচনা বরং থাক ফ্রান্‌স্। আমি যা বলি সেটা তোমার পছন্দ হবে না, তোমার মনের ব্যথা আমার কথায় আরও বাড়বে। তোমার মনোভাবকে আমি আহত করতে চাইনা, তোমার বিচারবুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আজ না হয় কাল, আমরা তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাব। রাশিয়া অন্য কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। রাশিয়া চিন্তিত শুধু সমাজতন্ত্রের বিপদের জন্যই। তোমরা যদি বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ো রাশিয়ার অনুতাপের অন্ত থাকবে না। সমাজতন্ত্রের উপরও অন্ধকারের যবনিকা নেমে আসবে। আমাদের হিসেবে তোমাদের দেশে সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন ছিল, তাই পাঠান হয়েছে। অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এলে আমরা নিজেরাই সরে পড়বো।

—আমি উঠি। ফ্রান্‌স্ উঠে দাঁড়াল।—তোমার কাছে থাকলে এ' আলোচনা প্রাধান্য পাবে। আমি যা বলবো তুমি হয়তো হজম করতে পারবে না। মানতে পারবে না বলে তুমিও নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। আমি চলি। আশা করবো কাল সকালের মধ্যে মিস্টার জিরি বেনেস মুক্তি পেয়েছেন।

—আমি ওঁর মুক্তির চেষ্টা করব। সিতেনস্কি বললেন।—আর একদিন এসো। তুমি যেমন তোমার নিজের দেশকে ভালবাস, আমাদের দেশের প্রতিও আমার আনুগত্য অপরিসীম ফ্রান্‌স্। কোন কম্যুনিস্ট পর্বত প্রমাণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যও অন্য কোন দেশের প্রতি লোভের হাত বাড়াবে না। কম্যুনিজমের সাম্রাজ্যবাদ রূপক হিসাবেও অচিন্তনীয় ফ্রান্‌স্। অন্ধ আক্রোশে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করো না ফ্রান্‌স্, এই আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ।

ফ্রান্‌স্ চলে যাবার একটুখানি পরেই জেনারেল ওরলভ এলেন।

আপনার নিমন্ত্রিত অতিথিরা নিশ্চয় চলে গেছেন মিস্টার সিতেনস্কি। জেনারেল ওরলভ বললেন।

—অনেকক্ষণ। আমার এক বন্ধু এসেছিলেন। ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্ট, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। আচ্ছা জেনারেল, মিস্টার জিরি বেনেসের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণপত্র কি আমাদের হাতে এসেছে?

—না।

—তবে বেনেসকে মুক্তি দিতে অসুবিধে কি? ফ্রান্‌স্‌ সেজন্যই এসেছিলেন। বেনেস ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—তাহলে মুক্তি পাবেন। আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগে খবর দেব। আপনার বন্ধু নিশ্চয় প্রাগে সোভিয়েট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আর এক দফা অভিযোগ শুনিয়ে গেলেন।

—তেমন আলাপ কিছু হয়নি। তবে ফ্রান্‌স্‌ মনে মনে আহত। অনেক দেশপ্রেমিক চেক নাগরিক আমাদের এই অভিযানের আঘাত সহ্য করছেন।

—আপনার মানসিকতা দুর্বল মিস্টার সিতেনস্কি। জেনারেল ওরলভ একটু হাসলেন।—চেক জনগণের প্রতি আপনার সহানুভূতিও যেন একটু বেশি। ভুলে যাবেন না ভিতরে ভিতরে সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য এরা প্রতিবিপ্লবের আয়োজন করছিল। মনে রাখবেন পশ্চিম জার্মানীর গুপ্তচরে আজ চেকোশ্লোভাকিয়া ছেয়ে গেছে। আরও মনে রাখবেন দুবচেক-সার্ণিক গোষ্ঠীর শাসন এমন দুর্বল ছিল যে তাতে সমাজতন্ত্রকে বাঁচান চলে না।

—স্বীকার করলেও আরও অনেক কথা থেকে যায় জেনারেল। আপনি কিংবা আমি যারা দু'চোখ মেলে গত তিনদিন চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেখলাম তাতে আমাদের কি মনে হলো? আমরা কি প্রত্যক্ষ করিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিরোধের মধ্যে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বর রয়েছে? কোন নীতিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ না করলে এমন মনোভাব আসেনা। সোভিয়েটের প্রতি যে জাতির এমন অসীম শ্রদ্ধা - সে জাতির সোভিয়েট বাহিনী প্রতিরোধের মধ্যে আরও ভয়ংকর মনোবল দেখা গেছে।

—সবই সাময়িক বন্ধু, এ' সবের কোন দাম নেই। ওরলভ উঠে পড়লেন। —এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। বুঝতে পারছি আপনার অধ্যাপক বন্ধু ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্ট আপনাকে বিচলিত করে দিয়ে গেছেন। সমাজতন্ত্রের প্রযোজকদের মনে দুর্বলতার স্থান নেই মিস্টার সিতেনস্কি, মানসিক দুর্বলতা পাতি বুর্জোয়া ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলদের একমাত্র ভূষণ।

—ধন্যবাদ জেনারেল। সিভেনস্কি ওঁকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।—ক্রেমলিন থেকে নূতন খবর কিছু পেলেন নাকি ?

—প্রেসিডেন্ট স্বোবোদাকে জাতীয় অভ্যর্থনা জানান হয়েছে। ওরলভ বললেন।—আলাপ আলোচনায় অংশ নেবার জন্যও ব্রেজনেভ, কোসিগিন প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট দাবী করছেন যতক্ষণ তুবচেক, সার্ণিক ও অন্যান্য বন্দী চেক নেতাদের মুক্ত না করা হচ্ছে ততক্ষণ কোনও আলোচনা চলতে পারেনা। উনি সকলকেই সুস্থ আর নিরাপদ দেখতে চাইছেন। এ সম্পর্কে সোভিয়েট নেতাদের সিদ্ধান্তের খবর আমি এখনও পাইনি।

—প্রাগে আজ গোলমাল নেই ত ?

—ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওরলভ হাসলেন।—জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ একটা সুপরিকল্পিত চেহারা গ্রহণ করছে। গোপন বেতারকেন্দ্রগুলি—যেগুলিকে আমরা এখনও পর্যন্ত জ্যাম করতে পারিনি—তারা অনবরত জনসাধারণকে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। সম্মুখ সমরে নেমেও পড়েছেন কয়েকজন মহারথী। আজ এমিল জ্যাটোপেক ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে জনগণকে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানান। ওঁর পরনে কর্ণেলের পোষাক ছিল। জ্যাটোপেককে গ্রেপ্তার করতে পারতাম কিন্তু কোন রকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা' আমি চাইনে। দরকার হলে পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হবে না।

ওরলভ চলে গেলেন। সিভেনস্কি আবার একটা চেয়ার টেনে বসলেন। গত তিনদিনে স্নায়ুর উপর অসম্ভব চাপ পড়েছে ওঁর। আরও ক'দিন যে এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থার সংগে বোঝাপড়া করে চলতে হবে জানা নেই। মস্কো বৈঠকে কোন চুক্তি হয়ে গেলে আপাততঃ সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ফ্রান্‌স্‌ অনেকদিন পরে এলো, অথচ ওকে অভ্যর্থনা জানান গেল না। ফ্রান্‌স্‌ আর সিভেনস্কি যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই দুই শিবিরের মানুষ হয়ে গেছেন। ওদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে পার্থক্য ছিলনা। তুবচেক নীতির জন্যও দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেনি। কিন্তু আজ আর সেই সহজ সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার কোন সেতুবন্ধন সিভেনস্কি খুঁজে পাচ্ছেন না। ওরলভ বলে গেলেন, মানসিক দুর্বলতা পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিবাদীদের মানসিকতায় শোভা পায়। সমাজতন্ত্রবাদীদের দুর্বল হওয়া চলে না। সিভেনস্কির এমন ভাবনাকে বড় বেশি রক্ষণশীল মনে হয়। সব সমস্যাকে একইভাবে বিচার করা চলেনা, ইতিহাসের

নজীর তুলেও আজকের কোন জটিল অবস্থার মীমাংসা সম্ভব নয়। পারস্পরিক মনোভাবের প্রতি সম্মানসূচক দৃষ্টিভংগী ছাড়া কোন বৃহত্তর সমস্যার সমাধান হবেনা। তাই চেক-মানসিকতাকে সিতেনস্কি সঠিকভাবে বুঝতে চাইছেন।

ক্লান্‌স্‌ লেবেনহার্টের সংগে শীঘ্রই আরেকদিন দেখা করতে হবে।

॥ ১৮ ॥

মিত্র বাহিনীর বেড়াজালের মধ্যেও ক্লাব ২৩১, নির্দলীয় জনগণের ক্লাব, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ক্লাব, তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

অবশ্য আগের মত প্রকাশ্যে নয়। ডুবচেকপন্থী কম্যুনিষ্টদের উপর মিত্র-বাহিনীর যে রকম কড়া নজর, ওদের দিকেও তার কিছু কমতি নেই। এসব ক্লাবের নেতারা বিশেষতঃ জারিমির ব্রডস্কি, জেনারেল পেলচেক, ওতাকার রামবুশেক, ফ্রান্টিসাক পাওল, আই সভিতাক ভাল করেই জানেন তাঁদের হাতে পেলে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেলে রাশিয়া বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করতে ছাড়বেন না যে প্রতিবিপ্লবের প্রকৃত চেহারা তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। ডুবচেককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রাশিয়া তাঁদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন। তাই তাঁরা ভয়ানক সাবধান হয়ে পড়েছেন। বিদেশী রাষ্ট্রের সংঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের গোপন রাস্তাগুলি সুরক্ষিত করেছেন, আপাততঃ যোগাযোগ একরকম বন্ধ করে দিয়েছেন। হয় তো ভবিষ্যতে কর্মধারার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়বে। ওঁদের যা প্রয়োজন ছিল তা' হ'লো কম্যুনিজম থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে আনা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে কোন দেশের সরকার বদল আজকাল সহজ নয়। তার প্রয়োজনও নেই। কম্যুনিজমের আদর্শ সম্পর্কে লোকের মনে একটা সন্দেহ তৈরী করতে পারলে আস্তে আস্তে কম্যুনিস্ট সরকার দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। ডুবচেক সাধারণ মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে ওঁদের মনে হয়েছিল নিজেদের মতামত প্রকাশের যতখানি সুযোগ ডুবচেক ওদের দিয়েছেন তাতে লাভের আশা নিতান্তই কম। সারা

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ এ্যাকশন প্রোগ্রামে ভয়ানকভাবে উৎসাহী—অন্য কোন কথাই তারা শুনতে চায়না। কম্যুনিজম তাঁর মূল চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে শক্তভাবে প্রোথিত করে দিয়েছে। সি. আই. এ, পাততাড়ি গুটাবার আয়োজন করছিল—ওয়াশিংটনে পাঠান ওদের রিপোর্টগুলিতে নৈরাশ্যের স্বর পরিস্ফুট ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রভাব বিস্তারের জন্য আমেরিকাকে এখন অন্য রাস্তা ধরতে হচ্ছে। পশ্চিমী গোষ্টীর সংগে বাণিজ্যিক প্রসারে চেকোশ্লোভাকিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সোভিয়েট অভিযান চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবি মানুষকে আহত করেছে। প্রতিবিপ্লবের দোহাই দিয়ে এই অভিযানকে বর্তমান চেক সরকারে বিরুদ্ধেই পরিচালিত করা হয়েছে। এতে ডুবচেক সরকারের ক্ষমতা কমতে পারে, উদার-নৈতিক পরিকল্পনাব কাজ ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু জনগণের মধ্যে সমাজবাদী মনোভাবের বিস্তার করবে কিনা বলা মুস্কিল। সোভিয়েট অভিযান বস্তুতঃপক্ষে সোভিয়েট বিরোধী মনোভাবকে বিস্তৃত করে তুলেছে। সাধারণ নাগরিক—কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, সকলেই এই অভিযানকে দমননীতির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছে। সোভিয়েট বাহিনীর সংগে জনসাধারণ চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে এবং এই অসহযোগিতা এমন একটা ব্যাপক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সোভিয়েট সৈন্যদের কোন রকম সাহায্য, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা—কোন কিছু করতেই চেক নাগরিকগণ রাজী হয়নি। কোথাও কোথাও যদি কেউ লোভে পড়ে সোভিয়েট সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, জনগণের কাছ থেকে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে অস্ত্রাভার খবরে প্রকাশ সোভিয়েট সৈন্যদের সংগে মেলামেশা করার জন্য দু'জন চেক তরুণীর মাথার চুল নির্মূল করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিতর খবর এখান ওখান থেকেও আসছে। সোভিয়েট অভিযান সারা দেশকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

জারিমির ব্রডস্কি খুশি হয়েছেন। আরও খুশির কারণ—চেক পুলিশবাহিনী ওদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাতেও বাধা এসেছে। জিরি বেনেস, চেক পুলিশবাহিনীর সেই চৌকস অফিসার, যিনি ক্লাব ২৩১ এর খোঁজখবরের আগ্রহী ছিলেন, আজ রাশিয়ার বন্দী। ব্রডস্কির মতলব কাজে লেগেছে। ক্লাব ২৩১-এর সদর দপ্তর বন্ধ হয়ে গেলেও সমাজতন্ত্র বিরোধী কাজকর্মে ক্লাবের ভূমিকাকে সন্দেহ করার মত উপাদান মিত্রবাহিনীর হাতে

পড়বে না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির কোন হদিস আর কেউ পাবে না। চেক বুদ্ধিজীবিরা খোলাখুলিভাবে রাশিয়ার ভূমিকাকে নিন্দে করার সাহস পাবেন কিনা ওঁর জানা নেই—তবে রাশিয়া ওঁদের সমর্থন আশা করতে পারবে না। এতে কম্যুনিজমের গোড়ায় আঘাত লাগবে যার জন্য ক্লাব ২৩১-এর এত উদ্যোগ আয়োজন। আঘাতটা যখন এমন নিশ্চিতরূপে অন্যদিক থেকে আসছে তখন ক্লাবের কার্যাবলী চালিয়ে যাবার জন্য বিপদের ঝুঁকির মধ্যে আর না যাওয়াই ভাল। এখন কিছুদিন চুপচাপ অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত।

ক্লাবের সদস্যদের কয়েকজন আজকের বৈঠকে উপস্থিত আছেন। ব্রডস্কির চেষ্টায় অন্যান্য ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সদস্যকেও ডেকে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রধান ব্যক্তি হলেন আই সভিতাক। নির্দলীয় সদস্যদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তার নাম রয়েছে। এককালে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টিরও তিনি সদস্য ছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিষ্টদের সংগে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে। রুশ অভিযানে তারা সকলেই মর্মাহত। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের বৈঠকের পরিসমাপ্তি এখনও হয়নি। যে বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে তাতে রাশিয়াকে সমর্থন করা হয়নি—ডুবচেকের প্রতি এখন তাঁদের আনুগত্য রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে ভাঙিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়তো সম্ভব হবে। কেস্টসীর সিজার সোভিয়েট দূতাবাস থেকে পলায়ন করেছেন। তিনিও প্রভাবশালী লোক। তাঁকেও দলের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করতে হবে। সভিতাক হয়তো সেটা করতে পারবেন। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর সোভিয়েট চাপ নিশ্চয়ই কিছুদিন ধরে অব্যাহত থাকবে, উদারকরণের নীতিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত করতেও হয়তো বাধ্য হবে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি। এর ফলে পার্টির নেতৃত্বে রুশীয় সমর্থক রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ভূমিকা বাড়বে—আর বুদ্ধিজীবি তরুণ চেক কম্যুনিষ্টরা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবেন। তখন তাদের "নির্দলীয় সদস্যদের ক্লাবের" সভ্য করে নেওয়া হয়তো অসম্ভব হবেনা।

—আপনাদের বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে এখানে মিলিত হতে অনুরোধ করেছিলাম। জারিমির ব্রডস্কি উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বললেন।—সোভিয়েট বাহিনীর চেকভূমি অধিকারের পর ক্লাব ২৩১ এবং অন্যান্য ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের কোন কোন সহকর্মীর গ্রেপ্তারের সংবাদও আমার গোচরে

এসেছে। সেটা অবশ্যই তেমন চিন্তার বিষয় নয়। সোভিয়েট সরকার যাঁদের গ্রেপ্তার করেছেন—তাঁরা আমাদের সংগে কোন ক্রমেই যুক্ত নন—তাঁরা দুবচেক কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। মিষ্টার আই, সভিতাক আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তিনিও আপনাদের জানাতে পারবেন অতর্কিতে চেকভূমি দখল করার পিছনে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, কার্যতঃ তাঁদের প্রচেষ্টা দুবচেক সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করেছে। আমাদের অসুবিধা অবশ্যই কিছু হয়েছে, আমাদের সকলকেই আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু লাভ যেটা হয়েছে তার ফলও সুদূরপ্রসারী বলে আমার বিশ্বাস। এই অভিযানের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে, কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর লোকের আস্থা কমে যাবে। কম্যুনিষ্ট বিরোধী পার্টিরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে ভবিষ্যতে চেকোশ্লোভাকিয়াতে অকম্যুনিস্ট সরকার গঠন সম্ভব হতে পারে।

মিস্টার ফ্রান্টিসেক পাওল আজ বিষণ্ণ ছিলেন। সি. আই এ. এজেণ্টদের অনেকেই প্রাগ ত্যাগ করেছেন, তাঁর সহকর্মী দু'জন সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। ওঁরা দু'জনই সাংবাদিক, বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাগে অবস্থানের ভিসা ওঁদের ছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে অসুবিধায় পড়ে গেছেন পাওল, যে কোন সময় সোভিয়েট সামরিক পুলিশ তাঁর আস্তানা খুঁজে বের করতে পারে।

—আমাদের আর কিছু করার নেই। ফ্রান্টিসেক পাওল বললেন।

—আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে পোলাণ্ড কিংবা হাঙ্গেরীর মত সোভিয়েট তাঁবেদারী সরকার চেকোশ্লোভাকিয়াতে গঠন করা হবে। সমাজতন্ত্রবিরোধী কোন কাজকর্মের গলা টিপে ধরতে ওদের একটুও দেরী হবে না। প্রেসের ক্ষমতা সীমিত করে দেওয়া হবে। সরকার বিরোধী যে কোন দল অথবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ওদের একটু বিলম্ব হবে না। তখন আমাদের কোন ভূমিকা থাকবে কিনা সন্দেহ।

—আপনার কথার যুক্তি অনস্বীকার্য মিষ্টার পাওল। ব্রডস্কি চিন্তিত গলায় বললেন। কিন্তু আরও একটা দিক ভাববার আছে। গত তিনদিনের চেষ্টায় বিকল্প সরকার গঠন করার সোভিয়েট প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরেই মাত্র কয়েকজনের বেশি রুশ সমর্থক ওঁরা যোগাড় করতে পারেননি। দুবচেককে সরাসরি ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে রাশিয়াকে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখীন হয়ে

কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কম্যুনিষ্ট ত্রুনিয়াও এই অভিযান সমর্থন করেনি। ফ্রান্স অথবা ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিবৃতি নিশ্চয় আপনারা পড়ে থাকবেন। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিবৃতিতেও সোভিয়েট সমর্থন নেই। সুতরাং রাতারাতি ডুবচেককে হটিয়ে একটি তাঁবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আমি অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি না।

—সোভিয়েট সরকার এখন কি করবেন বলে আপনার ধারণা? প্রশ্ন করলেন জেনারেল পেলচেক।

—ঠিক করে বলা মুস্কিল। তবে খানিকটা অনুমান করতে পারি। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদা মস্কো গেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনার বহর দেখে অনুমান করা যায় যে সোভিয়েট নেতারা একটা আলাপ আলোচনায় আগ্রহী। এ' আলোচনা অবশ্য শিয়ার্ণো এবং ব্রাতিশ্লাভার আলোচনার মত হবেনা। সোভিয়েট নেতারা তাঁদের চাপ অব্যাহত রাখবে। উদারনৈতিক কর্মসূচীর খানিকটা ছেড়ে হলেও প্রেসিডেণ্ট স্ববোদাকে একটা কোন মীমাংসায় আসতে হবে। তার ফলে বর্তমান সরকারই চেক ভূমিতে অব্যাহত থাকবে।

—ডুবচেক, সার্ণিক কি নিজেদের ঘোষিত পন্থা ছেড়ে দিতে রাজী হবেন? ওতাকার রামবুশেক জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনি কি মনে করেন মিষ্টার সভিতাক? ব্রডস্কি মিস্টার সভিতাককে আলোচনায় অংশ নিতে বললেন।

—নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওদের উদারনৈতিক পন্থা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মিস্টার সভিতাক আস্তে আস্তে বললেন।—রুশ রীতিনীতির সংগে আমার সবিশেষ পরিচয় আছে মিস্টার ব্রডস্কি। আপনার সংগে আমিও একমত যে একটা চুক্তিপত্রে সই করিয়ে ওঁরা চেক নেতাদের মুক্ত করে দেবেন। সেই চুক্তিপত্র চেক জনসাধারণের বিশেষ করে উদারপন্থীদের মনোমত নাও হতে পারে।

—আমি এ কথাই বলতে চাইছি। জারিমির ব্রডস্কি একটু হাসলেন।—সোভিয়েট সরকার চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর চাপ অব্যাহত রাখবে। এতে পার্টি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে চেক পার্টির উপর সোভিয়েট প্রভাব আরও অনেক বেশি অনুভূত হবে। উদারনৈতিক কর্মসূচী যে দেশের প্রতি এবং সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদের প্রতি সুবিচার করেনি—এই খেদোক্তি চেক কম্যুনিষ্ট

করতে থাকবেন। এতেই এই সামরিক অভিযানের তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে।

—আপনি বলতে চান চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি এমন কি আলেকজাণ্ডার ডুবচেকও ক্রমশঃই রাশিয়ার তাঁবেদার হয়ে উঠবেন? ফ্রান্টিসেক যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

—নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন না করতে হলে ডুবচেককে অবশ্যই তা করতে হবে। আই সভিতাক এবার বললেন।—ডুবচেকের এই অবাধ্যতা রাশিয়া কোনদিন ক্ষমা করবে না।

—কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা কি করবো? জেনারেল পেলচেক ভয়ানক চিন্তিত গলায় বললেন।

—আজ আমরা কি করছি মিষ্টার পেলচেক? এতদিন আমরা কি করেছি? জারিমির ব্রডস্কি সংগে সংগেই জবাব দিলেন।—আপনি পূর্ব্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড এবং বুলগেরিয়ার খবর জানেন। সেখানে কম্যুনিষ্ট শাসনের কঠোরতার জন্য জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ ক্রমশঃই বিরক্ত হয়ে উঠছে। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কাদার, গোমুলকা, উলব্রিখ্‌ট নিজেদের দেশে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছেন। যতই দেখছেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার বিপদ আসছে ততই তাঁদের লৌহদণ্ড কঠিন হয়ে উঠছে। পত্র-পত্রিকাকে নীরব করে দেওয়া হয়েছে, প্রতিবাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করার সমস্ত ব্যবস্থা সেখানে অবলম্বিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পরিণাম সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর হাতে চলে যাচ্ছে। একমাত্র আশার কথা এই যে এই ব্যবস্থার আয়ু দীর্ঘদিন থাকতে পারেনা, প্রতিরোধ আসবেই। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সেই প্রতিরোধ পূর্ব্বাহ্নেই দেখা গেল। অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের ক্ষিপ্ত করে তুলতে আমাদের যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হচ্ছে, এখানে সোভিয়েট সরকার নিজেই সেটা করে দিয়েছেন।

ব্রডস্কির কথায় সকলেই হেসে ফেললেন। এমনকি ফ্রান্টিসেক পাওলের বিষণ্ণ মুখও ক্ষণেকের হাসিতে ভরে উঠলো।

—এইবার আসল প্রস্তাবে আসা যাক। ব্রডস্কি বললেন। আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন। আমি ক্লাব ২৩১-এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব আনছি। ক্লাব আমরা তুলে দেব।

—ক্লাব তুলে দেবেন ? হানকা পারনিকোভা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। ক্লাবের নৃত্যগীত বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ওঁর হাতে, একটা মোটা অঙ্কের মাইনে উনি পান। তাছাড়া কিছু বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থাও রয়েছে ওঁর।

—ক্লাব তুলে দিলে কি সোভিয়েট প্রচারের শিকার হবেননা আপনি ? ফ্রান্টিসেক পাওল বললেন।—সোভিয়েট পত্র-পত্রিকা সংগে সংগে প্রচার করবে ক্লাবে ২৩১ প্রতিবিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা ছিল। সোভিয়েট বাহিনীর ভয়ে ওঁরা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশের সোভিয়েট ভাষ্য কতখানি সত্য।

—সোভিয়েট সরকার জানতে পারবেন কেন ? জারিমির ব্রডস্কি হাসলেন। ক্লাব ২৩১-এর সংগঠনগুলি ঠিকই কাজ করে যাবে। নাইট ক্লাবের ভূমিকা যথাযথ পালন করবে। অবস্থা স্বাভাবিক হলেই ক্লাব যথারীতি খোলা হবে যদি রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী অথবা চেক সরকার বাধা না দেয়। কিন্তু গোপন রাজনীতির আসর ক্লাবে আর বসবে না। আমাদের কাজের রূপ একেবারে বদলে যাবে। আমরা ক্লাবের কোন কিছুতে থাকবো না। সোভিয়েট সরকার প্রচার করতে থাকুক ক্লাব ২৩১ প্রতিবিপ্লবীদের পীঠস্থান—আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবোনা। আমরা চেক জনসাধারণের সংগে মিশে যাব। সোভিয়েট এবং কম্যুনিস্ট পার্টির এই প্রতিরোধমূলক মনোভাবকে আমরা জিইয়ে রাখার দায়িত্ব নেব। এমনভাবে আমাদের চলতে হবে যে যাতে জনসাধারণ এই বিশ্বাস করে যে ডুবচেকপন্থীদের মত আমরাও রাশিয়ার আধিপত্যে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এতে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন সহজতর হবে। রাশিয়া বারবার ভুল করবে, চেক কম্যুনিষ্ঠ পার্টিরও বার বার ভুল হতে থাকবে। জনসাধারণ এবং পার্টির মধ্যে ফাঁক ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং সেই ফাঁকের মধ্যে আমরা কীলক প্রবেশ করিয়ে দেব।

—কিভাবে আপনি কাজ করতে চান ? আই সভিতাক জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনি ত' জানেন মিস্টার সভিতাক আর নিশ্চয় খবর রাখেন সোভিয়েট অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্য সারা দেশে অসংখ্য গোপন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ওঁদের কেউ প্রতিবিপ্লবী নন—ওঁরা চেকভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক। আমাদের হাতে অর্থের অভাব নেই—প্রয়োজনবোধে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী আমাদের আরও অর্থ জোগাবে। এই সব গুপ্ত কেন্দ্রগুলিকে আরও সংরক্ষিত

আরও সুসংবদ্ধ করার কাজে আমরা নেবে পড়বো। চেকোশ্লোভাকিয়ার ফ্রী প্রেস যদি উঠে যায় এবং আমার ধারণা যাবেও এই সব গোপন কেন্দ্রের গুরুত্ব আরও বাড়বে। এরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালিয়ে যাবে—উদারনীতিক আবহাওয়াকে এরা ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। এদের প্রচারে চেক জনগণের এক অংশ কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী হয়ে পড়বে। আমরা সেই সুযোগ নেব।

—আপনি কি কোন পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ?

—আরও একটু সময় লাগবে। তাছাড়া দেখা দরকার—মস্কো বৈঠকের ফল। ৩০শে আগষ্ট পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে—প্রয়োজন হলে এর থেকেও বেশি। বর্তমানে আমরা চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন করে যাবো এবং সোভিয়েট প্রচারের প্রতিবাদ করব। গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে আমরা আমাদের ঘোষণা প্রচার করবো। মনে রাখবেন আমরা সকলেই চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ নাগরিক। রাশিয়ান অভিযান আমাদের ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়েছে। আমরা বুদ্ধিজিবীদের আন্দোলনে, শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়নে বিনাসর্তে যোগদান করবো। ক্লাব ২৩১-এ আমাদের আর যাতায়াত অথবা ক্লাবের কর্মসূচীর উপর আমাদের কোন প্রভাব থাকবে না। ক্লাব ২৩১ একটি বেসরকারী নাইট ক্লাব হিসাবে কাজ করে যাবে। আগামী সপ্তাহের যে কোন দিন আমি এ সভা আহ্বান করবো। আমার প্রস্তাবের উপযোগিতা এবং গুণাগুণ সম্পর্কে আপনারা স্থির মস্তিষ্কে ভাববেন। মিষ্টার সভিতাক এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করার অনুরোধ জানাচ্ছি আমি। মিস্টার সভিতাক, ডাঃ বেষ্টমীর সিজারের সংগে আপনি যে কোন উপায়ে যোগাযোগ করবেন। ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন চেকভূমি থেকে রাশিয়াকে সরে যাবার জন্য যে পদ্ধতি উনি এবং ওঁর দল গ্রহণ করতে চান, আমরা তাকে সমর্থন করব।

সভা আজকের মত ভেংগে গেল। ব্রডস্কি তাঁর গোপন জায়গায় ফিরে গেলেন। ডাঃ বেষ্টমীর সিজার কোথায় আছেন তিনি জানেন না। জানাটা একান্ত দরকার। মস্কোর খবর এখনো বিশেষভাবে আসেনি। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার সংগে আলোচনার পূর্ণ বিবরণ এখনই আসবে। সেটার উপর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেকখানি নির্ভর করছে।

একটা গভীর বেদনা নিয়ে সোভিয়েট এ্যামবাসী থেকে ফিরে এসেছিল

ফ্রান্‌স্‌। অবশ্য এটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে কৈফিয়ৎ দেবার মত তেমন কিছু ছিলনা সিভেনস্কির। মিষ্টার জিরি বেনেসকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করবে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সিভেনস্কি দিয়েছিল। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের এই চরম দুর্দিনকে সিভেনস্কি যেন উপহাস করলো। ওদের চোখে এটাই চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদিনের সূচনা, মিথ্যে মিথ্যে চেকোশ্লোভাক মানুষ সোভিয়েট বাহিনীর সংগে অসহযোগিতা করছে। প্রতিবিপ্লবীদের কার্যকলাপ আজ বন্ধ, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছিল এমন পত্র-পত্রিকার অফিস শীল করে দেওয়া হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন বেতারকেন্দ্রগুলির মধ্যে অনেক ক'টাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, জনসাধারণের সহযোগিতা পেলে বাকী ক'টার সন্ধান করা সম্ভব হতো। চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রের সব শত্রুকে রাশিয়া নির্মম হাতে দমন করছে তবু যে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ খুশি হতে পারছে না এটা গত আট মাসের প্রতিবিপ্লবী প্রচারের কুফল মাত্র।

ফ্রান্‌স্‌ সারা দেশটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। রাশিয়ার বাহিনীকে বাধা দেবার শক্তি নেই, মেনে নেওয়ার মানসিকতা নেই। একটি রাষ্ট্র যেন মানসিক যন্ত্রনায় কাতর আর্তনাদ করছে। রেড়িও ভ্লাটাভা অনবরত প্রচার করে যাচ্ছে সোভিয়েট সৈন্যগণ চেকবাসীর বন্ধু। দেশের নেতাগণ সোভিয়েটের হাতে বন্দী। বন্দী আরও অসংখ্য মানুষ, প্রাগের ঘরে ঘরে দীর্ঘশ্বাসের অন্ত নেই। কার জন্যে কি আছে কেউ জানেনা। শহরের অবস্থা স্বাভাবিক করে আনার জন্য মিত্রবাহিনী চেষ্টা করে যাচ্ছে, দোকান পাট, বাজার, স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই খোলার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারও যেন কোন উৎসাহ নেই। কেউ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবছে না। ঘরে বাইরে মানুষের একটি মাত্র চিন্তা—কবে, কখন রুশ সেনাবাহিনী এদেশ পরিত্যাগ করবে, কবে আমাদের প্রিয় নেতারা দেশে ফিরে এসে আবার শাসনভার গ্রহণ করবেন।

দূর দুরান্তের সংযোগ আবার চালু হয়েছে। কিন্তু চেকবাসীরা কাজ করছেন না। পোস্টঅফিসগুলি খাঁ খাঁ করছে, টেলিগ্রাফ অফিসের কাউণ্টার শূন্য, বাস ডিপোগুলিতে আরোহীবিহীন বাসগুলি মৃত দৈত্যের মত পড়ে রয়েছে। রুশ বাহিনীর চাপে পড়ে কেউ কেউ হয়তো কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন কিন্তু

জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীর কোন সাহায্যে আসছে না। রুশ সৈন্যবাহিনীর ড্রাইভার কয়েকটি বাস শহরের মধ্যে চালু করেছে কিন্তু একটি যাত্রীও তারা পায়নি। সারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ যেন একটি পরিবারের সভ্য, একজনের প্রয়োজন আর একজন এগিয়ে এসে মিটিয়ে দিচ্ছে। যার যা আছে ভাগযোগ করে নিচ্ছে। এমন ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শন আর কেউ কোথাও দেখেছে কিনা ফ্রান্সের জানা নেই।

গোপন রেডিও স্টেশনের একটি ঘোষণা ফ্রান্স্ শুনলো। "আমাদের অস্ত্র নেই কিন্তু আমাদের ঘৃণা রাশিয়ার ট্যাংকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। রাস্তায় নামের চিহ্নগুলি সরিয়ে ফেলুন, বাড়ীর দরজা থেকে বাড়ীর নম্বরগুলি তুলে ফেলুন। যদি কোন সোভিয়েট সৈনিক আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন, বলবেন যে আপনি রুশ ভাষা বোঝেন না।"

এ যেন এক অসমান যুদ্ধের মহড়া। একদিকে সশস্ত্র শক্তিশালী সোভিয়েট বাহিনী, অন্যদিকে সাধারণ চেক জনসাধারণ। দু'পক্ষের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ। সারা দিন সারা রাত সোভিয়েট বাহিনীর গাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাগের পথে পথে, নাগরিকদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, বোকার মত জবাব দিচ্ছে চেক জনসাধারণ। সোভিয়েট বাহিনী গোপন রেডিও স্টেশনের সন্ধান করছে, কারও কোন খবর জানা আছে কিনা বার বার জিজ্ঞেস করছে। স্বাধীন প্রাগ রেডিও স্টেশনের ঘোষণার বিরাম নেই। একবার বললো—জেটোপেক, সাবধান, সোভিয়েট সৈন্যরা তোমার খোঁজ করছে। আবার বলছেন—"আপনারা কে কোথায় থাকেন জানেন, সোভিয়েট সেনারা কারও নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলবেন জানি না।"

প্রেসিডেণ্ট স্বোবোদার খবরও স্বাধীন প্রাগ রেডিও থেকে পেল ফ্রান্স্। গোপন রেডিও থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াবাসীর উদ্দেশে তিনি বললেন—"স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র থেকে ফেরার কোন পথ নেই। পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান হওয়া প্রয়োজন এবং সোভিয়েট বাহিনীকে চেকভূমি পরিত্যাগ করতে হবে।"

রেডিও প্রাগ আরও খবর দিল, "Hero of the Soviet Union" রাশিয়ান নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে অভ্যর্থনা পেয়েছেন নিশ্চয় কিন্তু তার সঙ্গে আর যা পেয়েছেন সেটা হলো চরম পত্র। সরকার ও দলের মনোভাব পরিবর্তিত করাতে হবে এমন একটা নির্দেশ তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে। যদি তিনি তা' না

করতে পারেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি সোভিয়েট রিপাবলিকে রূপান্তরিত করা হবে; চেক অঞ্চলের বোহেমিয়া ও মোরাভিয়াকে সোভিয়েট কর্তৃত্বাধীনে ছ'টি স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত করা হবে।

ক্রানৎসের নিজের শরীরের রক্তই যেন গরম হয়ে উঠলো। এটাই তাহলে সোভিয়েটের চেক অভিযানের পুরো উদ্দেশ্য। উদারনৈতিক মনোভাব থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সরিয়ে আনার কুটিল চক্রান্ত। তাই যদি হয় চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ শান্তচিত্তে সোভিয়েটের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার খবর আরও দিচ্ছে স্বাধীন রেডিও। এই চরম পত্রে স্ববোদা একটুও বিচলিত হননি। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষটিকে স্বধর্মচ্যুত করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনিও তাঁর নিজস্ব চরমপত্র সোভিয়েটের কাছে দাখিল করেছেন। তাতে পরিষ্কার বলেছেন যে যতক্ষণ না ডুবচেক ও অন্যান্য নেতাকে মুক্ত করা হচ্ছে, তিনি কোন আলাপ আলোচনাতেই অংশ গ্রহণ করবেন না।

ক্রানৎস্ তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। জনতা আবার উত্তেজিত, রেডিওর সংবাদে আবার ওদের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গিয়েছে। স্কোয়ারের দিকে দলে দলে ছুটছে সবাই। সোভিয়েট বাহিনী বাধা দিচ্ছেনা, কেবল নীরবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। আবার একটা গোলমাল বেধে না উঠতে পারে তার জন্য ওরা প্রস্তুত রয়েছে। সকলেই সোভিয়েট রাশিয়াকে ধিক্কার দিচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে যদি না চেকোশ্লোভাকিয়া উদারনৈতিক নীতি পরিত্যাগ না করে—এই কথাতেই সকলে ক্ষুব্ধ। ক্রানৎস্ আরও গভীর কিছু ভাবতে লাগল। কম্যুনিষ্ট সমাজে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ফলে সর্বত্র ভাঙনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মতামত বিভক্ত হয়ে গেছে। তবে বেশির ভাগই ডুবচেককে সমর্থন করে আক্রমণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিন্দা করেছে। চীন গতকাল পর্যন্ত চুপ করে ছিল, আজ মুখ খুলেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেন একটি অতিকায় বোমা নিক্ষেপ করেছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। তিনি বলেছেন—"We are convinced that the Czechoslovak people with their glorious revolutionary tradition will never submit to the Soviet revisionist military occupation. It was the most bare-

faced and most typical specimen of fascist power politics played by the soviet revisionist clique of renegades and scabs against its so-called allies." চৌ-এন্-লাইয়ের মত কম্যুনিষ্ট নেতার মুখ থেকে যে ভৎ‍র্সনার বাণী বের হয়েছে—তার জন্য সোভিয়েট নেতৃবর্গই দায়ী। কম্যুনিষ্ট চীন স্পষ্টতঃই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রকে মহত্বের স্বীকৃতি দিতে অসম্মত। কম্যুনিষ্ট শিবিরে এই ভাঙন সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতকে আরও বিঘ্নিত করে তুলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কি এই সত্যটুকু বোঝার সুযোগ ছিল না, না সত্যিই মধ্য ইউরোপের উপর নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই এই অপকর্মের সংগঠন করলো? সিতেনস্কি হয়তো জবাব দিতে পারতো কিন্তু কার ভয়ে—ফ্রান্সের জানা নেই—সিতেনস্কি মুখ খুললো না।

রাজপথে অগণিত জনতা। আবহাওয়া আবার যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সোভিয়েট প্রচার বিভাগ থেকে আবেদন জানান হচ্ছে, প্রচার পত্র বিলি করা হচ্ছে। ফ্রান্স্ একটি প্রচার পত্র কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখলো—'বর্তমানে আপনাদের শ্রেণীভায়েরা আপনাদের সাহায্যে এসেছে। আপনাদের আভ্যন্তরীন ব্যপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাইনে—বরং একত্রে সংগ্রাম করার জন্য—প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং আপনাদের পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতি আশংকা দূরীভূত করার জন্য আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।' অনেকেই কোন ঔৎসুক্য না দেখিয়ে চলে যাচ্ছে—কেউ কেউ আবার কঠিন কণ্ঠে বলছে—মিথ্যের বেসাতি, পড়লে পর্যন্ত পাপ হয়।

—চলুন, আমায় এ'সবের বহ্নুৎসব করি। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বললো। —রাশিয়ান সৈনিকরা দেখুক কত সম্মানের চোখে আমরা ওদের দেখি, কত দাম দিই আমরা ওদের মিথ্যা প্রচারের। সকলে একটু কষ্ট করে প্রচার পত্রগুলি জড়ো করুন একজায়গায়।

চটপট অনেকেই কাজে লেগে গেল। খানকতক প্রচার পত্র এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠলো অনেকে। বন্দুক হাতে ছুটে আসতে লাগলো সোভিয়েট সৈনিক-জনতা মুহূর্তের মধ্যেই ছত্রভংগ হয়ে যার যার পথে এগিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে জলন্ত কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে রইল সৈনিকরা।

ফ্রান্সের হাসি পেল। তবু রাশিয়া আশা করছে চেকোশ্লোভাকিয়ার

জনমতকে জয় করে নেবে। তবু এ'কথা ভাবছে যে বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে জনগণের মন থেকে ডুবচেকের স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবে।

স্কোয়ারের সামনে বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে লাগনো আর একটা প্রচার পত্র চোখে পড়লো ফ্রান্‌সের। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। একটু দূরে সামান্য উত্তেজনা। কয়েকজন সোভিয়েট সৈনিক প্রচার পত্রগুলি টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। ফ্রান্‌স্ সেদিকে মন না দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রচার পত্রটি পড়ে নিল। (১) যতদিন না আমাদের নেতারা মুক্ত হন, অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যান, দরকার হলে ধর্মঘট করুন (২) দখলকার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করবেন না (৩) সৈনিকদের সংগে রুশ ভাষায় কথা বলে চেক মনোভাব তাদের বুঝিয়ে দিন (৪) যদি ভয় দেখায়, জানিয়ে দেবেন রুশ অথবা অন্য কোন ভাষা আপনার জানা নেই (৫) এমন ভাব করুন যাতে ওরা মনে করে আপনি একটি আস্ত বোকা (৬) স্বাধীন টেলিভিসন ও রেডিও স্টেশনকে সমর্থন করুন (৭) রুশ প্রচারের বাধা দিন এবং তাদের বেতার 'জ্যাম' করার চেষ্টা করুন (৮) আমাদের সকল প্রগতিশীল নেতাদের সমর্থন করুন (৯) সহযোগীদের এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মুখোস খুলে দিন (১০) যদি জবর দখল শেষ না হয় তা হলে আরও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করুন।

একটু পরেই সোভিয়েট সৈন্যরা এসে পোষ্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিল। জনতার প্রতিবাদকে ওরা গ্রাহ্য করলো না, ফ্রান্‌স্ আস্তে আস্তে একপাশে সরে এলো। জিরি বেনেস মুক্তি পেলেন কিনা একবার খোঁজ করা দরকার। রোজমেরীর খবর জানার জন্য ওর ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু রোজমেরীর মনের উপর অকারণ চাপ দিতে ওর ভাল লাগছে না। প্রয়োজন বোধ করলে রোজী নিজেই আসবে। আজ সারাদিন কারাশেকেরও দেখা নেই। কারাশেক কি লেনকা রিগেনোভার সংগে দেখা করতে গেছে। না, রোজমেরীর সংগে আবার এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেনকার বাবা ক্যাপ্টেন লিবিচেকেরও কোন খোঁজ নেওয়া হয়ে উঠেনি। ক্যাপ্টেনের মানসিক অবস্থা কেমন আছে একটু জানতে পারলে ভালো হতো।

একটা নৈরাশ্যের মধ্যে যেন সময় কেটে যাচ্ছে। মানসিকতার উপর এমন একটা চাপ পড়ছে যে কোন কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারছে না। কাজকর্ম সব পড়ে রয়েছে। আবার কখন যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে

তার কোন স্থিরতা নেই। এটা ভাবতেও এত খারাপ লাগছে যে, জীবনে যে আদর্শ, যে বিশ্বাস, যে জীবনবোধকে মূল্য দিতে চেয়েছিল আজ যেন তার কণামাত্র মূল্য নেই। চিৎকার করে কাঁদতে পারছে না, প্রতিবাদের আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে দিতে পারছে না। কোন কিছু করতে গেলেই সোভিয়েট বন্দীনিবাসে দিন কাটাতে হবে। ভয়ে নয়, কোন প্রয়োজন নেই বলেই ফ্রান্‌স্ তা' করতে পারবে না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আর কোন কিছু বলার উপায় নেই, ডুবচেকের সমর্থনে কোন আলাপ আলোচনা করারও সুযোগ নেই। কেবল ছোটখাটো ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখা ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই। শুধু দিন যাপনের, কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের এই গ্লানি অসহ্য।

ফ্রান্‌স্ জানে আজ চেকোশ্লোভাকিয়ার সহস্র সহস্র বুদ্ধিজীবি মানুষ এই মনোবেদনার, এই গ্লানিময় জীবন যাত্রার শিকার। যারা হুজুগে মেতে থাকতে পারছে, যারা সোভিয়েট সেনাদের নিত্যনিয়ত যন্ত্রণা দেবার নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবনে ব্যস্ত, তারা তবু ভাল আছে। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক আর তাঁর সহকর্মীরা এখনও জীবিত আছেন—এ' রকম একটা আভাস তোংবান রেডিও থেকে আজ দেওয়া হয়েছে। তবু স্বস্তি পেয়েছে ফ্রান্‌স্। কিন্তু কী অবস্থায় ওঁরা আছেন সেটা কারও জানা নেই। আরও অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের কোন উপায় নেই। কিন্তু আর যে অপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

ভিড় কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলো ফ্রান্‌স্। কত পুরাণো স্মৃতি আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর একটি মৃত পরিত্যক্ত শহরের মত চেহারা হয়েছিল প্রাগের, সারা চেকোশ্লোভাকিয়া একদল দানবের উন্মত্ত রণতাণ্ডবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নাৎসী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পিছনে হটতে হটতে ধ্বংস করে দিয়েছিল একের পর এক জনপদ। সেই শ্মশানের জঞ্জাল পরিষ্কার করে যাঁরা আজকের নবজীবনের সূচনা করেছিলেন—তাঁদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। যুদ্ধকে চেকোশ্লোভাকিয়া চেনে, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ বার বার ওর গায়ে লেগেছে। এমন একটা পরিবার নেই যারা দেনা শোধ করেনি আপন রুধিরে। এক খণ্ড পোড়া রুটির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তবু চেকোশ্লোভাকিয়া মরেনি, বলতে গেলে বিশ বছরে আবার নিজেকে তৈরি করে নেবার মত সম্পদ

সংগ্রহ করেছে। অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করে তোলার জন্য এদেশে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। রাশিয়ার সাহায্য ছিল, সংগে সংগে রাশিয়ার প্রভুত্বও কম ছিলনা। নাৎসী আক্রমণের হাত থেকে চেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করে রাশিয়া যেন তার উপর নিজের অধিকার কায়েমী করে রেখেছিল। কাগজে-পত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া স্বাধীন কিন্তু রাশিয়ার মর্জির বাইরে, রাশিয়ার অমতে কোন কিছু করার সাহস চেক নেতাদের ছিলনা, মানসিকতারও অভাব ছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শাসন আসলে আমলাতান্ত্রিক নিয়মরীতিতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। নভোৎনি কড়া হাতে দেশ শাসন করেছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার কণামাত্র মূল্য ছিলনা তাঁর কাছে। দুবচেক প্রথমেই চেকোশ্লোভাকিয়াকে মুক্তির স্বাদ দিলেন, দীর্ঘ দিনের দাসত্বের বন্ধন থেকে সাধারণ মানুষকে যেন তিনি এক পরম জীবনের আশ্বাস শোনালেন। এই ব্যবস্থা অনেকের ভাল লাগেনি, ক্ষমতাচ্যুতিতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবু দিনে দিনে ক্ষেতখামারে, কারখানায়, খেটে খুটে যারা চেকভূমির আর্থিক বনিয়াদ তৈরী করছিল তারা খুশি হলো, তাদের পরিশ্রমের মূল্য এতদিনে স্বীকৃত হয়েছে বলে। তবু কে জানতো আবার দিগন্তে ঝড়ের মেঘ নীরবে জমা হচ্ছে। কে ধারণা করেছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার বাতাসে ভরে উঠবে গোলাবারুদ আর পোড়া ডিজেলের বিষাক্ত গন্ধ। আর একটা যুদ্ধের বিভীষিকায় চেকবাসী তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচীকে বিসর্জন দিয়ে শহরের পথে পথে সর্বহারাদের মত ঘুরে বেড়াবে। তবু সোভিয়েট বন্ধুরা প্রচার করবেন এটা ভ্রাতৃপ্রতিম আচরণ, এটা সমাজতন্ত্র রক্ষার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব!

লেনকা রিণেনোভা অবাক হয়ে গেল ফ্রান্‌স্‌কে দেখে। ওকে অন্ততঃ আশা করেনি যেন।

—আরে তুমি! এসো এসো। লেনকা অভ্যর্থনা করলো।

—আশা করোনি নিশ্চয়। ফ্রান্‌স্‌ হাসিমুখে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

দু' হাত দিয়ে ওর হাতখানা জড়িয়ে ধরলো লেনকা। একটা নিবিড় সাহচর্যে যেন নিজেকে উত্তপ্ত করে নিতে চাইল। ফ্রান্‌স্‌ নিজেও একটু হলো। লেনকার দু' চোখ যেন একটা উদাস আলোয় জ্বলছে।

—না। তোমায় সত্যি আশা করিনি ফ্রান্‌স্‌। তুমি ব্যস্ত মানুষ, আমাদের খোঁজ নেবার তোমার সময় হবে এমন আশা করা অন্যায়।

—আজকাল আর কোন ব্যস্ততা নেই লেনকা। ফ্রান্‌স্‌ আস্তে আস্তে ওর হাতটা লেনকার হাত থেকে টেনে আনলো।—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—ভাল। আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছিলাম ফ্রান্‌স্‌। বাবাকে নিয়ে ভয় করার সত্যিই তেমন কিছু নেই।

—শুনে সুখী হলাম। চলো, ওঁর সংগে দেখা করে আসি।

—চলো। লেনকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।—তোমাকে দেখে কী যে স্বস্তি পেলাম ফ্রান্‌স্‌। গত একটা দিন আমার যে কী ভীষণ অস্বস্তিতে কেটেছে, তোমাকে সব বলব।

—কেন হঠাৎ আবার কি ঘটলো এমন?

—বলব। তোমাকে সব বলবো ফ্রান্‌স্‌। লেনকা গাঢ় গভীর গলায় বললো। চলো, বাবার সঙ্গে দেখা করবে।

ক্যাপ্টেন লিবিচেকও একটু আগেই বাসায় ফিরেছেন। লেনকা আর ওঁকে বাধা দিচ্ছেনা, লেনকা যেন বাবার স্বাধীন মতামতের উপর আর হস্তক্ষেপ করবে না মনস্থ করেছে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক মেয়ের তরফ থেকে কোন রকম প্রতিবাদ আসছে না দেখে মনে মনে বিস্মিত হলেও, তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন স্থির করেছেন, তার মুসাবিদা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, লেনকার অন্যমনস্কতাকে তেমন নজর দেননি।

—বাবা, অধ্যাপক ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্ট, তোমার খবর নিতে এসেছেন। তুমি ত জানো, মিষ্টার লেবেনহার্ট আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী।

—আসুন মিষ্টার লেবেনহার্ট। ক্যাপ্টেন লিবিচেক অভ্যর্থনা জানালেন ফ্রান্‌স্‌কে।—আমি ভারী খুশি হয়েছি আপনি আমাদের খোঁজ খবর নিতে এসেছেন দেখে।

—আমি লেনকার বিশেষ বন্ধু। ফ্রান্‌স্‌ হেসে বললো। কারাশেককে ত আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কারাশেক আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার সংগে আমার আলাপ না থাকলেও আপনার প্রায় সব খবরই আমি রাখি। আপনার স্বাস্থ্য আজকাল কেমন আছে?

—ও নিয়ে তেমন ভাবছিনে মিস্টার লেবেনহার্ট। বসুন আপনি। আপনার সংগে অনেক কিছু আলাপ করার আছে। লেনকা, আমাদের জন্য দু'কাপ কফি পাঠাবি মা।

—আমি তোমাদের আলোচনায় থাকতে পারিনে বাবা ?

—নিশ্চয়ই পারিস। ক্যাপ্টেন আদুরে গলায় বললেন। গোপনীয় কিছু নয়। তোর হয়তো অবাক লাগবে কিন্তু তোর ত জানা দরকার এ' সব।

—আমি আসছি বাবা। ফ্রান্‌স্‌, বাবাকে তুমি বেশি বকবক করার সুযোগ দিয়োনা। বুড়ো মানুষ, বকতে পেলে আর ছাড়েন না।

লেনকা চলে গেল।

—আচ্ছা মিস্টার লেবেন্‌হার্ট, আপনি কি রাশিয়ার এই অভিযান সমর্থন করেন ?

—ভাবতে হচ্ছে ? লিবিচেক অস্থির গলায় বললেন। আমার বয়স হয়েছে, গোটা জীবনটাই বলতে গেলে যুদ্ধে যুদ্ধে আমার কেটে গেছে। চেক এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা ও সমরনায়কদের অনেকেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, মিষ্টার লেবেনহার্ট। আমার জীবনে আরামের কোন ভূমিকা নেই। তবু লেনকার জোরাজুরিতে গত কয়েক মাস বাধ্য হয়ে অবসর জীবন কাটাচ্ছিলাম, এখন দেখছি তার আর সুযোগ নেই।

—রাশিয়ার অনুপ্রবেশ আপনাকে খুব বিচলিত করে তুলেছে দেখছি।

—জানেন, একটা পুরো দিন আমি কিছুই জানতে পারিনি। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আক্ষেপের গলায় বললেন।—জেনারেল ওরলভ আমার পূর্ব পরিচিত। আজ তাঁর সংগে আমার দেখা হয়েছে।

—তাই নাকি ? ফ্রান্‌স্‌ বিস্মিত হলো।—ওরলভ আপনার সংগে দেখা করতে রাজী হলেন ?

—জেনারেল ওরলভ ব্যস্ত ছিলেন। তবু আমার নাম শুনে হয়তো পুরানো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওঁর। দেখা করতে অসম্মত হননি। তাকে দুটো মাত্র প্রশ্ন করেছি আমি ? আপনি শুনতে চান প্রশ্ন দু'টি ?

—বলুন, আমার ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে।

—আমি জিজ্ঞেস করলাম সোভিয়েট ইউনিয়ন কি প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ যে উদ্যত—এমন কোন তথ্য প্রমাণ তাঁদের হাতে এসেছে কিনা। জেনারেল ওরলভ দুটোরই যা উত্তর দিয়েছেন তা' আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

—আপনি কি ওঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন ?

—আপনাকে জানাতে আপত্তি নেই মিস্টার লেবেনহার্ট, আমি হাতে হাতে কোন প্রমাণ পত্র পেয়েছিলাম। কেবল মাত্র কয়েকটা চেক সংবাদ পত্রের সোভিয়েট বিরোধী কোন কোন মন্তব্য প্রকাশিত হলে এটা প্রমাণিত হয় না যে প্রতিবিপ্লবের বন্যা চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করছে। আমি সোভিয়েট বিদ্বেষী নই মিস্টার লেবেনহার্ট, জেনারেল ওরলভও সে কথা অবিশ্বাস করেন না। আপনারা সোভিয়েটকে শ্রদ্ধা করেন, সমাজতন্ত্রের জন্য তার ভূমিকার প্রশংসা করেন কিন্তু আমি সোভিয়েটকে ভালবাসি। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কোন কথাই আমার শুনতে ভাল লাগে না।

—তবু ও আপনার মনে কেন সন্দেহ জাগছে যে প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে সোভিয়েট ভাষ্য অতিরঞ্জিত? ফ্রান্‌স্ প্রশ্ন না করে পারলো না।

—কারণ আমার সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা। আজীবন বিপদের মধ্যে কাটাতে হয় বলে সৈনিকদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। কোন বিপদের গন্ধ আমাদের নাকে আগে আসে। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও আমার বিগত জীবনের সহযোদ্ধা জেনারেল স্ববোদার—প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকে আমি ঘটনার সংগে নিজেকে যুক্ত রেখেছি। উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রের আমি সমর্থক দুটো কারণে। প্রধানতঃ এটা চেকোশ্লোভাকিয়ার জল মাটির সংগে সংযুক্ত একটা পরিকল্পনা, দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রকে যুদ্ধবাজদের হাত থেকে সরিয়ে আনায় এটা একটা অভিনব প্রচেষ্টা।

—আপনার দ্বিতীয় কারণটার অর্থ আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ক্যাপ্টেন লিবিচেক।

—আর একটু বিশদ করে আপনাকে বলি। লিবিচেক ধৈর্য্য হারালেন না। —জন্মের মুহূর্ত থেকেই সমাজতন্ত্র যেন রক্তের রঙে রঞ্জিত। শ্রেণীসংগ্রামে যারা বিশ্বাস করে না, যারা পরশ্রমের উপর নিজেদের জীবন আর জীবিকাকে স্থাপন করে দিয়েছে, সমাজতন্ত্র তাদের ক্ষমা করেনি। নরবলির নারকীয় উল্লাসে সমাজতন্ত্র উন্মত্ত কাপালিকের মত নৃত্য করে চলেছে। তার হাতে অস্ত্র, তার অনুচরেরা নির্দয়, নির্মম, মাংসলোলুপ। মানুষে মানুষে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষের বীজ যেন বপন করতে না পারলে সমাজতন্ত্রবাদীদের শান্তি নেই। কেউ একটু নরম কথা বললে সে হবে শোধনবাদী, কেউ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালে সে হবে প্রতিক্রিয়াশীল, অন্যান্য দেশের প্রগতিকে স্বাগত জানালে সে হবে

প্রতিবিপ্লবী। শুনতে অবাক লাগতে পারে মিস্টার লেবেনহার্ট কিন্তু এ'কথা নির্মম ভাবে সত্য যে হত্যা আর রক্তের কল্পনা ছাড়া সমাজতন্ত্রের চিন্তা যেন অসম্ভব! এক হাতে রাইফেল আর অন্য হাতে শাসন দণ্ড—এ'যেন সমাজতন্ত্রবাদীদের পোষাক। কোন সমাজতন্ত্রীর মুখে কি আপনি শান্তির ললিতবাণী প্রত্যাশা করেন—অন্যকে আঘাত না করে, অন্যের রক্তে নিজের দু'হাত রঞ্জিত করার শপথ না নিয়ে সে কি কখনও একটা কথাও উচ্চারণ করতে পেরেছে!

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যেন সমাজতন্ত্রের শত্রু।

—না, আমি জাত সমাজতন্ত্রী মিস্টার লেবেনহার্ট। আমি কেবল সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা আপনাকে দেখাতে চাইছি। আলেকজাণ্ডার দুবচেক বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে প্রথম মানুষ যিনি সমাজবাদে মানবিকতাবোধ আমদানী করলেন। কথাটা একটু ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন। তিনি বোধ হয় একমাত্র মানুষ যিনি প্রথম বললেন কোন রকম জোর না করে, কারও রক্তে নিজের দু'হাত রঞ্জিত না করে, প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার আগুনে নিজের অন্তরকে জলন্ত অংগার করে না তুলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রেসিডিয়াম পৃথিবীর একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী সংস্থা যাঁরা প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—"The communist party depends on the voluntary support of the people. It can not enforce its line by orders but by the work of its members and the truth of its ideals. It can not impel its authority but constantlv acquire by its action". এমন অহিংস প্রস্তাব দুনিয়ার অন্য কোন কম্যুনিষ্ট সংস্থা কখনো গ্রহণ করার সাহস পেয়েছে। আমি প্রাক্তন সৈনিক, আমার দু'হাত শত্রু শোণিতে রঞ্জিত, প্রয়োজনে নির্মম হতে আমার সংকোচ নেই, ভূলুণ্ঠিত আহত শত্রুর বুকে বেয়নেট প্রবেশ করিয়ে দিতে আমার হাত কোনদিন একটুও কাঁপেনি, মিস্টার লেবেনহার্ট। তবু আমিই আপনাকে একটি কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। পৃথিবীর রাজনীতির ভাঙাগড়ায় আপনি অহিংস গণতন্ত্রবাদী দেখতে পাবেন কিন্তু অহিংস কম্যুনিষ্ট কখনো কল্পনাও করতে পারবেন না। আলেকজাণ্ডার দুবচেক সেই মানবিক আবেদনের প্রতি পৃথিবীর চোখ ঘুরিয়ে দিলেন। সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে এর তুলনা নেই মিস্টার লেবেনহার্ট।

ক্রান্স্ অভিভূত বিস্ময়ে শুনতে লাগলো।

—জেনারেল ওরলভকে আমি তাই বলেছি। রাশিয়া কেমন করে সহ্য করবে, কেমন করে মেনে নেবে এই অবিশ্বাস্য পরিণতি যখন তার দু'চোখে এখনও রক্তকামনার নির্লজ্জ প্রকাশ। রাশিয়া কি কোনদিন কাউকে বিশ্বাস করেছে? আজ যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রের কুশলী কলাবিদ, কাল যান্ত্রিক গোলযোগে তাঁরা সাইবেরিয়ার তুষারগৃহে বন্দী। আজ যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাদের বিরুদ্ধে কালই অভিযোগের শমন নেমে আসতে পারে। স্টালিন তবু ক্ষমতায় থাকার সময় মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন কিন্তু পারেননি মলোটভ, ভরোশিলভ, বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ আর মিকোয়ান। এমনি অসংখ্য নাম করা যায়। চেকভূমিতে প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট নভোৎনি মাথা তুলে ঘুরতে পারেন, সম্মানজনক ভাবে অবসর জীবন যাপন করতে পারেন, রাজনীতিতে অংশ নিতেও বাধা নেই, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে। মানবিকতার দাম ওখানে খুঁজতে গেলে আপনাকে বোকা বনতে হবে মিস্টার লেবেনহার্ট। প্রতিবিপ্লবী বলে আপনাকে পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে সরিয়ে দিতে ওদের একটুও সময় লাগবে না।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন। ওঁর সারামুখ আরক্ত, উত্তেজনায় অল্প অল্প হাঁফাচ্ছেন। অনেকদিনের একটা বদ্ধ আক্রোশ যেন ওঁর বুকের মধ্যে জমা ছিল, আজ সুযোগ পেয়ে সমস্ত হাওয়াটুকু যেন একই সংগে ওঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—আপনি কিছু বলছেন না মিষ্টার লেবেনহার্ট। আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আপনি কি আমার সংগে একমত?

—আপনি কি বরাবরই এমনভাবে ভেবে এসেছেন ক্যাপ্টেন? ফ্রান্স্ আবার জিজ্ঞেস করলো।

—সোভিয়েট বাহিনী এদেশে প্রবেশ না করলে ঐ সব কথা আমার মনে পড়তো না ফ্রান্স্। বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন অন্তরংগ গলায় বললেন।—একটা প্রশ্ন আমাকে বড় বেশি ব্যাকুল করে তুলেছিল—সোভিয়েট বাহিনী বিনা নোটিশে অতর্কিতে রাত্রির অন্ধকারে তস্করের মত চেকভূমিতে কেন প্রবেশ করলো? কেন প্রকাশ্যে জানিয়ে আসার সাহস ওদের হলো না? চেকোশ্লোভাকিয়া ত একটি দুর্বল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। সোভিয়েট বাহিনীকে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব এটা কি সোভিয়েট জানে না? তবে এই গোপনীয়তা কেন? প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের চুরমার করার জন্য যে কৈফিয়ৎ

সোভিয়েট ইউনিয়ন দিয়ে চলেছে—কোন যুক্তিবাদী মন সেকথা মানতে পারে না। এর কারণ অন্যত্র নিহিত—এর উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী। ভাবতে ভাবতে একটা মাত্র কারণ আমার মনে হয়েছে ফ্রান্‌স্। শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু আমার মনে হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিপদ প্রতিবিপ্লবের আশংকা থেকে নয়—যুদ্ধবাজদের বানানো অনেক বছর ধরে অনেক কষ্টে মেরামত করা খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া। সমাজতন্ত্র বাঁচবে, তার পাখায় আকাশ পরিক্রমণের শক্তি হবে, তার দু'চোখে সুদূর দিগন্তের নীল সবুজের স্বপ্ন ভাসবে—এমন অসম্ভব কিছু কি সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ-নেশাসক্ত নেতারা কল্পনা করতে পারেন? তাড়াতাড়ি তাই সীমানা পেরিয়ে লৌহ খাঁচার সেই উন্মুক্ত দরজাটা বন্ধ করতে এসেছে মিত্রবাহিনী—সমাজতন্ত্রকে পিঞ্জরে বন্দী করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। রূপকথার সেই তোতাকাহিনীর এটা সর্বশেষ সংস্করণ, মিষ্টার লেবেনহার্ট!

জলন্ত আগুনের আভায় নয়, সকালের নরম তুলতুলে সূর্য্যালোকে যেন সারা মন উদ্ভাসিত হয়ে গেল ফ্রান্‌সের। কিছুক্ষণ আগেও স্কোয়ারের জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে অস্থির অসহায়তায় ফ্রান্‌স্ মরমে মরে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন লিবিচেক যেন সেই অন্ধকার অচেতনাকে সরিয়ে দিলেন। ফ্রান্‌সের মনের উপকূল যেন খুশির জোয়ারে প্লাবিত হয়ে গেল। রাশিয়ার লৌহ কঠিন আঙুল চেকোশ্লোভাকিয়ার কণ্ঠনালীর উপর যতই কঠিন ভাবে চেপে বসুক, চেকোশ্লোভাকিয়ার জাগ্রত মানবিকতাকে হত্যা করা কখনই সম্ভব হবে না!

—আমি আপনার সংগে একমত। ফ্রান্‌স্ আস্তে আস্তে বললো।

—ধন্যবাদ। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের মুখে হাসি ফুটলো।

—আমার হার্ট সত্যিই দুর্বল ফ্রান্‌স্, আর বেশিদিন আমি বেঁচে থাকবো না। তবু আমি এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারবো যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ লৌহপিঞ্জরের কপাট খুলে দিয়ে সমাজতন্ত্রের বন্দীদশা একদিন ঘুচিয়ে দেবে।

লেনকা ট্রেতে ক'রে কফি এনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার কথার সবটুকু শুনতে পায়নি। তবু তাঁর বসবার ঋজু ভংগী, তাঁর আরক্ত মুখচ্ছবি, তাঁর উজ্জল চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হচ্ছিল যে জীবনের পাত্রে আরও অনেকখানি বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে আছে ওর জন্য। বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—কফি এনেছিস্। ক্যাপ্টেন লিবিচেক শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলেন। —নিয়ে আয় মা। একটু কফি খান মিষ্টার লেবেনহার্ট।

—বেশত। ফ্রান্‌স্ অন্তরংগ গলায় বললো—লেনকা, কফির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

—আর ঐসব আলোচনা নয় বাবা। লেনকা বাবাকে অনুরোধ জানাল। —নিজের শরীরের প্রতিও তোমার একটু কর্তব্য আছে।

—হ্যাঁ মা। ক্যাপ্টেন লিবিচেক কফির কাপে চুমুক দিলেন।—আমি সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্রেই মরতে চাই। হঠাৎ হার্টফেল ক'রে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে আমি রাজী নই। আমাকে সাবধান হতে হবে।

—মরার কথা যেন বড় বেশি ক'রে ভাবছো। লেনকা দু'চোখ তুলে ওঁকে একবার বললো।

—না, বাঁচার কথাই ভাবছি। লিবিচেকের কণ্ঠ অকপট। কিভাবে বাঁচা সম্ভব হতে পারে তাই ভাবছি। তুই বোস্ লেনকা।

—আমি ফ্রান্‌স্‌কে নিয়ে যাব বাবা। ওর সংগে আমার দরকার আছে।

—আচ্ছা। আমি একটু বিশ্রাম নেবো। আপনি ইতিমধ্যে আর একদিন আসুন মিস্টার লেবেনহার্ট। সোভিয়েট ইউনিয়নের কার্যকলাপের সঠিক ভাষ্য প্রচারিত করার একটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। আমি সে সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করেছি। আপনার সংগে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

—আচ্ছা আসব।

—আগামী কাল কি আপনার সময় হবে?

—অবস্থা কেমন থাকে তার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। এমন অনিশ্চিত-ভাবে একটা দেশের দিন কাটতে পারে না। প্রেসিডেন্ট স্ববোদার মস্কো বৈঠক সম্পর্কে আজ রাত্রে হয়তো আরও কিছু জানাবে। দুবচেক ও তাঁর সহকর্মীরা মুক্তি পাবেন কিনা তাও। সেই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে।

—কাল সময় করে একবার আসুন। ক্যাপ্টেন লিবিচেক অনুরোধ জানালেন।—ঐসব ব্যাপারে একটুও দেরি করা যাবে না।

—আচ্ছা আসব। কারাশেককে যদি ধরতে পারি সংগে ক'রে নিয়ে আসব।

ওর প্রাণশক্তি দুর্নিবার। কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। আপনাকে হয়তো অনেক সাহায্য করতে পারবে। আরও দু'জন আছেন। তাঁদের একজন চেক পুলিশের পদস্থ অফিসার, মিস্টার জিরি বেনেস। প্রতিবিপ্লবীদের সংগে যুক্ত এই অভিযোগে সোভিয়েট সামরিক বাহিনী ওঁকে গ্রেপ্তার করেছে। দু'জন সহৃদয় সোভিয়েট সৈন্যের সাহায্যে আমার কাছে তার পাঠিয়েছিলেন মিস্টার বেনেস। আমি সোভিয়েট দূতাবাসের জুনিয়ার অফিসার লাভিস্লাভ সিতেনস্কিকে এ সম্পর্কে অনুরোধ করেছি। মিস্টার বেনেস হয়তো মুক্তি পাবেন। অপরজন হলেন মিস্টার বেডরিক লেভচিক—উনি চেক সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। ভারী অমায়িক আর চিন্তাশীল মানুষ।

—ওদের দু'জনকেও যদি পারেন নিয়ে আসবেন।

—চলো ফ্রান্‌স্‌। লেনকা আবার অনুরোধ জানাল।

—তোমার দেরী হচ্ছেনা ত? আমার ঘরে চলো।

—বেশ চলো। নমস্কার ক্যাপ্টেন।

—নমস্কার। ক্যাপ্টেন লিবিচেক অন্তরংগ গলায় বিদায় জানালেন।

লেনকা রিগেনোভার ঘরে এলো ফ্রান্‌স্‌। চকিতে ওর মনে পড়লো সেদিন রোজমেরীর ঘরে এমনিভাবে আদৃত হয়েছিল ও। রোজমেরী যেন একটি অদ্ভুত, অচেনা পৃথিবীর কথা শুনিয়েছিল ওকে। আজ লেনকা আবার কি শোনাবার জন্য ওকে ডেকে আনলো কি জানি!

লেনকার ঘরটা ভারী ছিমছাম করে গোছানো। ফ্রান্‌স্‌ কয়েকমুহূর্ত ভাল লাগার আবেশে যেন দাঁড়িয়ে রইল। এ যেন একটি কুমারী মনের গোপন রহস্যের আবরণে আচ্ছন্ন।

—বসো ফ্রান্‌স্‌, লেনকা অনুরোধ করলো।—এভাবে তোমাকে ডেকে আনাতে ভারী অবাক হচ্ছো না?

—আমিত তোমার কাছেই এসেছি। আমার ঘোর এখনও কাটছে না। লেনকা, আমি অধ্যাপনা করেছি, অনেক জিনিষ নিয়েই আমি ভাবনা চিন্তা করেছি কিন্তু ক্যাপ্টেন লিবিচেক যেন আমার চিন্তাকেও এমন একটি অনাবিষ্কৃত মহাদেশে টেনে নিয়ে গেলেন, যার হদিস এতদিনেও আমার জানা ছিল না।

—বাবার যে কী হয়ে গেল, লেনকা চিন্তিত গলায় বললো। সেদিন সকালে তোমাদের কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি বাবা তাঁর ঘরে বসে আছেন। ওঁর

দু'চোখের মধ্যে ঘৃণা নেই, আশা ভংগের কোন বেদনা নেই—কোন কিছুর গোপন অস্তিত্বকে খুঁজে বের করার একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় যেন সে চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে। উদ্বেগ প্রকাশের কোন সুযোগ বাবা আমাকে দিলেন না—তার বদলে যা তিনি বলতে চাইলেন তা—আজকের মনোভাবের অনুরূপ।

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে লেনকা, আজকের অস্থির, অনিশ্চিত, অসহায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে উনি একটা নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারবেন। মস্কো আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আমি কোন আশা পোষণ করতে পারি না। চেক জনগণের উপর থেকে সোভিয়েট ছায়া তাতে সরবেনা বরং আরও কায়েমী হয়ে বসার সুযোগ পাবে। কিন্তু জাগ্রত চেকোশ্লোভাকিয়ার নবচেতনার দীপ্তি তাতে হারিয়ে যাবে না। সেই দীপ্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার কোন পথের সন্ধান ক্যাপ্টেন লিবিচেকের মতো বহুদর্শী মানুষ হয়তো আমাদের দিতে পারবেন। কিন্তু ভয় হচ্ছে ওঁর স্বাস্থ্যের জন্য। উনি কি অতখানি মানসিক উত্তেজনার চাপ সহ্য করতে পারবেন?

—আমারও তাই ভয় ফ্রান্‌স্। কিন্তু বাবাকে আজকাল কোন কিছু বলার উপায় নেই। ওঁর কাছে আমার প্রয়োজন যেন একটি দিনেই ফুরিয়ে গেল।

—অমন ক'রে ভাবছো কেন লেনকা।

—জানো ফ্রান্‌স্, একদিনেই আমার জীবনের পরিচিত রাস্তা থেকে আমাকে যেন সরে দাঁড়াতে হলো। তুমি ত জানো আমি সাধারণ, আমি নিজের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার বাইরে বাঁচার সার্থকতা কোনদিন ভাবিনি। দুটো মানুষের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। একজন বাবা—আর একজন কারাশেক। তুমি জানো কারাশেককে আমি ভালবাসি। আমাদের বিয়ের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ওঠেনি—কিন্তু দু'জনেই, যেন এই বিশ্বাসবোধে এসে পড়েছিলাম যে সেটা যে কোনদিন ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সব কিছুই যেন বদলে গেল ফ্রান্‌স্। কারাশেক সেদিন অমন ক'রে চলে গেল। আমাকে যেন সহ্য করতে পারছিল না ও। গত দু'দিন ধরে ওর সংগে আর আমার দেখা হয়নি। কারাশেক আসেনি, উপযাচিকা হয়ে ওর কাছে যেতেও আমার লজ্জা করেছে। বাবার কথা, শুনলেই। দুটো মানুষই যেন একদিনে আমাকে দূরে সরিয়ে দিল।

—আমরা একটা অসুস্থ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি লেনকা। ফ্রান্‌স্ নিজের মনোবেদনা একটুও প্রকাশ পেতে দিলনা।—কারাশেকের সেদিনকার ব্যবহার যেদিক দিয়েই তুমি দেখতে চেষ্টা করো—আমার বিশ্বাস কারাশেক তোমার কাছেই ফিরে আসবে।

—হয়তো আসবে ফ্রান্‌স্। লেনকা বিষাদ মলিন গলায় বললো। তবু তুমি এটা মানবে যে ভালবাসার মধ্যে একটা অন্তর্লীন শ্রদ্ধা মেশানো থাকে। প্রত্যেক মানুষই ভালবাসার গণ্ডীর মধ্যে এমন কিছু সন্ধান করে যাকে শুধু অনুভব করা যায়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। কারাশেক বোধ হয় সেই জিনিষ আমার মধ্যে আর খুঁজবে না ফ্রান্‌স্—কারাশেক ভাবছে আমি নিতান্ত সাধারণ, সাদামাটা মেয়ে—মহৎ কিছু করার সামর্থ বা সাহস আমার নেই।

ফ্রান্‌স্ যেন জানতো এমন একটা কথা উঠবেই। কারাশেক রোজীর মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল এটা ও নিজেই দেখেছে। তবে লেনকার প্রতি ওর ঔদাসীন্য একটা স্থির সিদ্ধান্তে এখনও আসতে পারেনি। কারণ রোজী নিজে। রোজীর মন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। রোজী কারাশেককে আহ্বান করার মত মানসিকতা আজও খুঁজে পায়নি। ফ্রান্‌সের মনে এখনও যেন কোথাও একটু প্রত্যয়বোধ অবশিষ্ট আছে। রোজী ওর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারবে না।

—নিজেকে এমন ক'রে দুর্বল করে তুলোনা লেনকা। ফ্রান্‌স্ অনুরোধ করলো। এতটা বিচলিত হবার মত কিছু ঘটেনি। কারাশেকের সংগে আমার দেখা হয়নি, হলে ওর মনোভাব বুঝতে আমার দেরি হবে না। তাছাড়া অবস্থা যতদিন স্বাভাবিক হয়ে না আসবে, যতদিন আমরা মানসিক সুস্থতায় ফিরে আসতে না পারছি, ততদিন এসব ব্যক্তিগত সমস্যা নিজেদের কাছেই হাস্যকর ঠেকবে লেনকা। তুমি আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো।

লেনকা রিগেনোভা চুপ ক'রে ফ্রান্‌স্‌কে দেখতে লাগলো। ফ্রান্‌স্ কি জানে কারাশেক রোজীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফ্রান্‌স্ কি নিজের এত বড় ক্ষতির কথা জানে। তবু রোজীর কথা এ মুহূর্তে ফ্রান্‌স্‌কে মনে করিয়ে দিতে লেনকার ভারী সংকোচ হলো।

—এমন কিছু করোনা লেনকা যাতে তোমার ক্ষতি হয়। ফ্রান্‌স্ আবার বললো।—এমন কিছুতে মন দিয়োনা যার মধ্যে বিপদের সংকেত লুকিয়ে আছে।

—তোমাকে এত কাছে পেয়ে ভারী ভাল লাগছে ফ্রান্‌স্। লেনকা

অভিভূতের মত বললো।—আমার অকপট উক্তি ক্ষমা করো ফ্রান্স্। আজ যেন বড় বেশি মনে হচ্ছে একটু চেষ্টা করলে তোমাকে আমি ভালবাসতে পারতাম ফ্রান্স্।

—তুমি আমাকে এখনও ভালবাসো লেনকা। ফ্রান্স্ গভীর মমতা মাখানো গলায় জবাব দিল। সব ভালবাসার কি চেহারা এক, সব ভালবাসা কি চিরকালীন পরিচিত পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে? তফাতের মধ্যে এটুকু যে আমার আর কারাশেকের প্রতি তোমার ভালবাসা সমার্থক নয়। লেনকা আজকের দিন ভাঙল; আমাদের তীব্র মনোবেদনা, আমাদের অসহায় পঙ্গু মানসিকতা হয় তো আমাদের সামনের সব কিছুকেই কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে, তবু আমি বিশ্বাস করি এই তিক্ত বিষাক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল আমাদের। আমরা যেন বড় বেশি অহমিকায় ডুবে গিয়েছিলাম, আত্মপ্রসাদে আমরা ডগমগ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আর নয় লেনকা—ফ্রান্স্ হাতঘড়িতে সময় দেখে উঠে পড়লো।—এবার আমাকে যেতে হবে।

—এখন কি বাসায় ফিরবে?

—না, পরিচিত মানুষের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছি। জিরি বেনেসকে ওরা মুক্তি দিল কিনা জানিনা। বেডরিক লেভচিক আর রাসেলকার খবর নিতে হবে। কার উপর সোভিয়েট বাহিনীর খড়্গ কখন নেমে আসছে কে জানে!

—তুমি নিজেও একটু সাবধানে থাকবে ফ্রান্স্। লেনকা কান্নাভেজা গলায় বললো।—আমাকে কথা দাও, নিজের বিপদ তুমি ডেকে আনবে না।

—বিপদ আসার সম্ভাব্য সব রাস্তাগুলির সন্ধান আমার জানা নেই লেনকা। সিতেনস্কির সংগে আমার আজকের কথাবার্তার সম্পূর্ণ অন্য অর্থ ধরে নেওয়া যায়। তবু জানি সিতেনস্কি আমার বন্ধু, আমার প্রতি ওর কোন বিদ্বেষ নেই। ডাঃ ওটাশিকের সহকারী হিসাবে সকলেই আমাকে জানে। তবে গ্রেপ্তার হবার মাহেন্দ্রক্ষণ পার হয়ে গেছে লেনকা। তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমি সাবধান হবো।

—তাই করো ফ্রান্স্। আমার মন ভারী দুর্বল হয়ে গেছে। আমি নিজেকেই যেন চিনে উঠতে পারছিনে। বাবাকে আমি কোনদিন চিনতে পারিনি, কারাশেককে ও না।

—তোমার চেনাই আসল চেনা লেনকা। তুমি মনের গভীর আলোকে

বারবার ওদের দেখেছ। তোমার পরিচয়ে ফাঁকি নেই। ওঁদের ভীত, দুর্বল আর অসহায় মুহূর্তগুলির তুমিই একমাত্র সাক্ষী লেনকা। ওঁদের সাধ্য কি তোমাকে অবহেলা জানায়। কিন্তু আর আমার দেরি ক'রে দিওনা, আজকের মত বিদায় নিচ্ছি।

—বাবাকে কথা দিয়েছো তুমি কাল আসছো। লেনকা একটু হাসলো।

হ্যাঁ, সকলকে ধরে আনার চেষ্টা করবো। লেনকার হাতে একটু চাপ দিয়ে ফ্রান্‌স্‌ বেরিয়ে এলো।—ক্যাপ্টেন লিবিচেক আমাকে ভয়ানকভাবে উৎসুক ক'রে তুলেছেন।

॥ ২০ ॥

ওল্ডরীক কারাশেকও স্থির থাকতে পারছিল না। মিসেস পোচোনা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ধৃত স্বামীর সংগে দেখা করার সম্মতি মেলেনি ওঁর। মিস্টার পোচোনা কোথায় কি অবস্থায় আছেন কিছুই জানা নেই। কারাশেক ওঁকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করেছে। আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করার আগে অবস্থা কোনদিকে মোড় নেবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবিদের একটা মিলিত প্রতিবাদ প্রয়োজন। অবস্থার প্রকৃত বিবরণ বিশ্বের বুদ্ধিজীবিদের জানান দরকার। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের পক্ষে ঘুরে ঘুরে সকলের সংগে সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। কারাশেক যদি এই কাজে অংশ নেন উনি আনন্দিত হবেন। প্রকাশ্যে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। বুদ্ধি-জীবিদের অনেকেই গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সংগে যুক্ত লেখকদের অনেককেই সোভিয়েট প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে এটা প্রমানিত হবে যে চেক বুদ্ধিজীবিরা সোভিয়েট কার্য ধারাকে নিন্দা করছেন। কারাশেক তাতে সম্মতি দিয়েছে। নিজেকে একটা কিছুতে ব্যাপৃত রাখতেই হবে। নইলে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা

ওকে দুর্বল করে তুলছে। লেনকার খবর নেওয়া হচ্ছেনা। লেনকাকে সেদিন অবহেলা করা হয়েছে। উপায় ছিলনা কারাশেকের। ওর সারা মন রোজমেরী কাভানোভার চিন্তাতে বিভোর ছিল। আজও রোজমেরী ভয়ানকভাবে ওকে আকর্ষণ করছে। রোজমেরীর সংগে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ফ্রান্‌স্‌কে অনিবার্যভাবে আহত করবে। কারাশেকের মত বন্ধুর কাছ থেকে এটা অবশ্যই আশা করবে না ফ্রান্‌স্‌। রোজী নিজেও কি বিব্রত হবে না? কারাশেক নিজে সঠিক জানেনা রোজ ওর সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করছে। তবে রোজীর ছু' চোখ অন্তরংগতার আমন্ত্রণ চেয়েছে। সেই আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে কি পারবে কারাশেক?

তবু রোজীর সংগে দেখা করতে সংকুচিত হয়েছে কারাশেক। নিজেকে কাজের মধ্যে বাঁধতে না পারলে রোজীর দিকেই মন ছুটবে। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের নির্দেশমত কয়েকজন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অধ্যাপকের সংগে সাক্ষাৎ করেছে কারাশেক। সকলেই মিলিত প্রতিবাদ জানাতে সম্মত হয়েছেন। ফ্রান্‌সের সংগেও দেখা করতে গিয়েছিল, ওকে বাসায় পাওয়া যায়নি। হয়তো ফ্রান্‌স্‌ রোজীর কাছে গেছে। রোজীর চিন্তায় আবার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কারাশেকের। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে।

বিকেলে ওর ঘরে এলেন অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার এবং মিসেস পোচোনা। কারাশেক উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

—আপনার কাজ কি রকম এগুচ্ছে। মিষ্টার গোল্ডস্টাকার বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন।—মিসেস পোচোনাকেও সংগে নিয়ে এলাম। একা একা থেকে উনি ভারী বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন।

—কিছু কিছু করছি। কারাশেক বিনীত গলায় জবাব দিল।

—ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্টকে পেলাম না। এই ব্যাপারে ওঁর সংগে আলোচনা করলে ভাল হতো।

—মিস্টার লেবেনহার্টকে আমি জানি। ডাঃ ওটাশিকের সহকর্মী হিসাবে ওঁর সুনাম আছে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কাজকে সমর্থন করবেন।

—হয়তো। ফ্রান্‌স্‌ বড় বেশি আত্মসচেতন, ভারী ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ। কোন কিছুতে স্বীকৃতি দিতে একটু সময় নেয়, কিন্তু একবার সম্মতি দিলে ওকে স্বধর্মচ্যুত করা শক্ত।

—ও'রকম শক্ত মানুষ আমাদের দরকার। আজকের খবর জানেন? প্রেসিডেন্ট স্বোবোদার চাপে পড়ে সোভিয়েট নেতারা ডুবচেক এবং অন্যান্য নেতাদের বিমানে করে মস্কো এনেছেন। এবার চেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু হবে।

—এ' আলোচনার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার? কারাশেক জিজ্ঞেস করলো।

—নিশ্চিত করে বলা মুস্কিল। তবে এ্যাকশন প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করার জন্য চেক নেতাদের উপর সোভিয়েট চাপ অব্যাহত থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—এ্যাকশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে সোভিয়েট আপত্তির মূল কারণটা যদি আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন।

—মূল কারণ ত একটা নয় মিষ্টার কারাশেক, অনেকগুলি। সোভিয়েট ইউনিয়নের আপত্তিগুলি আমি ঠিক জানিনা কারণ ও'রা কখনই বিশদভাবে কোন কিছু বলেননি। খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনায় সোভিয়েটের আগ্রহ একটু কম। তবু বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার প্রাথমিক ধারণা থাকলে এ' সম্পর্কে সোভিয়েট আপত্তির মূলে কারণগুলি অনুধাবন করা হয়তো কঠিন নয়। আপনার কি এ' সব আলোচনা ভাল লাগছে মিসেস পোচোনা?

—এ'সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। মিসেস পোচোনা ম্লান হাসলেন।—আপনার মুখ থেকে শুনতে ভালই লাগছে।

—এ্যাকশন প্রোগ্রামের মুখবন্ধে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি যে কথাগুলি বলেছিলেন আমি তার পুনরুক্তি করছি। কথাগুলি মনে রাখলে আমার বক্তব্য বুঝতে আপনাদের সুবিধে হবে। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি ঘোষণা করেছিলেন—"We want to start building new, profoundly democratic Czechoslovak conditions in keeping with the pattern of a socialist society. Our own experience and Marxist scientific understanding, however, leads us to the conclusion that this goal cannot be achieved by existing methods, means and crude forms of work which are constantly pulling us back. Our Society has entered a difficult period

in which we can no longer rely on traditional blue prints. We are faced with the task of experimenting, seeking new roads and giving socialist development in our country a new form while finding support in creative, Marxist ideas and, the knowledge of the international workers' movement." এ্যাকশন প্রোগ্রামের "সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে চেকোশ্লোভাক পথ" শীর্ষক প্রথম অনুচ্ছেদে যে চারটি মূল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই প্রসংগে সেই চারটি বিষয়েরও আমি উল্লেখ করছি। সেগুলি হলো—"(A) No antagonist classes exist and inner development is realised through a process of reapproachment of the social groups. (B) Previous methods of management of the economy are outdated and intensive development requires changes in the economic pattern. (C) The preparation of our country for the scientific-technical revolution requires the creative participation of all the working people and of science. (D) Democratization of the whole social and political system becomes a condition for the dynamic development of the socialist society which must hold its obligations in the international workers' movement."

এখন আপনাদের সমাজতন্ত্রের বিস্তারের ইতিহাস একটু শোনাতে হবে। আমাদের দেশ এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বয়স বেশিদিন হয়নি। এদের প্রত্যেকেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যা এমন প্রকট, এত জটিল যে একটা সুস্থ শাসন কাঠামো জিইয়ে রাখাই এত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে যে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভাবার সময় এবং অবস্থা কোনটাই এদের নেই। এ'সব সমস্যা এবং স্ব-বিরোধের উপস্থিতি বাস্তব সত্য। ত্রিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে কোন সমস্যা ও স্ব-বিরোধকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হতো। নানা ঘটনাবলী এই ধারাকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের একমাত্র সম্ভাব্য ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের আর কোন সম্ভাব্য পথ থাকতে পারে না। জনসাধারণ

কেবল সর্ব বিষয়ে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শুনতে পায় এবং তদনুসারে চলার নির্দেশ পেতে থাকে। ক্রমশঃ সারা বিশ্বে এমন একটা প্রচার চলতে থাকে যে সমাজতন্ত্রে যেহেতু শ্রেণীবিরোধ নেই, সেখানে কোন রকম বিরোধের অস্তিত্ব অসম্ভব—সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্ব-বিরোধের প্রভাব, স্পর্শ ও সম্ভাবনা মুক্ত।

স্টালিনের সময়ে দৃঢ়তার সংগে প্রচারিত হলো যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রেণীবিরোধ নেই বলে সেখানে কোন রকম মতবিরোধ, এমন কি পার্থক্যের অবকাশ নেই। যদি কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন তিনি অবশ্যই শ্রেণীশত্রু অথবা বুর্জোয়াদের গুপ্তচর। শ্রেণীশত্রুদের প্রতি এমন নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা হলো যে সমাজতন্ত্রের দোষ-গুণ এবং মূলনীতি সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গেল। সমাজতন্ত্র-বিশ্বাসী মানুষরা ক্রমশঃ এমন অচেতন হয়ে পড়লো যে তাঁদের কর্তব্য হলো উপর থেকে প্রেরিত নির্দেশ হুবহু পালন করা। তৎকালে একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েট সমাজ বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে, পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বহুল প্রচার হতে থাকে। সাধারণ ভাবে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠে যে সমাজতন্ত্রের বিকাশে সোভিয়েট অভিজ্ঞতাই একমাত্র গ্রাহ্য সত্য, সোভিয়েটে গৃহীত প্রত্যেকটি নীতি ও নির্দেশই একমাত্র সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক নীতি। আরও আশ্চর্যের কথা, এই সোভিয়েট রীতি সম্পর্কেও কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা জীবন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির বিকাশে সোভিয়েট নির্দেশই একমাত্র সত্য—এমন একটা বিশ্বাসের ভিত এর থেকেই উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ও প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্দেশের জন্য সোভিয়েটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এক প্রকার স্বেচ্ছায় নিজেদের নাবালক বাহিনীতে পর্যবসিত করে। সোভিয়েটের উপর নির্ভরশীল কোন কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বদেশে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি, যাঁরা পেরেছেন তাঁদের কেউ সোভিয়েটের উপর নির্ভর করেননি। অধিকংশ ক্ষেত্রেই পরনির্ভরতা, নাবালকত্ব, আত্মপরিস্থিতি বিচারে দীর্ঘ অনভ্যাস এবং তজ্জনিত স্থায়ী অক্ষমতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দলগুলিকে দুর্বল করে তোলে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন সুদূর পরাহত হয়ে উঠে। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কেও এ'কথা নির্মমভাবে সত্য।

এই দুর্বলতা আরও প্রকট হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সোভিয়েটের প্রভাবে পূর্ব-ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট সরকার তৈরী হলো। এ'সব প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, সামাজিক ও আর্থিক মান, সাংস্কৃতিক বিকাশ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যা আলাদা—এবং প্রধানতঃ সেজন্যই সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ি। আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টি যথেষ্ট রকম শক্তির অধিকারী হবার আগেই আমাদের হাতে ক্ষমতা এসে যায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সোভিয়েটের উপর আমাদের নির্ভরতাও বাড়তে থাকে। এ'কথা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি—ওয়ারস চুক্তির বন্ধনে যারা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট উপগ্রহের মত বিরাজমান—তাদের সম্পর্কেও সত্য। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং দেশের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার সমাধানে একাগ্রচিত্তে উন্মুখ হয়ে আমরা প্রথমে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের সমস্যাগুলি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ রকমে নূতন। সোভিয়েট নির্দেশিত পথে তার সমাধান অসম্ভব। আমরা অনুভব করতে পারছি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জন্য অন্য ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের করা প্রয়োজন এবং সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই আমরা এ্যাকশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।

সোভিয়েট এই পরীক্ষায় আগ্রহী নয়। সমাজতান্ত্রিক মুক্তিতে পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েট স্বার্থ বিপন্ন হবার আশংকা রয়েছে। তাই আমাদের নির্দেশিত পন্থা পরিবর্তনের জন্য রাশিয়া সর্বপ্রকারে চাপ দেবে—এটা স্বাভাবিক মিস্টার কারাশেক।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার দীর্ঘ বক্তৃতার পর থামলেন।

—এ্যাকশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমি আগে যে কথা বলেছি অর্থাৎ আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্য ও কর্মপন্থা সোভিয়েট নির্দেশের প্রতিচ্ছবি নয়। এই প্রথম নাবালকত্ব ঘুচিয়ে আমাদের সমস্যাবলী ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আমরা সোভিয়েট নির্দেশের অপেক্ষা না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, আমরা এমন কথা বললাম যাতে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অনুপ্রাণিত করে তুললো। ও'সব দেশের জনসাধারণ আপনাদের অভিনন্দন জানাল এবং নিজেদের দেশে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য শাসনযন্ত্রের উপর চাপ দিতে লাগলো। সোভিয়েটের টনক নড়লো—তাঁরা চাইলেন যে পূর্ব ইউরোপে যদি সোভিয়েটের

প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—আপন নির্দেশিত পথেই সেটা একমাত্র সম্ভব। তাই আমাদের থামানোর জন্য তাঁদের উৎকণ্ঠার সীমা নেই—সিয়ার্নো, ব্রাতিস্লাভার চেষ্টার তাঁরা ত্রুটি করেননি কিন্তু আমাদের নেতারা দৃঢ়চিত্ত পরিকল্পনা চালিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখলেন। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে একটি মাত্র রাস্তা খোলা রইল—সেটা সশস্ত্র অভিযান।

—আপনি কি মনে করেন সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে? কারাশেকের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন।

—তার দরকার কি মিষ্টার কারাশেক? গোল্ডাস্টাকার ব্যথিত গলায় বললেন—আমরা যারা উদারনৈতিক আবহাওয়াকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে আমদানী করতে চেয়েছি তাদের কণ্ঠরোধ করতে অথবা চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনীতি থেকে তাদের সরিয়ে দিয়ে সোভিয়েটের পছন্দ মত সরকার গঠন কি অসম্ভব? জনসাধারণ আজ মারমুখী, কিন্তু এ' উত্তেজনা নিভিয়ে যেতে বাধ্য, বিশেষ করে সোভিয়েট তরফ থেকে যদি প্ররোচনা না থাকে। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সোভিয়েট প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত করাও তেমন কঠিন কাজ নয় মিষ্টার কারাশেক।

—আপনার মূল বক্তব্য হলো যে নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি তা' ছাড়তে হবে এবং আমরা আবার সোভিয়েট মার্কা সমাজতন্ত্রের ধারাকেই গ্রহণ করে নেব? তা'হলে এ' সবের কিছু অর্থ ছিল অধ্যাপক গোল্ডাস্টাকার? কি দরকার ছিল ট্র্যাডিশনকে পরিত্যাগ করার? ব্রাতিস্লাভার বৈঠকের পর সোভিয়েট নির্দেশকে কুর্নিশ জানিয়ে নিজেদের স্বপ্নের হাল গুটিয়ে ফেললেই তো হত।

—অতটা নিরাশ হবেন না মিষ্টার কারাশেক। মিসেস পোচোনা এতক্ষণে হঠাৎ মুখ খুললেন।—সত্যের প্রতি মানুষের চোখ একবার খুলে গেলে চোখ দু'টিতে ঠুলি পরে থাকতে সে আর চাইবে না। আমাদের শক্তি অল্প—দুনিয়ার সমাজতন্ত্রী মানুষের সাহায্য ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার ইচ্ছা অথবা শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ান অসম্ভব। আমাদের ভৌগলিক অবস্থা এমন যে চার দিক থেকেই আমাদের যুগপৎ আক্রমণ করা সহজ।

—ওটা ঠিক মিসেস পোচোনা। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার সায় দিলেন।—যুগোস্লাভিয়া কিংবা রুমানিয়ার ব্যাপারে রাশিয়া মাথা গরম করেনি। ১৯৪৮ সাল

থেকেই মার্শাল টিটো সোভিয়েটের প্রাধান্য থেকে নিজের দেশকে সরিয়ে রেখেছেন। আরও অবাক হবার বিষয় এই যে স্টালিনের রাশিয়া থেকে, ব্রেজনেভ কোসিগিনের রাশিয়া অনেক বেশি উদারনৈতিক। তবু যুগোশ্লাভিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। আমাদের সে সুযোগ নেই কারণ আমরা যদি ওয়ারশ গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি—সোভিয়েট প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর দিয়ে ন্যাটো বাহিনী মস্কোর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবার সুযোগ পাবে।

—মস্কো আলোচনা সম্পর্কে আশা পোষণ করার কোন কারণ নেই ?

—না মিষ্টার কারশেক। গোল্ডস্টাকারের কণ্ঠে চিন্তার আভাস।—ওটা ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আলোচনা নয়, কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে হত্যা না করে তাদের প্রতি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ। ভয়ের আর আতংকের একটা আবহাওয়া ওখানে তৈরী করা হয়েছে। তিনজনের বন্দীদশায় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় চেক নেতাদের মনোভাবে শৈথিল্য আসা অসম্ভব নয়। তাঁদের সোভিয়েট প্রস্তাবে সম্মত হতে হবে।

—আর অন্ধকার আবহাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে ?

—আরও বেশি মিষ্টার কারাশেক। আমরা সমাজতন্ত্রের একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চেয়েছিলাম। বিশ্ববাসীকে আমরা আহ্বান করেছিলাম এমন একটা সম্ভাবনার দিকে যার সাফল্যে প্রমাণিত হতো আজকের সমস্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও হতাশার পরিমণ্ডল থেকে সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ। এর শক্তি অফুরান, এর নীতি নির্ভেজাল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে কথা বলার সুযোগ আর আমাদের আসবে না ; পক্ষান্তরে আমরা নিজেরাই হয়তো উলটো কথা বলে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হব আর সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সন্দেহ আবার দানা বেঁধে উঠবে।

কারাশেক আবার মানসিক অস্থিরতায় দুলতে লাগলো। ২১শে আগস্টের ভোরবেলার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যের কথা মনে পড়লো ওর। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের মত প্রবীণ মানুষ বলছেন সেই প্রতিরোধ স্পৃহা সাময়িক। আজ যাঁরা সোভিয়েট ট্যাংকের সামনে অকুতভয়ে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, কাল তাঁরাই আবার রাশিয়ান বাহিনীকে আদর করে নিজেদের অন্দর মহলে নিয়ে যাবেন। চেকোশ্লোভাকিয়া হয়ে উঠবে সমাজতন্ত্রের

শ্মশানভূমি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনা, নিজের অন্তর থেকে সায় দিতে পারে না। এতগুলি মানুষের ভবিষ্যৎকে দলিত পিষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে নিবৃত্ত করা যাবে না!

—আমরা কি কিছুই করতে পারবো না মিস্টার গোল্ডস্টাকার।

—হয় তো পারব। গোল্ডস্টাকার অনিশ্চিত গলায় বললেন—তবে যে ভাবে ক'রতে চেয়েছি সেভাবে নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নকে খুশি রেখে যতটা করা সম্ভব তা' করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে আশার একটু আছে বৈকি। মানবিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়ার উপকূলেও পৌছে যাবে। আমার মনে হয় রাশিয়ার অভ্যন্তরেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

—সে যাই হোক, স্বাধীনভাবে আর কিছু করা যাবেনা—ঐ ভাবনা আমার পক্ষে অসহ্য মিস্টার গোল্ডস্টাকার।

—ভয় হচ্ছে আমি চুপ ক'রে থাকতে পারবোনা। মস্কোর আলোচনা পর্যন্ত হয়তো কোনরকমে নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারবো। তারপরই আমাকে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে - নিজের আদর্শবোধের জন্য।

—কোন লাভ হবে না মিস্টার কারাশেক। রাশিয়া আপনার কপালে প্রতিবিপ্লবীর তকমা এঁটে দেবে। আপনার স্বদেশপ্রীতিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করবে ওরা। আমাদের ধৈর্য্য ধরতেই হবে। অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য প্রতিরোধের কথা ভেবে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে আমাদের চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা একক কাজ নয়. চেকোস্লোভাকিয়ার সব চিন্তাবিদদের মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক আদর্শকে শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারিত করার একটা বলিষ্ঠ পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে। আপনি কি বিরক্তিবোধ করছেন মিসেস পোচোনা? তাহলে আজকের মত আমরা উঠতে পারি।

—চলুন উঠি। মিসেস পোচোনা বললেন। চলুন, একটু বাইরে ঘুরে আসি। আমার কিছুতেই মন দিতে ইচ্ছে করছেনা।

—আপানার জন্য আমার গভীর সহানুভূতি রয়েছে মিসেস পোচোনা। কোন চিন্তা করবেন না, সব ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আমরা আবার বাঁচব। আমরা আজ উঠি মিস্টার কারাশেক। কাল আবার একবার আসব।

—আচ্ছা। কারাশেক উঠে ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

রোজমেরী কাভানোভার দরজার কাছে এসে একসময় দাঁড়াতেই হলো কারাশেককে। ঠিক ইচ্ছায় নয়, যেন বাধ্য হয়ে। মিসেস পোচোনা আর অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর নিজেকে নিয়ে যেন ভারী অসহায় বোধ করলো কারাশেক। কি করবে ভেবে উঠতে পারলোনা। এক্ষুণি অন্য কোন মানুষের সাহচর্য পাওয়া ওর একান্ত দরকার। লেনকার কথা একবার মনে পড়লো। কিন্তু লেনকার সংগে একই মনোভাবের সমতলে ওর মন নেই। সেখানে ওর মানসিকতা আরও অস্থির হয়ে উঠবে। হয়তো নিজের অনিচ্ছায়, সম্পূর্ণ অকারণে লেনকাকে আঘাত দিয়েও বসতে পারে। তার চেয়ে রোজমেরীর কাছে যাওয়াই ভাল। রোজী ওকে ঠিক বুঝতে পারবে, রোজীর চিন্তার সংগে ওর মিল আছে। ওকে কি রোজী সহজভাবে নিতে পারবে না? না পারার ত' কিছু নেই। আর সেদিনকার মানসিক দুর্বলতা আজ রোজীর মধ্যে থাকার কোন কারণও হয়তো নেই। মিথ্যে মিথ্যে সংকোচবোধ করছে কারাশেক।

মিসেস কার্লসকোভা দরজা খুলে দিলেন। কারাশেককে দেখে ভারী খুশি হলেন তিনি।

—আরে, মিস্টার কারাশেক। আসুন আসুন। রোজী বেচারী মনমরা হয়ে ঘরে বসে আছে। চারদিকে যা চলছে ওকে একা একা বেরোতে দিতেও মন সায় দেয় না।

—আপনারা ভাল আছেন? কারাশেক বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—আর থাকাথাকি কি। শুনছি অফিস কারখানা সব খুলে যাবে। যারা কাজ করতে ইচ্ছুক নয়, সোভিয়েট বাহিনী তাদের জোর করে কাজ করাবে। রোজীকে নিয়ে তাই খুব ভাবনার মধ্যে আছি? আমি ত বাইরের খবর তেমন কিছু পাইনা. প্রতিবেশিদের কাছ থেকে যতটুকু শুনতে পাই, তাই সম্বল। মিস্টার লেবেনহার্টও সেদিনের পর আর আসেননি।

—আমার সংগেও দেখা হয়নি। কারাশেক বললো।—আমি ভেবেছিলাম ফ্রান্‌স্ নিশ্চয়ই একবার রোজীর খোঁজ করবে।

—হয় তো কোন কারণে ব্যস্ত আছেন। ভিতরে আসুন. আমি রোজীকে খবর দিচ্ছি।

কারাশেক মিসেস্ কার্লসকোভার সংগে ভিতরে এলো। রোজীর এমন মনমরা হয়ে বসে থাকার কারণ ভাবতে লাগলো ও। ফ্রান্‌স্ আসেনি। তবে

কি ফ্রান্‌স্‌ এবং রোজীর মাঝখানে নিজের উপস্থিতিটুকু কারাশেককে স্বস্তি দিচ্ছে না।

রোজী যেন একটু বিষণ্ণ, হয়তো বা একটু বেশি সতর্ক। কারাশেককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো—তবু ভাল যে তুমি এলে। একা একা আর সময় কাটছিল না।

—ফ্রান্‌স্‌ আসেনি?

—না, কোন খবর নিতে আমিও পারিনি। তুমি বসো কারাশেক। মা, কারাশেককে একটু কফি দেবে?

—নিশ্চয়ই, মিসেস কার্লসকোভা খুশি মনে বললেন। কারাশেককে ওঁর ভাল লাগে, ভারী প্রাণোচ্ছল ছেলে, হাসিখুশি, অকপট স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। মেয়ের জন্য ওঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। নিজের বাকী জীবনের সম্বল এই একরত্তি মেয়েটার মলিন মুখ দেখলে মিসেস কার্লসকোভার মনটা বেদনায় ভরে উঠে।

—রোজী, মিসেস কার্লসকোভা কিচেনের দিকে চলে গেলে কারাশেক ডাকলো।—রোজী, ফ্রান্‌স্‌ কি রাগ করে আসছে না? তোমাদের মধ্যে কি কোন কথা কাটাকাটি হয়েছে?

—না। রোজী একটু হাসলো। আর কিছু বললো না।

—তোমাকে কি বিরক্ত করলাম?

—না, তুমি আসাতে আমি খুশি হয়েছি কারাশেক।

—রোজী, আমি ছলনা করতে জানিনে। মেয়েদের মধ্যে আমি নিজের কামনার চরিতার্থতাকে খুঁজি না। তুমি হয়তো জানো তোমাকে সেদিন আমার বড় ভাল লেগেছে, তোমার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

—তার জন্য লেনকাকে আহত করার কোন প্রয়োজন নেই কারাশেক।

লেনকাকে আহত করেছি একথা তোমাকে কে বললো রোজী? কারাশেক নিজেই যেন আহত হলো। আমি সত্যিই নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে পারছি না। লেনকাকে নিয়ে আমার কোন দায়িত্ব আছে কিনা আমি জানিনা। তোমাকে অন্তরংগ করে নেবার দাবীও আমি তুলছি না। অন্ততঃ আজকের আবহাওয়ায় ও'সব প্রশ্ন মনে আসেনা। শুধু সেদিনকার উজ্জ্বল ছবিটা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। রোজী, তোমাকে এমন করে বলছি বলে তুমি কি রাগ করছো?

—না।

—আর হয়তো সে মুহূর্ত কোনদিন আসবে না। একটু আগে অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের সংগে আলোচনা করছিলাম। উনি প্রবীণ পণ্ডিত মানুষ। সোভিয়েট সরকার ওঁর উপর প্রসন্ন নন কারণ উনি সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আগ্রহী। উনি চেকোশ্লোভাকিয়ার যে ভবিষ্যৎ ছবিটি আমার সামনে তুলে ধরছেন তার মধ্যে আশা করার মত কিছু নেই। হয়তো আমাদের সব স্বপ্নই চুরমার হয়ে গেল। ভাঙা মন, ক্লান্ত শরীর নিয়ে হয়তো আগামীকাল থেকে আমরা পুরাণো কাজে লেগে পড়বো। আর কোনদিন সেই মুহূর্ত আসবে না যখন সকলে মিলে, আত্মার একান্ত বন্ধনে, আমরা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্তভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারবো। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের মনে গভীর হতাশা ছিল, সেটা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তোমার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়লো না, তোমার সেই দৃপ্ত সাহসী ভংগী আমাকে যেন নিজের অজ্ঞাতে টেনে হিঁচড়ে এখানে নিয়ে এলো। আমার কোন অপরাধ নেই রোজী, তোমার আর ফ্রান্‌সের ভালবাসার সেতুবন্ধন আমি ভাঙতে চাই না। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো। কারাশেকের গলা আবেগে সমর্থন করতে লাগলো।

—অমন করে বলোনা কারাশেক। রোজী উঠে এসে ওর একান্ত কাছে এসে বসলো।—আমি কি নিজেও ছাই ভুলতে পারছি? কারাশেক, সেদিনকার সেই উত্তেজনার অপরূপ প্রকাশ আমাদের মধ্যে আর হয়তো তেমন করে ফুটে উঠবে না। তুমি, আমি, ফ্রান্‌স্‌, লেনকা হয়তো আবার দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়েমিতে হারিয়ে যাবো। সারাদিন খাটাখাটুনি করে সন্ধ্যার পরে কাফে অথবা রেস্তোরায় মিলিত হব। হুইস্কি অথবা কনাকের গ্লাস সামনে রেখে হয়তো আপন আপন দুঃখ স্থখে, সমস্যায় বিভোর হয়ে থাকবো। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাঙাচোরা, কুৎসিত, পরাজিত চেহারা দেখে আমাদের দু'চোখ ভরে হয়তো জলের ধারা নেমে আসবে। কিছু করার নেই. কিছু করতে পারছিনে—এমন ভাবনায় আমাদের তরুণ রক্ত হয়তো শিরা ধমনীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই বিবর্ণ, বিক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলিতে আমি আর তুমি হয়তো সেদিনকার শেষ রাত্রির নারোডনি স্ট্রীটের ঘটনার কথা ভাবতে থাকবো। আমরা কি করতে পারতাম্ অথচ করতে পারিনি—আমরা মরতে পারতাম, অথচ পরাজিত

অস্তিত্বকে এখনও বহন করে চলেছি। কারাশেক, সেই মুহূর্তের অন্তরংগতা, সেই পবিত্র ভালবাসার ছবিটি হয়তো আমাদের জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

—রোজী, রোজী, এমন করুণ আকুতিতে তুমি কথা বলো না। তুমি জানোনা আমি ভারী চঞ্চল, ভারী অস্থির, নিজের উপরে আমার সংযমের বাঁধন আলগা। কারাশেক হাত বাড়িয়ে রোজীর হাত ধরলো।—আমি হয়তো তোমাকে ছাড়তে পারবো না, কোনদিন ভুলতে পারবো না। তোমাকে অধিকার করার আগ্রহে আমি ফ্রানসের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে যাবো।

—বিচলিত হবার মত কিছু নয় কারাশেক। রোজমেরী নিজের হাতটা টেনে নিতে পারলো না।—আমরা সবাই দুর্বল মানুষ কারাশেক, হয়তো আমরা সবাই পরস্পরের অন্তরংগতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজছি। তোমাকে সেদিন ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, ভারী সুন্দর। আমার বারবার মনে হচ্ছিল তুমি চেকোশ্লোভাকিয়ার আহত আত্মা। তোমার আশ্রয়ের মধ্যে সেদিন নিজেকে নিঃসংকোচে সমর্পণ করতে একটু দ্বিধা হয়নি আমার। আমার রক্তাক্ত, মূর্ছিত শরীরটাকে গভীর মমতায় বুকের উপর টেনে নিয়ে পথ চলার তোমার সেই দৃপ্ত মুখচ্ছবি আমি কোনদিন ভুলব না কারাশেক। সেদিন এখানে বসে প্রায় এমন ভাবপ্রবণতা নিয়ে আমি ফ্রান্সকে সে'কথা বলেছিলাম।

—তুমি ফ্রানসকে বলেছ? কারাশেক যেন বিস্ময়ে চিৎকার করলো।—ফ্রানসকে তুমি এ'কথা বলতে পারলে? ছি. ছি, ফ্রানস্ কি ভাবলো আমার সম্পর্কে।

—ক্ষতি কি কারাশেক। রোজমেরী হাসলো।—যেখানে কোন পাপ নেই, যেখানে অপরাধের স্পর্শমাত্র নেই, সেখানে লজ্জা আর সংকোচ আসতে পারে না।

—ফ্রানস্ নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করেনি।

—ফ্রানস্ রাগ করেনি কারাশেক। আমার সেই মনোভাব, সেই একান্ত অন্তরংগ মুহূর্তকে ফ্রানস্ শ্রদ্ধায় উন্নত করে দিয়েছে। নিজের ক্ষতির কথা ফ্রানস্ ভাবেনি, আমাকে হারানোর আশংকায় ফ্রানস্ ক্রোধে অন্ধ হয়ে যায়নি। শুধু লেনকার জন্য ওর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। শান্ত গলায় বলেছিল—লেনকা ভারী ভাল মেয়ে রোজী, নিজের জন্যও ওকে তুমি বঞ্চিত করো না।

কারাশেক আস্তে আস্তে নিজের হাতটা টেনে নিল। লেনকার কথা এমন

অদ্ভুতভাবে, অদ্ভুত সময়ে কেন বললো ফ্রান্‌স্‌। রোজমেরী কারাশেকের অন্তর থেকে লেনকার মূর্তিটাকে সরিয়ে দিলে ক্ষতি কি শুধু লেনকার, ফ্রান্‌সের নয়? না, ফ্রান্‌স্‌ ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির খতিয়ান তলিয়ে দেখছে না?

কারাশেক স্তব্ধ ভাবে ভাবতে লাগলো।

মিসেস কার্লস্‌কোভা কফি নিয়ে এসে দেখলেন—রোজমেরী আর কারাশেক একান্ত কাছাকাছি বসেও একটা কথাও বলছে না। দু'জনেই গভীর চিন্তার অতলে যেন ডুবে রয়েছে। মিসেস কার্লস্‌কোভা অবাক হলেন, কারাশেক ভারী চঞ্চল, অনবরত হাসি গল্পে ওর জুরি নেই। এমন কি ঘটলো এদের মধ্যে যে দু'জনেই এখন চুপ করে এমন একান্তভাবে আপন আপন বিবরের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। মিসেস কার্লসকোভাকে দেখে ওরা যেন অস্তিত্বের আবেষ্টনীতে ফিরে এলো।

—মা। রোজী ছেলেমানুষের মত ডাকলো।—তুমি এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলে কেন মা?

—তোরাই বা এমন চুপ করে আছিস কেন? মিসেস কার্লস্‌কোভা কফির ট্রে-টা টেবিলের উপর রাখলেন।

—আমরা ভাবছিলাম মা। রোজমেরী হেসে ফেললো।—সেদিনকার সেই মৌন ধর্মঘটের কথা আমাদের মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমরা যদি চুপচাপ বসে আপন অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অবরোধের প্রতিবাদ জানাতে পারি সোভিয়েট বাহিনী বাধ্য হবে চেকভূমি ছেড়ে চলে যেতে।

মেয়ের কৈফিয়তে মিসেস কার্লসকোভা হেসে ফেললেন। কারাশেকের পাশে মেয়েকে দেখতে ভারী ভাল লাগছিল ওর। হয়তো ওরা দু'জনে মানসিক অন্তরংগতার এমন স্তরে এসে গেছে যে পরস্পরের সাহচর্য্যই ওদের দু'জনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মিসেস কার্লসকোভা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একটা অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—তোমার এখন প্রোগ্রাম কি রোজী? কফির কাপে চুমুক দিয়ে কারাশেক জিজ্ঞেস করলো।

—কিছু ঠিক করতে পারিনি। ফ্রান্‌স্‌ বলেছে নিজের মনের কথা জেনে নিতে। তাই চেষ্টা করছি।

—কোন জবাব পেয়েছ?

—যা' পেয়েছি আজও কাউকে জানাবার নয় কারাশেক। তবে ঠিক করেছি একবার লেনকার সংগে দেখা করব।

—লেনকার সংগে? কারাশেক আবার অবাক হলো। তোমরা সবই আশ্চর্য মানুষ রোজী। নিজের সমস্যা যখন দরজায় আঘাত হানতে থাকে, তোমরা অন্যের কথা ভাব।

—কি জানি অদ্ভুত কিনা। রোজমেরী জবাব দিল।—আমি কখনো দেশের বাইরে পা দিইনি কারাশেক। আমার বাবা সামান্য মানুষ ছিলেন। মাকে ত দেখছই। সংসারে তেমন অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও আমরা কখনো সম্পদে স্ফীত হয়ে উঠার সুযোগ পাইনি। এ' দেশটাকে আমি ভালবাসি, হয়তো এদেশের জীবনবোধকেও। নিজের সুখে অন্যের সুখ আমার মনে পড়ে যায়, নিজের দুঃখেও অন্যের কথা ভাবতে থাকি। ফ্রান্স্ কেন যে সেদিন লেনকার কথা এমন করে মনে করিয়ে দিল জানিনা। তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই কারাশেক—আমি যদি কোনদিন নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি – কাউকে আঘাত দিয়ে নিজের লাভের বেসাতি আমাকে দিয়ে সম্ভব হবে না কারাশেক।

—আমরা কেমন অদ্ভুত হয়ে গেছি। কারাশেক আপন মনেই যেন বলতে লাগলো।—মাথার উপর অজস্র বিপদ, আর দু'তিন দিনের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা হয়তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। লুপ্ত যদি নাও হয় একটা মুখোস নিয়েই আমার খুশি থাকতে হবে। রাশিয়ার তাঁবেদারী করে পৃথিবীর কাছে কাদার অথবা গোমুলকার মতো আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য বড়াই করব—আর ভিতরে ভিতরে পরাজয়ের গ্লানিতে, অপমানের অনুশোচনায় আমরা দুর্বল হতে থাকবো। তবু আজ, এই মুহূর্তে, আমরা আপন ভালমন্দের চিন্তায় বিভোর। আচ্ছা, রোজমেরী একটা কিছু করা যায় না?

—কি করতে চাও? রোজমেরী দু'চোখ মেলে কারাশেককে দেখতে লাগলো।

—নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়না? অপমানের প্রতিবাদে আত্মোৎসর্গ করা যায়না? মস্কো চুক্তির আগেই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়না যাতে রাশিয়া আমাদের নেতাদের উপর বেশি চাপ দিতে সাহস পাবেনা?

—হাওয়ায় ছুরি শানিয়ে লাভ কি কারাশেক? নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়া

কি খুব কঠিন ? সেদিনকার সেই প্রৌঢ় দম্পতির কথা কি তোমার মনে নেই ? রোজমেরী আতংকিত গলায় বলতে লাগলো। অমন করে মৃত্যুকে আলিংগন করা একটুও কঠিন নয়। উন্মত্তের মতো সোভিয়েট ট্যাংকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সমাজতন্ত্র এক পা'ও এগুবে না কারাশেক। আমরাও ত সেদিন মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বো বলেই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর চোখের সামনে থেকেই আমরা আবার ফিরে এসেছি। আজও মরতে কোন বাধা নেই। হয়তো মরতে আমাদের হবেই। কিন্তু এমন করে নয় কারাশেক, এমন অর্থহীন ভাবে নয়।

—চলো আবার আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। আবার হাত ধরাধরি করে মরণের সামনে গিয়ে অকুতোভয়ে দাঁড়াই। সারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানাই। আমি স্থির থাকতে পারছিনে রোজী, কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছিনে। আমার ভিতরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সারা পৃথিবীর লোক কি আমাদের এই মনোবেদনার অর্থ কোনদিন বুঝবে না ? তারা কি এটা ধারণা করতে পারবে না যে সমাজতন্ত্রের জন্যই আমরা একদিন নিজেদের সর্বস্ব পণ করে দিয়েছিলাম !

—একটু শান্ত হও কারাশেক। রোজমেরী মিনতি করলো। হঠকারিতার এটা সময় নয়। মস্কো থেকে আমাদের নেতারা ফিরে আসবেন শিগগির। রাশিয়ার মনোভাব জানতেও আমাদের দেরী হবেনা। তখন ভেবেচিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

—আমি যাই রোজী। কারাশেকের দু'চোখ আবেগে জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগলো।—আবার কোন্‌দিন কোন্ মুহূর্তে কি অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাবে জানিনা। যদি আর আমাদের দেখা নাও হয় মনে রেখো কারাশেক তোমার সেই মূর্তিকে অন্তরের আলোতে চিরদিন নূতন করে দেখতে পাবে।

—অমন করে বিদায় নিতে নেই কারাশেক।

—তবে কেমন করে বিদায় নেব ? কেমন করে তুমি আমাকে বলে দাও। ফ্রান্‌সের সংগে দেখা হলে তুমি বলো কারাশেক সত্যের অপরূপ মূর্তিকে পূজা করে। কারাশেক রোজীকে হঠাৎ বুকের মধ্যে টেনে নিল। রোজীর মাথার উপরে নিজের চিবুকটা চেপে ধরলো। অধীর গলায় বললো—এমনি করেই বিদায় নিলাম রোজী। আমাকে তুমি ভুলোনা। যদি সুযোগ হয় আমার

কর্মপন্থা তোমাকে আমি জানাব। তবে মিথ্যার সংগে আপোষ করে, ভয়ে গুহায় আত্মগোপন করে, আমি বাঁচতে চাইনে। পরাধীনতার যে কোন অবস্থাই আমার অসহ্য—সেটা দেশের, নিজের অথবা অন্যের যারই হোক না কেন। দুবচেক যদি রাশিয়ার কোন অসম্মানজনক প্রস্তাবে রাজী হন, আমি তার প্রতিবাদ জানিয়ে আত্মবিসর্জন করতেও দ্বিধা করবো না।

কারাশেক রোজীর কপালে গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদায় নিল। আর রোজী যেন একটা প্রাণহীন পুতুলের মত, একটা তার ছেঁড়া সেতারের মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখ দিয়ে বিদায়বাণী উচ্চারিত হতে পারলো না।

॥ ২১ ॥

আর কতদিন এমনি করে কাটবে? যখনই কারও সংগে দেখা হচ্ছে, পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলেই এই কথা জিজ্ঞেস করছে ফ্রান্‌স্‌কে। জবাব দেওয়া সত্যিই মুস্কিল। ওর কাছেও ত' এটা স্পষ্ট নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়াকে অধিকার করে কি করতে চায়। নানা জল্পনা কল্পনা শুনেছে, ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করে নিজেও একটা সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভাবতে পারে। কিন্তু সেসব ত কাউকে বলবার কথা নয়। লোকের অনুরোধের মধ্যে যেন একটা আর্তনাদ রয়েছে। এই অবস্থা যে অসহ্য।

প্রতিরোধ পূর্বের মতই দৃঢ়। গোপন রেডিও স্টেশন থেকে জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, রেডিও ভ্‌ াটাভা থেকে চেক নাগরিকগণের ভ্রাতৃ-প্রতিম দেশগুলির সহযোগের আবেদনও আগের মত অব্যাহত রয়েছে। জনসাধারণ সোভিয়েট বাহিনীর সংগে সহযোগিতার কোন মনোভাব দেখাচ্ছে না। সোভিয়েটের যে গাড়ীগুলি চেক নাগরিকদের গ্রেপ্তার করার জন্য শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নম্বরগুলি পোস্টারে পোস্টারে লিখে রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চেকভূমির অন্যান্য অংশ থেকে ব্রাতিস্লাভা, ব্রুনো,

কার্লোভাভেরি, অস্ত্রাভা, প্রেরভ—সব জায়গায় প্রতিরোধ বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রাগবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাশিয়ান বাহিনী কোন্ কোন্ স্থানে জনসাধারণের সংগে কি রকম ব্যবহার করছে তারও খবর ভেসে আসতে দেরি হচ্ছেনা। সারা চেকভূমি জুড়ে যেন প্রতিরোধ বাহিনী সুসংবদ্ধভাবে কাজ করে চলেছে। জনসাধারণকে অনবরত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বাড়ীর নম্বর, রাস্তার নম্বর সব কিছু মুছে ফেলতে। সোভিয়েট বাহিনী যদি কোন রাস্তার নির্দেশ অথবা বাড়ীর নম্বর খুঁজতে থাকে যেন বলা হয় জনসাধারণের সেসব জানা নেই।

লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষক, অধ্যাপক সকলেই যেন একমত হয়ে সোভিয়েট বাহিনীর এই আকস্মিক ও অনভিপ্রেত আক্রমণের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফ্রান্স্ নিজেও ওদের প্রচারিত আবেদনপত্রে সই করেছে। চব্বিশে আগস্টের বিকেলেও জনগণ সুসংযত প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন কিছু করার কথা ভাবতে পারছে না।

মিস্টার জিরি বেনেসের সংগে দেখা করা দরকার। খবর নিয়ে ফ্রান্স্ জানতে পেরেছে সাভিয়েট বাহিনী ওঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সিতেনস্কি তা হলে ফ্রান্সের অনুরোধ রেখেছে। ফ্রান্স্ ঐ জন্য সিতেনস্কিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বেডরিক লেভচিকের সংগে দেখা করার জন্যই ফ্রান্স্ আজ বাসা থেকে বেরিয়েছে।

মিস্টার লেভচিক হয়তো মস্কো বৈঠকের কিছু কিছু খবর রাখছেন। অন্য কোন ঘটনা, যা হয়তো ফ্রান্সের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, লেভচিকের কাছে তারও খবর পাওয়া যেতে পারে। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের কথাও ওঁকে বলতে হবে—জিরি বেনেসকেও জানাতে হবে। কারাশেকের সংগে দেখা হয়নি, তাকেও ডাকা দরকার। কিন্তু আরও দরকারী কাজ জমা হয়ে আছে। লেনকার মানসিক বিপর্যয়ের কথা কারাশেককে জানান দরকার। রোজমেরীর দিকে কারাশেক যতই মুগ্ধচিত্তে এগিয়ে যাক, পুরানো বান্ধবী হিসাবে লেনকার প্রতি একটা দায়িত্ব ওর নিশ্চয়ই আছে। অবস্থা আর একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে কারাশেককে এ'সব কথা বলার সুযোগ আসবে। কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে কি?

মিস্টার বেডরিক লেভচিককে বাসায় পাওয়া গেল। ফ্রান্স্‌কে দেখে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুশী হয়ে উঠলেন। রাসেলকা আগের বার ফ্রান্স্‌কে দেখতে

পায়নি, রোজমেরীর সেদিনকার কথাবার্তায় ফ্রান্সের সংগে আলাপ করার জন্য মনে মনে ভারী উৎসুক হয়ে উঠেছিল ও।

—আসুন, মিস্টার লেবেনহার্ট। মিস্টার লেভচিক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমার স্ত্রীর সংগে আলাপ করিয়ে দিই। রাসেলকা, এঁর কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম। মিস্টার কারাশেকের সংগে এসেছিলেন, মিস কাভানোভারও বিশেষ বন্ধু।

—আমি শুনেছি আপনার কথা। রাসেলকা ফ্রান্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মিস কাভানোভা কাল এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন আমাদের সংগে।

—রোজী আমাকে আপনার কথা সব বলেছে—আমার বন্ধু কারাশেকও। ফ্রান্স্ অন্তরংগ গলায় বললো—আজ আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। ফ্রান্স্ ওর হাতটা গ্রহণ করে করমর্দন করলো।

—কোন নতুন খবর আছে নাকি, মিস্টার লেভচিক? ড্রয়িংরুমে বসতে বসতে ফ্রান্স্ জিজ্ঞেস করলো।—আপনাদের জন্য ভারী ভাবনা হচ্ছিল আমার। আপনি ত' চেক সরকারের অনেক খবর রাখেন, রাশিয়ান বাহিনীর সুনজরে পড়ে গেলেন কিনা ভাবছিলাম।

—এখনও সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। লেভচিক হাসলেন, গ্রেপ্তার হওয়া আজকের চেকোশ্লোভাকিয়ায় নূতন কিছু নয়। সহকর্মীদের কারও কারও গ্রেপ্তারের খবর পেয়েছি। রাসেলকার জন্য আরও ভয় মিস্টার লেবেনহার্ট, এমন ছটফটে মেয়ে একটুও চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

—মিথ্যে মিথ্যে আমার নামে আপনার কাছে নালিশ জানান হচ্ছে। রাসেলকা সহাস্যে প্রতিবাদ করলো।

—আপনি জানেন না, উনি নিজেই আমার থেকে বেশি অস্থির। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুর ঘুর করছেন যদি প্রয়োজনীয় খবর কিছু পান।

—মিস্টার জিরি বেনেসকে ওঁরা গ্রেপ্তার করেছিলেন। ফ্রান্স্ বললো—বেনেসকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন, মিস্টার লেভচিক। চেক বেসামরিক পুলিশের কর্মকর্তাদের একজন।

—চিনি বৈকি। লেভচিক উৎসুক হলেন।—সরকারী কর্মচারী হিসাবে ওঁর সংগে আমার যোগাযোগ আছে। তাছাড়া সরকারী মহলে ওঁর সুনামও খুব। ওঁর বিরুদ্ধে এমন কি অভিযোগ থাকতে পারে যে ওঁরা ওঁকে গ্রেপ্তার করলেন?

—তেমন বিস্তারিত আমি জানিনা। শুনেছি প্রতিবিপ্লবীদের সংগে ওঁর যোগাযোগ ছিল।

প্রতিবিপ্লবীদের সংগে বেনেসের যোগাযোগ! আপনি অবাক করলেন মিস্টার লেবেনহার্ট।—বেনেস গোয়েন্দাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার—বিদেশী গুপ্তচরেরা ওঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত।

—প্রমাণাভাবে বেনেসকে ওঁরা মুক্তি দিয়েছেন। ফ্রান্‌স্ বললো।—ওঁর সংগে একবার দেখা করা দরকার।

—বেশ ত! আমি ওঁকে টেলিফোন করে দিচ্ছি। আজ সকাল থেকে আমার টেলিফোন লাইন চালু হয়েছে।

—তাই নাকি! চেকোশ্লোভাক কর্মীরা করছেন এসব কাজ?

—ঠিক জানি না। তবে মনে হয় অবস্থা স্বাভাবিক এটা জানাবার জন্য সোভিয়েট বাহিনীর লোকেরা এসব করছেন। আপনি রাসেলকার সংগে একটু গল্প করুন মিস্টার লেবেনহার্ট, আমি দেখি বেনেসের সংগে যোগাযোগ করা যায় কিনা। নইলে বেনেসকে অন্য কোন উপায়ে খবর দেব আমার এখানে আসার জন্য।

বেডরিক লেভচিক ভিতরে চলে গেলেন। রাসেলকা এতক্ষণ ধরে ফ্রান্‌স্‌কে লক্ষ্য করছিল। ফ্রান্‌স্ সুন্দর সুপুরুষ, শান্ত কমনীয় চেহারা ওর, দু'চোখ প্রতিভায় উজ্জ্বল। একটা করুণ বিষণ্ণতা ওর সমস্ত অবয়বকে যেন আরও মমত্বময় করে তুলেছে। রাসেলকার বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না যে এই মানুষের উপর অনায়াসে নির্ভর করা যায়, এই মানুষের ভালবাসায় কখনো কপটতার ছাপ থাকতে পারেনা। মেয়েদের থেকে অনেকদূরে এই মানুষের মন, একটা উদাসীন তন্ময়তা একে যেন নিজের পরিমণ্ডলে অনুক্ষণ আবিষ্ট করে রেখেছে।

—রোজমেরী কাল আপনার কথা বলছিল। রাসেলকা আস্তে আস্তে বললো। ওর সংগে আপনার দেখা হয়নি?

—না। ফ্রান্‌স্ চোখ তুলে একবার রাসেলকাকে দেখে নিল। রোজীর বয়সী হবে, হয়তো বা একটু বড়ই। বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ মুখ প্রখর।—আপনাকে বলেছে বুঝি আমার কথা। কেমন আছে রোজী?

—আপনার উচিত ওর সংগে দেখা করা। রাসেলকা আবার হাসলো। —মেয়েরা কখন পেরেছে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে! ওকে নিজের হাতে ছেড়ে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি। বেচারী তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।

—এ'ছাড়া আমার আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না মিসেস লেভচিক। ফ্রান্‌স্‌ ম্লান মলিন গলায় বললো—রোজীর মনকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে ওকে সম্পূর্ণভাবে আমি বিশ্বাস করতে পারি। জোর করে ওর মনকে নিজের দিকে ফেরাতে আমি চাইনি।

—আপনার চাওয়া উচিত ছিল মিস্টার লেবেনহার্ট। রাসেলকা গাঢ় গলায় বললো।—নিজের মনকে আপনার কাছে পরিষ্কার করে খুলে ধরেছিল রোজমেরী, ও হয়তো ভেবেছিল আপনি ওকে জোর করে নিজের পাশে টেনে আনবেন। কিন্তু আপনি ওকে ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়ে এলেন। মিষ্টার কারাশেককেও আমি জানি, কোন মেয়ের ভালবাসা পাবার মত গুণের তাঁর অভাব নেই। তাঁর দিকে একটু দুর্বলতা দেখা দেওয়া রোজীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক—বিশেষ করে সেদিনকার সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার পর। রোজী কারাশেককে ভুলতে পারছে না। আপনার প্রতি ওর গভীর ভালবাসা ওকে নিজের চোখেই অপরাধী করে তুলছে। আমার অনুরোধ আপনি ওর সংগে খুব শিগ্‌গির দেখা করবেন।

—আচ্ছা। ফ্রান্‌স্‌ হেসে ফেললো।

—এ'সময় এ'সব জিনিষ হয়তো ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না আপনার কাছে। রাসেলকা প্রসংগটাকে ছাড়লো না।—হয়তো কারও কাছেই নয়। তবু একটা কথা মনে রাখবেন মিষ্টার লেবেনহার্ট, সত্যকে যাচাই করে দেখার সুযোগ সব সময় আমাদের জীবনে আসে না। সেদিন অমন করে মিষ্টার কারাশেকের সংগে বেরিয়ে না গেলে, আর ও'রকম সমস্যার সম্মুখীন না হলে রোজী হয়তো কখনো জানতেই পারতো না আপনার প্রতি ওর ভালবাসা কত গভীর। কারাশেক ওর মনকে টেনেছে বলেই আপনাকে পাবার তীব্রতা ওর মধ্যে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আপনি ওকে অবহেলা দেখাবেন না মিষ্টার লেবেনহার্ট।

—রোজীকে অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিসেস লেভচিক। ফ্রান্‌সের গলা প্রত্যয়ে গভীর।—কারাশেককে ভালবাসতে পারার মধ্যেও ওর মনের গভীরতা প্রকট। আমি ওকে বাধা দিতে চাইনি, কেন না কারাশেকের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে। রোজীর মনে কারাশেক সম্পর্কে যে দুর্বলতা এসেছে সেটার মূল্য বিচার করা ওরই কর্তব্য। আমি জোর করে সেটা ভুলিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণে রোজী যদি কোন

ভুল করে বসে, সারাজীবন নিজেকেও ক্ষমা করতে পারবে না। এই জটিল সময়টুকু কেটে গেলে রোজী নিজেকে ঠিক দেখতে পাবে মিসেস লেভচিক—ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার মত সময় আমার হাতে আছে।

মিষ্টার বেডরিক লেভচিক ফিরে এলেন।

—তোমার আলাপে অসুবিধা ঘটালাম। লেভচিক স্ত্রীকে বললেন।

—রোজমেরী কাভানোভার কথা বলছিলাম মিস্টার লেবেনহার্টকে। রাসেলকা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

— সেই মেয়েলি ব্যাপার তো? লেভচিক হাসলেন।

—মিষ্টার জিরি বেনেসকে খবর দেবার ব্যবস্থা করেছি মিষ্টার লেবেনহার্ট। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখানে আসতে অনুরোধ করেছি। আশা করি অতটুকু সময় অপেক্ষা করতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

—না, আমার কোন তাড়া নেই।

—একটু পানীয় চলবে ত মিস্টার লেবেনহার্ট? যদিও এটা সামাজিকতার সময় নয়, তবু একটা কিছু যদি পান করেন, আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

—অমন করে বললে আমি লজ্জা পাই। ফ্রান্‌স্ হেসে ফেললো।—আমি কণাক ভালবাসি।

—বেশ, বেশ। রাসেলকা, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটু পানীয়ের বন্দোবস্ত করতে পারবে। মিস্টার লেবেনহার্টের জন্য কণাক, আমার জন্য হুইস্কি।

—নিয়ে আসি। রাসেলকা উঠে ভিতরের দিকে চলে গেল।

—আলেকজাণ্ডার ডুবচেক সম্পর্কে সর্বশেষ খবর পেয়েছি মিষ্টার লেবেনহার্ট। বড় করুণ, বেদনাকর আর মর্মান্তিক সে কাহিনী। চেকোশ্লোভাকিয়ার সকল নাগরিক সেই কাহিনী শুনলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

—আপনি বলুন মিষ্টার লেভচিক। ফ্রান্‌স্ একান্ত আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলো।

—পার্টি প্রেসিডিয়ামে যখন ডুবচেককে গ্রেপ্তার করে সোভিয়েট সৈন্যরা তখন তিনি টেলিফোনে কারও সংগে আলাপ করছিলেন। পাশে ছিলেম সার্নিক আর স্মৃরকোভস্কি। একজন সোভিয়েট নিরাপত্তা অফিসার এবং হালকা মেসিনগান হাতে নিয়ে দু'জন সৈনিক তাঁর ঘরে জোর করে ঢুকে পড়ে। তারা ডুবচেকের হাত থেকে টেলিফোন ছিনিয়ে নেয় এবং দেওয়ালের তার

ছিঁড়ে ফেলে। কোন প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে তারা তাঁর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয় এবং জোর করে ঘরের বাইরে টেনে আনতে থাকে।

—মিষ্টার ডুবচেকের সংগে এমন ব্যবহার করার নির্দেশ নিশ্চয়ই সোভিয়েট ইউনিয়ন দেননি! ফ্রান্‌স্‌ আহত গলায় বললো।

—জানি না। সার্নিক ও স্মুরকোভস্কিকেও সেই সংগে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় স্মুরকোভস্কি চায়ের ট্রে থেকে কয়েকটা চিনির টুকরো পকেটে নিয়ে বলতে থাকেন 'এগুলি আমার কাজে লাগবে।'

ফ্রান্‌স্‌ আহত বিস্ময়ে শুনতে লাগলো।

—তারপর বিমানে করে তাঁদের শ্লোভাকিয়ার একটা গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ডুবচেক সারা পথ ধাতব ডেকের উপর বসে কাটিয়েছেন। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানে তাদের আটক করে রাখা হয়। তাঁদের ঠাণ্ডা খাবার অত্যন্ত অযত্নের সংগে পরিবেশন করা হয়েছিল।

ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে না। ফ্রান্‌সের কণ্ঠ বেদনায় ধরে গেল।

—আমার ধারণা আরও কঠোর শাস্তি মিষ্টার ডুবচেকের জন্য অপেক্ষা করছিল। হাঙ্গেরীর নেতা ইমরে নাগির ১৯৫৬ সালের ঘটনা আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিষ্টার লেবেনহার্ট। ডুবচেকের জন্যও হয়তো সেই শাস্তি বরাদ্দ ছিল। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ডুবচেকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং সময়টা ডুবচেকের সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫৬ না হয়ে ১৯৬৮।

এই ঘটনায় চেক মনোভাবে তিক্ততার পরিমাণ আরও বাড়বে। ফ্রান্‌স্‌ আস্তে আস্তে বললো।

—এই তিক্ততা ডুবচেকের জীবনরক্ষা করেছে। চেকভূমিতে কোথাও যদি সোভিয়েট বাহিনীকে স্বাগত জানাবার নজির এতটুকুও রাশিয়ার হাতে থাকতো, তা'হলে ডুবচেককে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে সোভিয়েট রাশিয়ার একটুও সময় লাগতো না। কিন্তু ভেবে অবাক হই মিষ্টার লেবেনহার্ট—নিজের অবস্থার কথা জেনেও, এমন অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েও ডুবচেক চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণকে একটুও ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। এমন আত্মসংযম সচরাচর দেখা যায় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের উপর তাঁর প্রভাব, তাঁর জনপ্রিয়তা আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা—সব সত্ত্বেও তিনি যে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন,

আমার মনে হয় কোন নেতার পক্ষে এটা করা সম্ভব হতো না। আমার বিশ্বাস এই অসাধারণ মানসিক শক্তি মৃত্যুর দরজা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে। রাশিয়ার টানে হয়তো ডুবচেক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবেন, হয়তো তাঁর উদারনৈতিক মতবাদ কেবলমাত্র ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে—কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই একান্ত সংকটকালীন অবস্থায় তিনি বিশ্ববাসীর কাছে সমাজতন্ত্রের মহত্ত্বকে যে ভাবে পরিস্ফুটিত করে তুললেন—হয়তো এর দ্বিতীয় নজির আমরা আর খুঁজে পাবো না মিষ্টার লেবেনহার্ট।

—মস্কো আলোচনার আর কোন খবরাখবর পেলেন ?

—এখনো পাইনি। আজ সন্ধ্যার পর হয়তো কিছু কিছু খবর, আসবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভয়ানকভাবে সাবধান হয়ে গেছেন। সমস্ত ব্যাপারটাকেই গোপনীয় করে রাখতে ওঁদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

—আমাদের কি কিছু করার আছে মিষ্টার লেভচিক ?

—করার ত অনেক কিছুই আছে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেভাবে সংগঠিত হচ্ছে, যে সুস্পষ্ট চেহারা নিচ্ছে তাতে মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিজেদের বিবর থেকে বেরিয়ে এসে সত্যকে প্রকাশ করতেই হবে। প্রতিরোধ ব্যবস্থার নূতন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সর্বশেষ প্রচারপত্র আপনি দেখেছেন মিষ্টার লেবেনহার্ট, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টেক গোল্ডেন রুলস' ?

—না, আপনার কাছে আছে নাকি ?

—আছে আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। মিষ্টার লেভচিক ড্রয়ার থেকে একটা ছাপা কাগজ বের করলেন। বললেন—শুনুন আপনি। প্রচারপত্রটাকে চেক নাগরিকগণের প্রতিজ্ঞাপত্র বলতে পারেন।

"Ten Gol'en Rules.

1. I will never, not even by the slightest action, commit treason to the ideas of democracy, freedom, sovereignty and human socialism.
2. I will only recognise Lndrik Svoboda as the President of the CSSR and Alexander Dubcek as the leader of the Central Committee of the Czechoslovak Communist Party.

3. I will never follow the counsel of any one else or help any one else but these two representatives of the State and Czech Communist Party.

4. I will never cease in doing this before I have found out who asked for the aggressive intervention of the sovereignty of my homeland.

5. I will never forget this base act of force.

6. I will therefore in future be careful to see that I am well-informed on any negotiations concerning us so that I am prepared for everything.

7. I will only accept as friend and ally those who convince me by their actions.

8. I will answer force by calmness, commonsense and level-headedness.

9. I will remain a human being in t is difficult time even if these other people do not accept me as such.

10. I will never forget White Hill : March 15, 1939 and August 21, 1968. (In the battle of White Hill, the Prague Revolt of 1620 was qusabed and 27 Bohemian noblemen were executed. On March 15 1939 the German Army invaded and on August 20, 1968, the country was invaded by Warshaw Pact Groups)."

—চমৎকার। ফ্রান্‌স্ বলে উঠলো। কারা এটা প্রচার করেছেন জানিনা, আমি ওদের সংগে সম্পূর্ণ একমত। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ সত্যের প্রকৃত স্বরূপটাকে জানতে পেরেছেন—এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমার আর কিছু নেই।

—এটা হাতে আসার পর থেকে ভাবছি, মিষ্টার লেভচিক বলতে লাগলেন—এমন আশ্চর্য ভাবে আমাদের সকলের মনোবাসনা এত অল্প কথায় বর্ণনা হলো কেমন করে। তবু কি পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষরা আমাদের মনোবেদনা বুঝতে পারবে না মিষ্টার লেবেনহার্ট ?

—চিন্তা করবেন না। আমরা সত্যকে আশ্রয় করে বাঁচবো। সমাজতন্ত্রের জন্য যদি এই মৃত্যুকে স্বীকার করতেও হয়, আমরা পিছিয়ে যাবো না।

—অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠছে। লেভচিক বললেন।—আমার মনে হচ্ছে আর বেশিদিন বাইরের জলবায়ু আমাদের ভাগ্যে নেই।

রাসেলকা পানীয় নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ফ্রানস্ রাসেলকাকে আবার দেখলো। রোজমেরী ওকে মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা খুলে বলেছে। একদিনের সামান্য পরিচয়ে রোজীর মনকে জড় করে নেবার মত মানসিক শক্তি আছে ভদ্রমহিলার। রোজমেরীকে ঠিকই বুঝতে পেরেছেন রাসেলকা। ওঁর অনুরোধ ফ্রানস্‌কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

আস্তে আস্তে কণাকের গ্লাসে চুমুক দিল ফ্রানস্। চেকোশ্লোভাকিয়ার মৃত্যু নেই এটা আজ নিঃসংশয়ে জানা গেল। ক'দিনের অস্থিরতায় যেন একটা স্থির বিশ্বাসের প্রবাহ এসেছে। এমন দেশ কখনো কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে চিরকালের মত স্বীকার করে নেবেনা। আবার ডুবচেকের প্রতি নিজের অন্তরের অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো ফ্রানস্। তিনিই জাগ্রত চেকোশ্লোভাকিয়ার যোগ্যতম নেতা।

—অন্য একটা স্মারকলিপিও আমার হাতে এসেছে মিষ্টার লেবেনহার্ট। ওটা পেয়েই আপনার নামটা স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। নেই দেখে ধরে নিয়েছিলাম আপনার সংগে উদ্যোক্তারা হয়তো যোগাযোগ করার সুযোগ পাননি। স্মারকলিপিটা "বুদ্ধিজীবিদের ফতোয়া" বলে প্রচারিত হয়েছে। আপনি কি দেখতে চান ?

—নিশ্চয়ই, ফ্রানস্ কণাকের গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো।—কারাশেকও গতকাল একটা চিঠি আমার কাছে রেখে গেছে। বুদ্ধিজীবিদের একটা মিলিত আবেদনে সই করার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। ওটার রচয়িতা হলেন অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার—চেকোশ্লোভাক বুদ্ধিজীবিদের অগ্রগণ্য তিনি। আমি মূল আবেদনপত্রটি এখনও দেখতে পাইনি, তবে তাতে নিজের নাম বসিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

—এটার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন,—লেভচিক ড্রয়ার থেকে আবার অন্য একটা কাগজটা বের করলেন—লেখক হিসাবে মিলস্ কোরক্যান, জিলম জিরেক, জিরি মুছা, চেকোশ্লোভাক আকাদেমী আর সায়েন্সের দর্শন কলেজের

প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জিনড্রিক স্বমরমাল, দার্শনিক আইভাক স্বিতাক এবং 'রুদে প্রাভা' কাগজের পররাষ্ট্র নীতির সমালোচক টিটোনি প্রেট্রিকরা। মূল বিষয়বস্তুটি আপনাকে পড়ে শোনাই—

"As Czechoslovak Citizens we condemn the invasion and the occupation of Czechoslovakia by the Warshaw Pact armies as an international crime…"

"This is not a question of principle for Czechs and Slovaks only, but a question which concerns all men, people and states."

"We turn in particular to Bertrand Russel and Jean Paul Sontre…"

—এদের বক্তব্যের সঙ্গেও আমি একমত মিষ্টার লেভচিক। আপনার এখানে এলে এমন সব বিচিত্র সংবাদ আপনি পরিবেশন করতে থাকেন যে মনে হয় আপনি যেন প্রতিরোধ বাহিনীর মুখপত্র।

—আমি নিজে কিছু করতে পারছি না মিষ্টার লেভচিক। চেকোশ্লোভাক সরকারের আদেশ ব্যতীত আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার নেই। তবে আমি যেমন করে পারছি প্রতিরোধের সংগে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছি। তুমি যে একটা কথাও বলছোনা রাসেলকা—লেভচিক স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিলেন—এ'সব কি তোমার ভাল লাগছে না?

—আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনে বেডরিক। রাসেলকা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো।—সেই চেক দম্পতির রক্তের ছাপ আমার মন থেকে মুছে যায়নি। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমরা কেন এই প্রভুত্বকে মেনে নিচ্ছি। আমরা কি সরাসরি সংগ্রামে নামতে পারতাম না? হোক না আমাদের মৃত্যু, গুঁড়িয়ে যাক না রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর চাপে চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব, তবু তো আমাদের প্রাণের আকুতিকে, আমাদের সংগ্রামস্পৃহাকে আমরা জানাতে পারতাম।

—তোমার ভুল হচ্ছে রাসেলকা। লেভচিক শান্তগলায় বললো।—সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জয়লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আজ যদি চেকোশ্লোভাক বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়তো তাহলে রাশিয়া সদম্ভে প্রচার করতো—

এই ত প্রতিবিপ্লবের আয়োজন, যার বিরুদ্ধে আমরা এতদিন জেহাদ ঘোষণা করেছি। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন এই অজুহাতে পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকা চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতো। লাভ কি হতো বলতে পারো? ধ্বংস হতো চেকোশ্লোভাকিয়া, চুরমার হতো তার মানবিক সমাজবাদের স্বপ্ন, বিগত মহাযুদ্ধের সেই ভয়াবহ অন্ধকার নেমে আসতো চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী—সেজন্যই রাশিয়া আমাদের শত্রু হতে পারেনা। আমরা আমেরিকার ছাপমারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিনা—সেজন্য আমেরিকা কখনো আমাদের মিত্র হতে পারেনা। ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম তৈরী করার সুযোগ এ'সব যুদ্ধবাজদের আমরা দিতে পারিনা। সমাজতন্ত্রের অনুরাগীদের আমরা শুধু একটা কথাই জানাতে চেয়েছি সেটা হলো চেকোশ্লোভাকিয়া নব-মূল্যায়নে আগ্রহী। রাশিয়া যদি ভুল করে, সমাজতন্ত্রের ধারক বাহক হয়ে চেকোশ্লো-ভাকিয়া সে ভুল করবে না। রাশিয়া যদি অস্ত্রের অহমিকায় আস্ফালন করে আমরা ধীর অকম্পিত চরণে তার প্রতিবাদ জানাব। আমরা জানি আমাদের মানসিকতা কোন রকম মিথ্যা ভয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে না। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পেরেছ, রাসেলকা।

—বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছেনা—রাসেলকা গম্ভীর গলায় সায় দিল। কিন্তু মন মানতে চায় না। আমি সমাজতন্ত্রের কথা কিছু বুঝতে চাইনে, আমি চাই আমার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকুক। আমি চাইনে অন্যের ইচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতে আর দিনরাত্রি চিহ্নিত হয়ে যাবে।

—খুব কঠিন প্রশ্ন রাসেলকা। স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলছেন আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়াসে তাঁদের এই আগমন। তুমি বলছো এতে তোমার সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রইলো না। এর মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে কিভাবে?

—ওরা যদি কোন মিথ্যা প্রচার করতে থাকে, ওরা যদি নিজের স্বার্থের চেহারাটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য অন্য কিছুর আশ্রয় নিতে থাকে, আমাদের কি সেটাই স্বীকার করে নিতে হবে?

—নেবে না। লেভচিক বললেন—কিন্তু তোমার করণীয় কি? যুদ্ধে কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতি। মৃত্যুবরণের মহৎ আদর্শে তোমার সার্বভৌমত্ব

বাঁচবে না, সমাজতন্ত্রেরও মৃত্যু হবে। তাই তোমাকে অন্য পথ ধরতে হবে, নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথ, অসহযোগের পথ। তাই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় রাসেলকা।

—কি জানি, আমি ভরসা পাচ্ছিনে। রাসেলকা অসহায় ভংগী করলো।

—মিস্টার লেবেনহার্ট আপনি ত এ'সব নিয়ে অনেক চিন্তা করেছেন। আপনিও কি আমার স্বামীর সংগে একমত যে এ'ছাড়া আমাদের অন্য কিছু করার নেই?

—অন্তরের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলে আমাদের চলবে না মিসেস লেভচিক। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর কথা আপনার নিশ্চয় জানা আছে। তার পুনরাবৃত্তি আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করবে। ফ্রান্‌স্ বললো।

—সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে সম্পর্কচ্ছেদের কোন প্রয়োজন নেই আপনি বলতে চান?

—সম্পর্ক নিশ্চয়ই রাখতে হবে। আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে আমাদের লড়াই করে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের শিবিরকে বোঝাতে হবে, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের দুর্বল করে দিতে হবে। আমাদের কাঁধে আজ এই যুগ্ম দায়িত্ব। আমাদের ত' ভারসাম্য হারালে চলবে না মিসেস লেভচিক।

রাসেলকা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কলিংবেল বেজে উঠলো।

বোধ হয় মিস্টার জিরি বেনেস এলেন। আমিই তাঁকে উপরে ডেকে আনি। মিস্টার লেভচিক উঠলেন।

—তুমি বসো। রাসেলকা তার আগেই উঠে পড়লো।

—আমি ডেকে আনছি। রাসেলকা চলে গেল।

একটু পরে জিরি বেনেসকে নিয়ে রাসেলকা ফিরলো। ফ্রান্‌স্ দেখলো বেনেসের প্রফুল্লতা দুশ্চিন্তায় ঢেকে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে।

আসুন মিষ্টার বেনেস। লেভচিক অভ্যর্থনা জানালো।

—মিষ্টার লোবনহার্টও আপনার জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছেন।

—ধন্যবাদ। মিষ্টার বেনেস হাসলেন—আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আপনার সাহায্য ছোট করবো না মিষ্টার লেবেনহার্ট। মিষ্টার লাভিস্লাভ সিভেনস্কি আমার সংগে দেখা করে আপনার অনুরোধের কথা আমাকে বলেছেন। প্রধানতঃ তাঁর সুপারিশের জোরেই জেনারেল ওরলভ আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছেন।

—আপনার প্রতি ওঁরা দুর্ব্যবহার করেননি তো? লেভচিক জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁরা প্রথমে ভয়ানক কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। নানারকম প্রশ্নের জাল বুনে আমার কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি ওতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছিনা দেখে ওঁরা পরে অনেক নরম হয়ে গেছেন।

—বন্দীশিবিরে কি রকম কাটালেন মিষ্টার বেনেস? ফ্রান্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলেন।

—এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা মিষ্টার লেবেনহার্ট। নিজের দেশে অন্যের হাতে আমি বন্দী ভাবতেও অবাক লাগছিল। আরও বিচিত্র আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি নাকি প্রতিবিপ্লবীদের সংগে গোপন যোগাযোগ রেখেছি। আমি প্রাগ শহরে গত বিশ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করছি। কত অপরাধীর শাস্তিবিধান করেছি—অন্ততঃ পক্ষে কয়েকশ' লোককে বিদেশী গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে এই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করেছি। আর আমিই নাকি বিদেশী গুপ্তচরদের সহায়ক!

—আপনার সংগে আরও অনেক বন্দী ছিল নিশ্চয়।

—অনেকেই ছিলেন। বেশীর ভাগই ছাত্র, কিছু সংখ্যক সাংবাদিক, শিক্ষক, চারজন লেখক এবং দু'জন কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, অনেক সাধারণ নাগরিক যারা প্রাগ শহরে সোভিয়েট সৈন্যদের সংগে নানারকম দুর্ব্যবহার, গালিগালাজ, অসহযোগ ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। আমাকে ওঁরা প্রায় আলাদা করে রেখেছিলেন কারণ ওঁদের ধারণা প্রাগ শহরের প্রতিবিপ্লবীদের খবর আমার ভাল রকমেই জানা আছে।

—প্রতিবিপ্লবীদের অস্তিত্বে কি ওঁরা সত্যিই বিশ্বাস করেন? ফ্রান্‌স্‌ উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলো। না, দেশের নাগরিক এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবাদীদের প্রতারণার জন্যই ওঁরা মনগড়া কাহিনী তৈরী করেছেন।

—অন্ততঃ ক্লাব ২৩১ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওঁদের একটা মোটামুটি ধারণা আছে। বেনেস বলতে লাগলেন—এসব সংগঠনে বহু বিদেশীর, বিশেষ করে—জার্মান পর্যটক, আমেরিকান ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক, ফরাসী লেখক, বৃটিশ অধ্যাপক—এ'জাতীয় লোকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এমন কথা ওঁদের জানা ছিল। সোভিয়েট গুপ্তচর বাহিনীর বহু লোককে সক্রিয়ভাবে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ খবর দিয়েছে, তার কিছু কিছু প্রমাণ-পত্রও আমার কাছেই ছিল। বিদেশীদের চেকোশ্লোভাকিয়ায় আগমন এবং তাঁদের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ওঁরা নানা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতে

ছাড়েননি। বিশেষ করে ক্লাব ২৩১ এর কর্মকর্তাগণ—জারিমির ব্রডস্কি, জেনারেল পেলচেক, ওতাকার রামবুশেক, ফ্রান্টিসেক পাওয়েল—এদের গতিবিধি এবং বর্তমান আবাসস্থল সম্পর্কে আমার জানা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন। ওঁদের ধারণা এদের প্রত্যেকের সংগেই আমার গোপন যোগাযোগ আছে।

—আমি ঠিক জানিনা। বেডরিক লেভচিক জিজ্ঞেস করলেন। সত্যিই কি এঁরা প্রতিবিপ্লবী সংগঠনের লোক? চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লব আনার জন্য এঁরা কি কোন গোপন চক্রান্ত করছিলেন?

—এ প্রশ্নের জবাব দিতে আজ আমি অপারগ মিষ্টার লেভচিক। বেনেস ক্ষুব্ধ গলায় জবাব দিলেন।—আমি শুধু জানি এঁদের কেউই কম্যুনিষ্ট নন—এবং চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট সরকারের সমর্থক নন। এঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনার মত প্রমাণ আমার হাতে ছিলনা। আমাদের নূতন কর্মনীতি অনুসারে যে কোন বিদেশী নাগরিককে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য অকারণ সন্দেহ করা অনুচিত বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। ক্লাব ২৩১-এর কার্যকলাপ আমাকে চিন্তিত করে তুলেছিল এই কারণে যে এর ধরণ-ধারণ, গঠন প্রণালী এবং নিয়মকানুন অন্যান্য সাধারণ ক্লাবের মত নয়। জারিমির ব্রডস্কি যিনি ক্লাবের সম্পাদক—তাঁর জার্মানপ্রীতি সন্দেহজনক। এই ক্লাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অতীত ইতিহাস আমি সন্ধান করেছিলাম। এদের আমি নিজেই বিশ্বাস করিনি। তাই এদের প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল, কোন সামান্য প্রমাণেই এই ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে আমি দেরী করতাম না। ব্রডস্কি বুদ্ধিমান লোক। আমার চলাফেরার প্রতি ওঁরও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এঁর মধ্যে অন্য একটা কারণও আমাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। হোটেল এ. বি. সি. এর একটি সুন্দরী নর্তকী খুব সম্ভব আমেরিকান মেয়ে—ডাঃ ওটাশিকের সংগে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেন। ডাঃ ওটাশিক ব্যাপারটিকে তেমন আমল দেননি। ডাঃ ওটাশিকের নিরাপত্তার জন্যই মেয়েটির প্রতি আমাদের নজর দিতে হয় এবং ক্লাব ২৩১-এর সংগে ওঁর যোগাযোগ আমি আবিষ্কার করি। এতে ক্লাব ২৩১ সম্পর্কেও আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। কিন্তু কোন সঠিক প্রমাণ বের করার আগেই—সোভিয়েট বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকে পড়ে। ক্লাব ২৩১ এর অফিস ওরা দখল করেন এবং জিনিষপত্র তল্লাসী করেন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছেন কিনা জানিনা—ক্লাবের কর্মকর্তারা তখন যে কোন কারণে হোক প্রাগে ছিলেন না। অন্ততঃ

রাশিয়ানরা তাঁদের সাক্ষাৎ পাননি। এ ক্লাবের কাগজপত্রের মধ্যে নাকি ওঁরা আমার নাম পেয়েছেন এবং ক্লাবের সংগে যুক্ত বলে আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন।

রাসেলকা দ্বিতীয় দফা পানীয়ের ব্যবস্থা করলো। মিষ্টার জিরি বেনেস তৃষ্ণার্ত, হয়তো বা খানিকটা পরিশ্রান্ত ছিলেন, রাসেলকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক গ্লাস কণাক প্রায় এক চুমুকেই নিঃশেষ করে দিলেন। রুমালে মুখ মুছে শ্রোতাদের দিকে আবার চোখ ফেরালেন।

—আপনার কথাগুলি শুনতে ভারী ভাল লাগছে মিস্টার বেনেস। রাসেলকা নীচু গলায় বললো।—চেকোশ্লোভাক সরকারের উদারনীতিকরণের জন্য কি বিদেশী গুপ্তচরেরা সুযোগ পাচ্ছিলেন? দেশের কম্যুনিষ্ট বিরোধী চক্রান্তও ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল? এদের দিক থেকে কি সত্যিই আমাদের বিপদ আসার সম্ভাবনা ছিল?

—দেখুন, বিশ্ব রাজনীতির জটিল অবস্থায় এই বিপদ কম বেশি সব রাষ্ট্রেরই রয়েছে। আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য আমাদের অসুবিধা আরও বেশি ছিল। আমাদের মত ক্রমঃউন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রকে হাতে রাখতে পারলে সোভিয়েট ইউনিয়নের যেমন লাভ, পশ্চিমী দেশগুলির লাভও তার চেয়ে কিছু কম নয়। ওয়ারশ গোষ্ঠী থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া বেরিয়ে গেলে সোভিয়েট সামরিক ব্যবস্থায় বিরাট ফাটল দেখা দেবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর পশ্চিমী দেশগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেলে পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে ন্যাটোর প্রচার আরও জোর করে করা যাবে—কাজেই উদারনৈতিক সমাজবাদকে অহেতুক প্রশংসা করে পশ্চিমী নেতারা চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন চেক সরকার এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে বার বার ভরসা পাওয়া সত্ত্বেও চেকনীতির উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। এ্যানটনিন নভোৎনির পদচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর রাশিয়ার আতংক আরও বেড়ে গিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক যে এই অবস্থার সম্মুখীন হবেন এটা জানতেন এবং এর বিরুদ্ধে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতেও তাঁর ত্রুটি ছিল না। মাত্র আট মাসের মধ্যেই পশ্চিমী প্রচারের হাত থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনাকে তিনি প্রায় নির্মূল করে এনেছিলেন। পুলিশের একজন অধিকর্তা হিসাবেই আমি এ'কথা বলতে পারি। কিন্তু রাশিয়া তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেননি।

—রাশিয়ার দিক থেকে বাধা আসতে পারে এবং প্রয়োজন হলে সোভিয়েট বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে পারে—এ সম্পর্কে ডুবচেক কি ওয়াকিবহাল ছিলেন ?

—নিশ্চয়ই। জিরি বেনেস জোর দিয়ে বললেন।

—সেক্ষেত্রে—ফ্রান্‌স্ পুরোনো কথার খেই ধরলো—এটাও তিনি জানতেন উদারনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ আসবে, রাশিয়ার কাছ থেকেই এবং সেই প্রতিবাদের চেহারা নির্মম হতে বাধ্য। তা'তে তাঁর নেতৃত্ব এবং জীবন —দুই-ই বিপন্ন হতে পারে। তবু এই মতবাদ চালিয়ে যাবার দৃঢ়তা উনি পেলেন কি করে ? রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁর নেই ?

—বরং উল্টো মিস্টার লেবেনহার্ট। আমার মতে তাঁর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বেশি জন্মাননি। আমি নিজে বিষয়টাকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি —কিছু কিছু কারণ জানার সুযোগও আমার ছিল। সমস্ত কিছু বিচার করে আলেকজাণ্ডার ডুবচেক যে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন—ডুবচেকের মস্কো উপস্থিতি। সোভিয়েট নেতাদের সাধ্য হয়নি আলেকজাণ্ডারের ডুবচেকের ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধন করার। তিনি যে এখনও নিরাপদে বেঁচে আছেন, এবং মস্কো আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন—সেটাই ডুবচেকের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সবচেয়ে বড় প্রমাণ, মিষ্টার লেবেনহার্ট।

—আর একটু পরিষ্কার করে যদি বলেন। রাসেলকা অনুনয় করলো।

—দেখি আপনাদের বোঝাতে পারি কিনা। বেনেস হাসলেন।—কিন্তু আপনাদের দেরি করে দিচ্ছি না তো ?

—আরে না, না। মিষ্টার লেভচিক ওঁকে আশ্বস্ত করলেন।—আমাদের কারও কোন কাজ নেই, মস্কো আলাপ-আলোচনার ফলাফল জানার আগে কারুরই কিছু করার নেই। আপনি নিশ্চিন্তমনে বলতে থাকুন মিষ্টার বেনেস।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জিরি বেনেস ভাববার জন্য একটু যেন সময় নিলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে—ওঁদের তিনজনকে দিতে চাইলেন। ফ্রান্‌স্ আর লেভচিক গ্রহণ করলেন—রাসেলকা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। নিজে একটা সিগারেট জ্বালালেন, ওদেরগুলিও জ্বালিয়ে দিলেন। কয়েকটা ক্ষিপ্র

টান দিয়ে এ্যাসট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে আবার শুরু করলেন—কম্যুনিষ্ট হিসাবে মিষ্টার ডুবচেকের সামনে এগিয়ে আসার সময়টা দীর্ঘদিনের না হলেও চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির তিনি একজন প্রাচীন সভ্য এটা সবারই জানা ছিল। এক সময়, ঠিক কতদিন আগে আমাদেব জানা নেই, তিনি ভেবেছিলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে যদি প্রতিষ্ঠার সোপানে আরোহণ করতে হয় তবে ষ্টালিন আমলের রাশিয়ান নীতিকে পরিত্যাগ করতেই হবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ এবং বুদ্ধিবাদীর সমর্থনে, পার্টির অভ্যন্তরস্থ চিন্তাবিদদের সহায়তায় নভোৎনি এবং তাঁর রক্ষণশীল দলকে সরাতে না প্যারলে এটা করা সম্ভব নয়। এটাও তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে মানবিক সমাজবাদের নীতিতে রাশিয়ার ক্রোধ অথবা অনিচ্ছা থাকতে পারে তবু রাশিয়া হয়তো সক্রিয়ভাবে এতে বাধা দেবে না। এটা ঠিক যে ডুবচেক খেয়ালী অস্থিরচিত্ত মানুষ নন—শহীদ হবার বাসনাও তাঁর নেই। তাঁর সাম্প্রতিক আচরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে তিনি প্রতিভাদীপ্ত স্থিতপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। উদারনীতিকরণের সাফল্যের আশা নেই এটা বিশ্বাস করলে তিনি কখনই এ কাজে হাত দিতেন না।

কিসের উপর তাহলে তিনি বিশ্বাসের ভিত তৈরী করলেন? করলেন—সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্পর্কে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর। তিনি জানতেন হাঙ্গেরীর ব্যাপারের মত রাশিয়া এই ব্যাপারে চট করে হস্তক্ষেপ করবেন না। গত আট মাসে রাশিয়ার মনোভাব তাঁর চিন্তার নির্ভুলতা প্রমাণ করে। নভোৎনির অপসারণের সময় ব্রেজনেভ চেষ্টা করেছেন পুরাতন বন্ধুকে রক্ষা করার, কিন্তু পারেননি। ডুবচেক নূতন নীতির অবতারণা করলেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভিন্নতর জীবনবোধে আহ্বান জানালেন। সাড়াও পেলেন অভূতপূর্ব ভাবে। রাশিয়া সব দেখেও চুপ করে রইলেন। কিন্তু ধীরে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রসংগ, ডুবচেক নীতির সমালোচনা, তার অন্তঃসারশূন্যতার কথা সোভিয়েট কাগজে প্রকাশিত হতে লাগলো। ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজের অছিলায় চেকভূমিতে সোভিয়েট বাহিনী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আর প্রতিশ্রুতিমত বের করে নেওয়া হলো না। ওয়ারশ মিত্রবাহিনীর কর্তাদের বৈঠক বসলো এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে নূতন সমাজবাদের নীতি ত্যাগ করার জন্য খোলা চিঠির আকারে নির্দেশ দেওয়া হলো। রাশিয়ান নেতারা সিয়ার্ণোতে এসে ডুবচেক আর তাঁর সহকর্মীদের মনোবল ভেংগে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করলেন। ক্ষোভ, রাগ, অনুরোধ, উপদেশ কিছুতেই ডুবচেককে নিবৃত্ত করা গেলনা। চেক নাগরিকরা ডুবচেকের পিছনে ছিলেন—ডুবচেক যাতে সোভিয়েটের চাপে পড়ে কিছু ছাড়তে রাজী না হন—তাই তাঁরা জোর দিয়ে বলতে চাইছিলেন। পরাজয়ের এই গ্লানি ব্রাতিশ্লাভায় কাদার, গোমুলকা, উলব্রিখট ও ঝিভকোভকে ভাগ করে নিতে হলো। ডুবচেক স্বধর্ম থেকে চ্যুত হলেন না। কিন্তু তিনি জানতেন রাশিয়ানদের শেষ কথা তিনি এখনও শোনেন নি। এক-হাতে রাশিয়ার হুমকিকে রুখতে হবে, অন্য হাতে চেকজনগণের চাহিদা মেটাতে হবে তাঁর। এই জটিলতা তাঁকে বিচলিত করে নি—তাঁর বিশ্বাস যতদিন চেক জনগণ তাঁর পেছনে রয়েছে খোলাখুলি ভাবে চেকভূমি অধিকার করার পরিকল্পনা সোভিয়েট ইউনিয়ন করবেন না।

তিন সপ্তাহ বাতাস ভারী ছিল, হঠাৎ সোভিয়েট পত্রপত্রিকা চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে মুখর হয়ে উঠলো। ২০শে আগষ্টের গভীর রাত্রিতে মস্কো থেকে সন্যাধ্যক্ষকে সংকেত জানান হলো এবং সোভিয়েট বাহিনী চেকভূমির অন্দরে প্রবেশ করলো। কিন্তু কি প্রত্যক্ষ করলেন সোভিয়েট ইউনিয়ন—ডুবচেক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে যে পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসাবার পরিকল্পনা করলেন—কোথায় গেলেন সেই সোভিয়েট সমর্থক চেক নেতারা? তাঁরা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন? অস্ত্রের কাজ যেখানে সুসম্পন্ন, সেখানে এই অকল্পনীয় অবস্থা ঘটলো কেমন করে?

চেকভূমিতে সৈন্য প্রবেশের ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চুকে গেল যে রাজনৈতিক ওলট পালটের ব্যবস্থা ভেস্তে গেল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেবেছিলেন বিকল্প সরকার ত হাতের মুঠোয় আছে, ডুবচেককে সরিয়ে তাদের বসিয়ে দিলেই সমস্যা চুকে গেল। কিন্তু জনগণের বজ্র প্রতিবাদের সামনে এগিয়ে আসার মত বুকের পাটা কারও দেখা গেল না। সোভিয়েট ইউনিয়ন এটা বুঝতে পারলেন যে কাজটা পরিকল্পনা মাফিক হলো না। বাধ্য হয়ে ডুবচেককে মুক্ত করে মস্কোতে আবার আলাপ আলোচনায় তাই বসতে হয়েছে।

—আপনি বলতে চাইছেন আরও সময় নিয়ে, পরিকল্পনার সমস্ত অংগ-প্রত্যংগকে আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে রাশিয়ার এ' কাজে নামা উচিত ছিল। সেটা করতে তাঁদের বাধা ছিল কোথায়? এত তাড়াহুড়া না করলেও ত পারতেন? ফ্রান্‌স্‌ এতক্ষণে প্রশ্ন করার সুযোগ পেল।

—তারও একটা গূঢ় কারণ ছিল। সেটাই আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র সম্বল এবং মিস্টার ডুবচেকের একমাত্র ভরসাস্থল। সেটা হলো মূল সোভিয়েট ভূমিতেও উদারনীতির অনেক সমর্থক আছেন। মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেও তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে অন্ততঃ রাশিয়ার বর্তমান নেতাদের—ব্রেজনেভ, কোসিগিনের কোন সন্দেহ নেই।

—আপনার কথা প্রমাণ সাপেক্ষ মিষ্টার বেনেস। লেভচিক হেসে বললেন।

—আর একটু বিশদ করে বললে আমার যুক্তির সত্যতা হয়তো আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন। জিরি বেনেস বললেন—আমি দীর্ঘদিন দেখেছি—তবে সোভিয়েট বন্দীনিবাসে থাকার সময়ই সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে নেবার সুযোগ আমার হয়েছে। অমন তাড়াহুড়ায় সোভিয়েট বাহিনী চেকভূমিতে প্রবেশ করার কারণ—চেকোশ্লাভাকিয়ায় নভোৎনির মত রক্ষণশীল নেতাকে সরিয়ে ডুবচেক যেমন ক্ষমতায় এসেছেন—সোভিয়েট ইউনিয়নেও তেমনি প্রাচীন গোঁড়াপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীদের সরিয়ে ফেলার একটা আয়োজন চলে আসছে। এ'সব উদারনৈতিক কর্মীদের সংস্থা বলে কিছু নেই—মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় এঁরা এখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি। ব্রেজনেভ ও তাঁর দলবলের আমলাতান্ত্রিক এবং পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব আজ সুবিদিত। ক্ষমতা আগলে রাখতে হলে সর্বপ্রকার রদবদলকে সবলে প্রতিরোধ করতে হবে—এটা তাঁদের জানা। ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভের পতনের পর পার্টির প্রথম সম্পাদক হিসাবে ক্ষমতায় এসে ব্রেজনেভ দেখতে পেলেন সমাজতন্ত্রের সংস্কারের জন্য, উদারনৈতিক মনোভাব অবলম্বন করার জন্য তরুণ বুদ্ধিজীবিদের দাবী ক্রমশঃই প্রবল হয়ে উঠছে। ক্ষমতায় থাকতে গেলে এঁদের অবশ্যই দাবিয়ে রাখতে হবে। তাই তাঁকে তিনটি প্রধান পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রথমতঃ ক্রুশ্চেভের মত পার্টির প্রথম সম্পাদক এবং প্রধান মন্ত্রিত্ব দুটোই হাতে রেখে কোসিগিনের সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিলেন। শাসন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সরকারের দাবীকে পার্টির নেতা হিসাবে তিনি কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করে চললেন অথচ সরকারী অসাফল্যের দায়দায়িত্ব কোসিগিনের উপরই চেপে রইল। কোসিগিন পড়লেন উভয় সংকটে—পার্টির নেতা হিসাবে ব্রেজপন্থীদের কড়া ধমক এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তরুণ কর্মীদের গালিগালাজ তাঁকে হজম করে যেতে হলো। দ্বিতীয়তঃ ক্রুশ্চেভপন্থী অথচ অসাধারণ প্রতিভাবান নেতা

পোদগর্নিকে রঙ্গমঞ্চ থেকে অনেকটা সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন ব্রেজনেভ পোদগর্নি উদারনীতিতে সমর্থন করেন, তিনি ক্রুশ্চেভের মতই সোভিয়েট-বাসীদের অধিকতর উন্নত জীবনমানের স্বপ্ন দেখেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক। পার্টির অন্যতম প্রধান সেক্রেটারী হিসাবে তিনি ব্রেজনেভের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক কলাকৌশলে পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট করে দেওয়া হলো তাঁকে। কিন্তু এখনও তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য রয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী শেলেপিনকে ব্রেজনেভ পরাজিত করতে পেরেছেন। ১৯৬৫ সালের সুপ্রীম সোভিয়েটের ক্ষমতাকে দখল করার জন্য শেলেপিনের ভূমিকা তুচ্ছ মনে করার কোন হেতু নেই। দেখা যাচ্ছে এ' পর্যন্ত অনেক প্রতিরোধের বেড়া কাটিয়ে পুরাতন বন্ধুদের সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও সোভিয়েটের অভ্যন্তরে এ'সব প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে জনমত খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। ক্রুশ্চেভের সময় যে সব তরুণ কর্মী—বয়স যাদের চল্লিশের কম—পার্টির নেতৃত্বে এগিয়ে আসছিল ব্রেজনেভ একে একে তাদের হটিয়ে দিতে পেরেছেন। কিন্তু তাদের ধূমায়িত বিদ্বেষের সম্মুখীন একদিন হতেই হবে—এটা ব্রেজনেভেরও জানা। ডুবচেকের মানববাদী সমাজতন্ত্রে এঁদের বিশ্বাস রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়াও এর ছায়া সারা পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির উপর পড়তে বাধ্য। এ'সব রাষ্ট্রে উদারনীতির সমর্থকগণ হয়তো এখনও ভীত, এখনো অসংহত, এখনো অপ্রস্তুত। আমার ধারণা আলেকজাণ্ডার ডুবচেক এই শক্তির কথা জানতেন এবং তার উপরই নির্ভর করেছেন। ব্রেজনেভ-গোষ্ঠী রাশিয়াকে আবার স্টালিনযুগে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন বলেই এ'সব শক্তি প্রমাদ গুনছে। চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে উদারনৈতিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেবার সুযোগ যদি ব্রেজনেভকে দেওয়া হয়—এ'সব শক্তির ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এদের অপ্রকাশ্য চাপে পড়েই আজ ক্রেমলিন নেতাদের আবার বৈঠকে বসতে হয়েছে। সিয়ার্ণোর পরাজয়ের প্রতিশোধ ওরা নেবেন কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করার সাহস আর ওঁদের হবেনা। সৈন্যবাহিনী পাঠানোই যথেষ্ট হঠকারিতার কাজ হয়ে গেছে—ডুবচেককে ধ্বংস করার কঠিন খেলায় নামলে নিজেদের অস্তিত্বও নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

জিরি বেনেস থামলেন। আশা নিরাশায় আন্দোলিত হতে লাগলো ক্রান্সের হৃদয়। ব্রেজনেভ বিরোধীরা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধোন্মাদনার রাশ টেনে ধরতে পারেন, চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষা পাবে। বেনেসের কথায় যুক্তি রয়েছে—চেকভূমিতে সোভিয়েট বাহিনীর ভূমিকায় একটা স্পষ্ট অনিশ্চয়তার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। নইলে জেনারেল ওরলভ হয়তো বেনেসের মুক্তির অনুরোধে কর্ণপাত করতেন না।

—ক্যাপ্টেন লিবিচেকের কথা আপনাদের বলবো বলে আমি আপনাদের সংগে মিলিত হয়েছি। ক্যাপ্টেন লিবিচেক প্রাক্তন সৈনিক—কিন্তু সোভিয়েট অভিযান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। তিনি তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চান। আপনারা যদি তাতে যোগ দিতে চান আমরা সকলে মিলে একদিন ওঁর কাছে যেতে পারি।

—ক্যাপ্টেন লিবিচেক? জিরি বেনেস বিস্মিত হলেন। আমি যতদূর জানি তিনি গোঁড়া রাশিয়াপন্থী।

—হয়তো ছিলেন। প্রাক্তন সৈন্যদের রাশিয়ার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু চেকভূমি অধিকারের ব্যাপারে তাঁর মানসিকতা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার আভাস সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছি। চলুন, কাল ওঁর কাছে যাই। আমি কারাশেককেও খবর দেব।

—বেশত। লেভচিক আর বেনেস সম্মতি দিলেন।

—আমিও কিন্তু যাবো। রাসেলকা হাসলো। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন না।

—নিশ্চয়ই যাবেন। ক্রান্স্‌ও হেসে ফেললেন। আজ তাহলে বিদায় নিতে পারি মিষ্টার লেভচিক। কাল বিকেলে তাহলে যাবার কথা রইল।

—আর একটু বসুন। দেখি, মস্কোর খবর কিছু পাওয়া যায় কিনা।

লেভচিক হাতঘড়িতে সময় দেখে স্বাধীন প্রাগ বেতার ষ্টেশন ধরলেন। একটু পরেই প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার বাণী প্রচারিত হলো—"আমাদের কাজ শেষ হলে এক মুহূর্তও সময় এখানে অপেক্ষা করবো না। জনসাধারণকে আমাদের অভিনন্দন দিন, আর ভাল করে জোর দিয়ে বোঝান—তাঁরা যেন এমন কোন হঠকারী কাজ না করেন যাতে আমাদের আলোচনা আরো বে কঠিন হয়ে ওঠে।"

—জনসাধারণ আপনাদের সংগেই আছে। জিরি বেনেস শপথ বাণীর মত উচ্চারণ করলেন। মিসেস এবং মিস্টার লেভচিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফ্রান্‌স্‌কে সংগে করে বেরিয়ে এলেন।

আকাশে তখনও গোধূলীর রঙ লেগে রয়েছে।

॥ ২২ ॥

একা একাই বেরিয়ে পড়েছিল লেনকা রিগেনোভা। কারাশেকের সংগে দেখা হয়নি। লেনকা যেন ভিতরে ভিতরে জানতো কারাশেক আসবে না। হয়তো ব্যস্ত আছে, হয়তো বা লেনকা সম্পর্কে ওর কোন ঔৎসুক্য অবশিষ্ট নেই। একটা ভীরু, একেবারে অকর্মণ্য, অপদার্থ বলে হয়তো ওকে ভাবছে কারাশেক। হয় তো সবটাই ওর কল্পনা তবে নিজেকে ভয়ানক ভাবে পরাজিত মনে হচ্ছে ওর। গত কটা দিন কি রকম অস্বস্তির মধ্যেই কেটে গেছে। ফ্রান্‌সের সংগে আলাপ করে একটু সান্ত্বনা পেয়েছিল। ফ্রান্‌স্ ওকে শান্ত হয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু শান্তি খুঁজে পাচ্ছেনা রিগেনোভা। বাবা ত নিজের পরিকল্পনা নিয়ে আছেন। লেনকাকে ওঁর আজকাল সত্যিই তেমন প্রয়োজন হচ্ছেনা। একটা অঘটনের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছে লেনকা। বাবার আপাতসুস্থতার মধ্যে স্বাস্থ্যের কোন দীপ্তি নেই—একটা মানসিক উত্তেজনার লক্ষণ। এর ভার সওয়া ওঁর দুর্বল হার্টের পক্ষে অসম্ভব হবে বলেই লেনকার মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটাই এমন হয়ে উঠেছে কেউ ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ভাবছে না। সকলেই সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধের ব্যবস্থায় হাত লাগাচ্ছে। লেনকা কি কেবল দূর থেকে সমস্ত কিছু দেখতে থাকবে?

ওয়েনসেসলাস স্কোয়ার পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেছে। কয়েকটা সোভিয়েট ট্যাংক নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে—সৈনিকরা রাইফেল হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। পোষ্টার ছেঁড়া এবং নূতন পোষ্টার লাগাতে আপত্তি করা ওদের

কাজ। তবু চেক তরুণরা দুর্বার, প্রায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সৈনিকদের উদ্যত রাইফেলকে ওরা সম্মান দিচ্ছেনা। একটা পোষ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো লেনকা। পড়লো—"A country that denies freedom to another country is not worthy of freedom itself". লেনকা পড়তে পড়তেই দু'জন সোভিয়েট সৈন্য প্রায় ছুটে এল। একজন পোষ্টারে হাত দিল ছিঁড়বার জন্য আর একজন সংগে সংগে বারণ করলো। সৈনিকটি হাত উঠিয়ে নিল।

—ছিঁড়লে না? লেনকা দ্বিধাহীন গলায় বললো। অনেক ত ছিঁড়লে এটাও ছিঁড়ে ফেল। তোমাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।

—দেখছো না নীচে 'কার্ল মার্কস'—লেখা আছে? একজন সৈনিক রুক্ষ গলায় বললো। তুমি নিজের কাজে যেতে পারো।

—কার্ল-মার্কসকে তোমরা সম্মান করো? তাঁর কথা তোমরা মানো?

—মানি বৈকি। অপর সৈনিকটি বললো।—উনিও আমাদেরই একজন।

—তাই নাকি! লেনকা হাসলো। —তবে ওঁর এই কথাটা তোমরা মানছো না কেন? এই পোষ্টারের কথাটা?

—মানছি না তোমাকে কে বললো? একজন সৈনিক প্রশ্ন করলো।—তুমি অত প্রশ্ন করছো কেন? জবাব দেবার সময় আমাদের নেই। তুমি যেতে পারো।

—তোমাদের ত কোন কাজ নেই। লেনকা তর্ক করলো।—তোমরা জবাব দিতে চাও না কারণ তোমরা জানো না। আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে তোমরা এসেছ এ'কথা তোমরা মানতে চাও না।

—আমরা তোমাদের সংগে কোন আলোচনা করতে চাইনে। রুক্ষ গলায় সৈনিকটি বললো।

—অথচ তোমরা চিৎকার করে বলছো তোমরা আমাদের বন্ধু। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে এসেছ, আমাদের প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছ। তাই না?

—তাই বৈকি।

—তবে কেন প্রশ্নের জবাব দিতে চাও না? লেনকা দৃঢ় গলায় বললো—তবে কেন পোষ্টারগুলি ছিঁড়তে লেগে গেছ? তোমরা কি বুঝতে পারছো না এখানে তোমাদের কেউ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না?

—জানার দরকার নেই। তুমি সরে পড়ো মেয়ে।

—ভয় দেখাতে চাইছ? গ্রেপ্তারের ভয়, না গুলি করবে?

—কি মুস্কিল তুমি কি থামতে জানো না!

—জানি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—আমরা জবাব দেবো না, ব্যস চুকে গেল।

—আমাকে গ্রেপ্তার করবে না?

—না। তুমি সরে যাও।

আর ক'দিন এখানে থাকার ইচ্ছে তোমাদের?

—জানিনা।

—শুধু বুঝি আক্রমণ চালাতে জানো? আমাদের বন্ধু বলছো অথচ বন্ধুর মত ব্যবহার ত কৈ করছো না!

—তোমার সংগে কি খারাপ ব্যবহার করলাম? তুমি ত ভারী মিথ্যুক দেখছি।

—আমি বুঝি মিথ্যুক– আর তোমরা বেজায় সত্যবাদী। তোমরা একটাও সত্য কথা আমাদের জানিয়েছ? তোমরা কেন এসেছ, তোমাদের আসল মতলব কি—আমাদের ঠিক করে বলেছ?

—আমরা চলি। প্রবীণ সৈনিকটি বললো।– তোমার সংগে তর্ক করার সময় নেই।

—একটা কথার জবাব দিতে ত পারতে?

—না পারিনি। জবাবদিহি করতে আমরা আসিনি। সৈনিক দু'টি লেনকার সামনে থেকে সরে গেল।

হাসি পেল লেনকার। ওর চারপাশে চেক নরনারী দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকেই এতক্ষণ সৈনিকদের সংগে ওর বচসা শুনছিল। সৈনিকদের পলায়নে সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো। লেনকা পিছন ফিরে জনতাকে অভিবাদন করে এগিয়ে গেল।

—সাবাশ মেয়ে। একজন প্রবীণা মহিলা বললেন—ওদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো। ওদের ত ঐ রকম শিক্ষাই দেওয়া দরকার।

অন্যদের মতামত শোনার জন্য লেনকা দাঁড়ালো না। নাবোডনি স্ট্রীট ধরে প্রাগ রেডিও ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। ওদিকে কড়া পাহারা– রাশিয়ান

ট্যাংক আর সাঁজোয়া গাড়ী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রহরা দিচ্ছে সোভিয়েট সামরিক রক্ষী বাহিনী। চেক নাগরিকরা এদিকে চলাফেরা করছেন না, রাস্তা অনেকটা নির্জন। লেনকা একবার চারদিক দেখে আরও এগিয়ে গেল।

—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? একজন প্রবীণ চেক নাগরিক ওকে প্রশ্ন করলেন।—ওদিকের রাস্তা বন্ধ, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর ছাউনি পড়েছে।

—ওদের কাছেই যাচ্ছি। লেনকার সংক্ষিপ্ত জবাব।

—মানে? ভদ্রলোক আতংকিত হলেন।—তোমার কি প্রাণের ভয় নেই!

—ওঁরাই ত কেবল আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে নানা প্রশ্ন করে চলেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বত্র ভয়ের আর আতংকের রাজত্ব নেমেছে। আমি চেকবাসীর পক্ষ থেকে ওদের দু'চারটে প্রশ্ন করবো।

—ওরা কি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য? ভদ্রলোক লেনকার ছেলেমানুষী দেখে হেসে ফেললেন।—বুঝতে পারছি তুমি মনে মনে ব্যথা পেয়েছ, হয়তো সোভিয়েট সৈন্যের গুলিতে তোমার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে অথবা অন্য কোন ঘটনায় ওদের উপর তুমি চটে আছো। তবু আমি বলছি তুমি ফিরে যাও। অমনভাবে ওদের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না।

লেনকাকে বাধ্য হয়ে ফিরতেই হলো। কিন্তু মানসিক অস্থিরতায় ও যেন সংযত থাকতে পারছে না। চেক ভদ্রলোক চলে গেলে লেনকা আবার ওদিকেই এগিয়ে গেল। কারাশেক ওকে ভীরু ভাবছে এটা কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছে না ও।

—এদিকে কোথায় যাবেন? রেডিও ষ্টেশনের সামনেই একজন সোভিয়েট সৈনিক লেনকার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। ওর হাতে উদ্যত রাইফেল।

লেনকা চোখ তুলে সৈনিকটিকে দেখলো—অল্প বয়স, সুদর্শন যুবক। চোখে ক্রুরতার আক্রমণ নেই। সৈনিকের পোষাক পরে না থাকলে অনায়াসে ওকে কলেজের ছাত্র বলে ধরে নেওয়া যেত।

এদিকের রাস্তা বন্ধ করেছেন কেন? লেনকা উদ্ধত গলায় প্রশ্ন করলো। —প্রাগ শহর কি আপনাদের যে ইচ্ছে করলেই রাস্তা বন্ধ করে আমাদের হয়রানি করাতে পারেন?

—এদিকে রাস্তা নেই। আপনি অন্যদিকে যান। সৈনিকটি যেন লেনকার অভিযোগ গায়ে মাখলো না।

—আপনি ত চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধু, তাই না?

—মানে? সৈনিকটি আচমকা এমন প্রশ্নে বিস্মিতবোধ করলো।

—তাই ত' আপনারা বলছেন। বলছেন, চেকভূমি দখল করতে আপনারা আসেননি, যুদ্ধ করার বাসনাও আপনাদের নেই। আপনারা ত আমাদের সাহায্য করতেই এসেছেন।

—ও! হ্যাঁ।

—আমরা কি আপনাদের সাহায্য চেয়েছি?

—কিন্তু আমরা না এলে চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিমী শক্তিরা অধিকার করে নিত।

—কিন্তু এ ক'দিনে কোন আক্রমণকারীর সন্ধান আপনারা পেয়েছেন কি? আক্রমণের কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

—তা'হলে প্রতিবিপ্লবকে ঠেকাবার জন্য আমরা এসেছি। সৈনিকটি যেন প্রশ্নের ধাক্কায় অপ্রস্তুত।

—কিন্তু আপনার এ কথাটাও সত্য নয়। প্রতিবিপ্লবের কোন নিদর্শনও নিশ্চয়ই আপনি দেখাতে পারবেন না।

—তাহলে আমি জানিনা আমরা কেন এসেছি। সৈনিকটি বললো।—আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমরা কেন এখানে এসেছি। আপনারা কেন আমাদের ডেকে এনেছেন।

—আমরা ডেকে এনেছি? লেনকা বিস্মিত গলায় বললো। আমরা, মানে চেকবাসীরা? আপনি ভুল শুনেছেন মিষ্টার···

—আবদুল্লায়েক। সৈনিকটি বলে দিল।

—লেনকা রিগেনোভা। লেনকা হাসলো। জানেন না, অথচ রাইফেল হাতে করে—প্রাগ শহরের রাস্তা পাহারা দিচ্ছেন। মিষ্টার আবদুল্লায়েক আপনার জন্য আমার করুণা হচ্ছে। এমন অন্ধভাবে নির্দেশ না মানলেও পারেন।

—সৈনিকদের প্রশ্ন করতে নেই। আলদুল্লায়েক গম্ভীর গলায় বললেন।—আমরা শুধু হুকুম তামিল করি। উপরওয়ালার আদেশ পেলে আপনার বুকে গুলি করতে আমার একমুহূর্তও দেরী হবে না।

—খুব বীরপুরুষ দেখছি। লেনকা বিদ্রূপ করে উঠলো।—তবু যদি

জানতেন কেন গুলি করছেন, তবু যদি জানতেন কিসের জন্ত প্রাণে এসেছেন!

—আমি চলি মিস্ রিণেনোভা। সৈনিকটি অপ্রস্তুত ভংগীতে পিছু হঠার উপক্রম করলো।

দাঁড়ান। লেনকাই যেন হুকুম চালাল।—ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন যে। একটা নিরস্ত্র মেয়েকে দেখে ভয় পেতে আপনার লজ্জা করছে না? অথবা সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস আপনার নেই!

—আমি জানিনা, অত শত বুঝিনা। আপনাকে কোন জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আর এগিয়ে আসবেন না। না, আর এক পাও নয়। আমাকে মিথ্যে মিথ্যে কঠিন হতে বাধ্য করবেন? মিস্ রিণেনোভা আপনাকে আমার ভাল লাগছে। দয়া করে আপনি বাসায় ফিরে যান। আপনি জানেন সৈনিকরা নির্মম হয়। লেনকা থমকে দাঁড়াতেই, সৈনিকটিও দাঁড়িয়ে গেল।

লেনকা এগিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর একজন সৈনিক আসছেন, বোধ হয় অফিসার হবেন। ভারী স্নিগ্ধ সুন্দর চেহারা। লেনকার চোখ দুটি হঠাৎ যেন মুগ্ধ হয়ে গেল—মুহূর্তের জন্য অন্তরের যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে গেল লেনকা।

—উনি কি চান? অফিসার ভদ্রলোক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন। আবদুল্লায়েকের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

আবদুল্লায়েক মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে জবাব দিল। —মিস লেনকা রিণেনোভা। কী চান জানি না। এদিকে আসতে চাইছিলেন।

—আপনি কি চান? মিলিটারী অফিসার জিজ্ঞেস করলেন। এখানে আপনার পরিচিত কেউ আছে?

—না। লেনকা ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।—আমি একজনকে খুঁজছি, হয়তো আপনাকেই।

—আমাকে! ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন।

—আপনাকে হলেই চলবে। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে তাই এলাম। আপনি ত জানেন কী জন্য আপনারা এখানে এসেছেন।

—সে কথা কি আপনি এ' কদিনেও জানতে পারেননি? আমরা ত এখানে প্রবেশ করার কারণ সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছি।

—জানিয়েছেন। লেনকা বললো।—কিন্তু সে সব উক্তির সত্যতা আপনারা নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন না।

—পারি। অফিসারটি জোর দিয়ে বললেন।—সোভিয়েট বাহিনীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নেই, অন্য রাষ্ট্রকে শাসন করার স্পৃহা তার নেই।

—আমরা ত এ'কথা বিশ্বাস করতাম। লেনকা নিজের দৃঢ়তা হারালো না।—আমরা জানতাম সমাজতন্ত্রের জনক হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর মেহনতী মানুষের বন্ধু। আমরা জানতাম যতদিন সমাজতন্ত্রের পূজারী আছি, যতদিন চেকভূমিতে কম্যুনিস্ট পার্টির শাসন রয়েছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আমাদের কোন ভয় নেই।

—ভয়ের কোন কারণ এখন ঘটেছে কি? যদি ঘটে থাকে, সেটা অন্যদিক থেকে আসছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লোলুপদৃষ্টি থেকে রাশিয়া বরং আপনাদের রক্ষা করেছে। অথচ আপনারা আমাদের ভুল বুঝছেন।

—কিন্তু এ' কেমনতর রক্ষা! লেনকা মরিয়া হয়ে তর্ক করতে লাগলো।—আমাদের সম্মতি না দিয়ে আপনারা আমাদের দেশে ঢুকলেন, আমাদের নেতাদের আগে গ্রেপ্তার করলেন, আমাদের সরকারকে অচল করে দিলেন, দলে দলে প্রতিরোধী চেকবাসীকে আপনারা গ্রেপ্তার করলেন, চেকভূমির সর্বত্র আপনারা সামরিক বাহিনীকে ছড়িয়ে দিলেন। প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি এমন ব্যাপক অভিযান চালাবার প্রয়োজন হতোনা—তাতে আমাদের সরকারকে প্রয়োজন মত সাহায্য করলেই ব্যাপারটা মিটে যেত। আমাদের এ্যাকশন প্রোগ্রামকে আপনারা প্রতিবিপ্লবীদের ফতোয়া বলে মনে করেন?

—অন্ততঃ আপনাদের এই পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবিপ্লবীদের যতটা সুবিধা হয়েছে, চেক পত্র-পত্রিকায় সমাজতন্ত্রবিরোধী এবং রাশিয়াবিরোধী প্রচারের যে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে তাতে কি এটা মনে করা সংগত নয় যে 'এ্যাকশন প্রোগ্রাম' প্রণয়নে প্রতিবিপ্লবীদের প্রভাব রয়েছে?

—আপনি বলতে চান আলেকজাণ্ডার ডুবচেক প্রতিবিপ্লবীর শিকার, অথবা তিনি কম্যুনিজমের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন?

—সোভিয়েট ইউনিয়ন সে কথা বিশ্বাস করেন।

—আপনাদের এই অভিযান সেজন্যই ডুবচেক সরকারের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে? ডুবচেককে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেই আপনাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ হবে?

—ব্যক্তি বিশেষের উপর আমাদের কোন অভিযোগ নেই। অফিসার ভদ্রলোক আলোচনা শেষ করতে চাইলেন।—আমাদের অভিযান প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্পে।

—আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। লেনকা কঠোর গলায় বললো।—আমি জানি চেক ভূমির নয়া সমাজতন্ত্রকে আপনারা ধ্বংস করতে চান। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে আপনাদের এই করে যেতে হবে। এটা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র। বলতে পারেন সাম্রাজ্যবাদের সমাজতান্ত্রিক ভাষ্য।

—অবাক কথা শোনালেন। অফিসার ভদ্রলোকের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠলো।—প্রতিবিপ্লবীদের গুপ্তচর হিসাবে আপনাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।

—অত মানুষকে গ্রেপ্তার করেও কি আপনাদের আশা মেটেনি। আমি ত আপনাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, আমাকে গ্রেপ্তার করতে কোন অসুবিধাই ত নেই। গুপ্তচর হিসাবে চরম শাস্তিবিধান করতে পারেন। প্রচার করতে পারেন সোভিয়েট বাহিনীর উপর ছুঁড়ে মারার জন্য হাত বোমা আমি সংগে করে এনেছি। অমন রসাল মিথ্যে কথা বলে সারা পৃথিবীর কাছে আপনাদের এই নির্লজ্জ আক্রমণের নগ্ন চেহারা ঢেকে রাখতে পারেন, এতটুকু করতেও কোন লজ্জা নিশ্চয়ই আপনাদের হবে না!

—আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। অফিসার বললেন—ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ার শত্রু নন। আপনি আরও বুঝতে পারবেন সমাজতন্ত্রের অদলবদল করে নিজেদের দেশকে আপনারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে আনছেন।

এ'ছাড়া আপনাদের বক্তব্য আর কিছু নেই। লেনকা গ্রাহ্য করলো না।—আপনি ত সমাজতন্ত্রকে ভালবাসেন।

—নিশ্চয়ই।

—আপনি ত চান মেহনতী মানুষেরা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদের জীবনের মান দিন দিন উন্নত হোক।

—নিশ্চয়ই চাই।

—আপনি যে যুদ্ধ করছেন তার কারণ শুধু আপনার কমাণ্ডারের আদেশ পালন নয়, আপনি নিশ্চয়ই চিন্তা করেন যে আপনি সমাজতন্ত্রের সেবা করছেন।

—আপনার সংগে আমি একমত।

—সমাজতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগে আপনি একমত নন?

—না। আমি বিশ্বাস করি সাম্রাজ্যবাদের সংগে কোন মিত্রতা সমাজতন্ত্রের সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে।

—এ'ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথের সন্ধান পেতে আপনার আগ্রহ নেই?

—দ্বিতীয় কোন পথ থাকতে পারে না। অন্ততঃ সাম্রাজ্যবাদের জাল যতদিন পৃথিবীময় ছড়ানো আছে।

—যদি এটা দেখা যায় যে সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার যাদের হাতে রয়েছে তাঁরাই পক্ষান্তরে ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছে—নিজেদের আধিপত্যকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁরা জনসাধারণের স্বাধিকারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে আনছে, সমাজতন্ত্রের নামে তাঁরা যা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটাও সাম্রাজ্যবাদের ওপিঠ মাত্র।

—এমন হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।

—আচ্ছা স্টালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ যা বলেছিলেন আপনি তা সমর্থন করেন? স্টালিনের প্রভাব মুক্ত করার জন্য ক্রুশ্চেভপন্থায় আপনার বিশ্বাস আছে?

—এ'প্রশ্ন আসছে কেন?

—আসছে এ জন্য যে ক্রুশ্চেভের আমলে আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার একটা প্রচেষ্টা সোভিয়েট ইউনিয়নে চলছিল। ব্রেজনেভ আবার সেই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম করে রাশিয়াকে স্টালিন যুগে ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। অন্ততঃ তাঁর কার্যকলাপ দেখে ত আমার তাই মনে হচ্ছে। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি স্টালিনপন্থাকেই কি আপনি অভ্রান্ত বলে মনে করেন?

—না, মনে করি না। এটাও সংগে সংগে মনে করি না যে ব্রেজনেভ স্টালিন যুগে ফিরে যেতে চাইছেন।

—এজন্যই আপনাদের বিশ্বাস করতে বাধে। লেনকা গম্ভীরভাবে বললো। —কারণ চোখের সামনের ঘটনা ত আপনারা বিশ্বাস করতে চান না। আপনারা চেকভূমি দখল করলেন গায়ের জোরে, সমাজতন্ত্রের বিকাশে আপনাদের নীতিই যে অভ্রান্ত তা' প্রমাণ করার জন্য বেয়নেটের সাহায্য নিলেন—অথচ ভাবলেন না

যে আপনাদের কাজ মার্কস্ ও লেনিনের নির্ধারিত পথ থেকে আপনাদের অনেকদূর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—আপনার কাছ থেকে মার্কস্‌বাদের নূতন ভাষ্যই বোধ হয় এখন আমাকে শুনতে হবে? অফিসারের কণ্ঠে বিদ্রুপ স্পষ্ট।

—কোন অধিকৃত দেশের মানুষের চিন্তাকে যথাযথ মূল্য দিতে গেলে সে দেশ ত অধিকার করাই সম্ভব হতো না! আমরা জানি, আজকের দিনেও সোভিয়েট দেশের মানুষেরা চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মেনে চলেছে। দর্জির হাতে তৈরী সাম্যবাদের বড়াই করতে ওদের একটুও আপত্তি নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রের নূতন উদ্যমের তুলনা নেই, সেই রাষ্ট্র রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন দেউলে হয়ে গেছে ভাবতে আমাদেরই লজ্জার অন্ত থাকে না।

—আপনি কি বলতে চান? অফিসারটির ধৈর্য্যের বাঁধ ভেংগে যাচ্ছে।

—শুধু মাত্র এই অনুরোধ করতে চাই যে আপনি অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করুন আমাদের মানসিক আঘাত কত গুরুতর। আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, আপনাদের উপর আমরা এতদিন অনায়াসে নির্ভর করে এসেছি—তবু সমাজতন্ত্রের উপর এত বড় আঘাত হানতে আপনাদের বিবেক বোধ জাগ্রত হয়ে উঠলো না। এটাই কি বিশ্বাস করে আমাকে ফিরে যেতে হবে?

—আপনি কি জন্য এসেছেন জানতে পারি?

—আপনাদের বিশ্বাস করতে পারি কিনা তাই পরখ করতে। আপনাদের প্রচারিত ঘোষণার মূলে কতটা সত্য আছে তাই যাচাই করতে। দুঃখের বিষয় আপনার সংগে এতক্ষণ তর্ক করেও আপনাদের সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা নিয়ে আমি ফিরতে পারছি না।

—আমি জানি আপনার এই ভুল ধারণার পিছনে রয়েছে প্রতিবিপ্লবীদের সোভিয়েট বিরোধী প্রচার।

—ভুল বললেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শকে গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা মাথায় তুলে নেচেছি। সোভিয়েটের অন্ধ ভক্ত দুনিয়াতে যদি কেউ থাকে তবে সে হলো চেকোশ্লোভাকিয়া। আমাদের বিদ্বেষ যদি কারও প্রতি থাকে সে হলো সোভিয়েটের বর্তমান রাষ্ট্র প্রধানদের উপর। সোভিয়েটের মানুষকে আমরা এখনও ভাই বলে আলিংগন করতে একটুও কুণ্ঠিত হব না। আমরা জানি সোভিয়েটের সাধারণ মানুষও আমাদের মত উন্নততর জীবনমানের

জন্য সংগ্রাম করছে। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে আমার একটুও দেরি হতো না যদি দেখতাম আপনার মন আপনার দেহের মতই তরুণ। একটা অন্ধ মানসিকতার বাহন হয়ে আপনি নিজের বুদ্ধিকেই অপমানিত করছেন।

—কি করলে আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন? অফিসার প্রায় অধৈর্য হয়ে বললেন।—আমার রিভলবারটি যদি আপনাকে দিই তবে কি আপনার বিশ্বাস হবে আমি আপনাদের বন্ধু।

—বিশ্বাস করে লাভ কি বলুন। লেনকা শুষ্ক মুখে হাসলো।—বিশ্বাস করলেও কি ফিরে পাবো আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সার্বভৌমত্ব, আমাদের স্বাতন্ত্র্য। যা কেড়ে নেবার জন্য আপনারা এসেছেন তার সবটুকু কি আপনারা ফিরিয়ে দিতে পারবেন? আমাদের বুকের উপর যে গভীর পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন—তার দাগ কি এত সহজেই মুছে দিতে পারবেন?

—আমরা কিছুই কেড়ে নিতে আসিনি।

—আপনি জেনে এখানে আসেননি। লেনকার গলা যেন জয়লাভের দৃঢ়তা। —আমার অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস আছে কী জন্য এখানে আসছেন, কেন আপনাদের এখানে পাঠানো হচ্ছে তার ধারণা থাকলে লজ্জায় গ্লানিতে, ধিক্কারে আপনার পা সামনে এগুতে চাইতো না।

—আপনি মিথ্যে মিথ্যে আমাকে গাল দিচ্ছেন। অফিসারটির গলা হঠাৎ যেন খাদে নেমে গেল।

—মিথ্যে নয়। লেনকা গভীর দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালো।—আমি যেমন আন্তরিকতার সংগে, গভীর বিশ্বাসের সংগে উচ্চারণ করছি—'ডুবচেক জিন্দাবাদ', আপনি কি অনুরূপ বিশ্বাসের সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন—'ব্রেজনেভ জিন্দাবাদ'? আমি জানি আপনি পারবেন না, পারলেও আপনার উচ্চারণ বিশ্বাসের আলোয় উজ্জল হয়ে উঠবে না।

—আপনাদের মত ব্যক্তিগত মহত্ত্বের উপর আমরা অতটা গুরুত্ব দিই না। ওটা বুর্জোয়া মনোভাব, ও'তে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমরা মনে করি আমাদের নেতারা কৃষক শ্রমিকের প্রতিনিধি, ওরা দেশের সেবক মাত্র।

—তাই মনে করেন বুঝি? লেনকা হেসে ফেললো।—হয়তো মনে করেন, কিন্তু কথাটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন কিনা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

আপনাদের নেতাদের ক্ষমতা লিপ্সা নেই এটাই কি জানাতে চান? বলতে চান ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা ব্রেজনেভ কোসিগিন করছেন না?

—ওঁদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট প্রেসিডিয়াম রায় দিলে ওঁরা আজই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। রাশিয়াতে এটা অন্ততঃ কোন নূতন ঘটনা নয়।

—নূতন নয় বলেই ত ওঁদের ভয়। ক্রুশ্চেভকে সরিয়ে যদি ব্রেজনেভ সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হতে পারেন—তবে ব্রেজনেভকে সরিয়ে শেলিপিন অথবা অন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারবে না? এই সম্ভাবনা আছে বলেই ব্রেজনেভ অতি সতর্কভাবে ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক এক করে সরিয়ে দিচ্ছেন। ডুবচেককে তাঁর ভয় যেহেতু ডুবচেকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযান, তাই আপনাদের এখানে পদার্পণ।

—আমি চলি। আপনার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আপনি স্বচ্ছন্দ মনে ফিরে যেতে পারেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ আমি দেবো না।

—জানি আপনার সাহসে কুলাবে না। লেনকা যেন এতক্ষণে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলো।—দরকার হলে আমি আবার আসবো, আবার আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখতে অনুরোধ করব। আশা করি নিজেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধু বলে প্রমাণিত করার যোগ্যতা আপনি অর্জন করবেন। জেনে রাখুন—আমার নাম লেনকা রিণেনোভা, আমার বাবার নাম ক্যাপ্টেন লিবিচেক। প্রতিবিপ্লবীদের অনুচর বলে সন্দেহ হলে অনায়াসে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

—আমার নাম জোসেফ সিমোনভ। অফিসারটি মৃদু হেসে জবাব দিলেন। আমার কথাগুলি বিবেচনা করে দেখার অনুরোধও আপনাকে জানিয়ে রাখছি। আচ্ছা নমস্কার।

জোসেফ সিমোনভ আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন। লেনকাও আর অগ্রসর না হয়ে বাসার দিকে পা ফেরাল। ওর মনের উত্তাপ যেন একটু কমেছে। এটা অন্ততঃ পরিষ্কার জানতে পারলো যে সোভিয়েট বাহিনীর সৈন্যদের চেক আক্রমণ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। ওরা হুকুম তামিল করছে মাত্র। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যেতে লাগলো লেনকা। কিন্তু কোথায় যাবে যেন ঠিক

করে উঠতে পারল না। প্রাগের চারদিকে ছড়িয়ে আছে ওর অনেক বন্ধুবান্ধব, ওর কারখানার সহকর্মী, ওর আত্মীয়স্বজন। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন বিস্বাদ লাগছে ওর। কারাশেকের কথা মনে পড়লো—কারাশেককে ভুল বোঝার হয়তো কোন কারণ নেই। কিন্তু উপযাচিকা হয়ে কারাশেকের কাছেও ওর যেতে ইচ্ছে করলো না। ও অপেক্ষা করতে পারবে, নিজেকে নিয়ে বিব্রত হবার ওর কোন কিছু নেই। নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা লেনকা আর ভাববে না।

রাশিয়ান সৈন্যেরা আজ অনায়াসে ওকে বন্দী করতে পারতো। প্রতিবিপ্লবী বলে শাস্তি বিধান করতে পারতো। কিন্তু ওরা ওকে ছেড়ে দিল, ওর সমস্ত বাক প্রতিবাদে ওরা কি তাহলে তেমন বিপদজনক কিছু দেখতে পায়নি? লেনকার ভিতরে ভিতরে আবার রাগ হতে লাগলো। ওদের কোন শাস্তিবিধান করা যাবে না। ওরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে যাবে না। ওদের কাছে চেক নাগরিকদের আহত, পীড়িত, ক্ষুব্ধ মনোবৃত্তির কোন মূল্য নেই।

জেনারেল ওরলভের আবাস লেনকার জানা নেই। তবু মনে মনে ভাবলো এমন একজন কারও সংগে দেখা করা দরকার, যাঁর কাছ থেকে একটা সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওর পরিচিতির বৃত্তে এমন কেউ নেই। হ্যান্‌স্ লেবেনহার্ট একদিন কথায় কথায় মিষ্টার সিতেনস্কির নাম করেছিলেন। তিনি সোভিয়েট এ্যামব্যাসীর অফিসার। লেনকা মনে মনে স্থির করে নিল মিষ্টার সিতেনস্কির সঙ্গেই দেখা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সোভিয়েট এ্যামব্যাসীর দিকে চলতে লাগলো লেনকা রিগেনোভা।

এ্যামব্যাসীতে অনেক প্রশ্নের দেওয়াল ডিঙিয়ে সিতেনস্কির সংগে দেখা করার ছাড়পত্র পেতে হলো ওকে। রাশিয়ান দ্বাররক্ষকগণ সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখলো লেনকার কাছে কোন লুকানো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে কিনা। কিছু না পেয়ে লেনকাকে সিতেনস্কির খাস কামরায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলো।

মিষ্টার সিতেনস্কি ওর পরিচয়পত্র দেখে বিস্মিত হলেন। লেনকা রিগেনোভা ওঁর পরিচিত নন। অপরিচিতা কেউ এই সময়ে ওঁর সংগে দেখা করার ঝুঁকি নেবেন কেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। কৌতূহল দমন করতে না পেরেই লেনকার সংগে দেখা করার সম্মতি দিলেন।

—আমার সংগে আপনার কি প্রয়োজন? সিতেনস্কি প্রশ্ন করলেন

লেনকাকে।—আমি ভীষণ ব্যস্ত, দয়া করে আপনার বক্তব্য যদি বলে ফেলেন বাধিত হবো।

—আমার বাবা ক্যাপ্টেন লিবিচেক, একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। লেনকা যথাসম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে বললো।—আপনি অধ্যাপক ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্টকে নিশ্চয়ই জানেন। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।

—ফ্রান্‌স্‌ আপনার বন্ধু! সিতেনস্কি একটু উদার হলেন। ফ্রান্‌স্‌ কি জানে আপনি আমার সংগে দেখা করতে আসছেন?

—না। আজ ওঁর সংগে আমার দেখা হয়নি। অবশ্য আমার এই সাক্ষাৎ কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য নয়, যদিও আমার কতকগুলি প্রশ্নের সদুত্তর দিলে আমি বাধিত হব।

—আপনার প্রশ্নগুলি জানতে পারলেই উত্তরদানের কথা আসে। সিতেনস্কি একটু হাসলেন।—তবে এটা আমাদের প্রশ্নোত্তরের সময় নয়। আপনি ত জানেন আমাদের হাতে অনেক কাজ, আমরা ভয়ানকভাবে ব্যস্ত।

—আপনি কি মনে করেন আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীর চেকোস্লোভাকিয়া প্রবেশের কোন যৌক্তিকতা ছিল?

—এ প্রশ্নের জবাব ত সোভিয়েট সরকার বার বার দিয়েছেন। তার বাইরে আমার আর কিছুই আপনাকে জানাবার নেই মিস্‌ রিণেনোভা।

—আপনি কি আমাদের সরকারকে কম্যুনিষ্ট বলে মনে করেন না?

—নিশ্চয়ই করি।

—আমাদের গৃহীত নীতির মধ্যে কি আপনি সমাজতন্ত্রবিরোধী কিছু দেখতে পেয়েছেন?

—মাপ করবেন মিস্‌ রিণেনোভা। এ সব আলোচনায় বসতে আমার সত্যিই সময় নেই। নূতন করে আপনাকে কিছু বলারও আমার নেই। আপনি যদি অনুমতি দেন আমরা এখানেই বিদায় নিতে পারি।

—এটা আমার জানা ছিল মিষ্টার সিতেনস্কি। লেনকা বিষণ্ণ গলায় বললো। জানতাম আপনার সংগে দেখা করার চেষ্টা সফল হলেও আমার প্রশ্নের জবাব আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। কোন রাশিয়ান আজ চেক নাগরিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাইছেন না। আমরা জানি আমাদের জবাব দিয়ে খুশি করার মত কিছুই আপনাদের ঝুলিতে অবশিষ্ট নেই।

—আপনারা একটা মিথ্যে আবহাওয়ার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। সিতেনস্কি একটু অসন্তোষের কণ্ঠে বললো—প্রাগ শহরের কোন নাগরিককেই আমরা অকারণে অসুবিধাগ্রস্ত করতে চাইনি। তবু আমরা জানি তাঁরা সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। নইলে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনার কোন সংগত কারণ আপনাদের ছিল না। আমি আপনাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলবো। আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাব রেডিও ভ্লাটাভার ঘোষণার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

—আমি ঝগড়া করতে আসিনি, সোভিয়েট কার্যকলাপকে কটূক্তি করতেও নয়। লেনকা বলতে লাগলো—আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে বলে আমি ক্ষমা চাইছি। রেডিও ভ্লাটাভায় সত্যমিথ্যার যে জগাখিচুড়ি তৈরী হচ্ছে তা শোনার ঔৎসুক্য আমার নেই মিষ্টার সিতেনস্কি। বিশ্বের জনমত যে আজ আপনাদের নির্মম সমালোচক হয়ে উঠেছে তার একমাত্র কারণ আপনারা সত্যকে উন্মোচিত করে দিতে ভয় পান।

—দেখুন, আমি আমার সরকারের প্রতিনিধি মাত্র। আপনাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে আমার সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তার পিছনে গভীরতর কারণ রয়েছে। আপনারা যদি এতে খুশি হতে না পারেন, আপাততঃ আমাদের করণীয় আর কিছু নেই। তবে আপনাকে এই ভরসা দিতে পারি যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আপনাদের কোন ক্ষতি করতে চান না। আর কোন প্রশ্ন নয় মিস্ রিশেনাভা, আমি চলি।

সিতেনস্কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লেনকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো।

কোন লাভ হলোনা। রাস্তায় নামতে নামতে লেনকা ভাবলো। সোভিয়েট বাহিনীর লোকদের, রাজকর্মচারীদের হয়তো জোর করে দুচারটে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু ওঁরা যেন এ সমস্ত যোগাযোগ এড়িয়ে চলছেন। আর পাঁচজন চেক নাগরিকদের মত লেনকাও ওঁদের ব্যংগবিদ্রুপ করতে যায়নি, তবু ওদের মানসিকতার সম্পূর্ণ ছবিটা যেন লেনকার আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেল। আবার হয়তো ওকে চেষ্টা করে খুঁজে দেখতে হবে।

লেনকা নিজের বাসার পথে হাঁটতে লাগলো।

॥ ২৩ ॥

নূতন নূতন সোভিয়েট শস্ত্র ও বাহিনীতে প্রাগের রাজপথ ভরে উঠতে লাগলো। ট্যাংক, স্বয়ংচালিত কামানশ্রেণী, রকেট নিক্ষেপ সজ্জিত কয়েক ডিভিসন সেনা প্রাগ সহরটিকে ঘিরে ধরেছে। ফুচিক কালচার ও স্পোটর্স পার্কে অগুণতি সোভিয়েট ট্যাংকের মেলা বসেছে। লেটসা হেলিকপটার ষ্টেশনেও অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা দ্বিগুণিত করা হয়েছে।

চেক নাগরিকগণ আরও বেশী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। নেতারা যখন মস্কোয় আলোচনারত অথবা আত্মগোপনে সময় কাটাচ্ছেন তখনই সোভিয়েট বাহিনীর এই সংখ্যাবৃদ্ধি কিসের সূচনা করছে ? তবে কি চেক নেতারা সশস্ত্র প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করছেন ? মস্কোর আলোচনা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। চেক নাগরিকগণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চাইছেন! ২৩ আগষ্ট সকালে বেশ কয়েকটা দোকান পাট খুলেছে। সোভিয়েটের সৈন্যবাহিনীদের অগ্রাহ্য করে জনগণ যেন মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে। মস্কো থেকে নেতারা ফিরে এলেই ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির লক্ষ্যের দিকে নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাবে।

সকাল নটায় সাইরেন ও চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ১৫ মিনিটের নিঃশব্দ প্রতিবাদ পালিত হবে।

ফ্রান্‌স্‌ তৈরী হয়ে নিয়েছিল। গত সন্ধ্যায় কারাশেকের সংগে যোগাযোগ করেছিল। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের সংগে কারাশেকের আলোচনার কথা ফ্রান্‌স্‌ জানতে পেরেছে। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের প্রতি ফ্রান্‌সের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। বর্তমানে চালর্স ইউনিভার্সিটির তিনি ভাইস রেক্টার। ডাঃ ওটাশিকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের অনেক সুচিন্তিত মতবাদ রয়েছে। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার যে ওদের সংগে যোগাযোগ করে একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন এতে ফ্রান্‌সের মনে স্বস্তি এসেছে।

"নিঃশব্দ ধর্মঘটের" মিনিটগুলি ক্রানস্ নিজের ঘরে বসেই কাটাল। হাডকার্নি ক্যাসেলের নীচে একটা প্রধান সরকারী অফিসের সামনে সোভিয়েট সৈন্যের গুলিতে একটা বিশ বছরের মেয়ে মারা গেছে বলে স্বাধীন প্রাগ রেডিও খবর দিয়েছে। ক্রানস্ জানে এতে উত্তেজনা অনেক বেড়ে যাবে। লেনকা এবং রোজমেরী দু'জনেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের সংগে যোগাযোগ করে ক্রানস্ গতরাত্রে জানতে পেরেছে সন্ধ্যা পর্যন্ত লেনকা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কি করেছে ক্যাপ্টেনকে তা' জানান হয়নি। ক্রানস্ মনে মনে শংকিত হয়ে উঠেছে। হয়তো লেনকার মধ্যেও একটা সুনির্দিষ্ট সংকল্প দানা বেঁধে উঠেছে। চারদিকের এই অরাজক অবস্থার মধ্যে কারও গতিবিধি সম্পর্কে কোন উপদেশ দেওয়ার সাধ্য ওর নেই। ক্রানস্ জানে মস্কোয় আলোচনাকারী নেতাদের স্বদেশে ফেরার দাবী তীব্রতর হয়ে উঠেছে। শহরের সর্বত্র লোকেরা ট্রানজিষ্টার কানে লাগিয়ে ঘুরছে গোপন রেডিয়ো ষ্টেশনের নির্দেশ মেনে নেবার জন্য। সংবাদপত্রের অফিসগুলি এখনো সোভিয়েট সৈন্যদের দখলে হলেও মাঝে মাঝে এক এক গোছা কাগজ এখানে ওখানে বিলি করা হচ্ছে এবং তাতে উত্তেজনা তীব্রতর হয়ে উঠছে। প্রাগ শহরের নিশানা অপসারিত। রাস্তার নাম নেই, বাড়ীর নম্বর মুছে ফেলা হয়েছে, অনেক বাড়ীতে নম্বর প্লেটের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। সোভিয়েট বাহিনীকে ম্যাপ দেখে দেখে অগ্রসর হতে হচ্ছে। সারা চেকোশ্লোভাকিয়ার এই অবস্থা। সোভিয়েট ট্যাংক ও সশস্ত্র বাহিনীর সংগে সহযোগিতা দূরের কথা, সামান্যতম সাহায্যও জনসাধারণ করছে না। এতে সোভিয়েট বাহিনীর ক্রোধ বেড়ে গেছে। ইতস্তত: গুলি চালানোর সংবাদ আসছে। কমপক্ষে অন্ততঃ বার জন চেকবাসী সোভিয়েট গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য মহল থেকে খবর এসেছে। রাশ টেনে ধরতে না পারলে এই ধূমায়িত অসন্তোষ প্রচণ্ড-ভাবে বিস্ফোরিত হতে পারে।

সকাল দশটায় ক্যাপ্টেন লিবিচেকের বাসায় বৈঠক বসবে। সমস্ত অবস্থার একটা বাস্তব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার, জিরি বেনেস, মিসেস ও মিষ্টার বেডরিক লেভচিক, ক্রানস্ ও কারাশেক ওখানে যথাসময়ে উপস্থিত হবেন এমন নির্দেশ দেওয়া আছে। ধর্মঘটের অবসান ঘটলে ক্রানস্ বেরিয়ে পড়লো।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ওকে। মেভচিক, রাসেলকা ও জিরি বেনেস একটু আগেই এসে পৌঁছেছেন। লেনকাও এখন পর্যন্ত বাসায় আছেন। কারাশেক অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারকে নিয়ে এখনো এসে পৌঁছায়নি।

—কাল সারাদিন তুমি বাসায় ছিলে না। ফ্রান্স্ লেনকাকে বললো।—কোথায় গিয়েছিলে, আজকাল শহরের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ানো বিপজ্জনক।

—তোমার বন্ধু মিষ্টার সিতেনস্কির সংগে দেখা করেছিলাম। লেনকা ধীরে ধীরে বললো।

—তাই নাকি। ফ্রান্স্ অবাক হলো।—তোমার উচিত হয়নি লেনকা, রাশিয়ান এ্যামব্যাসী আমাদের পক্ষে নিরাপদ জায়গা নয়।

—জানি। লেনকার কণ্ঠে দৃঢ়তা।—আমি নিজেই একটা পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তোমরা আলাপ আলোচনা করে সমস্ত ব্যাপারটার মূল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছো ফ্রান্স্ কিন্তু এটা কি সংগে সংগেই ভেবে নাওনি যে মস্কো চুক্তি যত অসম্মানই বয়ে আনুক না কেন ওটাকে মেনে চলতে তোমরা বাধ্য?

—অসম্মান আনবে না। ফ্রান্স্ বললো।—আমাদের নেতাদের যদি মস্কোর কাছে নিজেদের বিক্রি করার ইচ্ছা থাকতো তবে সিয়ার্ণোর বৈঠকেই তা' হয়ে যেত। গায়ের জোরে আমাদের দেশ ওঁরা দখল করে নিতে পারেন, ওঁদের পছন্দমত শাসন ব্যবস্থাও চালু করতে পারেন, কিন্তু আমাদের মানসিক দৃঢ়তাকে পদানত করতে পারবেন না। সিতেনস্কি কি তোমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন?

—অপমান করেননি কিন্তু আলাপ আলোচনায় অংশও নেননি। তিনি বলেছেন সোভিয়েট ঘোষণার বাইরে ওঁর নিজস্ব আরর কোন বক্তব্য নেই। আমার যদি আরও বেশি জানার কৌতূহল হয়, রেডিও ভ্লাটাভা শুনতে বলেছেন।

ঘরের অন্য সকলে লেনকার কথায় হেসে ফেললেন। ক্যাপ্টেন লিবিচেক কেবল গম্ভীরভাবে পাইপ টানতে লাগলেন, এ সব আলোচনায় ওঁর যেন তেমন উৎসাহ নেই।

—আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করবো মিস রিগেনোভা। জিরি বেনেস শান্ত কণ্ঠে বললেন—সোভিয়েট বন্দীশিবিরে দু'দিন কাটিয়ে আসার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। আপনার বয়সী তরুণ তরুণীদের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের গ্রেপ্তারের

পিছনে প্রতিবিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সোভিয়েট বাহিনীকে ব্যংগ-বিদ্রুপ এবং তাদের কঠোর সমালোচনা ইত্যাদি। সুতরাং ওদের সংগে তর্কবিতর্কে নেমে যাওয়া সবক্ষেত্রে সুখকর নাও হতে পারে।

—আমি সেটা জানি, লেনকা হাসতে পারলো না। কিন্তু চুপ করে আর একটি মুহূর্তও বসে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে উঠছে না মিষ্টার বেনেস। আমি সোভিয়েট সৈন্যদের মনোবল পরীক্ষা করে দেখছিলাম।

ফ্রান্‌স্‌ একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় কলিংবেল বাজলো।

—বোধ হয় প্রফেসার গোল্ডষ্টাকার এলেন। ফ্রান্‌স্‌ বললো।—আমি যাই, ওপরে নিয়ে আসি।

—আমি যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন লিবিচেক উঠে দাঁড়ালেন।

—আমার অতিথি, আমারই যাওয়া উচিত। আপনি বসুন। লেনকা ভদ্রলোকদের জন্য একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করো।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক নীচে নেমে গেলেন। ওঁরা সকলে অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। লেভচিক আর রাসেলকা গোল্ডষ্টাকারের সংগে পরিচিত নন, তাই তাঁদের কৌতূহল বেশি। লেনকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—বোধ হয় কারাশেকের কথা ভাবছে। ফ্রান্‌স্‌ ওকেই বেশি করে লক্ষ্য করতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক ওঁদের সংগে করে নিয়ে এলেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার মিরোস্লাভ পোচোনা এবং ওল্ডরীক কারাশেক।

পরস্পরের করমর্দন ও প্রাথমিক পরিচয়ের পালা সংক্ষেপে সাংগ করা হলো। সকলেই উপবেশন করলেন। লেনকা পানীয়ের ব্যবস্থা করতে ভিতরে চলে গেল।

—আমাদের সৌভাগ্য যে চেকোস্লোভাকিয়ার এই অবস্থার মধ্যেও আমরা পরস্পরের সংগে মিলিত হতে পারলাম। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার হাসলেন।

—স্বাভাবিক সময়ে আমি বড় বেশি ব্যস্ত থাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। ফ্রান্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি ত মাননীয় মিষ্টার ওটাশিকের সংগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আমি দু'জন প্রতিষ্ঠিত লোককে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাব ভেবেছিলাম। সময়ের অভাবে এব তাঁদের বর্তমান ঠিকানা জানা না থাকায় যোগাযোগ করতে পারিনি। আপনারা নিশ্চয় তাঁদের চেনেন—ভাচুলিক এবং পাভেল কোহুত।

—ওঁদের সংগে পরিচিত হলে খুশি হতাম। জিরি বেনেস বললেন।

—আপনাদের আজকের বৈঠকের কোন কর্মসূচী আছে নাকি? অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার জিজ্ঞেস করলেন।

—প্রথমতঃ আজকের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত আমরা শুনতে চাই। দ্বিতীয়তঃ ক্যাপ্টেন লিবিচেক আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার উপর আলোকপাত করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। ফ্রান্‌স্‌ বিনীত গলায় বললো।

—মস্কো বৈঠকের সর্বশেষ খবর আমাকে জানাতে পারেন? অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার জিজ্ঞেস করলেন। ইউ. এন. ও-তে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জিরি হাজাকের বক্তৃতার পূর্ণ পাঠও আমি এখনো জানি না। এ সম্পর্কে আপনারা কেউ যদি একটু বিশদভাবে আমাকে জানান।

—রেডিও প্রিজেন আজ কিছু খবর দিয়েছে। বেডরিক লেভচিক বললেন। মিষ্টার ব্রেজনেভ ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান নীতিবিদ মিখাইল সুসলভ চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের যৌক্তিকতা পার্টি প্রেসিডিয়ামে বিশ্লেষণ করেছেন। অপর পক্ষে সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যখন খোলাখুলিভাবে বললেন যে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ শক্তিসমূহের নিরাপত্তার জন্য চেকভূমিতে সামরিক অভিযানের একান্ত প্রয়োজন ছিল, তখন পলিটব্যুরোর অন্য দু'জন সদস্য পি কে. সেলেষ্ট এবং এ. এন শেলিপিন তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার কাছে প্রস্তাব করা হয় যে তিনি যেন চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন "শ্রমিক-কৃষক" সরকারের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্যই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সোভিয়েট গোষ্ঠী তারপর প্রাক্তন চেক প্রধানমন্ত্রী জোসেফ লেনার্টকে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদকের পদ নিতে অনুরোধ জানালো। লেনার্ট সংগে সংগে তাতে তাঁরে অস্বীকৃতি জানান, প্রেসিডেণ্ট স্ববোদাও তাতে অসম্মতি জানিয়েছেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে এ পর্যন্ত আলোচনার ফলে রাশিয়ার এটা বোধগম্য হয়েছে যে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ একটা বিরাট রাজনৈতিক মূর্খতা। সোভিয়েট নেতারা শেষ পর্যন্ত স্ববোদাকে জানিয়েছেন যে প্রাগে বিপুল জনতা সোভিয়েট বাহিনীর সংগে কোন রকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করছে।

পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে প্রশস্ততর করার জন্য রাশিয়ার আর্থিক

সাহায্যের প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট স্বোবদা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রেডিও প্রিজেনের মতে রাশিয়ার মতলব হলো ডুবচেককে ক্ষমতায় রেখে তাঁকে সব রকমের সাহায্য করা। তাঁরা মনে করেন এতে ডুবচেকের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে এবং তখন তাঁরা ওঁকে বলতে পারবেন যে তাঁর দল এখন জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য নয়। তখন রুশীয় পরিকল্পনা মাফিক নূতন নূতন লোককে দিয়ে শাসনকার্য চালান সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

—অর্থাৎ স্বজাতির হাত দিয়েই ডুবচেকের শাস্তি বিধান করতে চান ওঁরা। ক্যাপ্টেন লিবিচেক বলে উঠলেন। রাশিয়া কি মনে করেন চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ ওদের হাতে খেলার পুতুল যে ওদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত যা খুশি করানো সম্ভব?

—আর রাশিয়া নয় ক্যাপ্টেন, বলুন সুসলভ, ব্রেজনেভের মত পুরাতন রক্ষণশীলপন্থীরা মনে করছেন। জিরি বেনেস মন্তব্য করলেন।—শেলেস্ট, শেলিপিন প্রভৃতি উদারপন্থীরা মূলতঃ ডুবচেক নীতির সমর্থক।

—আপনি ঠিক বলেছেন মিস্টার বেনেস। শেলিপিন প্রচণ্ড ব্রেজনেভ বিরোধী। তাঁর মতাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য ব্রেজনেভপন্থীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ক্যাপ্টেন লিবিচেক স্বীকার করলেন।—মিস্টার লেবেনহার্টকে আমি সেদিন বলেছিলাম যে জঙ্গীবাদী ভূমিকা নিয়ে ব্রেজনেভপন্থীরা যে সমাজতন্ত্র চালু রাখতে চান তার ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসবোধ শিথিল হয়ে আসছে।

—আমার মূল জিজ্ঞাস্য থেকে আপনারা দূরে সরে যাচ্ছেন। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বললেন,—এ'সব আলোচনায় আমরা অবশ্যই পরে আসব। মিস্টার জিরি হাজাকের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

—আমি বলতে পারি। ফ্রানস্ বললো।—হাজাক দৃঢ় গলায় বলেছেন যে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের কোন রকম আমন্ত্রণ ছাড়াই সোভিয়েট বাহিনী চেকভূমিতে প্রবেশ করেছে - এবং এতে চেক জনগণ গভীরভাবে আহত এবং অপমানিত বোধ করেছে। তিনি আরও বলেছেন তাঁর দেশে কোনরকম প্রতিবিপ্লব ঘটেনি এবং নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রচলন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিলেন। হাজাক বলেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সোভিয়েট অভিযান সামরিক অপকীর্তি ও সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

—হ্যাভাক স্পষ্ট কথার মানুষ। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আবার বললেন।—আমার তরুণ বয়স থেকেই আমি ওঁকে জানি। সত্যকথাটা বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করেছেন বলে আমি ওঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—আমরা আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে এবার আলোচনা করতে পারি। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বললেন।

—তাঁর আগে আমার সামান্য একটা অনুরোধ আছে। লেনকা সামনে এসে দাঁড়ালো,—একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করেছি।

—বেশ ত। অধ্যাপক হেসে জানালেন।—আমিই বরং মনে করিয়ে দেব ভেবেছিলাম। আমি ত নিজেই খুব তৃষ্ণার্তবোধ করছি।

ট্রের উপর থেকে বিয়ারের গ্লাস টেনে নিতে নিতে লেনকার চোখের উপর চোখ রাখলো কারাশেক। সামান্য একটু হাসলো লেনকা। শিষ্টাচারের হাসি, অনেকখানি নম্রতা, অনেকখানি দূরত্ব। কারাশেক বিস্মিত বোধ করলো। লেনকার মধ্যে এতটা গভীরতা যেন ভাবতে পারেনি ও। কারও কোন ব্যক্তিগত কথা বলার সুযোগ ছিলনা। কারাশেক নীরবে বীয়ারে চুমুক দিল।

—কারাশেক এবং মিসেস পোচোনা রাশিয়ার এই অভিযান সম্পর্কে আমার মতামত জানেন। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার বলতে লাগলেন।—আমি প্রবীণ মানুষ, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে বলতে হয়েছে যা' রাশিয়া মেনে নিতে পারেনি। আমাকে পশ্চিমী ধনতন্ত্রী-মার্কা গণতন্ত্রের ভক্ত বলে কেউ কেউ অভিযোগ এনেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনের আমার মানবতাবাদী ব্যাখ্যা স্পষ্টতই ওঁদের পছন্দ হয়নি। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের উদারনৈতিক মতবাদকে আমি সমর্থন করি, ডাঃ ওটাসিকের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রকল্পেও আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এমন একটা সময়ের স্তরে আমরা পদার্পণ করেছি যখন মার্ক্সীয় দর্শনের যথাযথ ব্যাখ্যা করার উপযুক্ততা আমরা লাভ করেছি। এতকাল আমরা সমাজতন্ত্রের নামে নিজেদের - অনেকের কুকীর্তিকে মহত্ত্বের শিরোপা দিয়েছি। শ্রমিক স্বার্থের অজুহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি আমাদের কাছে লজ্জাকর বলে মনে হয়নি। মানবিক সমাজবাদের জনক আলেকজাণ্ডার ডুবচেক নন, জন্মদাতা হলেন স্বয়ং কার্ল-মার্কস্। মানুষের মুক্তির সোপান হিসাবে শোষণের অবসান ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মার্কস্ জোর দিয়েছিলেন। তার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছিলেন মানসিক বিকাশের

আদর্শকে। কালক্রমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তে সমাজতন্ত্রকে বিরুদ্ধ পক্ষের সংগে এমন অবিরাম ও প্রাণঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে—মানসিক বিকাশের আদর্শ সম্পর্কে অন্যমনস্কতা প্রায় প্রাচীর প্রমাণ হয়ে উঠেছিল। মার্ক্সের নিজের কথা "Development of human energy which is an end in itself." আজকাল অনেক সমাজতন্ত্রের প্রয়োজকের হয়তো মনে নেই। মানবতাবোধ সম্পর্কে তাঁর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট, কপটতা বিচ্যুত। তিনি বলেছেন—"The doctrine that man is the highest being for men i e., categorical imperative to overthrow all conditions in which man is dominatad, enslaved, despised and rejected being.' মানুষের মানসিক অপমৃত্যু সম্পর্কে মার্কসের মনে গভীরতর আতংক ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিছুটা বাইরের চাপে কিছুটা আভ্যন্তরীণ বিলি ব্যবস্থার কঠোরতার জন্য সমাজতন্ত্রে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠে। স্টালিনের শাসন ব্যবস্থা এমন একটা চেহারা নেয় যে তার চাপে জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করতে থাকেন। অথচ এই আমলাতান্ত্রিকতা সম্পর্কেও মার্কস যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন—'Bureaucracy regards itself as the be-all and the end-all of the state···the all pervading universal spirit of bureaucracy is the mystery, secrecy···of authority in the way of thinking'. মার্কসের এই সাবধান বাণী সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক আমলাতান্ত্রিকতাকে পরিহার করে চলতে পারেনি, রাষ্ট্রের প্রচণ্ড বিক্রম মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রে মানবতাবোধের আমদানী অনেকের চোখেই অঘটন বলে তাই মনে হচ্ছে।

—কিন্তু অন্যদিকও ত আছে মিষ্টার গোল্ডষ্টাকার। বেডরিক লেভচিক বললেন।—এটা যদি প্রকট হয়ে উঠে যে উদারনীতির ফলে সমাজতন্ত্রের সুরক্ষিত প্রাচীরে যদি ফাটল ধরে, যদি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সে ফাটলে নিজের শিকড় প্রবেশ করিয়ে দেয়।

—অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আওতার মধ্যে থেকেও কোন দেশের মানসিক অবনতি যদি এমন নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছে যায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে তারা উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রের পরিপূরক বলে মনে করেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার হেসে ফেললেন। —আমি বিশ্বাস করতে পারিনে মিষ্টার লেভাচিক, সোভিয়েট রক্ষণশীল নেতাদের

মত আমি ভাবতে পারিনে, সমাজতন্ত্রকে চিরকাল আত্মরক্ষা করেই চলতে হবে—তার অসাধারণ গুণগুলিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ ধনতন্ত্রবাদীদের বস্তাপচা গণতন্ত্রকে স্বাগত জানাবে।

—প্রতিবিপ্লবের আশংকা আপনি করেন না ?

—করি। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার কারণ দেখিনা। ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী মানুষ কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেই নেই, ক্ষমতা লিপ্সুদের হাতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের অসীম ক্ষমতা কি জড়ো হয়নি ? ওরাই ত সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। বুর্জোয়াদের চিনতে অসুবিধা নেই কিন্তু এ'সব সমাজতান্ত্রিক নেতাদের ভণ্ডামিকে চেনা কষ্টসাধ্য। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আপনার মতামত আমরা শুনতে চাই।

—আমি সৈনিক মিষ্টার গোল্ডষ্টাকার। ক্যাপ্টেন লিবিচেক গলা পরিষ্কার করে বললেন।—সারাজীবন আমি সোভিয়েটের স্বার্থকে আমার দেশের স্বার্থের পরিপূরক ভেবে এসেছি। বেনেস, সার্ণিক, গটেল, নভোৎনি সব ক'জনকেই খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সোভিয়েট নেতাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা আমার ছিল। প্রেসিডেণ্ট স্ববোদা তাঁর বই 'বাজুলুক থেকে প্রাগ' এ যে বলেছেন 'সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী হিটলারের বাহিনীগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আমাদের মুক্তি এনে না দিলে কি যে ঘটতো তা ভাবাও ভয়ংকর'— এ'কথা আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে সমর্থন করি। আমাদের মানসিকতায় সোভিয়েটের প্রতি একটা শ্রদ্ধা বরাবর রয়েছে। কিন্তু দুঃখিতচিত্তে লক্ষ্য করেছি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ভয়ে সোভিয়েট শাসকগোষ্ঠিকে এমন একটা স্তরে নিয়ে ক্রমশঃ উপস্থিত করেছে, যখন ওদের ঘোষিত নীতির সামান্য অদলবদল দেখলেই ওঁরা ত্রাসে আঁতকে উঠছেন। নইলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের এমন বাহুল্য কল্পনা ওরা করতে পারতেন না এবং দুবচেকনীতি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সাম্রাজ্যবাদকে আমন্ত্রণ করছে, এমন অসম্ভব মতামতও ওঁরা প্রকাশ করতে পারতেন না।

—আপনি কি মনে করেন সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণে রাশিয়া ক্রুশ্চেভ আমলে যে পরিমাণ রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, এখন তা' অব্যাহত রাখতে পারছেন না ? বেডরিক লেভচিক প্রশ্ন করলেন।

—অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের ব্যাখ্যার পর আমার মত সাধারণ মানুষ কোন

মতামত জানাতে সংকোচ বোধ করছে—এটাই স্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন লিবিচেক বললেন,—ক্রুশ্চেভ নীতিতে অসাধারণ কিছু ছিলনা। শুধু এটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র অথবা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতিকে গায়ের জোরে হীন প্রতিপন্ন করতে পারলেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে না। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে যে অধিকতর মানবিক অবদান রয়েছে, সমাজতন্ত্র যে সর্বস্তরের মানুষকে শান্তি ও স্বাধিকারের প্রত্যয় দিতে পারে এটা জাহির করার বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমাজতন্ত্রের নীতি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। রাশিয়া তাই করতে যাচ্ছিলেন, চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বুদ্ধিজীবিরা রাশিয়ার এই মনোভাবে খুশি হয়েছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থার যেন দ্রুত অবনতি ঘটছে। ব্রেজনেভ সমাজতন্ত্রকে আবার অন্ধ গুহায় আবদ্ধ করতে চাইছেন। এটা ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলগত ক্ষমতা রক্ষা অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার জানা নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বাস্থ্যকর বলে আমার মনে হচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া সমাজতন্ত্রকে যে রাশিয়া আজ ছাড়পত্র দিতে রাজী হচ্ছেন না, অন্যায়ভাবে চেক জনগণের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে, জনপ্রিয় নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছেন—এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভয়ংকর বিপদের সংকেত আমি দেখতে পাচ্ছি।

—আমরা একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করতে পারি কিনা আলোচনা করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। ফ্রানস্ লেবেনহার্ট স্মরণ করিয়ে দিল। গত কয়েকদিনের মানসিক অস্থিরতা আমাদের বড় বেশি বিব্রত করে তুলেছে। সোভিয়েট মনোভাব এখন আমাদের কারও অজানা নয়। ঘটনাবলী বিচার করে আপনারা প্রত্যেকেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার এই অভিযান চেকোশ্লোভাকিয়ার কাম্য নয়। আমরা এ' কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে পারি যে সোভিয়েট দেশকে আমরা কখনো শত্রু বলে মনে করিনা। আমরা আজও বিশ্বাস করি, গত কয়েকদিনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মনে করি, সোভিয়েট দেশ সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে বিস্তর ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করেছেন। তবু কোন দেশকে তার স্বাধীনতা ও স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ন্যায়সংগত অধিকার কারও

থাকতে পারেনা, সমাজতন্ত্রের জন্যও না। সোভিয়েট যা' করেছেন সেটা অপরাধের সামিল বলে গণ্য করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জিরি হাজাক ইউ. এন. ও.তে যা' বলেছেন সেটা চেকোশ্লোভাকিয়াবাসীর একান্ত মনের কথা। আপনারা সকলেই গুণী এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কৃতবিদ্য মানুষ। চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃত্ব আজ বিপন্ন, জনমন বিভ্রান্ত। সোভিয়েট রাশিয়ার অবাঞ্ছিত চাপ আমাদের আদর্শবোধকে ভেংগে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। মিস্টার জিরি বেনেস বলেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ না থাকলে আমাদের প্রিয় নেতা ডুবচেকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল। আজ মস্কোয় বৈঠক বসাতে ব্রেজনেভ রাজী হয়েছেন এই কারণে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার এই অহিংসা প্রতিরোধ সোভিয়েটের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদের নেতারা কি রকম সন্ধিপত্র মেনে নেবেন, তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কতটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আমি জানি না। তবে দু' একদিনের মধ্যে ঘটনা একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে—এটা নিশ্চিত। আমাদের নেতাদের প্রতিশ্রুতিকে আমাদের সম্মান দেখাতেই হবে। কিন্তু চেকোশ্লোভা-কিয়ার নাগরিক হিসাবে আমাদের আরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সেটা হলো উদারনৈতিক সমাজবাদের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। জনসাধারণকে এই নীতির সারবত্তা আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে—সোভিয়েট বেয়নেটের দুস্তর বাধাকে অগ্রাহ্য করে—এই জাতীয় কর্তব্যে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। আশা করি আপনারা মোটামুটিভাবে আমার সংগে একমত। সুতরাং আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে জনগণের সামনে একটা কর্মসূচী আমরা রাখতে পারবো। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার প্রাগ নাগরিকদের চোখে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। মানববাদী সমাজতন্ত্রের প্রযোজক হিসাবেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আমাদের একটা যুক্তিনির্ভর কর্মপন্থার অবশ্যই সন্ধান দিতে পারবেন।

ফ্রান্‌স্ তার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করলো। কারাশেক চুপচাপ এক পাশে বসেছিল, তার পাশে মিসেস পোচোনা এবং রাসেলকা। ওদের কোন ভূমিকা ছিলনা। শ্রোতা হিসাবে ওদের হয়তো প্রয়োজন ছিল এখানে আসার কিন্তু ওরা তিনজনই ব্যক্তিগত সমস্যায় কাতর। রাসেলকা বার বার রোজমেরীর কথা ভাবছিল, লেনকা ব্রিগেনোভার কথাও। কারাশেক লেনকার দিকে তাকাতেও সংকোচ

বোধ করছিল, লেনকার মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন ওকে অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। মিসেস পোচোনা আজ ত স্বামীর কথাই ভাবছেন, মনে মনে স্বামীর ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ানক ভাবে অসহায় বোধ করছেন। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই এখানে আসতে অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হতে হয়েছে ওঁকে।

আরও একজন আছে যার সারা মন ঐ আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে প্রাগের পথে পথে, সোভিয়েট ট্যাংকের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দরজার পাশেই চুপ করে বসেছিল লেনকা, এ' ঘরের আলাপ আলোচনার সংগে যেন ওর কোন যোগাযোগ নেই। কারও দিকেই ওর কোন নজর নেই—ও' যেন একান্তভাবে একাকী। ২০শে আগস্টের সোভিয়েট আক্রমণে সারা দেশের জনমানসের যে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়েও যেন অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে ওর নিজের। লেনকার মনের ভিত্তিভূমি যেন সে আঘাতে ফেটে চৌচির হয়ে ধূলির সংগে মিশে গেছে। ত্রিশংকুর মতো লেনকা যেন শূন্যে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। ওল্ডরীক কারাশেক ঘরের কোণায় যেখানে মাথা নীচু করে বসে আছে, সেখানেও দৃষ্টি দিতে ভয় হচ্ছে লেনকার। কারাশেকের চোখে হয়তো পরিচয়ের নিবিড়তার আলো আর একটুও দেখা যাবে না। এমন ভয়ংকর সত্যকে লেনকা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। নেহাৎ অপারগ হয়েই শুধু মাত্র শিষ্টাচারের জন্য লেনকাকে এই বৈঠকে যোগ দিতে হয়েছে।

—আপনার বক্তব্যের সত্যতা অনস্বীকার্য মিষ্টার লেবেনহার্ট। জিরি বেনেস বললেন।—চোকোশ্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ আমরা জানিনা তবে এটা জানি ডুবচেক নীতিতে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন খাদ নেই। আমি চেক পুলিশবাহিনীতে সামান্য কাজ করি, চাকরির খাতিরে রাশিয়ান আর্মি অফিসারের নির্দেশ হয়তো আমাকে মেনে চলতে হবে, নইলে আবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হবে। তবু আমি অংগীকার করছি আমি কখনো মানবিক সমাজতন্ত্রের নীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবো না।

—আমি কোন প্রস্তাব নিয়ে এখানে আসিনি। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার ধীরে ধীরে বললেন—বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে একটা স্মারকপত্র আমি রচনা করেছিলাম। সোভিয়েটের কার্যাবলীর একটা প্রবল প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। চেকোশ্লোভাক বুদ্ধিজীবিদের সমবেত প্রতিবাদ—পৃথিবীর

কাছে আমাদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলবে। সোভিয়েটের এই অভিযানকে আমি দুটো বিশেষ কারণে নিন্দা করি। প্রথমতঃ সোভিয়েট আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে এটা উলংগভাবে প্রকাশ করেছে, দ্বিতীয়তঃ নিজের আত্মজের প্রতি এই কঠোর আঘাত সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ নীতির মূলেও কঠোর আঘাত হেনেছে। আমি জানি সোভিয়েট রাশিয়ার কোন কোন নেতার চোখে আমি প্রতিবিপ্লবী শক্তির আজ্ঞাবহ, আমি পশ্চিমী ভাবধারার একজন উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু এতে ব্যক্তিগতভাবে যতটা আহত হইনি - সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হয়েছি। পৃথিবীর কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ পোঁছাবে কিনা জানি না—রাশিয়ার মত প্রচার কৌশল আমাদের জানা নেই, অর্থের আতিশয্যে আমাদের দেশ স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে না। চেকোশ্লো-ভাকিয়ার সত্যিকার অবস্থা না জেনে, আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে সবিশেষ না জেনেও দুনিয়ার সমাজতন্ত্র সমর্থক হয়তো রাশিয়ার স্বপক্ষেই রায় দেবেন। রাশিয়ার যখন সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যলিপ্সা নেই, তখন চেক অভিযান প্রতিবিপ্লবকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এ কথা হয়তো অনেক সমাজতন্ত্রী বিশ্বাস করবেন। চেকভূমি অধিকার করে নেওয়া সমাজতান্ত্রিক প্রয়োজনেই হয়েছে একথা বিশ্বাস করার লোকেরও হয়তো অভাব হবে না। তাই বুদ্ধিজীবিদের সমবেত প্রতিবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ'তে স্বাক্ষর করে রাশিয়ার চোখে আপনি হয়তো প্রতিবিপ্লবী বলে পরিচিত হলেন, কিন্তু চেক মানুষ আপনাকে জানাবে তার আন্তরিক অভিনন্দন। মিস্টার কারাশেক-আপনি এমন চুপচাপ বসে আছেন যে!

—আমি একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি মিস্টার গোল্ডষ্টাকার। কারাশেক আস্তে আস্তে বললো।—সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে আমাদের অপরাধ যদি কিছু ঘটেও থাকে, তা হলেও এমন ব্যবহারের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ফ্রান্‌স্ জানে আক্রমণের প্রথম দিনেই আমি নিঃসংকোচে সোভিয়েট ট্যাংকের সামনে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কোনরকম প্রতিবাদেই আমার আপত্তি নেই তবু আপনাদের এই নিরস্ত্র প্রতিরোধকে ওরা সামরিক দুর্বলতা বলে ব্যাখ্যা করবে।

—আপনার মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পারছি মিস্টার কারাশেক। প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে আমার রক্তও টগবগ করে উঠেছিল। ক্যাপ্টেন লিখিচেক বললেন—কিন্তু অস্ত্রের শক্তিতে আমার আর বিশ্বাস নেই। কোন কিছুকে

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জোর করে তা' চাপান যাবে না। রাশিয়া জোর করে সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারবে না।

—কিন্তু অন্য দিকটাও আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন ক্যাপ্টেন। কারাশেক বললো।—মার্ক্সীয় দর্শন সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ নীতিতে স্তরবিভাগে বিশ্বাস করেন। প্রত্যেকটি স্তরের সংগে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের যে সংযোগ সূত্র রয়েছে তার থেকে আর্থিক অবস্থাকে মুক্ত করে দিলে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্ম দেবে বলে তাঁরা মনে করেন। গত মহাযুদ্ধের অবসানের সংগে সংগে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ক্ষমতা দানে রাশিয়ার শক্তির ভূমিকা ছিল। এতে সরকারী ক্ষমতা হাতে এলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই নির্দিষ্ট স্তরগুলিকে এ সব রাষ্ট্র কখনো পেরিয়ে আসেনি। এদের সামাজিক ও আর্থিক বনিয়াদ তাই কম্যুনিজমের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে সরকারী নীতি ও সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগ-রীতির মধ্যে একটা ফাঁক তৈরী হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থিক উন্নতির জন্য ডাঃ ওটাশিকের পরিকল্পনা চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে এই আশংকা অনেক মার্ক্সবাদী করেছিলেন। এই আশংকা সত্যিই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে নির্মূল করে দিতে পারে বলে কি আপনারা বিশ্বাস করেন?

—ক্যাপ্টেন যদি কিছু মনে না করেন আমিই আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার হেসে বললেন। মার্ক্সীয় দর্শনের ভাষ্য অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগ প্রকল্পের স্তর বিভাগগুলি শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা থেকে উদ্ভূত। বুর্জোয়া মুনাফা লোভীদের হাত থেকে ক্ষমতাকে যদি কৃষক ও মজুর শ্রেণীর হাতে নিয়ে আসতে হয় তা' হলে এই স্তর বিভাগকে মানতে হবে। শোষক সমাজও এক কথায় ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং এমন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সাহায্য করবে না যাতে প্রলেতারিয়দের সুযোগ সুবিধা ও জীবনমান বেড়ে যায়। সংগ্রাম করে বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে হীনবল করতে হবে। এই অবস্থার কথা মনে রেখেই সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রচিত হয়েছিল, ওদের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রত্যেক পরিকল্পনার শেষে হিসেব মত পরিবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মূলতঃ রাশিয়ার সহায়তায় আমাদের রাষ্ট্রগুলিতে যখন সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলো তখন সমাজতন্ত্রের প্রয়োগরীতির ক্ষেত্রে

সোভিয়েট প্রদর্শিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলেও আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একেবারে আলাদা, সমস্যাও ছিল ভিন্নরূপ। সাম্রাজ্যী শক্তির নগ্ন হাত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, জার্মানী হিটলারের শাসনে পঙ্গু, ফ্রান্স, বৃটেন প্রায় মুমূর্ষু, আমেরিকা নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। আমাদের উপর আক্রমণের হাত তোলা ওদের পক্ষে অসম্ভব। মার্শাল প্ল্যান, ন্যাটোর উৎপত্তি ওদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই গঠিত হয়েছিল, আমাদের সংগে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নয়। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং ভগ্ন, বিপর্যস্ত সমাজমানসে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার আশু কর্তব্যে আমাদের ব্যাপৃত হয়ে পড়তে হলো। সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ পরিকল্পনায় পুরোনো পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা রইলো না। সোভিয়েট রাষ্ট্র অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিআক্রমণ থেকে নিজেকে এবং আমাদের মত দুর্বল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য সামরিক জোটের সৃষ্টি করলো। যুদ্ধোত্তর মানস তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরেও উদারনৈতিক পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। স্টালিনের নির্মম ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব জনসাধারণ অপছন্দ করছিল। সমাজতান্ত্রিক সংস্কার ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করলো। রাশিয়ার অভ্যন্তরে এই বৈপ্লবিক বিবর্তন যখন একটা সুস্পষ্ট রূপ নিচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে আমাদের মত ছোটখাটো রাষ্ট্রগুলিতে স্টালিনপন্থীরা নির্মম হাতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করছিলেন। ওঁদের সুবিধা দু'টি। জনমত বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিরক্ষার জন্যই এসব রাষ্ট্রে শক্তিশালী শাসনের পক্ষপাতী। ফলে এসব রাষ্ট্র নামে সমাজতান্ত্রিক থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এঁরা স্টালিনপন্থীদের দাপটের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠেছিল। বুর্জোয়া শোষক শ্রেণীর শক্তিকে এঁরা পুরোপুরি আত্মসাৎ করে প্রকারান্তরে তাকেই নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য কাজে লাগাচ্ছিলেন। এর বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ উঠেছে—শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় সমাজতন্ত্রের প্রকৃত মনোভাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নভোৎনির পতন ও ডুবচেকের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উদ্ভব হয়েছে। এটাই একমাত্র সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক পরিণতি—এতে সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগরীতির সংগে আমাদের মিল থাকতে পারে না, কারণ আমরা ভিন্নতর অবস্থায়, সম্পূর্ণ আলাদা অর্থনৈতিক ও সামাজিক

পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছি। মার্ক্সীয় দর্শনের মূলনীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি—মার্ক্সের উক্তি উল্লেখ করে একথা একটু আগেই আমি প্রমাণ করেছি। আজ সোভিয়েট শাসক গোষ্ঠীর সংগে আমাদের মত-পার্থক্য যতটা পরিলক্ষিত হয়েছে, আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও রাজনৈতিক আদর্শকে সোভিয়েট নেতারা যতটা বিকৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন—তাতে সারা বিশ্বের সমাজবাদী মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আমাদের পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক, আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছি এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের সংগে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গিয়ে আমরা সমাজতন্ত্রের আসল শক্তিকেই কাজে লাগিয়েছি এটা বিশ্ববাসীর বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। বরং সোভিয়েটের সংগে প্রকাশ্যে শত্রুতা না করেও নিজেদের মানসিক ধীশক্তির জোরেই আমরা যে বর্তমান সোভিয়েট সরকারের কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এতে সমাজতন্ত্রেরই জয় ঘোষিত হচ্ছে।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার থামলেন। ঘরের আবহাওয়া একেবারে শান্ত, নিস্তব্ধ। প্রাগের জনবহুল প্রশস্ত রাজপথ থেকে সোভিয়েট ট্যাংকের চলাচলের শব্দ ভেসে আসছে, চেক নাগরিকগণের ক্ষুব্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। আর এখানে, এই ক'টি মানুষের যুক্তিবাদী মন একটা কঠিন কঠোর সংকল্পের আশ্রয়ে যেন একত্রীভূত হয়ে গেছে।

—মস্কো চুক্তি সম্পর্কে আমরা আজ রাত্রেই হয়তো কিছু জানতে পারবো। বেডরিক লেভচিক বললেন।—আপনি কি মনে করেন মস্কো আলোচনা উদার-নৈতিক কর্মসূচীকে ব্যাহত করে দেবে ?

—আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করিনে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক বললেন। ব্রেজনেভ আমাদের আদর্শবাদের উপর চাপ দিয়ে যাবেন—মস্কো আলোচনার পরেও সেটা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম' সম্পর্কে আমাদের মতামতের পরিবর্তন না হলে সোভিয়েট হস্তক্ষেপ থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া মুক্ত হবে না।

—আমরা আজকের মত আলোচনার ইতি করতে চাই। ক্রানৎস্ আস্তে আস্তে বললো—অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের স্মারকলিপিতে আমরা সকলে স্বাক্ষর করবো এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর যোগাড় করবো। মিস্টার লেভচিক গতকাল অন্য একটি স্মারকলিপির—একটি প্রাচীরপত্র আমাকে দেখিয়েছেন। সেখানে

অবশ্য স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা কয়েকজন মাত্র। আমাদের স্মারকলিপি আরও প্রাঞ্জল, আরও বিশ্লেষণধর্মী হবে। আশা করি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আমাদের এই আশ্চর্য সমস্যার দিকে আমরা আকর্ষণ করতে পারবো। কারাশেক, তুমি কি স্মারকলিপিটি এখানে নিয়ে এসেছ ?

—না। কারাশেক গম্ভীর গলায় জবাব দিল। আগামী কাল আমি ওটা আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছে দেবো।

—আমি আজ উঠি। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আজকের আলোচনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে আমরা যেন প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

—নিশ্চয়ই। মিষ্টার জিরি বেনেস সম্মতি জানালেন। আমরাও বিদায় নেব ক্যাপ্টেন লিবিচেক।

—আশা করি আবার আপনাদের সংগে আমার দেখা হবে। ক্যাপ্টেন লিবিচেক হাসলেন।—আমার শরীর তেমন সুস্থ নয়, কিন্তু মন এ' অসুস্থতাকে স্বীকার করতে চাইছে না।

—আপনি একটু সাবধানে থাকবেন ক্যাপ্টেন লিবিচেক। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার অনুরোধ জানালেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি।

লেনকা ছায়ার মতো ওদের অনুসরণ করলো। সমস্ত আলোচনা নিঃশব্দে শুনে গেল, কিন্তু মনের অন্দরে আশার আলো জ্বলে উঠলো কৈ ? গতকাল সোভিয়েট সামরিক অফিসার এবং লাডিশ্লাভ সিতেনস্কি যা' জানাতে পারেননি আজকের অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারও তা' জানাতে পারলেন না। সব হারানোর বেদনায় লেনকার মানসিকতা অভিভূত, ফিরে পাবার সম্ভাবনা যেমন খুঁজে পেলোনা, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্পও তেমনি দেখতে পেলোনা। এ' যেন শুধু বিশ্লেষণ, সমাজবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা। লেনকা তাই খুশি হতে পারেনি। একমাত্র কারাশেক—হ্যাঁ, কারাশেকই বলেছিল চুপচাপ বসে থাকতে ওর মানসিকতা পীড়িত হচ্ছে—একটা ভয়ংকর কিছু করার জন্য ও যেন ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে। কারাশেককে যেন আরও বেশি করে, আরও অন্তরংগ আবেশে ভালবাসতে ইচ্ছে করলো লেনকার।

ফ্রানস্ ও কারশেক ছাড়া আর সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রাসেলকা বার বার লেনকাকে অনুরোধ করে গেল যেন সোভিয়েট বাহিনীকে উত্যক্ত করার মধ্যে ও' না থাকে। সকলের মনোবৃত্তি সমান নয়, হয়তো লেনকাকে অপমানিত করতে ওদের বাধবে না। লেনকা হেসে ওকে আশ্বস্ত করেছে। কারাশেক অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারের সংগেই বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু লেনকার কথা ভেবেই ফ্রানস্ ওকে আটকে রেখেছে। বলেছে তুমি একটু অপেক্ষা করো কারাশেক, আমরা এক সংগে ফিরবো।

অন্যান্য অভ্যাগতদের বিদায় দিয়ে কারাশেককে সংগে করে লেনকার সংগে ফিরে এসেছে ফ্রানস্। না, ক্যাপ্টেন লিবিচেককে বিরক্ত করেনি, লেনকার ঘরেই হু'জনে প্রবেশ করেছে।

—কারাশেক, লেনকার সংগে তোমার আর একটু সদয় ব্যবহার করা উচিত। ফ্রানস্ আস্তে আস্তে বলেছে। তোমার অবহেলায় বেচারী ভারী মুষড়ে পড়েছে। লেনকা, কারাশেকের সংগে তুমি তোমার কথা বলতে পারো। আমি বরং পার্লারে বসে একটা সিগারেট খাই।

—আর একটু কণাকের ব্যবস্থা করি ?

—থাকলে মন্দ হয় না। ফ্রানস্ হাসলো।—অনেকক্ষণ বকে বকে গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। আমি পার্লারে বসছি, তুমি বরং নিয়ে এসো।

ফ্রানস্ একাই উঠে গেল। লেনকা কিচেনে গেল রেফ্রিজারেটার থেকে এক টুকরো বরফ আনতে। কারাশেক চুপ চাপ বসে বসে ফ্রানসের দেওয়া সিগারেট টানতে লাগলো।

ফ্রানস্কে কণাকের গ্লাস পৌছিয়ে দিয়ে অন্য গ্লাসটা কারাশেকের সামনে এগিয়ে ধরলো লেনকা। এই প্রথম লেনকার চোখের দিকে তাকালো কারাশেক। আস্তে আস্তে ট্রে থেকে কণাকের গ্লাসটা তুলে নিল।

—লেনকা। কারাশেক আস্তে আস্তে ডাকলো।

—বলো। লেনকার গলায় একটুও যেন ভাবালুতা নেই।

—তুমি কি কাল সত্যিই রাশিয়ান সৈন্যদের শিবিরে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—একটা চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে। রাশিয়ান সৈন্যরা আমার প্রশ্নের

জবাব দিতে পারবে না আমি জানতাম। আমি আমার ভয়কে পরখ করতে চেয়েছিলাম।

—মানে?

—মানে আমি নিজেকে চিনতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে আঘাত করতে পারতো, অপমান করতে পারতো, গ্রেপ্তার করে—আটকে রাখতে পারতো। এক এক সময় আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল এবার বুঝি ওরা ক্রোধে ফেটে পড়বে। কিন্তু এরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের সংযত করেছে। একটা নিরস্ত্র মেয়ের আচরণ ওদের বিস্মিত করেছে, ওকে শাস্তি বিধান করার কথাটা হয়তো মনে আনেনি।

—ওতে বিপদ আছে লেনকা।

—সাবধান করে দিচ্ছ? কিন্তু কেন বলতে পারো? আজ বাবার কথা শুনে কি মনে হলো উনিই সেই বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন লিবিচেক যাঁর এতটুকু অসুস্থতা আমাকে অস্থির করে তুলে! অথবা তুমিই কি সেই কারাশেক যার জন্য আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম! তোমরা যদি বদলে যেতে পারো, তোমরা যদি মাত্র কয়েকটি দিনের ব্যবধানের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারো, লেনকা রিগেনোভাই কি শুধু আপন স্বরূপে, তোমার চেনা বৃত্তের পরিধিতে আবর্তিত হতে থাকবে?

—লেনকা! আমার অনুরোধ তুমি আর এ'রকম সর্বনাশের খেলায় নেমো না।

—বারণ করো না কারাশেক, আমি হয়তো তোমার ইচ্ছার মর্যাদা দিতে পারবো না। কারও ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়া আমার কাছে কেমন অর্থহীন, কারণ আমার আপন ইচ্ছাটাই আমার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে।

—আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ লেনকা। আমাকে তুমি একটু সময় দিতে পারো?

—সময় নিয়ে করবে কি কারাশেক। রোজমেরীর সেদিনকার দৃপ্ত চেহারা কি ভুলতে পারবে না? আমি বোধ হয় ভুল করলাম কারাশেক। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার বোধ হয় বলা উচিত ছিল নিজের সাহসদীপ্ত শক্তি-নির্ভর মূর্তিটাকেই তুমি ভুলতে পারছো না। তোমার এই পরিচয় তোমার নিজের কাছেই এমন আশ্চর্য যে তার ধাক্কায় তোমার সমস্ত কর্মপন্থাই

তালগোল পাকিয়ে গেছে। তুমি বোধ হয় আর কারও দিকে ফিরে তাকাতে পারবে না।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা লেনকা। সময়টাই আমাদের অস্থির করে তুলেছে। কারাশেক নিবিড় গলায় বললো না!—আজ এত আলোচনা হয়ে গেল, তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমি এতে সায় দিতে পাচ্ছিনে। রোজমেরী কাভানোভাকে সেদিন ভাল লেগেছিল, তার সেই অপরূপা মূর্তিকে আমি সারাজীবনে কোনদিন ভুলতে পারবো না। এ' দেশটাকে আমি ভালবাসি লেনকা, আজ আমি এর জন্য মৃত্যুবরণ করতে একটুও ভয় পাইনে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে কেন এই মৃত্যুবরণ, কেন নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেওয়া যদি না এই আত্মোৎসর্গের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে থাকে! কাল আমাদের জীবনে কি ঘটবে আমরাও কেউ জানি না। সারা দেশের মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে। বিদ্রোহের আগুন নয়; চেষ্টা করেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমরা হাতিয়ার ধরতে পারবো না। সমাজতন্ত্রকে আঘাত করে উন্নততর জীবনবোধে উত্তরিত হওয়া যাবে না লেনকা। আগুন জ্বলছে শুধু আমাদের আপোষ করতে হচ্ছে বলে, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তার যথাযথ মূল্য পেল না বলে। আমি মূর্খ নই লেনকা, তোমাকে ভালবাসার মধ্যেও এতটুকু ছলনা আমার নেই। কিন্তু ভালবাসা নিয়ে, ভবিষ্যতের নীড়ের স্বপ্ন নিয়ে আমি কি করবো লেনকা যদি আমার মানসিকতা একটা অন্ধ, পঙ্গু, অন্ধকার বিবরের মধ্যে হারিয়ে যায়? আমি প্রাণপণে সেই বিবর থেকে মুক্ত হতে চাইছি—আমি জানি তুমি সাহসী, তোমার মন উদার, তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ, তোমার অন্তর ভালবাসায় উজ্জ্বল। আমি জানি তুমি যদি আজ আত্মত্যাগ করো সেটা যতটা দেশের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি আমার জন্য। আমি তাই অনুরোধ জানাচ্ছি লেনকা আজও হয়তো সে সময় আসেনি যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করে আমরা সান্ত্বনা পাবো। তুমি আরও একটু ধৈর্য ধরো।

কারাশেক উঠে গিয়ে লেনকার কাঁধে হাত রাখলো, ওর মাথাটা জোর করে নিজের বুকের কাছে টেনে আনলো, একটা গাঢ় অনুভবের রঙে ওর সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইলো। লেনকা প্রতিবাদ করলো না, বাধা দিল না, কারাশেকের ভালবাসার সাগরে ডুবতে ডুবতেও ওর শুধু মনে হতে

লাগলো ওর অস্তিত্ব মাধুর্য্যে ভরে উঠছে না প্রাপ্তির পূর্ণতায় ওর মনের সব প্রশ্ন সব সন্দেহ ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে না। ওর ঠোঁটে একটা তির্যক হাসি যেন নিজের অজ্ঞাতেই অনুক্ষণ ছড়িয়ে রইল।

—আজ চলি। লেনকাকে ছেড়ে দিয়ে কারাশেক চললো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রানস্‌কে ডাক দিলো—চলো ফ্রানস্, তোমার অনেক দেরি করে দিলাম।

॥ ২৪ ॥

একটা আহত জন্তুর মত চেকোশ্লোভাকিয়া যেন আর্তনাদ করছে। প্রাগ, ব্রাতিশ্লাভা, ব্রুনো, অস্ত্রাভা, কার্লোভাভেরী, প্রেরভ—ছোট বড় সব শহরের আর গ্রামের যেন একই অবস্থা। সবার মনে উৎকণ্ঠা, সবার মনে ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন। সোভিয়েট সামরিক বাহিনীর গাড়ীগুলি অনবরত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, চেক পুলিশের গাড়ীও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। ট্রাম, বাস চলছে না সরকারী অফিসের দরজা খোলা, কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা নগন্য। রেডিও ভ্লাটাভা যেমন মুখর, স্বাধীন গোপন রেডিও স্টেশনগুলিরও জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানোর বিরাম নেই। ওরা যেন পাল্লা দিয়ে পরস্পরের প্রতি বিষোদগার ছড়াচ্ছে। পোস্টারে পোস্টারে ভরে গেছে রাজপথ; জনসাধারণ যেন নিজেদের পথ নিজেরাই তৈরী করে নিচ্ছে। মস্কোয় কী ঘটছে, নেতারা কী রকম সর্তে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন, তাতে কারও ঔৎসুক্য তেমন চোখে পড়ছে না। এটা যেন পুরাপুরি জানা হয়ে গেছে সোভিয়েটের সংগে চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার হৃত সম্মান ফিরে আসবে না, সারা শরীরের অসংখ্য ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে, তার ধারা বন্ধ হবে না।

ফ্রানস্ কিছুতেই নিজেকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পারছে না। চুপ করে থাকা সত্যিই যে কষ্টকর এ কথা আগে কখনও এমন নির্মমভাবে অনুভব করেনি। কিন্তু মনের অলিগলিতে যে হাজারো প্রশ্ন অনবরত কিলবিল

করে বেড়াচ্ছে তার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কিছু করতে পারছে না যাতে মনকে সত্যিই বহির্মুখী করে তোলা যায়। গতকাল অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের সুনিশ্চিত কথাগুলি বারবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখেছে। এককভাবে আর কিছু করার নেই। চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেও ভাঙনের সুস্পষ্ট ইংগিত দেখা যাচ্ছে। শ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা হুজাক প্রকাশ্যেই চতুর্দশ পার্টির অধিবেশনকে স্বীকার করেননি। কোল্ডার, বিলাক আর ইন্দ্রা স্পষ্টভাবেই সোভিয়েট নীতির সমর্থক হয়ে উঠেছেন। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের দৃঢ়তা এঁদের যেন একটু হতাশ করেছে, নইলে ইতিমধ্যেই হয়তো ওঁরা চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্ধারিত কর্মসূচীর কঠোর সমালোচনায় লেগে যেতেন। হুজাক ডাঃ চেষ্টমীর সিজারকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছেন। সিজার এখনও আত্মগোপনে রয়েছেন। ডাঃ ওটাশিক এখনও চেকোশ্লোভাকিয়ার বাইরে। মস্কো চুক্তির পরে দেশের মধ্যে শান্তি ফিরে এলে এবং বর্তমান কম্যুনিষ্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলে তিনি হয়তো ফিরে আসবেন। বিশ্ব সংস্থায় চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে আনীত প্রস্তাবের উপর সোভিয়েট ভেটো প্রয়োগ করায় অবস্থা আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক সমস্যার মতই চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কেও বিশ্বসংস্থার করণীয় কিছু রইলো না। সুতরাং একমাত্র মস্কো আলোচনা সভাতেই চেকোশ্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ণীত হয়ে যাবে।

কাল বিকেল থেকেই ঢেউ যেন উল্টোদিকে বইতে সুরু করেছে। প্রেসিডেণ্ট স্বভোদার বেতার ভাষণের পরও জনমানস যেন মস্কো আলোচনার সুফল সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে। রুশবাহিনী যে রকম জোরদার হয়ে উঠেছে, ট্যাংক সাঁজোয়া বাহিনী আর সৈন্য সংখ্যা গত দু'তিন দিনে যে ভাবে বেড়ে গেছে তা'তে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চেকোশ্লোভাকিয়ার জীবনযাত্রা আজও স্বাভাবিক হয়ে উঠলো না। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁরা এখনো আত্মগোপনে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের পরিবারবর্গ অজানা উৎকণ্ঠায় অস্থির। গত সন্ধ্যায় মিসেস পোচোনার ম্লান বিষণ্ণ মুখ ফ্রান্‌স্‌কে বড় বেশি বিচলিত করেছে। সমস্ত সমালোচনায় একটি কথাও বলেননি উনি, ওসব যেন ওঁকে স্পর্শমাত্র করেনি। একটুও সন্দেহ নেই—স্বামীর কথাই ভেবেছিলেন মিসেস পোচোনা। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার আসাধারণ বিদগ্ধ মানুষ,

স্বাভাবিক অবস্থায় ওঁর সংগে দেখা করাটাই কঠিন, তিনিও যেন মিসেস পোচোনাকে আশ্বস্ত করতে পারেননি। মস্কো চুক্তি হয়তো ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনবে কিন্তু ওদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি চূর্ণ হয়ে যাবে না?

মস্কো আলোচনাকে জনসাধারণ একটা নির্জলা প্রহসন বলে মনে করছেন। সিয়ার্ণো, ব্রাতিস্লাভার নৈতিক পরাজয়ের শোধ তুলছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠি। প্রেসিডেণ্ট স্বভোদার প্রতিও ভ্রূকুটি হানতে ত্রুটি করেননি ব্রেজনেভ। দুবচেক, সার্ণিক আর স্ম্‌রকোভস্কির মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ওঁদের প্রতি অপমান, উপেক্ষা আর অত্যাচারের যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে তাতে এ'কথা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট যে সোভিয়েট ইউনিয়নে ওঁরা সম্মানিত অতিথি নন, ওঁদের শিরে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে। ওঁদের সংগে আলোচনা চেকোশ্লোভাকিয়ার ঐতিহাসিক আন্দোলনের আগুনকে নিবিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

নিজের নিপীড়িত যন্ত্রণাকাতর চেহারার প্রতিবিম্বই যেন জনমানসে দেখতে পেলো ফ্রান্‌স্। অগণিত অপরিচিত মানুষ ওয়েনসেস্‌লাস স্কোয়ারে বিরাট সোভিয়েট বাহিনীর সামনেই মস্কো আলোচনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ওর ভাবতেও অবাক লাগছে এরা সকলেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী, এখনই আলেকজাণ্ডার দুবচেকের উদারনৈতিক সমাজবাদের প্রকৃত প্রবক্তা। এদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট করুণ হতাশ মুখচ্ছবি দেখলে কেবল মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফাশিস্ত অত্যাচারও এদের এমন করে নিঃস্ব করে দিতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার বুমেরাং-এর মত এদের শিরে এসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কৌশল এদের জানা নেই।

দূরের কোন একটা সোভিয়েট প্রচার বাহিনীর গাড়ী থেকে চেক ভাষায় অবিরাম বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। সেই পুরানো কথা, সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বস্তাপচা বুলি। জনসাধারণকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার একই অনুরোধ। গত সাত দিনে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের আয়োজিত প্রতিবিপ্লবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে মহান কর্তব্য পালন করেছেন, তার সবিস্তার ঘোষণা। উপস্থিত মানুষগুলির তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে ফ্রান্‌সের মনে হচ্ছে না। ওঁরা স্পষ্টই অন্য কিছু শুনতে চাইছেন, ওঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বাধীন প্রাগ রেডিওর বিবৃতি শুনতে যেন উন্মুখ,

ওঁরা একটা অসম্ভব কল্পনার জাল বুনছেন।' এখুনি যেন প্রাগ রেডিও ঘোষণা করবে সিয়ার্ণোর মত মস্কো আলোচনায়ও আলেকজাণ্ডার ডুবচেক নৈতিক জয়লাভে সমর্থ হয়েছেন। লজ্জায় সংকোচে নতমুখ করে সোভিয়েট সরকার চেকভূমি থেকে নিজেদের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ফ্রান্স্‌ও এই অগণিত জনতার একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। আজ আবার রোজমেরীর মুখটা ওর মনের মুকুরে ভাসতে লাগলো। যেন অনেকদিন রোজীকে দেখেনি, রোজীর হারিয়ে যাওয়াটা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ওর সমস্ত অনুভূতিকে ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু রোজী কি সত্যই ওকে ভুল বুঝলো, ওকে ভুলে যেতে পারলো? না, অভিমানে অন্ধ হয়ে ওর সংগে দেখা করছে না রোজী। ফ্রান্স্‌ ভিতরে ভিতরে একটা গভীর আকুলতা বোধ করতে লাগলো। এই জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও যেন ও একেবারে একা, নিঃসংগ, অসহায়। মানসিক যন্ত্রণায় ওর মুখের রেখা বদলে যেতে লাগলো। কিন্তু রোজীর কাছে ফিরে যাবার কোন উপায় খুঁজে পেল না। ফ্রান্স্‌ কোনদিন, জীবনের কোন অসতর্ক মুহূর্তেও, নিজেকে উপযাচক করে তুলতে পারবে না। রোজী যদি নিজে এগিয়ে না আসতে চায়, নিজের মনকে যদি স্পষ্ট করে বুঝতে না পারে, ফ্রান্স্‌ ওর সামনে গিয়ে ওকে বিব্রত করে তুলতে পারবে না। এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাই নিজের যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি যেন নিজেই দেখতে লাগলো ফ্রান্স্‌।

লেনকা ব্রিগেনোভাও কি নিজের মত বদলালো? কারাশেক কি কাল ওকে কোন আশ্বাস দিতে পেরেছে? না, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর ছাউনিতে গিয়ে কালকের মতই ওদের নানা প্রশ্নে বিব্রত করছে লেনকা! লেনকা যেন নিজেকে আহত করতে চাইছে, অপমানিত করতে চাইছে। সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী যদি লেনকাকে বন্দী করে—অথবা কোন রকমভাবে ওর উপর যদি কোন অত্যাচার হয়, ক্যাপ্টেন লিবিচেক এবং কারাশেক ওর দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হবেন। হয়তো এটাই ধারণা করে বসে আছে বোকা মেয়েটা। অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠার আগেই ওকে ঠেকাতে হবে। আজ যেমন করে হোক লেনকাকে আবার ধরতে হবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর—সেই শুভ মুহূর্ত এলো। স্বাধীন প্রাগ রেডিও গরম হয়ে উঠলো। মস্কো আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলির খবর পাওয়া গেছে। প্রাগ রেডিও বিষণ্ণ গলায় মন্তব্য করলো—মস্কোর কাছে এবার চেক নেতারা

পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। চুক্তির সর্তাবলী চেক জনমানসকে গভীরভাবে আঁহত করবে বলেই স্বাধীন প্রাগ রেডিওর বিশ্বাস। তবু জনসাধারণের কাছে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে ডুবচেক, স্ববোদা ও অন্যান্য নেতারা প্রাগে ফিরে আসার আগে যেন জনসাধারণ কোন হিংসাত্মক কাজে অংশ গ্রহণ না করেন। মস্কো চুক্তির সর্তাবলী সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হলো।

1. All troops to withdraw as soon as there is a consolidation of constitutional government.'

2. All Czeck party leaders will be permitted to return to posts.

3. In return they would restrict the press, especially in regard to anti-Soviet articles.

4. Liberalisation movement to go on, except for rules on press.

রেডিও ঘোষণার সবটুকু শেষ না হতেই জনতা উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে উঠলো—'না, মানিনা, আমরা স্বীকার করি না। এই জঘন্য চুক্তি মানতে স্বাধীন চেক জনসাধারণ বাধ্য নন।'

অবস্থা মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল। এ'কদিনের সমস্ত ক্ষোভ হতাশা আর বিদ্বেষের আগ্নেয়গিরি যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সহস্র কণ্ঠে ঐক্যতানে ধিক্কার ঘোষিত হলো। ওয়েনসেস্‌লাস স্কোয়ার সমবেত জনতার বিক্ষোভ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে গেল।

ফ্রান্স্‌ তেমনি চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই এটাই মনে হলো ওর। সোভিয়েটের প্রচণ্ড চাপে আমাদের নেতাদের করণীয় প্রায় কিছুই ছিল না কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করা ছাড়া। স্বস্তির কথা শুধু এই যে আগামীকালের মধ্যে হয়তো ওঁরা প্রাগে ফিরে আসতে পারবেন। গণতন্ত্রীকরণের স্বপ্ন হয়তো আর দেখা সম্ভব হবে না। চেকোশ্লোভাকিয়ার উদারনৈতিক সংস্কার আবার সোভিয়েট রক্ষণশীলতার বদ্ধ জলায় হারিয়ে যাবে। গতকাল অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারও এই রকম কথাই বলছিলেন।

জনতার চাপে স্কোয়ারে যেন তিল ধারণের স্থান নেই। রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। ছাত্র আর শ্রমিকদের মিছিল সোভিয়েট

রক্ষীবাহিনীকে অগ্রাহ্য করে পার্কের দিকে এগিয়ে আসছে। স্লোগান দিচ্ছে—মস্কো চুক্তি বাতিল করো- আমরা দুবচেক আর স্ববোদার নেতৃত্ব মানি না। হাজার হাজার চেক তরুণ স্কোয়ারে এসে ভিড় করতে লাগলো।

—কমরেডস্, আমাদের ঘরের আলো আজ সত্যিই নিভে গেল। রাজা ওয়েনসেস্লাসের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে একজন চেক তরুণ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—গত সাতদিনের যে সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের গৌরবমণ্ডিত করে তুলেছে আমাদের নেতাদের এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় সেই গৌরব আজ ধূলিতে লুণ্ঠিত। রাশিয়ান বুলেটের সামনে যখন বুক পেতে দিতে আমরা এতটুকু কুণ্ঠিত হইনি ঠিক সেই সময় কেবলমাত্র অস্তিত্বরক্ষার জন্যই আমাদের নেতারা এই অপমানকর সর্ত মানতে রাজী হয়ে গেলেন এটাই আশ্চর্য। প্রাণের ভয় যদি ওঁদের এতই বিচলিত করে থাকে, তাহলে আমরা তাঁদের নেতৃত্বের অযোগ্য বলেই বিবেচনা করি। চলুন, ন্যাশানাল এসেমব্লিতে গিয়ে আমরা প্রেসিডেন্ট স্ববোদা আর আলেকজাণ্ডার দুবচেকের ছবিগুলি নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি।

—চলুন, আমরা আর দেরি করছি কেন? জনতা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

—কমরেডরা, গত সাত দিনে আমরা অনেক সয়েছি। আমাদের হাজারো বন্ধুবান্ধব এখনো সোভিয়েটের হাতে বন্দীজীবন যাপন করছে, সারা চেকোস্লো-ভাকিয়া সোভিয়েটের কারাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। তবু আমরা সহ্য করছি এই ভেবে যে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীন মানুষ কখনো সোভিয়েট হুমকি আর অত্যাচারের কাছে মাথা নত করবে না। আজ আমাদের সেই সান্ত্বনার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। আমরা আজ সত্যিই সোভিয়েট বশ্যতা স্বীকার করেছি। কম্যুনিজমের হত্যার দলিলে আমরা আজ স্বাক্ষর এঁকে দিলাম। আসুন, এখানে দাঁড়িয়ে আজ আমরা শপথবাণী উচ্চারণ করি যে আমাদের ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকতেও আমরা এই জঘন্য প্রস্তাবগুলিকে মেনে নেব না।

রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত গাড়ী ও পদাতিক বাহিনী ওদিকে স্কোয়ারের চারদিক ঘিরে ফেলছে। ভিড় সরিয়ে ঢোকার জন্য জনতার সংগে প্রায় হাতাহাতি করতে হচ্ছে ওদের।

—বন্ধুগণ! রাশিয়ান মাইক সরব হয়ে উঠলো।—আপনারা অকারণ

উত্তেজনা প্রকাশ করছেন। মস্কো চুক্তিতে আপনাদের উদারনৈতিক সংস্কারকে চালিয়ে যাবার নির্দেশ রয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে সোভিয়েট বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে চলে যেতে দেরি করবে না। প্রতিবিপ্লবীদের উস্কানিতে আপনারা সংযম হারাবেন না। ওতে কেবল নিজেদের দুর্দশা আর দুর্ভাগ্যই আপনারা ডেকে আনবেন।

জনতা তখন স্কোয়ার থেকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে হয়তো ন্যাশানাল এসেমব্লির দিকেই ছুটে যাচ্ছে। সোভিয়েট পদাতিক বাহিনীর উদ্যত বেয়নেটকে ওরা ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করছে না।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সমীচিন মনে হলো না ফ্রান্সের। হয়তো অপ্রত্যাশিত একটা কিছু ঘটে যাবে, আবার খণ্ডযুদ্ধ লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আজ জনতাকে শাসনে আনার মত কোন মানুষ চেকোশ্লোভাকিয়ায় নেই। আবার নূতন করে ২১শে আগষ্টের ভূমিকা আজ যদি অভিনীত হতে থাকে তাহলে সেটা আরও ভয়াবহ চেহারা নেবে।

আলেকজাণ্ডার দুবচেক কি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক? চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ মানুষ কি জানে আজ ক'দিন কি প্রচণ্ড শারীরিক ও স্নায়বিক নির্যাতনের মধ্যে ওঁদের দিন কেটেছে! প্রাগ রেডিয়োর প্রচারিত খবর অনুযায়ী দুবচেক তাঁর সহকর্মিদের প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বর্বর আচরণ দেখিয়েছেন। এ্যাকশন প্রোগ্রামের ঘোষিত নীতিকে বাঁচাতে হলে মস্কোর কঠিনতাকে আংশিকভাবে স্বীকার করে না নিয়ে ওদের কি অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল? সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার দোহাই দিয়ে আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়াকেই কুক্ষিগত করে নেন – কারও বাধা দেবার সাধ্য পর্যন্ত নেই। হয়তো বিশ্বসংস্থায় আর একদফা তর্কাতর্কি হতে পারে—এই পর্যন্ত। তা'তে চেকোশ্লোভাকিয়ার সার্বভৌমত্ব বাঁচবে না। দুবচেক নিশ্চয়ই এই ভুল করবেন না। স্বদেশে ফিরে এসে দেশবাসীকে অবস্থার বিশদ বিবরণ দিয়ে ধৈর্য ধরার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই করবেন। দেশের অভ্যন্তরেও সোভিয়েট সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যে নানা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র নভোৎনির সমর্থকরা নন, রক্ষণশীল কম্যুনিষ্টদের একটা বৃহৎ অংশ সোভিয়েট সমর্থনপুষ্ট হয়ে উদারনীতিকরণের বিরুদ্ধে আবার আত্মপ্রকাশে সমর্থ হচ্ছেন। আলেকজাণ্ডার দুবচেকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা আজ যদি ক্ষুন্ন

হয়—এদের সুযোগ বহুলাংশে বেড়ে যাবে। শ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা গুস্তাভ হুজাক নতুন ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে চাইছেন। রাশিয়ার সহযোগীতায় তিনিই হয়তো কাদার, গোমূলকা অথবা উলব্রিখটের ভূমিকা নেবেন। উদারনৈতিক মতবাদীদের প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা চালান হবে।

ডুবচেক সেটা জানেন বলেই হয়তো মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। শান্তির আবহাওয়াকে আগে ফিরিয়ে আনা দরকার। উদারনৈতিক শক্তিকে সংযত করা আগে দরকার। চেকভূমিতে আগে ফিরে আসা দরকার। ডুবচেক বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ কিছু করেননি—মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তিনি গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ফ্রানস্ মমে মনে একটু যেন শান্তি পেল। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের মান, প্রতিপত্তি, জনপ্রিয়তা এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন। কম্যুনিজমের জন্য উৎসর্গিকৃত একটা প্রাণ শূন্যের অঙ্ক নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসবেন। ডাঃ ওটাশিক এখনও চেকভূমিতে পা দিতে পারেননি। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনাও বানচাল হতে বাধ্য। জোসেফ স্ম্রকোভস্কি যিনি তরুণ সমাজের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তিনি হতাশায় ভগ্নোত্তম হয়ে ফিরবেন। সোভিয়েট প্রতিপত্তির চাপে আগামী পার্টি কংগ্রেস থেকে এঁরা হয়তো বহিষ্কৃত হয়ে যাবেন, নইলে এঁদের পার্টির উপর কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য সব রকমের ফন্দি কাজে লাগান হবে। তারপর উদার-নৈতিক সংস্কারের নামে যা চলতে থাকবে সেটা উদারনীতিকরণের সোভিয়েট ভাষ্য মাত্র।

রাস্তায় চলতে গেলে নিজেকে আহত না করে উপায় নেই। উত্তাল জনস্রোতের সংগে মিশেছে সোভিয়েট সাঁজোয়া বাহিনী ও পদাতিকদের চলাচল। দুই পক্ষই পরস্পরের দিকে মারমুখী দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। সারা প্রাগ শহর যেন একটা বীভৎস রণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। ফ্রানসের একে একে সব মুখগুলি মনে পড়তে লাগলো। রোজমেরী কাভানোভা, লেনকা রিগেনোভা, ক্যাপ্টেন লিবিচেক, ওল্ডরীক কারাশেক, বেডরিক লেভচিক, জিনা রাশেলকা ও জিরি বেনেস। ওঁরা এখন কোথায় গেলেন? আজও কি রোজমেরী আর কারাশেক ওদের বজ্রমুষ্টি আকাশে তুলে প্রতিবাদের জন্য বেরিয়ে পড়েছে? লেনকা কি এখন সোভিয়েট সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওদের উত্তেজিত করে

তুলছে? ক্যাপ্টেন লিবিচেকের আত্মপ্রত্যয়, উজ্জল চেহারা কি এই চুক্তির সর্ত শুনে ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠলো? ফ্রান্সের মনে হলো ওদের সকলের খবর নেওয়া উচিত, ওদের সাহায্যে হাত বাড়ান উচিত। সোভিয়েটের মুখোস খুলে গেছে, এখন হয়তো ওরা আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হবে না। আজকের ঘটনাকে প্রতিবিপ্লবীদের কুচক্র বলে অনায়াসে প্রচার করা যাবে। আমাদের নেতাদের সমর্থনও এতে থাকবে না, কারণ তাঁদের এখন থেকে মস্কো চুক্তির সর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেতে হবে। আজকের রাত আর কাল সকালের মধ্যে একদল তরুণ তরুণী শ্রমিক কৃষক হয়তো রাশিয়ান বন্দীশিবিরে গিয়ে উপস্থিত হবে। এদের প্রতি নির্যাতনে সোভিয়েটের হাত কেঁপে উঠবে না।

ফ্রান্স্ দ্রুতগতিতে বেডরিক লেভচিকের বাসার দিকে পা বাড়াল।

সেই প্রথম দিন ওদের সংগে যখন আলাপ হয়েছিল, সেদিনকার মতই ওদের মনোভাব। মিস্টার লেভচিক অভ্যর্থনা করলেন—কিন্তু তাতে কোন প্রাণের সাড়া নেই। রাসেলকা একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করতে ভিতরে গেল।

—চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্ভাগ্য আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো মিস্টার লেবেনহার্ট। মস্কো চুক্তি আমাদের সমস্ত স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিল। মিস্টার লেভচিক বিষণ্ন গলায় বললেন।—জোর গলায় প্রতিবাদ জানাবার শেষ সুযোগটুকুও আমরা হারিয়ে ফেললাম।

—জনসাধারণ মারমুখী হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স্ আস্তে আস্তে বললো। এতক্ষণ স্কোয়ারে মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরা ডুবচেককে বিশ্বাসঘাতক বলে গালাগালি করছে।

—ওটা সত্যি নয়। মিস্টার ডুবচেক আর কি করতে পারতেন? আমরাই বা গত সাতদিন ধরে কি করতে পেরেছি? আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আমাদের করণীয় ত কিছু ছিল না।

—আপনি কি মনে করেন এতে উদারনীতির মৃত্যু হলো?

—আমার ধারণা ত তাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক নীতির উপর রুশ আধিপত্য নিরঙ্কুশ হলো এতে। সবরকমের উদারনৈতিক আন্দোলনকে এখন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। প্রেস হারাবে স্বাধীনতা, জনমতের অভিব্যক্তি প্রকাশের রাস্তা পাবে না। আগামী পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েট সমর্থক ও রক্ষণশীল কম্যুনিষ্টরা আধিপত্য বিস্তার করবেন। স্ববোদা, সমর্-

কোভস্কি একটু একটু করে ক্ষমতা হারাতে থাকবেন। তারপর এক সময় এ্যাকশন প্রোগ্রাম সমাজতন্ত্র বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়ে বর্জিত হবে।

—কিন্তু এ' মারমুখী জনসাধারণ যদি এখনই একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে?

—তারও সুযোগ নেই মিস্টার লেবেনহার্ট। গত কয়েকদিনে রাশিয়ার সৈন্য বৃদ্ধি ত হয়েছেই, উপরন্তু কাল সকালের মধ্যেই হয়তো চেক নেতারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। জনসাধারণকে নিরস্ত করার দায়িত্ব তাঁদের, রুশ নেতাদের নয়। সাধারণ মানুষ আবার কাল থেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত জগতে ফিরে যাবে। তখন চেক উদারনৈতিক নেতাদের সংগে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকবে। বাইরের পৃথিবী জানতেও পারবে না সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কি প্রচণ্ড চাপ চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষগুলি দিনরাত সহ্য করে চলেছে।

—আমাদের কি আর কোন প্রত্যাশা নেই মিস্টার লেভচিক?

—আমি আশাবাদী মানুষ লেবেনহার্ট, আমি বিশ্বাস করি উদারনীতিকরণের প্রতি আমাদের সমর্থন আন্তরিক। সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে না। চেকোশ্লোভাকিয়া বিশ্বের শুভবুদ্ধিকে সমাজতন্ত্রের মহান সত্যগুলির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলবেই। চিন্তা করার কিছু নেই মিস্টার লেবেনহার্ট, আমাদের মত ছোট ছোট দেশগুলির সব চেয়ে বড় সমস্যা আত্মরক্ষার। বড় বড় রাষ্ট্রের আঁওতা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করে কোনদিন চলতে পারবো না. অন্তত যতদিন না যুদ্ধবাজদের হুমকী আমাদের দরজার কাছে আছড়ে পড়ছে। খুব সাবধানে, সংকল্পে অটল থেকে, বিশ্বাসে অবিচলিত থেকে আমাদের একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে।

মিসেস রাসেলকা পানীয় নিয়ে এল। ফ্রান্‌স্‌ ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে নীরবে গ্লাসে চুমুক দিল। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। তার মধ্যে রোজমেরী আর কারাশেকের ভাবনাই বেশি। ওরা কি আবার এই গোলযোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো? আবার কি ওরা রাশিয়ার সৈন্যদলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়ে পড়লো? আজকের সংগ্রাম চেক সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। জনসাধারণকে বোঝাতে হবে মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর আমাদের সংগ্রামের ধারা বদলে গেছে। স্বদেশে সুবিধাবাদীদের সংগেই এখন আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে, কোন রকম হঠকারিতাই উদারনৈতিক আন্দোলনকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

—আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মিস্টার লেবেনহার্ট। রাসেলকা আস্তে আস্তে বললো।—মনে হচ্ছে আপনি একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আরও সময় নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কি কোন উপায় আছে? মস্কো চুক্তির কার্যকারীতা না দেখে এখন কি আর কিছু করা সম্ভব?

—আমি জানি মিসেস লেভচিক। ফ্রান্স্ হাসলো।—আমি মানসিক ক্ষিপ্ততার বিরোধী। আগামী দিনের সূর্যোদয়ের জন্য আজকের অন্ধকারকে স্বাগত জানাবার মত মানসিক গভীরতা আমার আছে। আমাদের উত্তেজিত জনমানসকে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আমাদের দিতেই হবে। নইলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। একটু আগে ওয়েনসেস্লাস স্কোয়ারে জনতার যে মারমুখী চেহারা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাতে বিচলিত বোধ করছি। ওরা হয়তো হিংসাত্মক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করবে। তাতেই শংকিত হয়ে উঠছি।

—ভাববেন না মিস্টার লেবেনহার্ট। চলুন, আমরা একবার বেরিয়ে যাই। সুযোগ সুবিধামত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করি। অন্ততঃ নেতারা স্বদেশে ফিরে আসা পর্যন্ত ওরা যেন চুপচাপ থাকে। মিষ্টার জিরি বেনেসের সংগে দেখা হলে ভাল হয়। জনতাকে শান্ত করার জন্য সরকারী পক্ষ থেকে হয়তো কোন নির্দেশ ওঁরা পেয়ে থাকবেন। সেটাও জানা যাবে।

—আমি একলা বসে থাকতে পারবো না। রাসেলকা বললো।—আমিও তোমাদের সংগে যাবো।

—বেশ ত। চলো। বেডরিক লেভচিক হাসলেন।—চলো, আর দেরি না করে সরজমিনে অবস্থা তদন্ত করে আসা যাক।

একটুখানি পরেই ওরা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। দলে দলে নারী পুরুষ রাস্তায় ভিড় করছে। সোভিয়েট গাড়ী ও চেক অসামরিক পুলিশ বাহিনীর গাড়ীও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। জনতার মুখেই ওরা শুনতে পেলো একদল উত্তেজিত মানুষ ন্যাশনাল এসেম্বলিতে প্রবেশ করে প্রেসিডেণ্ট স্বোবোদা আর ডুবচেকের ছবি দেয়াল থেকে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করেছে। ওদের ধারণা প্রতিবাদীদের মুখোস এবার একেবারে খুলে পড়েছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্বের কাছে যা বলেছেন এ' ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ

করেছে। চেক কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার ফলে চেকোস্লোভাকিয়া প্রতিবিপ্লবীদের ঘাটিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

—চলুন, আমরা ন্যাশনাল এসেম্বলির দিকে যাই। মিষ্টার লেভচিক বললেন। —জনতাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি যে আমাদের আচরণ আরও সতর্ক হওয়া দরকার। আমরা যেন কোন রকমেই সমাজতান্ত্রিক মনোভাব থেকে সরে না যাই।

—চলুন। ফ্রান্স্ সম্মতি জানাল।—কিন্তু আমাদের করণীয় কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। বুদ্ধিজীবি মানুষরা যে কত অসহায়, এই সাতদিনে তার অনেক প্রমাণ পেলাম মিষ্টার লেভচিক। আমরা কোন কিছু করতে পারছি না, অথচ কোন কিছুকে স্বীকার করে নেবার মতো মানসিক প্রস্তুতিও আমাদের নেই।

—এটাই সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবিদের সমস্যা মিষ্টার লেবেনহার্ট। সমাজতন্ত্রকে যাঁরা মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ বলে বিশ্বাস করে এসেছেন, সমাজতন্ত্রের লৌহশাসন তাঁদেরও রেহাই দেয়নি। কোন রকম সংস্কার, আন্দোলনকেই শোধনবাদ বলে যাঁরা চালাতে চাইছেন, সামরিক ক্ষমতার উন্মত্ততায় তাঁরা আজ ভুলে যাচ্ছেন কোটী কোটী মানুষের অন্তরের চাহিদাকে নিজেদের খেয়ালখুশি মত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁরা ক্রশমঃই হারিয়ে ফেলছেন।

—আমি অতশত বুঝি না। রাসেলকা অধীর গলায় বললো। আমি চাই আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সার্বভৌমত্ব, নিজেদের সমস্যা সমাধানের অধিকার। সেজন্যই রুশ সৈন্যের অবস্থিতি আমাকে অস্থির করে তুলেছে, সেজন্যই ওদের আধিপত্য আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। আমি জানাতে চাই স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে কারও সংগে বিন্দুমাত্র আপোষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

—তুমি একা নও, সব চেকবাসীই সেটা চাইছে। লেভচিক জবাব দিলেন। —কিন্তু সেটা কি আজ সম্ভব রাসেলকা? ওয়ারশ চুক্তির সর্ত আমাদের মানতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার নির্দেশও আমাদের নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে। মস্কো চুক্তির হিসেব মত আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে। কোন ভুলচুক হলে, অন্য কোন পথে পা দিতে চাইলে রাশিয়া আমাদের বাধা দেবে।

—আমি মানবো না, স্বাধীনতার ছদ্মবেশে এই মানসিক পরাধীনতাকে আমি ঘৃণা করি।

—তুমি কেন, আমরা সবাই করি। গত বিশ বছর ধরে স্বাধীন জাতি হিসাবে বাঁচবার জন্য আমাদের চেষ্টার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই রাসেলকা। কম্যুনিজম আমাদের এটাই শিক্ষা দিয়েছে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে হলে ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার কথা ভাবা চলবে না, নিশ্চিত আরামে গা এলিয়ে দিয়ে আলস্যে সময় ক্ষেপণ করা যাবে না। আমরা সে শিক্ষা অন্তরের সমস্ত অনুভব দিয়ে গ্রহণ করেছি। আজকের চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেখে তুমি কি কখনো ভাবতে পারবে নাৎসী জার্মানীর পরাক্রান্ত পদক্ষেপে এ দেশটা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল—প্রাগ শহরের একটা বাড়ীও বোমার আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিল! সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবনকে আমরা আবার খুঁজে বের করতে পেরেছি, আমরা আবার সমাজগঠনে আত্মনিয়োগ করে আত্মনির্ভরতা লাভ করতে পেরেছি। আজকের এই সামান্য ব্যাপারে আমাদের এতটা অস্থির হয়ে উঠলে চলবে কেন রাসেলকা। আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের জোরে, সংকল্পের জোরে আবার সবই ফিরে পাবো রাসেলকা।

আর কেউ কোন কথা বললো না। রাসেলকা স্বামীর হাতে নিজেকে অর্পণ করে পথ চলতে লাগলো। ওদের দেখে আবার রোজমেরীর কথা মনে পড়লো ফ্রান্সের। কতদিন রোজীর সংগে দেখা হচ্ছে না। মানসিক অস্থিরতা ফ্রান্সের ভাল লাগে না। কাল পরশুর মধ্যেই একবার রোজীর সংগে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটাকে যেভাবেই হোক চুকিয়ে ফেলতে হবে। রোজী যদি ওকে আর ভালবাসতে না পারে ফ্রান্স্ সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে যেতে চেষ্টা করবে। আর যদি মনের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠিয়ে রোজী ওকে গ্রহণ করতে পারে, ফ্রান্স্ আর দেরি করবে না।

ন্যাশনাল এসেম্বলির সামনে এসে ওরা দেখলো বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার কাজে প্রাগ পুলিশ এগিয়ে এসেছে। রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর অফিসাররাও কর্তব্যরত রয়েছেন। রাশিয়ান মাইক থেকে জনতার উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচার করা হচ্ছে। জনতার মধ্যেও গুঞ্জন সমানে চলছে, মাঝে মাঝে সশব্দে ফেটে পড়ছে জনতার প্রতিবাদ—মস্কো চুক্তি আমরা মানি না।

—কমরেডস্, আপনারা ধৈর্য ধরুন। আপনাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়, এমন কোন কাজ আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েট রাশিয়া কখনই করতে পারে না। রাশিয়া চিরকাল অন্যের স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে। মস্কো চুক্তি আপনাদের

স্বাধীনতাকে প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলো—এটা আপনারা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশের সমাজতন্ত্রের শত্রু হতে পারে না—এ কথা আমরা বার বার আপনাদের জানিয়েছি। আপনাদের শত্রু পশ্চিম জার্মানীর নাৎসীবাদী সরকার, এ্যাংলো আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, হুগলের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার। তাঁরা হাজার হাজার গুপ্তচর পাঠিয়েছে আপনাদের দেশে, গুপ্তসংঘ তৈরী করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, প্রতিবিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ তুলে দিয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে ওরা ধনতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য গভীর চক্রান্ত করেছে। আমেরিকার সাম্প্রতিক চেক প্রীতির প্রকৃত তাৎপর্য—আপনাদের না বোঝার কথা নয়। গত এক সপ্তাহ ধরে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির আপ্রাণ চেষ্টায় সেই বিপদের হাত থেকে চেকোশ্লোভাক সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আপনাদের নেতারা অবস্থার জটিলতা পর্যালোচনা করেই মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্যায়ভাবে চাপ দিয়ে ওঁদের কাছ থেকে এই স্বাক্ষর আদায় করেননি। আপনাদের নেতারা কাল স্বদেশে ফিরে এলেই আমাদের এই উক্তির সত্যতা আপনারা যাচাই করে নিতে পারবেন। আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি আপনারা ফিরে যান, শান্তিতে সময় কাটান। আপনাদের স্বাধীনতায় অদূর ভবিষ্যতে আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে সাহস করবে না—এই আশ্বাস আমরা আপনাদের দিচ্ছি।

—আপনারা কি নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেন না? আপনারা কি আমাদের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত হতে পারেন না? জনতার মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে জানতে চাইলেন।

—সময় মতই, আপনাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতই আমরা ফিরে যাবো কমরেডস্। রাশিয়ান বক্তা সংগে সংগেই জবাব দিলেন।—আমরা বিশ্বাস করি আপনারা সমাজতন্ত্রের অনুরাগী। আমরা জানি প্রতিবিপ্লবীদের স্বরূপ জানতে পারলে আপনারা তাদের সংগে সহযোগিতা করবেন না। চেক-ভূমিতে সমাজতন্ত্র বিপদমুক্ত হয়েছে বুঝতে পারলেই আপনারা আর একদিনের জন্যও আমাদের এখানে দেখতে পাবেন না। জেনারেল ওরলভ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আশা করি

আমাদের মধ্যে আর ভুল বোঝাবুঝি হবে না। পরস্পরের সংগে হাত মিলিয়ে আমরা সমাজতন্ত্রের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারবো।

—আমরা এ' প্রতারণায় ভুলবো না, অন্য আর একটা কণ্ঠ গর্জন করে উঠলো।—আমরা জানি সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষদের ভিন্নতর মহত্তর জীবনবোধের বিরুদ্ধেই আপনাদের এই জেহাদ। মস্কো চুক্তির বেড়াচালে পিষ্ট, পঙ্গু করে দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আপনারা আপনাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করে তুলতে চান। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি সেটা আর কোনদিন সম্ভব হবে না। কোন রকমের হুমকী অত্যাচার আমাদের আদর্শ ভ্রষ্ট করতে পারবে না।

—সাবাস ভাই। আরও দু'তিনজনের উল্লাস শোনা গেল।—কথাটা ওদের শুনিয়ে দিন।

—আমরা জানি স্বাভাবিক অবস্থায় ডুবচেক কোনদিন ঐ নীতিগুলিকে, মস্কো চুক্তির অপমান আর ন্যক্কারজনক সর্তগুলিকে মেনে নিতেন না। সিয়ার্ণো আর ব্রাতিশ্লাভায় আপনারা তাঁকে ওর চেয়ে সম্মানজনক প্রস্তাবেও রাজী করাতে পারেননি। আমরা আরও জানি, মার্ক্স ও লেলিনবাদের নামে, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের নামে, আপনারা সমাজতন্ত্রের একটা বিকৃত চেহারাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান—যাতে আপনাদের জঙ্গীবাদী নেতা ব্রেজনেভের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু আপনারা কি কখনো এটা ভেবে দেখেননি যে জঘন্যতম মারণাস্ত্রের অধিকারী হয়েও জঙ্গীবাদ অন্তিমের নিঃশ্বাস ফেলছে! আমাদের প্রতি আপনাদের এই অসম্মানজনক আচরণ—ইতিহাস কোনদিন বিস্মৃত হবে না।

—কমরেডস্, তর্কাতর্কিতে কেবল শক্তির অপচয় ঘটছে। জেনারেল ওরলভ গত সাতদিনে যে সংযম প্রকাশ করেছেন, আপনাদের প্রতিবিপ্লবী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে যে শাসনদণ্ড উত্তোলন করেননি তার একমাত্র কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির বন্ধুবৎসল মনোভাব। আজও আপনারা সেই মনোভাবকে অকারণ আঘাত করবেন না, এই অনুরোধ করি। আপনাদের প্রিয় নেতারা—যাঁদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে যদি গোড়া থেকেই সাবধানবাণী বন্ধুভাবে গ্রহণ করতেন আপনাদের মধ্যে আমাদের এই উপস্থিতির বোধ হয় প্রয়োজন হতো না। বন্ধুগণ, সমাজতন্ত্রকে চিরদিন

এই জাতীয় মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজ যারা বিপ্লবী বলে চিহ্নিত, কৃষক শ্রমিকের সংগে একাত্ম বলে পরিগণিত, কাল হয়তো তারাই ব্যক্তিগত লোভ আর আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সংগে হাত মিলিয়েছেন। সমাজতন্ত্রকে তাই আপন উপকূলেও সতর্ক পাহারা রাখতে হচ্ছে। আপনাদের শুভরাত্রি জানিয়ে আমারা বিদায় নিচ্ছি কমরেডস্—শুধু এ'কথা আবার স্মরণ করে দিচ্ছি, আপনাদের কোন প্রতিবিপ্লবী আচরণ জনস্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছে দেখলেই অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের আবার এগিয়ে আসতে হবে।

এ্যামপ্লিফাইয়ার লাগানো সোভিয়েট প্রচার গাড়ী বেরিয়ে গেল। জনতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সোভিয়েট সৈন্য ও চেক অসামরিক পুলিশ বাহিনীও তাঁদের কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত রইলো।

—বন্ধুগণ, ফ্রান্‌স্‌কে অবাক করে দিয়ে বেডরিক লেভচিক হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন—চেক নাগরিক হিসাবে গত সাতদিনে কী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় আমাদের দিন কাটছে আপনারা সকলেই তা' জানেন। নিজেদের জ্ঞাতসারে আমরা কোন অপরাধ করিনি, সমাজতন্ত্রী মানুষের চিন্তা এবং দৃষ্টি নিয়েই উদারনীতিকরণকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম। আমাদের প্রিয় নেতাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস বরাবর অবিচলিত রয়েছে। আজ আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, আর পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী দ্বারা যে ভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রায় পরাধীন জীবনযাপন করছি—তার জন্য আমাদের নেতাদের কোন অপরাধ নেই এটা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন। আমরা জানি, আজ কোন কথা স্পষ্ট করে বলার বিপদ অনেক। এও জানি আমাদের কোন আচরণ সমালোচনার যোগ্য প্রতিপন্ন হলে সেটাকে উপজীব্য করেই সমাজতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী আমাদের আদর্শবাদের, আমাদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভংগীর, আমাদের জাতীয় সংহতির উপর আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হবেন না। আজ আমাদের কোন রকমের হঠকারিতার উপায় নেই। গত সাতদিন ধরে যে মনোবল আপনারা অটুট রেখেছেন, অসহযোগিতা ও অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যমে যে অভূতপূর্ব ইতিহাস আপনারা সৃষ্টি করেছেন, সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ। বর্তমান অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করে আমাদের নেতাদের—প্রেসিডেন্ট স্ববোদা আর আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের মস্কো চুক্তির

সর্তাবলীকে মেনে নেওয়া ছাড়া হয়তো অন্য কোন সম্মানজনক রাস্তা খোলা ছিলনা। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তুবচেকের তৈলচিত্র নষ্ট করে ফেলেছেন। স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এতে কেবলমাত্র নিজেদের আত্মা এবং আদর্শকেই আমরা লাঞ্ছিত করেছি। গত আটমাস ধরে কি অসাধারণ মানসিক টানা পোড়েনের মধ্যেও আমাদের নেতারা আদর্শবাদের ক্ষেত্রে কোন আপোষকে মেনে নেননি। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবিলা করতে হলে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সংগে একটা সুনির্দিষ্ট সমঝোতার মধ্যে আমাদের আসতেই হবে। আমাদের নেতারা তাই করেছেন। আমাদের এ্যাকশন প্রোগ্রামের রূপায়ণ এখন আমাদের হাতে; কীভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে আমরা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবো সেটা আমাদেরই স্থির করে নিতে হবে। সুতরাং আপনাদের আমি অনুরোধ করছি আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, ঘটনার পরিণতি কোন দিক নিচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করতে থাকুন এবং চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সরকারের নির্দেশমত কাজকর্ম করতে থাকুন।

বেডরিক লেভচিক থামলেন। জনতার কেউ কেউ ওঁর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীও প্রায় ওদের চারদিকে ঘিরে ধরেছে। রাসেলকা দৃঢ় মুষ্টিতে স্বামীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্‌স্ অবিচলিত ভাবে জনতা এবং সোভিয়েট পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

—আপনি কি বলতে চাইছেন চেক নেতারা আমাদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি? মস্কো চুক্তির সর্তাবলী গ্রহণ করে আমাদের সার্বভৌমত্বকে অপদস্থ করেননি?

—না, করেননি। লেভচিক দৃঢ় গলায় বললেন।—আমি সাধারণ সরকারী কর্মচারী, আমার বন্ধু প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ্যাকশন প্রোগ্রামকে রূপায়িত করা যাবে না। প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে সোভিয়েট অভিযোগের সুস্পষ্ট উত্তর আমাদের দিতেই হবে। আমাদের সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সমাজতন্ত্রের মত ও পথে বিশ্বাসী। সোভিয়েট আর্মির উপস্থিতিতেই আমি দৃঢ় গলায় ঘোষণা করছি যে প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে ওঁদের ধারণা অতিরঞ্জিত এবং বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, আমাদের নেতারা কম্যুনিজমের

জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমাদের মর্মপীড়ার অবধি নেই—আমরা শপথ করে বলতে পারি সমাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। সোভিয়েট অনুপ্রবেশকে আমরা স্বাগত জানাতে পারতাম যদি আমাদের সামনে এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত থাকতো যে আমরা সত্যিই সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। আজ তর্ক করার সময় নেই, হয়তো সুযোগও নেই। গত কয়েকদিন ধরে আমাদের অবস্থা নিয়ে আমরা খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনা করে দেখেছি। আমার স্থির বিশ্বাস মস্কো চুক্তি উদারনীতিকরণের আদর্শ থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না। শুধু আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আরও সতর্কতার সংগে, আরও গভীর বিবেচনাবোধের সংগে ফেলতে হবে। বন্ধুগণ, আসুন পরস্পরের প্রতি শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা বিদায় নিই। আগামীকাল থেকে প্রত্যেকটি দিন আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাই—আমাদের মহান আদর্শকে ফলবতী করার, আমাদের নেতাদের পিছনে সমস্ত শক্তিকে সংহত করে আমরা দাঁড়াই। আসুন, সমস্বরে আমরা ঘোষণা করি—ডুবচেক জিন্দাবাদ, চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ।

জনতার একাংশ উদ্বেলচিত্তে প্রতিধ্বনি করলো—ডুবচেক জিন্দাবাদ। অন্য অংশ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওদের চোখের সামনেই আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগলো।

—চলো, আমারা এগিয়ে যাই। রাসেলকা কম্পিত গলায় বললো। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বেডরিক। এমন অবস্থায় জনতার সম্মুখীন হওয়া ভয়ংকর।

—ভয় পেলে আমাদের চলবে কেন জিনা। লেভচিক স্ত্রীকে সস্নেহে আদর করলেন।—চলুন, আমরা এগোতে থাকি, মিস্টার লেবেনহার্ট।

—চলুন। ফ্রান্‌স্‌ অভিভূত গলায় বললো।

ভিড় থেকে ওরা বেরিয়ে এলো।

—আগামীকাল, হয়তো বা আরও পরে, একটা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। বেডরিক লেভচিক আস্তে আস্তে বললেন।—গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রয়োগ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে আমাদের নেতারা হয়তো বাধ্য হবেন। অন্ততঃ সোভিয়েট চাপ এর বিরুদ্ধে অনবরত কাজ করে যাবে। চেক নেতৃত্বের মধ্যে একটা বড় রকমের ফাটল আসাও অসম্ভব বলে আমার মনে হচ্ছেনা মিস্টার লেবেনহার্ট।

—আমিও আপনার সংগে একমত। ফ্রান্‌স্‌ বিষণ্ণ গলায় বললো।—মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে হয়তো আলেকজাণ্ডার ডুবচেক নিজের রাজনৈতিক মৃত্যুর পরোয়ানাতেই পরোক্ষভাবে সই করলেন। অন্ততঃ ওঁর অসীম জনপ্রিয়তার মূলে যে করেছেন সে সম্পর্কে আজকের ঘটনার পর আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি আপনাদের কাছ থেকে আজ বিদায় নেব মিস্টার লেভচিক।

—আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে? আগামীকাল একবার আসবেন কি?

—চেষ্টা করবো। ফ্রান্‌স্‌ হাত তুলে ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল।— আমাকে আরও অনেকগুলি কাজ কালকের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। তবে সময় করতে পারলে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে দেখা করবো।

ফ্রান্‌স্‌ বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলো।

॥ ২৫ ॥

মিসেস কার্লস্‌কোভা মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। গত তিন চার দিন ধরে রোজী একবারও বাসা থেকে বেরোয়নি। একদিক থেকে অবশ্যই এটা স্বস্তির কারণ, বাইরের অবস্থা যখন এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়, তখন অনাবশ্যকভাবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি! চিন্তার কারণ অন্যত্র। রোজী এমনিতে চাপা মেয়ে, মার কাছেও নিজের মনের কথাগুলো বলতে চায় না। মিষ্টার ফ্রান্‌স্‌ লেবেনহার্টের সংগে পরিচিত হবার পর মেয়ের মনোভাব জেনে মনে মনে উনি খুশি হয়েছিলেন। ফ্রান্‌সের সম্পর্কে মেয়ের মনোভাব অনুভব করতে ওঁর দেরী হয়নি। কিন্তু হঠাৎ যেন কিছু একটা ঘটে গেছে। কারাশেকের চোখে মেয়ের প্রতি অনুরাগ উনি লক্ষ্য করেছেন। ফ্রান্‌স্‌ সেদিনকার পর আর আসেননি। মেয়েও ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেনি। কারাশেক অবশ্য আরও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু ওঁর সংগে রোজীর ব্যবহারের মধ্যে একটা আড়ষ্টতা উনি লক্ষ্য করেছিলেন।

রোজী কি একটা গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে। মিসেস কার্লসকোভা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেও সংকোচ বোধ করছেন। কবে যে অবস্থা স্বাভাবিক হবে উনি জানেন না। এমন অথর্বের মত সময় কাটাতে ওঁর নিজেরও ভাল লাগছে না। গতরাত্রে মস্কো চুক্তির খবর আসার পর রাস্তায় প্রচণ্ড হল্লা হয়েছে। আবার ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন উনি। রোজীর সম্পর্কেই ওঁর ভাবনা। রোজী আবার হয়তো বেরিয়ে পড়তে চাইবে। কিন্তু রোজী তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। রেডিও খুলে অন্যান্যদিনের মত খবরটাই শুনেছে,—শুধু কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু ওর চোখমুখের গভীর বেদনার ছায়া মিসেস কার্লসকোভার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রোজী যেন ভিতরে ভিতরে একটা গভীর যন্ত্রণা গোপন করে রেখেছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সারা সন্ধ্যায় রাস্তার ভিড় লক্ষ্য করেছে রোজী, জনতার প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের চেহারা দেখেছে। রাশিয়ান সামরিক গাড়ীও ঘন ঘন পথ দিয়ে চলাচল করেছে, মাইকে জনসাধারণকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছে। রোজী যেন অন্যমনস্ক, অথবা নিজের কর্তব্য স্থির করার সময় নিচ্ছে। মিসেস কার্লসকোভা কোন প্রশ্ন করেননি, মেয়েকে দূর থেকে দেখে গেছেন।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে প্রথম কথা বললো রোজী।—আমি একটু বেরোব, মা।

—তোর কি অফিস খুলেছে? মিসেস কার্লসকোভা জিজ্ঞেস করলেন।

—অফিসে যাবো না। অন্য একটু কাজে যাবো।

—তোকে নিয়ে ভারী ভাবনা আমার। মিসেস কার্লসকোভা গম্ভীর গলায় বললেন।

—নিজেকে নিয়ে আমারও ভাবনার শেষ নেই মা। রোজী সামান্য হাসলো। তুমি তো জানো আজ চেক নেতারা মস্কো থেকে ফিরে আসছেন। মস্কো চুক্তিতে যে আমরা খুশি হতে পারিনি সেটা ওঁরা জানেন। জনসাধারণের সামনে ওঁরা এসে দাঁড়াবেন। আমি তাই দেখতে যাচ্ছি, ওঁরা কী বলেন সেটা শুনতেও।

—মিস্টার লেবেনহার্টের সংগে দেখা করবি না? মিসেস কার্লসকোভা সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করলেন।

—আজ হয় তো সময় হবে না মা। উনি ব্যস্ত মানুষ, ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার সময় হয়তো দিতে পারবেন না। কাল একবার দেখা করার চেষ্টা করবো।

—আমি তোদের বুঝতে পারিনে।

—আমরাই নিজেদের বুঝতে পারি না। আমরাও অন্ধকারেই হাতড়ে মরছি। যাক্ তুমি চিন্তা করো না। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

—কোন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে যাসনে মা। মিসেস কার্লসকোভা মেয়েকে সাবধান করে দিলেন।

—না মা। রোজমেরী সরল গলায় বললো।—আজ চেক নেতাদের স্বদেশে ফিরে আসার কথা। ডুবচেক হয়তো চেকবাসীদের কিছু বলবেন। শুধু সেটুকুই শুনবো মা।

—মিস্টার লেবেনহার্ট আর মিস্টার কারাশেকের একটু খবর নিস। আমার হয়ে ওঁদের নিমন্ত্রণ জানাস। ওঁরা এলে ভারী ভাল লাগে।

—আচ্ছা মা। রোজমেরী হেসে জবাব দিল।

মা ওদের দু'জনের কথাই বললেন এক নিঃশ্বাসে। রোজমেরী রাস্তায় নেমে ভাবতে লাগলো। মা ওর মনের কথা জানেন না। দু'জনকে আহ্বান জানাতে গিয়ে দু'জনকেই হারিয়ে বসে আছে ও। কারও সামনেই আগের মত সহজ সুন্দর মন নিয়ে ও আর দাঁড়াতে পারবে না। রোজী জানে ফ্রান্‌স্ কেন আসছে না অথবা ওর খবর নিচ্ছে না। ফ্রান্‌স্ জোর করে ওর মনকে নিজের দিকে টানতে চায় না। কিন্তু তাই কি তোমার উচিত ছিল না ফ্রান্‌স? একটা মেয়ের সব দ্বিধাদ্বন্দ্বকে তুমি কি ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারতে না? কারাশেকের প্রতি ওর আকর্ষণবোধের মধ্যেও কোন পাপ নেই। কারাশেকের সংগ কামনার কথাও একমুহূর্তের জন্যও ওর মনে আসেনি। লেনকার ছবিও ওর চোখ থেকে কখনও মুছে যায়নি। কারাশেকের মধ্যে জীবনের তীব্রতম একটা অনুভূতির জন্ম হয়েছে এটা শুধু প্রত্যক্ষ করেছে রোজী। কারাশেকের দু'চোখে অন্তরংগ আহ্বানের ভাষা ফুঠে উঠেছে কিন্তু রোজী ত তেমন করে সাড়া দেয়নি, তবু ফ্রান্‌স্ কেন রোজীকে এক আশ্চর্য অসহায়তার মধ্যে ফেলে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

ফ্রান্‌স্‌কে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করা দরকার। কিন্তু কোথায় ওকে একা একা ধরতে পারবে। চারদিকের এই অশান্তি আর উত্তেজনার মধ্যে ওকে বাসায় পাবার চিন্তা করা যায় না। ভিড়ের মধ্যে, জনতার মধ্যে ওকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়—জনতার একজন হিসাবে নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার নাড়ীর স্পন্দন জানার ঔৎসুক্যে ফ্রান্‌স্ দু'চোখের উজ্জ্বল আগ্রহ নিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। আর আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের বক্তৃতার সময় ফ্রান্‌স্ নিশ্চয়ই সেখানে থাকবে।

ফ্রান্‌স্ কোনদিন সে সুযোগ হারাতে চাইবে না। রোজমেরী প্রাগের হার্ডকেনী ক্যাসেলের দিকে চলতে লাগলো।

জনতার ভিড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এর মধ্য থেকে ফ্রান্‌স্‌কে খুঁজে বের করা আরও অসম্ভব ব্যাপার বলে ওর মনে হলো। শোনা গেল হার্ডকেনী ক্যাসেলের ব্যালকনি থেকে ডুবচেক জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। তাই এখানে এত ভিড় হয়েছে। রোজমেরী একটু একটু করে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগুতে লাগলো।

রাশিয়ান সৈন্যদের ভিড়ও মন্দ নয়। শান্তি ভংগের আশংকায় ওরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনতার ব্যংগবিদ্রূপে ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই। মস্কো চুক্তির সর্তাবলীর যতটুকু গতকাল স্বাধীন প্রাগ রেডিও প্রচার করেছে তাতে আর কারও জানতে বাকী নেই যে রাশিয়ান সৈন্যদের আপাততঃ চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়ার কোন রকম সদিচ্ছা নেই। চেক নেতাদের বন্দীদশা ঘুচেছে বটে, কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক আশার বাণী কিছুই শোনাতে পারবেন না। কিন্তু উদারনীতিকরণের জনক আজ কী বেশে জনতার সামনে এগিয়ে আসছেন তাই দেখার জন্য চেক নাগরিকদের এই ঔৎসুক্য।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ব্যালকনিতে ডুবচেককে দেখা গেল। রোজমেরীর মনে হলে ডুবচেক যেন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ওঁর চোখে-মুখে মালিন্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। ভাঙা ভাঙা গলায় প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জনতার প্রতি উনি ভাষণ দিলেন। বললেন—আমাদের সাময়িকভাবে এমন কিছু ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছে যাতে আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক সীমারেখাকে খানিকটা সংকুচিত করতে হচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, যে সময়ের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে তার অসুবিধাটুকু আপনারা অনুভবের মধ্যে আনতে চেষ্টা করুন। মস্কো আলোচনা সম্পর্কে আপনাদের বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাণে এসেছে। কিন্তু এ' মনোভাব সম্পর্কে আপনাদের সাবধান করে দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বলেই মনে করছি। আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য বিষোদ্গার হয়তো সহজ কিন্তু প্রত্যেকটি কথা আপনাদের ওজন করে উচ্চারণ করতে হবে যাতে আরও জীবন ও সম্পদের হানি না হয়। একটু থেমে, প্রায় অনেকখানি দম নিয়ে তিনি আবার বললেন—এমন অসংলগ্নভাবে

বক্তৃতা করার জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। তবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমাকে থেমে থেমে কথা বলতে হচ্ছে।

শেষের দিকে তাঁর গলা ধরে গেল, এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হলো না যে তিনি প্রাণপণে কান্না দমন করছেন। জনতার প্রতি শেষ বারের মত আবেদনের ভংগীতে তিনি বললেন তাঁরা যেন কার্য কারণ ভেবে কাজ করেন। মাতৃভুমির প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা যেন তাঁদের হঠকারিতার দিকে টেনে নিয়ে না যায়, তাতে মাতৃভুমির আরও বেশি ক্ষতি করা হবে।

জনতা নীরবে সমস্ত ভাষণটা শুনলো। ডুবচেক বিদায় নেবার পরও ওরা নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। আরও বেশি কিছু যেন ওরা আশা করছিল, অন্তত: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটা আভাস জানতে চেয়েছিল। রোজমেরী চারদিকে তাকিয়ে জনতার মনোভাবটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। কারও মধ্যেই কোন ভরসার চিহ্ন ফুটে উঠলো না। সকলেই যেন একটা বিষন্ন চিন্তাকে মনের অন্দরে লালন করছে যে মস্কো আলোচনা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিরোধ স্পৃহাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে।

ভিড় পাতলা হতে লাগলো। রোজমেরী একটি একান্ত পরিচিত মুখের সন্ধান করে আবার ব্যর্থ হলো। মনে হচ্ছে ফ্রান্স্ আসেনি, এলেও এমন কোথাও দাঁড়িয়ে আছে যেখান পর্যন্ত ওর দৃষ্টি পৌছাচ্ছে না। ওল্ডরীক কারাশেককেও দেখতে পেলো না রোজমেরী। আস্তে আস্তে অপস্রিয়মান জনতার মধ্যে দিয়ে পথ করে রোজমেরী ওয়েনসেস্লাস স্কোয়ারের দিকে এগুতে লাগলো।

আজকের জনতার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগলো রোজমেরী। সেদিন আর আজকের মধ্যে কত তফাৎ। স্ববোদা, ডুবচেক ফিরে এসেছেন। কিন্তু কী নিয়ে ফিরলেন ওঁরা, চেকবাসীদের জন্য কোন্ আশ্বাসের বাণী নিয়ে ওঁরা স্বদেশে ফিরে এলেন? রাশিয়ান ট্যাংক আর সাঁজোয়া বাহিনীর গতি আজও অব্যাহত, আর কোন দিন চেকোশ্লোভাকিয়া তার সার্বভৌমত্ব ফিরে পাবে কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মস্কো চুক্তি চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত স্বপ্নকে, উদারনীতিকরণের মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে যেন রূঢ় আঘাত হানলো। জনতার মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই—নেতারা নিরাপদে ফিরে এসেছেন কিন্তু জনতার পক্ষ থেকে সেই সোচ্চার অভ্যর্থনা রোজমেরীর নজরে পড়লো না। ২০ শে আগষ্টের সেই অন্ধকার রাত্রির প্রতি মুহূর্ত তবু যেন সংকল্পের দৃঢ়তায় আজকের থেকে অনেক উজ্জ্বলতর

ছিল, নীরস্ত্র প্রতিরোধের সেই অবিস্মরণীয় প্রত্যয় আজ যেন হতাশায় হারিয়ে গেল।

রোজমেরীর শরীর মনে ক্লান্তি, এক অব্যক্ত কান্নায় যেন ওর অন্তর ভেসে যাচ্ছে। সেদিনকার সেই দৃশ্যটি আবার ওর চোখের উপর ভাসতে লাগলো—সেই মধ্যবয়সী দম্পতির স্বচ্ছন্দ মৃত্যুবরণ। কিন্তু কেন ওঁরা এমন করে আলিংগন করলেন মৃত্যুকে, কীই বা প্রয়োজন ছিল তার? রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীও চেক ভূমি থেকে সরে গেল না—এ্যাকশন প্রোগ্রামের মৃত্যু ত কেউ রদ করতে পারলো না? প্রতিবিপ্লবের অজুহাত তুলে ব্রেজনেভের রাশিয়ার শাসন দণ্ড কঠোর ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে আঘাত হানতে একটুও দ্বিধা করলো না।

দু'চোখ ভরে আলেকজাণ্ডার দুবচেককে দেখতে এসেছিলেন রোজমেরী। ভাষণ দিতে গিয়ে দুবচেক কাঁদছিলেন। একটি বাক্যও পুরো শেষ করতে পারেননি তিনি। ভাবাবেগে ওঁর কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, মুহ্যমান জনতাকে উনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসন যন্ত্রের দৈন্যদশা আরও নির্লজ্জ হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়লো সারা পৃথিবীর সমাজবাদী মানুষের কাছে। দুবচেক যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটুকুই হারিয়ে এসেছে মস্কোয়। সিয়ার্ণো বৈঠকে যোগ দেবার সময় দুবচেকের সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না চেকোশ্লোভাকিয়ার নাগরিকরা। ওয়ারশ জোটের প্রচণ্ড চাপেও দুবচেক এতটুকু বিচলিত বোধ করেননি। সেই দুবচেক আজ প্রাগবাসীদের সামনে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে এসে সেদিনকার সেই বেঞ্চিটাতেই বসে পড়লো রোজমেরী। আর কোথাও যাবার ইচ্ছেটুকু পর্যন্ত ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। মনে হচ্ছে সবই হারিয়ে গেছে, চেষ্টা করেও একটা সম্পূর্ণ মানুষের মুখ রোজমেরী মনের আয়নায় ধরতে পারলো না। ফ্রানৎস, কারশেক, রাসেলকা, লেভচিক সবার মুখের ভগ্নাংশ মিছিলের মত ওর সামনে দিয়ে ভেসে গেল। রোজমেরী যেন ব্যাকুল, ভীতসন্ত্রস্ত মন নিয়ে কোন কিছুকে জোর করে আঁকড়ে ধরতে চাইল, কিন্তু কুয়াশার মত একটা অস্পষ্ট অস্তিত্বের মধ্যে যেন ওরা সকলে পলায়ন করলো।

আমি কার কাছে, কোন্ আশ্রয়ের সন্ধানে এখন বেরিয়ে পড়বো। রোজমেরী মনে মনে ভাবতে লাগলো। ফ্রান্স্ লেবেনহার্ট আর ওল্ডরীক কারাশেক— কালকের রাত্রি পর্যন্ত দুজনের জন্যই একটা তীব্র উন্মাদনা বোধ করছিল। দু'জনই যেন সমানভাবে ওকে আকর্ষণ করছিল। নিজেকে দ্বিধা সংশয়ের মধ্য থেকে টেনে আনার প্রাণপণ চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। লজ্জায় কারও সামনেই উপস্থিত হবার মানসিকতা ওর ছিল না। এমন একটা সময়ও গেছে যখন ওদের দু'জনের যে কেউ এসে রোজমেরীর মনের দুয়ারে আহ্বান জানালে ওর যেন ক্ষমতা ছিল না সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার। ভগবানের দোহাই সেই সংকট রোজী একটু একটু করে কাটিয়ে উঠেছে। আজ সকালে একটা স্থির সংকল্প নিয়েই বাসা থেকে বেরিয়েছিল রোজী, আজ ফ্রান্স্‌কে ধরবে, ফ্রান্সের কাছে নিজেকে সমর্পন করে ভার মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রান্স্‌কে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেল না। আলেকজাণ্ডার দুবচেকের ভাষণ ওর মনের সেই সিদ্ধান্তকে যেন প্রচণ্ড আঘাত হানলো। আজ, এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে ফ্রান্স্‌কে খুঁজে পাবার আর কোন অর্থ নেই, ফ্রান্স্‌কে দেবার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই ওর। ভাগ্য বিড়ম্বিত, বৈদেশিক শাসনে লাঞ্ছিত জাতির একটা মেয়ের ভালবাসার কোন মূল্য আছে কি ?

চিৎকার করে কাঁদতে পারলে বেঁচে যেত রোজমেরী। কিন্তু চোখের উপকূল শুকিয়ে গেছে। একটা অস্থির অমোঘ যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে কেবল হাহাকার উঠছে। ওর চারদিকে ভীড়, জনতার অস্থিরতা ওকে যেন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করছে না। কাল কি ঘটবে সেজন্য এই অস্থিরতা নয়, আর একটা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেকোস্লোভাকিয়া তার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলো বলেই জনতার এই অসহায় অবস্থা। কিন্তু সবটুকু ছাপিয়েও যেন রোজীর নিঃসংগ, নিঃসম্বল মনের বোবা কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

প্রায় চকিতে, প্রায় বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত আর একটা মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে রোজীকে যেন এই পৃথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনলো। অভিমানে স্ফীত ওষ্ঠ, স্বপ্নভংগের হতাশায় ম্লান করুণ মুখচ্ছবি, দু'চোখের কোণায় অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত টলটল করছে। লেনকা রিগেনোভা। চমক ভেংগে তাকাতেইও সেই মুখ আবার মিলিয়ে গেল। কিন্তু রোজমেরীকে যেন একটা ঠিকানা জানিয়ে গেল। এক্ষুনি যেতে হবে, লেনকার কাছে গিয়ে

নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তারপর রোজমেরীর ছুটী, নইলে নিজেকে কোনদিন ও ক্ষমা করতে পারবে না।

একরকম উর্ধশ্বাসে ছুটলো রোজমেরী। আর একটুও দেরী করলে চলবে না, যেমন করে হোক লেনকাকে এখুনি ওর চাই, এই মুহূর্তে। ওকে সংগে নিয়েই কারাশেকের সামনে হাজির হতে হবে। রিক্ত, নিঃস্ব চেকোশ্লোভাকিয়া হয়তো আর কাউকে কোন বলিষ্ঠ স্বপ্ন উপহার দিতে পারবে না, কিন্তু রোজীর হাতে এখন সেই সঞ্চয়ের সম্পদ রয়েছে। লেনকাকে তা উপহার দিয়ে রোজী নিজেকে ধন্য করে তুলবে।

কিন্তু আর একটা ভয়ংকর আঘাত ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত ওর জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল। লেনকার বাসার সামনে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হলো রোজমেরীকে। এখানে এত ভীড় কেন, এমন উত্তেজিত জনতার মিছিল কেন? এখানে আবার কি ঘটলো? রাস্তায় অগুনতি মানুষ, সবারই বজ্রমুষ্টি আকাশের দিকে তোলা, সকলের মিলিত চিৎকারে আবহাওয়া ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বেসামরিক চেক পুলিশের গাড়ী দরজার কাছে দাঁড়ানো, জনতাকে শান্ত করার চেষ্টায় ওরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রোজীর পক্ষে সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

—কি হয়েছে? জনতার একজনকে রোজী জিজ্ঞেস করলো।—কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?

—মিস রিগেনোভা সোভিয়েট সৈন্যের গুলিতে আহত হয়েছেন। ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ গলায় বললেন।—আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে উনি খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালের গাড়ী ওঁকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

—লেনকা আহত? রোজী যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না।—লেনকার মত মেয়ে এমন কি করতে পারে, যাতে রাশিয়ান সৈন্য গুলি করতে বাধ্য হলো?

—একটু যদি ভিতরে যেতে পারতাম। রোজমেরীর দু'চোখ জলে ভরে গেল।—লেনকা এখন কেমন আছে জানবো কেমন করে?

—উনি ভালই বোধ করছেন। পুলিশের গাড়ী থেকে একটু আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তেজিত না হয়ে জনতাকে সরে যেতে অনুরোধ করছে

চেক পুলিশ—স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার পুলিশ। বিশ্বাস করতে আপনার ইচ্ছা হয়?

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। রোজমেরী ব্যাকুল গলায় বললো।—আমি কি যে করি।

—অস্থির হয়ে আর কি করবেন। ভদ্রলোক রোজীকে সান্ত্বনা দিলেন।—সবটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

হঠাৎই যেন কারাশেকের কথা মনে পড়লো রোজীর। কারাশেক কি জানতে পেরেছে লেনকা মৃত্যুর দরজায় গিয়ে পৌঁছেছে। কত তাড়াতাড়ি ওকে খবর দেওয়া যায়।

রোজমেরী সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠলো। চট্ করে জনতাকে সরিয়ে নিজের পথ করে নিয়ে সামনের দিকে ছুটলো। বেশীদূর যেতে হলো না ওকে—সামনেই একটা মেডিকেল স্টোর্স দেখে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো। সরাসরি টেলিফোন বুথে গিয়ে হাজির হলো। কারাশেকের টেলিফোন নম্বর জানে না রোজমেরী। তাই ফ্রান্‌স্‌কেই টেলিফোন করলো।

—হ্যালো। ওদিক থেকে ফ্রান্‌সের ভারী গলা চিনতে একটুও দেরি হলো না ওর।

—ফ্রান্‌স্‌। আমি রোজী। একটুও দেরি করোনা ফ্রান্‌স্‌, লক্ষ্মীটি, আমার সব দোষ মার্জনা করে এক্ষুনি ছুটে এসো লেনকার বাসায়। কারাশেককে কোন রকমে খবর দিতে পারো কিনা দেখো।

—অমন করছো কেন? কী হয়েছে সেটা বলবে ত? ফ্রান্‌সের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এলো।

—সবটাই আমার দোষ ফ্রান্‌স্‌, আমার, আমার। রোজী কান্নায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো।—লেনকা ভীষণ আহত, রাশিয়ান সৈন্য ওকে গুলি করেছে। আর কিছু আমি জানিনে ফ্রান্‌স্‌, ওর সংগে আমার এখনও দেখাই হয়নি। ওর বাসার সামনে ভীষণ ভীড়, আমি ভিতরে যেতে পারছি না। তুমি আসছো ত ফ্রান্‌স্‌, এক্ষুনি আসছো ত?

—আমি কারাশেককে নিয়ে এক্ষুনি আসছি। ফ্রান্‌স্‌ টেলিফোন ছেড়ে দিল।

তারপর কী অস্থির প্রতীক্ষা। রোজী রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলো। জনতার উত্তেজিত কণ্ঠ ওর কানে গেল না, চেক পুলিশের ঘোষণা

রোজী শুনতে পেলো না। ওর দু'চোখ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। অবশেষে রোজীর হিসাবে অযুত নিযুত মুহূর্ত কেটে যাবার পরে একসময় ফ্রান্সের পরিচিত গাড়ীটিকে আসতে দেখে রোজী যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। একরকম অন্ধের মত ছুটে ফ্রান্সের গাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলো ফ্রান্স্ আর কারাশেক দু'জনেই গাড়ী থেকে নামছে।

—ফ্রান্স্, তুমি এত দেরি করলে কেন? রোজী ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চলো, এক্ষুনি ভিতরে চলো।

—তুমি একটু শান্ত হও রোজী। ফ্রান্স্ ওকে সস্নেহে দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিল।—কারাশেককে নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।

—রোজী। কারাশেক নিষ্প্রাণ নিরুত্তাপ গলায় ডাকলো।—অতটা ভেঙে পড়ো না। সেদিন ত তুমি এর চেয়েও কঠিন আঘাত সইতে পেরেছ।

—কারাশেক। রোজী ফ্রান্সের আলিংগন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কারাশেকের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরলো।—কারাশেক, লেনকার যদি কিছু হয় আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না।

—এখন সে'কথা থাক রোজী। কারাশেক বললো—চলো, ভিতরে যাবার চেষ্টা করি।

ভীড় ঠেলে অনেক কষ্টে ক্যাপ্টেন লিবিচেকের দরজার কাছে আসতেই ফ্রান্স্ দেখতে পেলো মিস্টার জিরি বেনেস উপর থেকে নেমে আসছেন।

—নমস্কার মিস্টার বেনেস। ফ্রান্স্ বললো।—লেনকা কেমন আছে?

—নমস্কার, মিস্টার লেবেনহার্ট, নমস্কার, মিস্টার কারাশেক। মিস রিগেনোভা সুস্থই আছেন, ওর আঘাত তেমন গুরুতর নয়, ডান পায়ে গুলি লেগেছিল, আঘাত মারাত্মক হতে পারেনি। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আপনাদের কথা বলছিলেন। আমি আপনাদের খবর দিতেই যাচ্ছিলাম। ভালই হয়েছে আপনারা এসে পড়েছেন।

—এঁকে ত আপনি চেনেন না। মিস কাভানোভা। উনিই আমাদের খবর দিয়েছেন।

—নমস্কার, মিস কাভানোভা। মিস্টার বেনেস হাত বাড়িয়ে দিলেন। —আপনার কথা আমি জানি। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

—আপনি বলছেন লেনকার আঘাত তেমন গুরুতর নয়? রোজী কোন রকমে জিজ্ঞেস করলো।

—না, প্রাথমিক চিকিৎসার পর উনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

—কি করে ঘটলো এমন দুঃখজনক ঘটনা?

—মিস রিগেনোভা আজ সকালে যথারীতি সোভিয়েট মিলিটারী ক্যাম্পে হাজির হয়েছিলেন। গার্ডের সংগে ওর কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। মিস রিগেনোভা ওর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সোভিয়েট রক্ষী বাহিনী ওঁকে স্থানত্যাগ করার আদেশ করে। মিস রিগেনোভা সেটা একরকম অগ্রাহ্য করে ভিতরে যাবার জন্য এগিয়ে গেলে রক্ষী বাহিনীর একজন ওর পায়ে গুলি করে। আমাদের টহলধারী গাড়ী তখন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ওঁকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে গিয়ে ওঁকে দেখতে যাই। অল্পের জন্যই আঘাত তেমন গুরুতর হতে পারেনি।

—স্কাউন্‌ড্রেলস্‌। কারাশেক দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করলো।—একটা নিরস্ত্র মেয়েও ওদের হাত থেকে নিস্তার পেলো না!

মিস্টার বেনেসের সংগেই ওরা উপরে উঠে গেল। ক্যাপ্টেন লিবিচেক বাইরের ঘরে পায়চারী করছিলেন ওদের দেখেই দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

—মিস্টার লেবেনহার্ট, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। লিবিচেক ভারী গলায় বললেন।—আমি আঘাতের বদলে আঘাত না হেনে কখনও থামিনি। রাশিয়ান সৈন্যরা এই অপরাধের শাস্তি পাবে।

—অস্থির হবেন না ক্যাপ্টেন। ফ্রান্‌স্‌ ওঁর হাত ধরে ওঁকে শান্ত করতে চাইলো।—মিস্টার বেনেসের মুখে শুনলাম লেনকার আঘাত গুরুতর হয়নি। রোজী, তুমি কারাশেককে নিয়ে লেনকার ঘরে যাও, আমি আসছি।

রোজমেরী আর কারাশেক ভিতরে চলে গেল। লেনকা বিছানায় শুয়ে ছিল, ওর ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

—লেনকা, রোজী বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়লো। জলে ওর দু'চোখ ভেসে যাচ্ছে।—লেনকা, এখন কেমন আছিস্‌ ভাই? কারাশেককে আমি তোর কাছে ডেকে এনেছি লেনকা। বল্‌, আমার উপর তোর আর রাগ নেই।

—তোর উপর রাগ করতে যাবো কেন রোজী? লেনকা হাসতে চেষ্টা

করলো। কারাশেকের দিকে চোখ তুলে চাইল। কারাশেক ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কারাশেক, আমি ভীরু নই। লেনকা হাসতে হাসতে বলতে লাগলো। —গুলির ভয়ে আমি পিছিয়ে আসিনি। ওরা গুলি করে আমাকে মেরে ফেললেও আমি ভয়ে পালিয়ে আসতুম না।

—জানি। কারাশেক গভীর মমতায় ওর কপালে হাত রাখলো। জানি, তুমি কোন কিছুতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে পারো না। রাশিয়ানরা তোমাকে নিরস্ত্র জেনেও গুলি করলো—এটা ভাবতেও লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে লেনকা। সমাজতন্ত্রীরা কোনদিন কাপুরুষ হতে পারে না—এটাই আমার বরাবরের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস আর বজায় রাখতে পারছি না।

—কারাশেক। লেনকা ধীর গলায় বললো।—আমি গত তিনদিন ধরে অনেক রাশিয়ান সৈন্য আর অফিসারদের সংগে আলাপ আলোচনা করে দেখেছি। তাদের অনেকেই আমার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারলেও এটা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি যে ভ্রাতৃপ্রতিম অন্য একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর এই সামরিক হস্তক্ষেপে তাঁরা অনেকেই খুশি নন। তবু সোভিয়েটের বর্তমান শাসকদের আদেশ মানতে তাঁরা বাধ্য। চেকভূমির নাগরিকদের প্রতি তাঁদের সমবেদনার অন্ত নেই। সমাজতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার অদল বদল করা সম্ভব নয়, আমাদের মত ওঁদের অনেকেও তার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। তাঁরাও বিশ্বাস করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা নির্ভরশীল। আমাদের "এ্যাকশন প্রোগ্রাম" সম্পর্কিত উদারনীতিকরণ তাঁদের মধ্যেও অনেককে উৎসুক করে তুলেছে। কিন্তু আর এক দল আছেন যাঁরা আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধের কঠোর নিগড়ে আজও নিজেদের বন্দী করে রেখেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নূতন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাকে তাঁরা মার্কসবাদের অবমাননা বলে মনে করেন। ব্রেজনেভের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান তাঁদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ বিকাশ। এঁদের সংগে আমি অনেক তর্কবিতর্ক করেছি, আমাকে তাঁরা প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেননি। তাঁদেরই একজন যদি নিজের ক্রোধকে সংবরণ করতে না পেরে আমার মত একজন লেনিনবিরোধী প্রতিবিপ্লবীকে গুলি করে থাকেন—এমন অন্যায় আর কি করলেন ?

—লেনকা, তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। রোজমেরী মিনতি করে বললো।—এ'সব আলোচনা আমরা তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা অবধি মুলতুবী রাখতে পারি।

—আমি সুস্থ হয়ে কি করবো রোজী? লেনকা হাসতে চাইল।—মরতে পারলেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পেতাম। পরাধীনতার মধ্যে আমি বাঁচতে চাইনে। কিছু মনে করো না কারাশেক, তোমাদের নিরস্ত্র প্রতিরোধের শূন্য আওয়াজ আমাকে ক্রমশঃই বিরক্ত করে তুলছে। মস্কো চুক্তির পর তোমরা কি ভাবছো জানি না, কিন্তু চেক নেতাদের সশরীরে প্রাগে ফিরে আসার শুভ খবরটুকু ছাড়া আমাদের পক্ষে কল্যাণকর আর কিছু ওখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না। কম্যুনিজমে তোমাদের বিশ্বাসকে আমি আঘাত হানতে চাই না কিন্তু ওয়ারশ চুক্তির সামরিক আওতায় বন্দী হয়ে কেবলমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থের ক্রীড়নক হয়ে বাঁচার নাম যদি সমাজতান্ত্রিক শাসনের পরাকাষ্ঠা বলে তোমরা মনে করো আমি লজ্জা আর ঘৃণায় আত্মহত্যা করবো।

লেনকা উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্‌স্‌, বেনেস এবং ক্যাপ্টেন লিবিচেক ঘরে এসে ঢোকাতে কারাশেকের আর কিছু বলার সুযোগ হলো না।

—আপনার শেষের কথাটুকু আমার কানে গেছে মিস রিগেনোভা। জিরি বেনেস আস্তে আস্তে বললেন।

—আমাদের অকর্মণ্যতাকে, আমাদের মস্কো চুক্তিকে স্বীকার করাকে আপনার তরুণ মন গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের আজকের ভাষণ আপনার শোনার সুযোগ হয়েছে কিনা জানি না। তাঁর সমস্ত কথাগুলি আমার মনে হয়েছে চোখের জলে সিঞ্চিত, হৃদয়ের বেদনায় সম্পৃক্ত। এ্যাকশন প্রোগ্রামের রূপায়ণে যে মানুষের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল সেই মানুষকে আজ চোখে দেখলে আপনি নিজেও কান্না রোধ করতে পারতেন না। আপনাদের মত তরুণ-তরুণীরা, দেশকে যারা হৃদয়ের উত্তাপে ভালবাসেন—আর একটু ধৈর্য্য ধরুন এটাই আমার অনুরোধ। ইতিহাস থামবে না, চেকোশ্লোভাকিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারবে—এই বিশ্বাস আমার রয়েছে।

—না, মিস্টার বেনেস। লেনকা অস্থির গলায় বললো।—একটু আগেই ডাক্তার আমাকে উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন, তবু আমার বাসার সামনে সমবেত চেক নাগরিকদের কাছে চিৎকার করে এই আবেদন জানাতে আমার

ইচ্ছে করছে যে মস্কো চুক্তির দলিলে আমাদের যে সব নেতারা স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে রাশিয়ার ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিকে সহ্য করতে না পেরে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। গত রাত্রিতে ন্যাশনাল এসেম্ব্লির দেয়াল থেকে যাঁরা ডুবচেক আর স্ববোদার ছবি অপসারিত করেছেন আমি মনেপ্রাণে তাঁদেরই সমর্থন করছি। সেই বোকা রাশিয়ান সৈন্যটা পায়ের বদলে আমার বুকে যদি গুলি করতো অনর্থক এই যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পেতাম মিস্টার বেনেস।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন—ওঁর একটি হাত তখনও ফ্রান্সের হাতের মুঠোয় রয়েছে। রোজমেরী একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। ওর বুঝতে কষ্ট হলোনা যে বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনকে শান্ত করতে ফ্রান্সের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, ওর দু'চোখে এখনও গভীর বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

—লেনকা, ফ্রান্স্ সামনে এগিয়ে এসে গভীর মমতায় বললো।—তোমার সত্যিই উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের সব স্বপ্নের সমাধি যখন রচিত হয়ে গেছে তখন সরকারের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের ভিত যেন আলগা না হয়ে যায়। তুমি বিশ্বাস করো লেনকা এই মুহূর্তে আমাদের কারও নিজের জীবনের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ নেই। তুমি আমার কাছ থেকে ধরে নিতে পারো ডুবচেক অথবা প্রেসিডেন্ট স্ববোদা কেবল মাত্র মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়েই মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি। কিন্তু সমাজতন্ত্রী শিবিরের সংগে বিরোধের আসরে নেমে এ্যাকশন প্রোগ্রামকে বাঁচান যাবে না। আমরা যত তাড়াতাড়ি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছিলাম, তার অগ্রগতি এতে বাধাপ্রাপ্ত হলো মাত্র। এ'কথা বিশ্বাস করো চেকোশ্লোভাকিয়ার শিরা-ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, হাজার হাজার সোভিয়েট সৈন্যের হাজার বছরের চেষ্টায়ও সেই প্রবাহকে স্বধর্মচ্যুত করতে পারবে না। তোমার আঘাত কেবল তোমাকেই আঘাত করেনি, তোমার স্বদেশবাসীর সকলেরই বুকে এই আঘাত সমানভাবে বেজেছে। তবু সমাজতন্ত্রকে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রতীতি দিয়ে অবলম্বন করে থাকবো। আমি পৃথিবীর কাছে শুধু একটা কথাই সবিনয়ে জানাতে চাই যে জঙ্গীবাদের লৌহ-শিবিরে সমাজতন্ত্রকে আর বন্দী করে রাখা যাবে না, মানবিক আবেদনের সম্পদে সমাজতন্ত্রের ভাণ্ডার পূর্ণ, তার জয়যাত্রা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

—মস্কো চুক্তির পরেও এ'কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

—হ্যাঁ বলি। সেদিন ভীড়ের মধ্যে আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, আমাকে তুমি রাস্তার ধারে টেনে এনেছিলে লেনকা, আমার দুর্বল শরীরটাকে তুমিই জোর করে বাসা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। সেদিন কিসের জন্য আমরা আরও বাঁচতে চেয়েছিলাম লেনকা? আমরা কি জানতাম না ওয়ারশ জোটের সৈন্যরা একবার যখন চেকভূমিতে প্রবেশ করেছে তখন কেবল আমাদের অনুরোধ আর মিনতিতে, আমাদের ঘৃণা আর প্রতিরোধে ওরা ফিরে যাবে না? আমরা কি জানতাম না আমাদের নেতাদের যখন ওরা মস্কো ধরে নিয়ে গেল, তখন কেবল আমাদের সর্তগুলি পূরণের জন্যই ওরা একটা চুক্তিপত্র হাজির করবে? আমরা সবই জানতাম লেনকা। তবু বেঁচে থাকার শপথ আমরা নিয়েছি। আমরা জানি সমাজতন্ত্র কোন মৃত মতবাদ নয়, আমরা জানি কম্যুনিজমের মধ্যেই ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য অমৃতধারার সঞ্চয় হয়েছে। জানি বলেই কারও চোখ রাঙানিতে আমরা প্রতারিত হবো না, জানি বলেই উদারনীতি-করণের এই বিপদজনক পথে আমরা পা বাড়িয়েছি। জানি বলেই আমরা বলতে পেরেছি কম্যুনিজম আর জঙ্গীবাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে না। মস্কো চুক্তি কীই বা দিতে পারবে? চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ভাঙন ধরিয়ে এ্যাকশন প্রোগ্রাম পরিত্যক্ত করার এটা একটা অপকৌশল মাত্র। শ্লোভাকিয়ার নেতা গুস্তাভ হুজাকের আজকের বিবৃতির মধ্যেই সেই ভাঙনের বীজ নিহিত রয়েছে। হুজাক গত ২২শে আগষ্টের গোপন চতুর্দশ কংগ্রেসের অধিবেশনকে বে-আইনী বলে মতপ্রকাশ করেছেন। নভোৎনির মত রক্ষণশীল নেতাদের আবির্ভাবের এটাই চরমলগ্ন। সোভিয়েট রাশিয়াও চাইছে চেকোশ্লোভাকিয়ায় কাদার, গোমুলকা, উলব্রিখট অথবা ঝিভ্‌কোভের মত একজন কেউ জাঁকিয়ে বসুক—যিনি হবেন সোভিয়েট রাশিয়ার 'ইয়েসম্যান'—যিনি রাশিয়ার অনুরোধ মত দেশ শাসন করবেন। গুস্তাভ হুজাকের বক্তব্য রাশিয়ার এই অভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদ লেনকা, স্বদেশের ক'টা লোকের হাতে হয়তো আমাদের পরাধীনতা চিরকালীন হয়ে উঠবে। রাশিয়াকে ঠেকানোর চেয়ে এঁদের আগে রুখতে হবে লেনকা। বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করা বরং সহজ লেনকা কিন্তু স্বদেশী দুর্বৃত্তদের সংগে যুদ্ধ করতে গেলেই দেশের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে। মস্কো চুক্তির ফলে সেই

অমোঘ বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ আমরা পাচ্ছি লেনকা। এটা হেলাফেলা করার জিনিষ নয়।

ওঁরা সকলেই অবাক বিস্ময়ে ফ্রান্‌সের কথা শুনছিলেন, ফ্রান্‌স্ থামতেই জিরি বেনেস যেন প্রাণে সম্বিত ফিরে পেলেন।

—আমি যাই। বেনেস বললেন।—দরজার সামনে দাঁড়ানো অপেক্ষমান জনতাকে মিস রিণেনোভার খবরটা দিয়ে আসি। ওদের শান্ত করে ঘরে পাঠাই। আমি খানিকক্ষণ পরেই ফিরে আসবো মিস্টার লেবেনহার্ট, মিস রিণেনোভার বদলে মিস কাভানোভা আজ আমাদের পানীয় পরিবেশন করবেন। আপনার আপত্তি নেইত মিস রিণেনোভা?

—না, না। লেনকা সলজ্জভাবে হাসলো।—রোজী আমার বন্ধু, আমার হয়েই আপনাদের আদর আপ্যায়ন করবে। পারবি না রোজী?

—পারবো। রোজী লেনকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিল। তারপর কারাশেকের মুখের দিকে নিজের গাঢ় গভীর চোখের দৃষ্টি ফেলে বললো—কেবল এই দুষ্টু ছেলেটাকে ড্রয়িংরুমে যেতে দেবো না। তোর কাছে বসে এতদিন ধরে তোকে অবহেলা করার জন্য একান্ত গোপনে ক্ষমা চাইবে। কারাশেক ভারী ভালমানুষ লেনকা, আমার অনুরোধ তোর বিশ্বাসের সবটুকুই ওর উপর তুই অর্পণ করে দিস, তোর সমস্ত দায়িত্ব ওর উপর ছেড়ে দিস।

রোজমেরীর কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধতায় সারা ঘরের বাতাস যেন ভরে গেল। কৃতজ্ঞতায় লেনকার দু'চোখ জলে ভরে গেল। আর কারাশেক গভীর আবেগে একবার রোজমেরীকে দেখে নিয়ে লেনকার হাতটা নিজের প্রশস্ত করতলের মধ্যে তুলে নিল।

বাকী তিনজন মানুষ নীরবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। ওদের পিছনে পিছনে রোজমেরী কাভানোভাও।

২৮শে আগস্টের বিকেল থেকে আবহাওয়া আবার যেন গরম হয়ে উঠলো। স্বাধীন প্রাগ রেডিওর ঘোষণা প্রচারিত হলো যে মস্কো চুক্তি চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে দ্বিতীয় মিউনিক চুক্তি হিসেবে গণ্য করার মতো ব্যাপার। ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার অনুপস্থিতিতে মিত্রপক্ষ নাজী জার্মানীর হাতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে তুলে দিয়েছিল। ঠিক তেমনি করেই চেক নেতাদের দিয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মস্কো চুক্তিতে সই করিয়ে নিয়েছে। রেডিও ঘোষণায় অবশ্য বার বার বলা হলো যে কমরেড আলেকজাণ্ডার ডুবচেক এবং প্রেসিডেণ্ট স্ববোদার অবশ্যই এই ব্যাপারে অন্য কিছু করার ছিল না, তাঁরা বাধ্য হয়েছেন মস্কো চুক্তির সর্তাবলীকে মেনে নিতে। জনসাধারণের প্রতি এই অনুরোধ বার বার জানান হলো যে তাঁরা যেন শান্ত এবং দৃঢ়ভাবে তাদের প্রতিরোধ সংকল্পে অটুট থাকেন।

একুশে আগস্টের মতই আবার পোষ্টারে পোষ্টারে সারা প্রাগ শহর ছেয়ে গেল। "Ten Commandment" নামে প্রচারিত প্রাচীরপত্রে যে দশটি প্রতিজ্ঞার কথা ছাপা হলো তা' এরূপ—"We have not learnt anything. We don't know anything. We don't have anything. We don't give anything. We don't sell anything. We don't help. We don't betray. We will not forget anything. শেষের লাইনটি বড় বড় টাইপে ছাপান।

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীও রাস্তায় রাস্তায় প্রচারপত্র ছড়াতে লাগলো। তাতে প্রচার করা হলো যে দু'জন সোভিয়েট সাংবাদিক চেক সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন। এই দু'জন সাংবাদিকের নাম কারেল নেপোমস্কি এবং আলেকজাণ্ডার ভরিফিন। প্রাচীরপত্রে এটা জানান হলো না যে কখন কিভাবে এঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রাগবাসীদের মধ্যেও একজনও এই প্রচারপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। অনেকের পায়ের কাছেই মাটিতে এটি পড়ে রইলো, হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে দেখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলেন না।

আট হাজার ছাত্রের একটি শোভাযাত্রা প্রাগের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে

লাগলো। তাদের সামনে পোষ্টার—"বিশ্বাসঘাতকতার সংগে কোন আপোষ নয়।" ছাত্রদের মিছিল একান্তভাবে শান্ত, সোভিয়েট পাহারাদার সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে ওরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলো।

ফ্রান্‌স্ লেবেনহার্টের মনে আজ একটু প্রশান্তি ছিল। লেনকা রিণেনোভার আঘাত গুরুতর হয়নি, লেনকা বেশ সুস্থ আছে দেখে এসেছে। আজ কারাশেক ওর সংগে নেই। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময়ও কারাশেক লেনকার ঘরে বসেছিল। মিষ্টার জিরি বেনেস এবং রোজমেরীও ওর সংগে বেরিয়ে এসেছিল।

—মিষ্টার লেবেনহার্ট। ক্যাপ্টেন লিবিচেক তাঁর ভারী গলায় বলছিলেন।—আমার দুর্ভাগ্য আজও দুর্বল শরীর নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মুখে জয়ের হাসি দেখে আমি মরতে পারলাম না। আমার একমাত্র সন্তান আজ ওদের হাতে নিগৃহীতা অথচ আমার সৈনিকের হাত দু'টি নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। এমন পরাজয় সারা জীবনে আর আমাকে ভোগ করতে হয়নি।

—জানি ক্যাপ্টেন। ফ্রান্‌স্ সমবেদনার গলায় বলছিল।—তবু আপনাকে অনুরোধ করছি বিচলিত হয়ে আমরা শুধুই ভুল করবো, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে কোনদিন পারবো না। লেনকা আহত হয়েছে কিন্তু তার পুরস্কারও পেয়েছে। অধ্যাপক কারাশেক অসাধারণ মানুষ, তাঁর ভালবাসা থেকে লেনকা বঞ্চিত হয়নি। আপনি ওদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করুন ক্যাপ্টেন। জানি, আমাদের হৃদয়ঘটিত এ'সব ছোটখাটো ঘটনার আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দাম নেই—তবু এ'কথাও আমাদের ভুললে চলবে না ক্যাপ্টেন যে ভবিষ্যতের আশা আনন্দের স্বপ্ন নিয়ে আজকের অন্ধকারের মুহূর্তগুলি আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে। আপনি প্রবীণ বিজ্ঞলোক, আপনাকে আর কিছু বলা আমার পক্ষে উচিত হবে না ক্যাপ্টেন।

রাস্তায় নেমে বেনেস ওদের দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

—বিকেলে একবার মিস্টার লেভচিকের বাসায় আসুন। ফ্রান্‌স্ অনুরোধ জানাল। আমি অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারকে একবার টেলিফোন করবো। আপনি কি জানেন মিষ্টার পোচোনা মুক্তি পেলেন কিনা?

—বন্দী চেকবাসীদের প্রায় সকলেই মুক্তি পাবেন বলে আমার বিশ্বাস, মিস্টার

লেবেনহার্ট। বেনেস বললেন—মিষ্টার পোচোনা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগ তেমন জটিল নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

—আমি ওঁদেরও খোঁজ নেব। সম্ভব হলে ওঁদেরও মিস্টার লেভচিকের ওখানে আসতে বলবো।

—আচ্ছা। আমি বিকেলে ওখানে যাবো। এখন চলি, নমস্কার।

—নমস্কার। ওরা দু'জনে বেনেসকে বিদায় দিল।

জিরি বেনেস চলে যাবার পর ওরা দু'জন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লেনকার ওখানে ফ্রান্‌সের সংগে কথা বলার একটুও সুযোগ হয়নি রোজীর।

—এখন কোথায় যাবে ভাবছো? রোজী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

—তোমাকে পৌছিয়ে দেবো?

—তুমি কি আমার ওখানে যেতে চাও?

—আমি ক'দিন ধরেই ভারী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি রোজী। ফ্রান্‌স্ অনুনয় করে বললো।—তুমি হয় তো আমার উপর রাগ করেছো রোজী, কিন্তু বিশ্বাস করো আমার মানসিকতা একটা অজানা আশংকায় ছেয়ে রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এ্যাকশন প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে না। এখন মস্কো চুক্তির ভাষ্য পড়ে মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে সে আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই আর আমাদের নেই।

—তুমি কি আমাকে আমার নিজের কথা বলার কোন সুযোগ দিতে চাও না? রোজী ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো।—আর কোনদিন কি ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা কবার আমরা কোন সুযোগ পাবো না?

—কি জানি। ফ্রান্‌স্ সমবেদনার গলায় বললো।—লেনকার গায়ে গুলি লেগেছে বলে তুমি যখন আমাকে টেলিফোন করলে তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানো ত? আমি ভেবেছিলাম লেনকার এই আত্মনিগ্রহ আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কারাশেককে আমি সে কথা জানাতে দ্বিধা করিনি। কারাশেক লেনকাকে অবহেলার কথা স্বীকার করেছিল এবং সুযোগ পেলে লেনকার কাছে সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে বলেছিল। লেনকাকে একটু সুস্থ দেখে আর কারাশেককে ওর শিয়রে বসে থাকতে দেখে আমার মনের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা সরে গেছে রোজী।

—কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো ফ্রান্‌স্, আর কোনদিন আমরা কেউই

যেন সুস্থতর স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখতে পাবো না। আজ সকালে ডুবচেকের সেই কান্নাভেজা ভাষণ আমার সারা মনে একটা তীব্র কান্নার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে—আমি প্রাণপণে সারাদিন তোমাকে খুঁজেছি কিন্তু এখন আমি কেন যে কিছুই জানাতে পারছি না আমি নিজেই জানি না।

—আমার নিজেরও বলার কথা কম ছিলনা রোজী, ফ্রান্‌স্ নিজের গাঢ় গভীর চোখ রোজীর মুখের উপর তুলে বললো—জানো গত কয়েকটা দিন আমার এতদিনকার জীবনের সব অভ্যাসকে বদল করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে কিন্তু আমি কাজে যোগ দিতে পারিনি। সব রকমের বিপদকে অগ্রাহ্য করে আমি মিছিলের সংগে এগিয়ে গেছি, সোভিয়েট সৈন্যের উদ্যত বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়েও আমি অকুতোভয়ে এই আক্রমণের নিন্দা করেছি। ওদের রক্তচক্ষু দেখে মনে হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবির প্রশ্নগুলিকে চরম অবহেলায় নস্যাৎ করে দেওয়াই ওদের উপর সরকারী নির্দেশ; জবাব না পেয়ে আমি আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নিজের মনের কাছে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পেতে চেয়েছি। অস্ত্রাভা থেকে মা বাবার উৎকণ্ঠাভরা চিঠি এসেছে—আমি জবাব দেবার মত মানসিকতা খুঁজে পাইনি। তুমি যে আমার মনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছ তা' জেনেও আমি নিজের অধিকারের হাত তোমার দিকে বাড়াতে পারিনি রোজী। ঐ সবের শুধু একটি মাত্রই কারণ। আমার মানসিক জগতের সমস্ত ভিত্তিটাকেই সোভিয়েট আক্রমণ ওলট পালট করে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত আমি কোন ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশ পাইনি।

—তবু আমাদের প্রত্যেককে ত আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে ফ্রান্‌স্। এমন একটা অস্থির অনিশ্চিত অবস্থায় ত আমাদের দিন কাটতে পারে না।

—সেটা আমিও জানি রোজী। ফ্রান্‌স্ চিন্তিত গলায় বললো—কিন্তু কোন্ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবো আমরা, কোন্ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অনির্দিষ্ট পায়ে হাঁটতে থাকবো ভোরের সূর্যোদয়ের জন্য? সেই পুরানো জীবনের পরিবেশকে কি আবার আমরা ফিরে পাবো বলে তোমার মনে হয় রোজী? রেডিও স্টেশনের তোমার পরিচিত সেই ট্রান্সমিশন রুমে ঢুকে তোমাকে যদি সোভিয়েট অফিসারের কড়া নির্দেশে কাজ করতে হয় তোমার কি মনে হবে তুমি

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছো ? না, সেটা হবে না, তার আর কোন সম্ভাবনা নেই যতদিন একজনও বিদেশী সৈন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

ফ্রানস্‌কে চুপ করতে হলো। ছাত্র মিছিলের একটা অংশ শ্লোগান দিতে দিতে ওদের সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো। তাদের আশেপাশে অগুনতি সাধারণ নাগরিক, চেক বে-সামরিক পুলিশ, সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী। ছাত্ররা উত্তেজিত, আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছে—ছাত্রদের একমাত্র শ্লোগান—মস্কো চুক্তি বাতিল কর—সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে নাও। ফ্রানস্‌ আর রোজমেরী রাস্তার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না সমস্ত মিছিলটাই ওদের অতিক্রম করে যায়।

—এটাই চেকোশ্লোভাকিয়ার একমাত্র ভবিষ্যৎ রোজী। ফ্রানস্‌ মলিন গলায় বললো—আজ ছাত্র, কাল শ্রমিক, পরশু বুদ্ধিজীবি দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় নীরব প্রতিরোধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে। সোভিয়েট শাসকদের দিব্যচক্ষু এতে খুলে যাবে কিনা জানিনা, তবে বিক্ষোভের এই ধিকি ধিকি আগুন পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন সারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেবে এ'কথা তোমাকে আমি বলতে পারি রোজী।

রোজমেরী কোন জবাব দিল না।

—আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে একবার লণ্ডনে যেতে হবে রোজী। ফ্রানস্‌ প্রসংগ বদলিয়ে বললো।—ওখানকার একটা ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট সম্পর্কিত সেমিনারে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সেটা গ্রহণও করেছি। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারও এটা জানেন। অবশ্য পরিবর্তিত অবস্থায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আমাকে যাবার অনুমতি দেবেন কিনা জানিনা। কিন্তু এমন ভারী মন আর বিষণ্ণ ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আণ্ডার নিউ এ্যাকশন প্রোগ্রাম ইন্‌ চেকোশ্লোভাকিয়া" এই আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল কিন্তু এ্যাকশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে এখন ফলাও করে বিদেশে কোন কিছু বলার প্রয়োজন আছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না।

—যদি যাবার সুযোগ থাকে তুমি একবার বাইরে ঘুরে এসো ফ্রানস্‌—রোজী নিবিড় গলায় বললো—অন্ততঃ তাতে তুমি তোমার মনের স্বাস্থ্য খানিকটা ফিরে পাবে।

—জানিনা রোজী। আজ বিকেলে মিস্টার লেভচিকের ওখানে যদি অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার আসেন, তাঁর সংগে এই ব্যাপারে আলোচনা করবো। যদি আমার ফিরতে দেরী হয় রোজী? যদি ইতিমধ্যে এদেশে আবার নূতন চেহারা নিয়ে গণবিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে? যদি ডুবচেক আর স্ববোদার বিরুদ্ধে জনমানস আবার তীব্রতর হয়ে উঠে?

—না, তুমি দেরী করবে না ফ্রান্স্। রোজী আকুল হয়ে ফ্রান্সের হাত ধরে মিনতি করলো।—আমি তা'হলে কি করবো কিছু জানিনা। তুমি কথা দাও প্রয়োজনের একদিনও বেশী আমাকে একা ফেলে তুমি ওখানে থাকবে না। রোজীর গলা কান্নায় ধরে গেল।

—ইচ্ছে করে দেরি করবো না রোজী। ফ্রান্স্ ওকে সান্ত্বনা দিল।—আমার দেশের বাইরে কোন সুখই আমার কাম্য নয়, এ'কথা তুমি বিশ্বাস করো। যদি মরতে হয়, যদি স্বদেশের জন্য এই সামান্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজনীয়তা এসে থাকে, আমিও সবার সংগে মিলে সেই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে একটুও দ্বিধা করবো না। আজ ক্যাপ্টেন লিবিচেককেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি রোজী। ও'কে বলেছি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি ক্যাপ্টেন, কিন্তু যদি তার আহ্বান আসে আপনার পাশেই আমাকে দেখতে পাবেন ক্যাপ্টেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধারণ অধ্যাপক এক পাও পিছিয়ে থাকবে না।

কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, রোজীর আপত্তি সত্ত্বেও ওকে বাসায় পৌছিয়ে দিয়ে এসেছিল। রোজীর অনুরোধ সত্ত্বেও ওদের বাসায় যায়নি ফ্রান্স্, বলেছে—আজ আমায় ক্ষমা করো রোজী। আজ তোমার মনও খুব ভারী, ব্যক্তিগত প্রসংগের ধারা হয়তো উল্টো খাতে বইতে সুরু করবে। কাল বরং মিস্টার লেভচিকের ওখানে এসো, আলোচনার পর আমরা একসংগে ফিরবো।

রোজী আর কথা না বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিতরে চলে গেছে। ফ্রান্স্ একা একা নিজের বাসায় ফিরে এসেছে।

আজ আবহাওয়া আবার অন্যরকম হয়ে উঠেছে। শ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা গুস্তাভ হুজাকের বিবৃতি আজ প্রকাশিত হয়েছে। কেবলমাত্র ২২শে আগষ্টের গোপন চতুর্দশ কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি তিনি স্বীকার করতে রাজী নন তা' নয়, তাঁর সমস্ত বিবৃতির মধ্যেই চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির সাম্প্রতিক

কার্যাবলীর তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। হুজাক যদিও জোর দিয়ে বলেছেন যে মস্কো চুক্তির পরও চেকোশ্লোভাকিয়ার উদারনীতিকরণের কর্মধারা অব্যাহত থাকবে, তবু চেক কম্যুনিষ্টপার্টির মধ্যে ভাঙন এবং আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের নেতৃত্ব এতে নূতন সংকটের সম্মুখীন হবে। বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা যেন ইতিমধ্যেই আমদানী হচ্ছে বলে ফ্রান্সের মনে হলো। বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে শ্লোভাক কম্যুনিষ্টপার্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে মিস্টার বিলাকের অপসারণ যতটাই নাটকীয় মনে হচ্ছে, মস্কো চুক্তির ঠিক একদিন পরেই গুস্তাভ হুজাকের এই বিবৃতি যেন চেক কম্যুনিষ্টপার্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের চিহ্নকে সুস্পষ্ট করে তুলছে। এই বিরোধ বাধাতে পারলেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে। এ্যাকশন প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনমতের একটা অংশকে জোগাড় করতে পারলেই তার সাহায্যে উদারনীতিকরণ যে মার্ক্সীয় নীতিবিরুদ্ধ তা প্রমাণ করা রাশিয়ার পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। ফ্রান্স্ গুস্তাভ হুজাকের বিবৃতিকে তাই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলো না।

মিস্টার বেডরিক লেভচিকের বাসায় এসে দেখতে পেলেন মিসেস এবং মিস্টার পোচোনা এবং অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার আগেই এসে হাজির হয়েছেন। জিরি বেনেসও এসেছেন। ক্যাপ্টেন লিবিচেক এবং রোজমেরী কাভানোভা এখনও এসে পৌছাননি। ওল্ডরীক কারাশেককে অবশ্যই ফ্রান্স্ আজ আশা করছে না কারণ লেনকা রিগেনোভার কাছে হয়তো কারাশেক আজ থেকে যাবে।

—আসুন, মিস্টার লেবেনহার্ট। মিসেস পোচেনা আগেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন।—আসুন, আমার স্বামী মিস্টার পোচোনার সংগে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।

নমস্কার বিনিময়ের পর ফ্রান্স্ মিস্টার পোচোনোকে ভাল করে লক্ষ্য করলো। একটু কৃশ দেখাচ্ছে ওঁকে, হয়তো সোভিয়েট বন্দীশিবিরে তেমন শান্তির মধ্যে দিন কাটাতে পারেননি।

—গতকাল ছাড়া পেয়েছি। মিস্টার পোচোনা ধীরে ধীরে বললেন।—তবে আমাদের লেখক সংঘের মুখপত্র লিতেরারনি লিস্তি আর হয়তো প্রকাশিত হবে না। সংবাদপত্রের উপর সেন্সর ব্যবস্থা প্রয়োগে অনেকেই বড় বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

—প্রতিবিপ্লবী বলে যাঁদের বন্দী করা হয়েছিল তাঁরা সকলেই কি মুক্তি পেয়েছেন? ফ্রান্স্ জিজ্ঞেস করলো।

—না। জিরি বেনেস জবাব দিলেন।—অনেকের বিরুদ্ধেই কোন প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি সোভিয়েট সরকার। তাঁদের মুক্তি দিয়েছেন। তাছাড়া মস্কো চুক্তির সর্ত অনুযায়ী প্রতিবিপ্লবী কার্যাবলীর সংগে যাঁদের সরাসরি যোগাযোগ প্রমাণ করা যায়নি তাঁরাই কেবল মুক্তি পেয়েছেন।

—অন্যান্যদের অবস্থা কি হবে?

—চেক সরকার অবশ্যই সে সম্পর্কে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ আলোচনা চালাবেন। একটু সময়সাপেক্ষ হলেও আমার মনে হয় সকলেই মুক্তি পাবেন।

রাসেলকা ও মিস্টার লেভচিক সকলকে একবার পানীয় বিতরণ করলেন। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। একটু পরেই ক্যাপ্টেন লিবিচেক ও রোজমেরী কাভানোভা একই সংগে ঘরে প্রবেশ করলেন।

—আসুন ক্যাপ্টেন। মিস্টার লেভচিক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাসেলকা দৌড়ে এসে রোজমেরীর হাত ধরলো। উপস্থিত সকলের সংগে রোজীর পরিচয় করে দিল।

—মিস রিণেনোভা কেমন আছেন? মিসেস পোচোনা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন।—কী বিপদ বলুনতো, সোভিয়েট সৈন্যদের এই বর্বর আচরণের কোন তুলনা হয় না।

—ভাল আছে এখন। ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে বললেন। ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওঁকে; আজ ওঁকে দেখে ফ্রান্সের মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন লিবিচেকের বয়স হয়ে গেছে, ওঁর হার্টের অবস্থা সত্যিই ভাল নয়।

—আপনার এই বিপদে সমবেদনা জানাতেও কুন্ঠিত বোধ করছি। প্রাথমিক আলাপের পর মিষ্টার পোচোনা বললেন।—মিস রিণেনোভাকে আমরা এখান থেকে ফিরেই দেখতে যাবো।

—মিষ্টার কারাশেক এলেন না? রাসেলকা প্রশ্ন না করে পারলো না।

—উনি লেনকার কাছে আছেন। রোজমেরী আস্তে আস্তে বললো।—আশ্চর্য প্রাণসত্তায় ভরপুর মানুষ কারাশেক—রোজী যেন আপন মনে বলতে লাগলো—লেনকার সমস্ত যন্ত্রণার অর্ধেকটাই যেন উনি নিজের প্রাণশক্তির জোরে সরিয়ে দিয়েছেন। ওঁর মুষ্টিবদ্ধ সেই হাত এখনও আকাশে ভাসছে, সোভিয়েট নির্মমতা উনি কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

ঘরের সব ক'টি মানুষ বিস্মিত বিমুগ্ধ চোখে রোজমেরীকে দেখছিল। ফ্রানসের মনে হলো রোজীর সারা মুখ যেন একটা অসাধারণ মানবিকতাবোধে অপরূপ হয়ে উঠেছে। সেই ২০শে আগস্টের রাত্রির পর রোজমেরীর সংগে ওর কথা হয়েছে খুবই কম—রোজী একটা সমস্যার কথা ফ্রানস্‌কেও বলেছিল, কারাশেকের দৃপ্ত সুন্দর পুরুষকার শুধু রোজীকে মুগ্ধ করেনি, কারাশেকের মানবিক আবেদনও আজ রোজীকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ করেছে। লেনকার পাশে কারাশেককে ছেড়ে এসেছে রোজী, কিন্তু সেই মহৎ মানুষের প্রতি রোজীর সারা মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে রয়েছে। এমন করে শ্রদ্ধা করতে পারাটাও কম মহত্বের পরিচয় নয়। ফ্রানসের সারা মন রোজীর প্রতি অনুকম্পা আর ভালবাসায় ভরে গেল।

—আমাদের এই পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন করে কিছু আলোচনা করার আছে? জিরি বেনেস জিজ্ঞেস করলেন।

—আছে বৈকি। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার গম্ভীর গলায় বললেন।—পত্র-পত্রিকা ও রেডিয়োর বিবৃতি একটা কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মস্কো চুক্তি একতরফা ব্যাপার, সমস্ত সর্তগুলি আমাদের নেতাদের উপর জোর করে চাপান হয়েছে। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক, প্রেসিডেন্ট স্ববোদা, ওল্ডরীক সার্ণিক অথবা জোসেফ স্‌ম্‌রকোভস্কি—যাঁরা ওখানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের এই ব্যাপারে কিছুই করার ছিলনা। এমন একতরফা চুক্তিকে "দ্বিতীয় মিউনিক" বলে রেডিয়োর ভাষণকে আমি স্বাগতঃ জানাচ্ছি। সমাজতন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে এমন কলংকময় অধ্যায় আর আছে বলে আমার আর মনে হয় না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থাগুলি এই প্রস্তাবকে কি ভাবে নেবেন আমি জানিনা, তবে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়াবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে এর বিরুদ্ধে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য প্রকাশ করতে আমরা দ্বিধা করবো না। এতে প্রতিবিপ্লবী শিবিরের মানুষ বলে হয়তো আমাদের নিন্দাবাদ হবে। শাস্তির খড়্গ হয়তো আমাদের উপর নেমে আসবে, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যাবো না আমরা। আমার সারাজীবনে বিস্তর ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে, তবু পুরানো যোদ্ধা হিসাবে আমার খানিকটা সুনাম আছে। স্বাধীনতার বিনিময়ে শান্তির দাসত্ব আমি অন্ততঃ মানতে পারবো না। আমি সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করবো। আশা করি এই ব্যাপারে আপনারা আমার সংগে একমত।

—আপনার সংগে আমরা একমত। বেডরিক লেভচিক বললেন—সরকারী মহলের সর্বশেষ খবরে যা জানতে পেরেছি তাতে চেকোস্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মস্কো চুক্তির বিপক্ষেই আপাততঃ জনমত প্রবল। কিন্তু এমন কিছু আমাদের করা উচিত নয় যাতে কমরেড দুবচেক এবং তাঁর এ্যাকশন প্রোগ্রামের কোন ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া আরও একটা ব্যাপারের গুরুত্ব আমাদের বিশেষ করে বিচার করে দেখতে হবে। প্রতিবিপ্লব যাঁরা করতে চান অর্থাৎ চেক কম্যুনিষ্ট সরকারের যাঁরা শত্রু, তাঁরা এই সুযোগকে গ্রহণ করে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। সোভিয়েট সমরনায়কেরা তাতে এই সুবিধা পাবেন যে এ্যাকশন প্রোগ্রামের বিলুপ্তি সাধনের জন্য এই জাতীয় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপকে তাঁরা অত্যন্ত বড় করে তুলে ধরবেন। আমরা যা করি তাকে এই জাতীয় কাজের নমুনা হিসাবে তুলে ধরতেও তাঁদের বিবেকবুদ্ধিতে আটকাবে না। সুতরাং কোন সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আগে এটা আমাদের দেখা উচিত যে আমাদের কাজ অন্তর্ঘাতমূলক বলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে না পারে।

—আপনার কথা যুক্তিসহ মিষ্টার লেভচিক। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার বললেন।—কোন সক্রিয় সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে আমরা কি করতে যাচ্ছি। আমাদের অবশ্যই এমন কিছু করার নেই, যাতে জনসাধারণকে আমরা একটা পথের সন্ধান দিতে পারি। আমরা চাচ্ছি অন্য জিনিষ। পত্র-পত্রিকায় অবস্থার সঠিক চেহারাটি আমরা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট জগতের কাছে তুলে ধরতে পারি। আমরা যদি তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করে চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক অবস্থার কথা প্রচার করি, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের পক্ষেও আমাদের কর্মপন্থাকে অন্তর্ঘাতমূলক এবং প্রতিবিপ্লবী বলে প্রচার করা মুস্কিল হবে।

—আমি নিজে একটা পরিকল্পনা তৈরী করব ভাবছি। মিস্টার পোচোনা বললেন।—আমার লেখক বন্ধুদের সংগেও এ'সম্পর্কে আলাপ করবো। আপনারা লেখক ও বুদ্ধিজীবি সংঘের মধ্যে যদি থাকেন কাজকর্মের সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়।

—আপনার পরিকল্পনা আমাদের সময়মত জানাবেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার বললেন।

—আপনি বোধ হয় জানেন কয়েকদিনের মধ্যে আমার একবার লণ্ডন যাবার কথা আছে। ফ্রানস্ অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকারকে বললেন।—দেশের বাইরে আমাদের জাতীয় বিপদের ছবিটা ওখানকার বুদ্ধিজীবিরা বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা কিভাবে গ্রহণ করেছেন—সেটা পর্যবেক্ষণ করার আমার সুযোগ হতে পারে। অবশ্য এখনও জানি না প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট এবং ভিসা আমি পাবো কিনা।

—এই ব্যাপারে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো। লেভচিক বললেন—আপনি আগামীকাল আমাদের অফিসে একবার আসুন, আমি চেষ্টা করে দেখবো।

—সুযোগ থাকলে আপনি বাইরে যান। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার বললেন। —সুযোগ যদি পান চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওখানকার জনসাধারণকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে আসতে দ্বিধা করবেন না।

—আমি কিছু আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। ক্যাপ্টেন লিবিচেক হঠাৎ বলে উঠলেন।

—নিশ্চয়ই বলবেন ক্যাপ্টেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার বললেন।—আপনার কথা শুনতে আমাদের খুব আগ্রহ।

—গত দশদিনে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। কেবলমাত্র আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপরই যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড আঘাত করেছেন তা' নয়, প্রতিবিপ্লবের জিগির তুলে আমাদের রাষ্ট্রীয় মতবাদকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে অপমানিত করেছেন। আমাদের মানসিকতায় যে ক্ষত তৈরী হয়েছে, মস্কো চুক্তির প্রলেপ দিয়ে সে ক্ষত শুকানো যাবে না। আজ হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল চেক জনসাধারণকে সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনারা কি ভাবছেন জানিনা উদারনীতিকরণ সম্পর্কে আমাদের মতবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং কার্যকরী করতে হলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ আলোচনায় কোন ফল হবে না বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। আমি বৃত্তিতে সৈনিক, আজকের নিরস্ত্র প্রতিরোধে আমার তাই কোন ভূমিকা নেই। আমার মেয়ের উপর রুশ সৈন্যদের অকারণ আক্রমণ আমাকে ততটা আঘাত করেনি, যতটা আহত হয়েছি মস্কো চুক্তির সর্তাবলী আমাদের নেতাগণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে। আমি

নিরস্ত্রভাবেই এর বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালিয়ে যাবো বলে স্থির করেছি, আমি আমরণ অনশন করে এই বর্বর কাজের প্রতিবাদ করবো বলে মনস্থ করেছি।

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের মত ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষও হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। ফ্রান্স্ দেখলো ক্যাপ্টেন লিবিচেকের চোয়াল প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে রয়েছে, ওঁর দু'চোখ প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল।

—আমাকে ক্ষমা করবেন ক্যাপ্টেন। ফ্রান্স্ আস্তে আস্তে বললো।—আপনার এই অসাধারণ মানসিকতা আমার সারা মনকে শ্রদ্ধায় ভরিয়ে তুলেছে। হয়তো চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই জীবন উৎসর্গ করতে হবে। অনেক রক্ত আবার ঝরবে, অনেক মূল্যবান জীবনের অর্পণ ব্যতীত আমরা আমাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারবো না। কিন্তু আপনার কাছে একটা জিনিষ আমি ভিক্ষে চাইব ক্যাপ্টেন। ঘটনার আরও কিছু পরিণতি না দেখে, আমাদের নেতাদের কর্মপন্থাকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন না করে আপনি আপনার সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাবেন না—এই প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদের দিন। আপনার জীবনের মূল্য আমাদের কাছে অনেকখানি। এই বয়সে, আপনার ঐ রোগ দুর্বল শরীরে, অনশনের ভয়ংকর ধকল আপনি বেশিদিন সইতে পারবেন না—এ' সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। তাই একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে আপনি এই ভয়ংকর সিদ্ধান্ত কাজে লাগাবেন না—এই ভিক্ষাটুকু আপনার কাছে সকলের হয়ে আমি প্রার্থনা করছি।

কী গভীর অনুভূতি ছিল ফ্রান্সের কথাগুলির মধ্যে, কী মহৎ আর্তিতে ওর প্রত্যেকটি কথা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল, উপস্থিত প্রত্যেকটি মানুষের মনের মধ্যে কী প্রচণ্ড আলোড়ন তুললো, তার প্রমাণ পরের কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। ছাত্র মিছিলের শ্লোগান সেই মুহূর্তে ওদের কানে এসে লাগলো, শত শত ছাত্রের মিলিত পদধ্বনি জনপথ মুখর করে তুললো, কিন্তু ঘরের একটি মানুষও নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন না, একটা মানুষের মধ্যেও বিন্দুমাত্র অস্থিরতা দেখা গেল না। ক্যাপ্টেন লিবিচেক পর্যন্ত স্থির চোখে ফ্রান্সকে দেখতে লাগলেন।

—তোমাকে কথা দিলাম লেবেনহার্ট। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আস্তে আস্তে বললেন।—এখানে আসার আগেও আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আগামী-

কাল থেকেই অনশন শুরু করবো। তোমাদের কোন অনুরোধই আমাকে আপন সংকল্প থেকে টলাতে পারবে না। কিন্তু তোমারই জয় হলো ফ্রান্‌স্‌, তুমি আমার মনকে আবার সংসারের স্বপ্ন আর প্রত্যাশার মধ্যে ফিরিয়ে আনলে।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক উঠে গিয়ে ফ্রান্‌স্‌কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আলিংগন করলেন। বললেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেউ পদানত করে রাখতে পারবে না। যে গভীর আঘাত আজ দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে বেদনায় অস্থির করে তুলেছে, সেই অস্থিরতাই আমাদের প্রাণের সম্পদ, আমাদের জাতীয় মহত্ব। ব্যক্তিগত লাভ, লোভ, স্বার্থ কোন কিছুতেই আমাদের আগ্রহ নেই। তাই স্থির নিশ্চিত কণ্ঠে আমি আজ ঘোষণা করছি আমাদের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা কোন জঘন্য বর্বরের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন লিবিচেক ফ্রান্‌স্‌কে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের আসনে এসে বসলেন।

—এই মুহূর্তটিকে আমি অন্তরের মধ্যে চিরদিনের মত ধরে রাখতে চাই। রাসেলকা হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো।—আপনারা যদি অনুমতি দেন আমি সামান্য খাদ্য আর পানীয় পরিবেশন করে আপনাদের সেবা করতে চাই।

—আমাদের আপত্তি নেই মা। লিবিচেক উচ্ছ্বাসভরা গলায় হেসে ফেললেন।

—রোজী তুমি নিশ্চয়ই আমাকে একটু সাহায্য করবে।

—নিশ্চয়ই। রোজী যেন এই পরিবেশ থেকে সরতে পারলে বেঁচে যায়।

—চলো ভাই।

—একটু তাড়াতাড়ি করবেন মিসেস লেভচিক। অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার হাতঘড়িতে সময় দেখলেন।—আমার একটু কাজ আছে।

—বেশি দেরি করবো না। রাসেলকা হাসিমুখে রোজীকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সারারাত ধরে সোভিয়েট ট্যাংক চলাচলের শব্দে ঘুমাতে পারলো না ফ্রান্স্। প্রাগের কেন্দ্রস্থল থেকে সোভিয়েট ট্যাংকগুলি চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তের দিকে অবিরাম চলতে সুরু করেছে।

সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। যদিও প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের অফিস, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন—সমস্তই এখনও রাশিয়ান সৈন্যদের অধিকারে তবু পুস্তিকার আকারে এ'সব প্রতিবাদের বিবৃতিগুলি প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের মুখপত্র "লিতেরারনি লিস্তি" কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাতে "No compromise with censorship" বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই পুস্তিকাতে আরও বলা হয়েছে "To continue publication only to the extent that they could work in accordance with their convictions and their conscience."

বোহেমিয়ার আঞ্চলিক কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে "আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের প্রতি খোলাচিঠি" নামে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, গত সন্ধ্যায় প্রাগের রাস্তায় রাস্তায় তাও বিলি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে "We can change one's reasoning but the heart has laws which can not be influenced by reason. We acknowledge the compromise which seems to have been necessary. But we also take into account the limits beyond which no honest journalist can go. If anyone asks us to go beyond those limits, our readers will no longer find the familiar lines in our newspaper."

গত সন্ধ্যায় চেক ন্যাশনাল এসেম্বলির সভাপতি জোসেফ স্মর্কোভস্কি চেক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বেতারযোগে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ফ্রান্স্ খুব মনোযোগ দিয়ে সেই বিবৃতি শুনেছে। স্মর্কোভস্কি বলেছেন—"We under-

estimated certain external and international factors, the pressures of which led to the terrible measures of August 21—the date when Warshaw Troops invaded Czechoslovakia.

We did not all go to Moscow together and you know how we got there.

We went there when we had learnt of the treachery of the countries of the Warshaw Pact. We had little information and we did not know what the situation was. But we knew we had the sympathy of the entire world.

We were aware in Moscow that the agreement which was concluded could be considered as unacceptable and even be interpreted as treason. We struggled not only against the opposite side but also among ourselves.

In the situation of crisis the Communist Party proved its strength and its capacity to lead the people. We are convinced that the party will continue along that path—the only path being our own political system and own action programme.

We found ourselves at a cross-road of history and we had to choose to permit our people to regain their breath and choose the most suitable road for the situation.

The National Assembly will have to take into consideration the new conditions of its functioning.

I beg you to try to understand us. We acted and made our decisions (in Moscow) as patriots. We were thinking of the life and future of the people.

Prevent at all costs a split in the party which could have very grave repercussions on the future evolution of our Socialist Republic."

ফ্রান্সের মনে হয়েছে জোসেক স্মরকোভস্কির বিবৃতির মধ্যে দু'টো জিনিষ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে মস্কো চুক্তির প্রভাব ভয়ানক বিপরীত ভাবে কাজ করেছে, যার ফলে চেক নাগরিকগণ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন যে চেক নেতারা তাঁদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি'র মধ্যে ভাঙনের ব্যাপারটা আর কল্পিত কিছু নয়।

সকাল হতেই ফ্রান্সকে প্রস্তুত হতে হলো। আজ বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ফেলতে হবে। রোজমেরীর জন্য হঠাৎ মনটা ওর ভারী হয়ে এলো। গত সন্ধ্যায়ও নেহাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিতে হয়েছে ওকে। অত ভিড়ের মধ্যে রোজীর সংগে ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ ঘটেনি। তাছাড়া ফ্রান্সের মনের তার অন্য সুরে বাঁধা ছিল। সারাক্ষণ ওর যেন মনে হচ্ছিল ক্যাপ্টেন লিবিচেকের মত চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত ওকে নিতেই হবে। আত্মোৎসর্গের সিদ্ধান্ত। সংগ্রামী জনতার মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে অবলুপ্ত করে দেবার সময় এসেছে। এই মুহূর্তে রোজীর কোমল পেলব বাহুর বন্ধনে নিজেকে সমর্পণ করার অবকাশ কোথায় ওর। মিথ্যে ভরসা দিয়ে লাভ কি রোজীকে। রোজী ওর গাঢ় আয়ত চোখের স্বপ্নিল দৃষ্টি দিয়ে কাল বারবার ফ্রান্সকে দেখছিল—সেই দৃষ্টি ফ্রান্সকে বারবার বিস্মিত, হতচকিত করে তুলছিল। কিন্তু জীবনের জন্য দিগন্তের আহ্বান ফ্রান্সের দু'কানে এসে প্রবেশ করেছে, আজ ত আর রোজীর অহ্বানে সাড়া দেবার উপায় নেই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এসেছিল ফ্রান্স্। বিদেশে গিয়ে তিন চারদিন ওকে থাকতে হবে। ও জানে না ফিরে এসে চেকোশ্লোভাকিয়ার কি চেহারা ওকে দেখতে হয়। রোজীর জন্যই ওর ভাবনা হচ্ছে বেশি। উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে রোজী নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের হাত ধরে সেই আগুনে হয়তো রোজী ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। একমাত্র ভরসা ক্যাপ্টেন লিবিচেক ওকে কথা দিয়েছেন, হঠাৎ কোন কিছু উনি করে বসবেন না। রোজীর ভারও ক্যাপ্টেনের উপরই দিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্স্—একমাত্র ক্যাপ্টেনের মধ্যেই সেই অসাধারণ প্রাণশক্তি রয়েছে যা রোজীকে ভাবপ্রবণ হতে দেবে না।

বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলো ফ্রান্স্, এর মধ্যেই টেলিফোন বাজলো। ফ্রান্স্ রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে বললো—হ্যালো।

—গুড মর্ণিং মিস্টার লেবেনহার্ট। আমি লেভচিক বলছি।

—গুড মর্ণিং মিস্টার লেভচিক। আমি ত আপনার অফিসে যাবার জন্যেই তৈরী হচ্ছিলাম।

—আমি একটু পরে আপনার ওখানেই আসছি। লেভচিক বললেন। —আপনার সংগে কিছু জরুরী আলাপ আছে। তারপর একসংগে আমার অফিসে যাওয়া যাবে।

—বেশ ত! আমি তৈরী হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

—ধন্যবাদ। লেভচিক টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

ফ্রান্‌স্ ভাবতে লাগলো সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিভূমিতে সোভিয়েট আক্রমণ ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার এই কাজ প্রতিবিপ্লবীদের হাতে অনেক স্নযোগ সুবিধা এনে দিল। রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী দলগুলি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দুর্বল করে ফেলার জন্য অবিরাম আঘাত হানছে। এ্যাকশন প্রোগ্রামের ভিতর যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা চেক সমাজবাদীরা করছিলেন, সেই প্রগতির মূলেই রাশিয়া আঘাত হেনেছে। আজ চেক জনমানস পর্যুদস্ত, বিভ্রান্ত, প্রতিরোধের জন্য উন্মত্ত। তাদের গঠনমূলক শক্তি অকারণ অপচিত হয়ে যাচ্ছে। শ্রদ্ধেয় চেক নেতাদের প্রতিও জনসাধারণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস তীব্র হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা হয়েও সমাজবাদের বিকাশের মূলে সোভিয়েট ইউনিয়ন নির্মমতম আঘাত হানলেন। ইতিহাস এর জন্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে কখনো ক্ষমা করবে না।

একটু পরেই মিষ্টার লেভচিক এলেন। ফ্রান্‌স্ ওঁকে সমাদর করে বসবার ঘরে বসালো।

—বসুন, মিষ্টার লেভচিক। আপনার জন্য কফি তৈরী করছি। হঠাৎ এমন কী ঘটলো যার জন্য সকালেই দৌড়ে এলেন?

—তেমন কিছু নয়। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী সার্ণিক সরকারী কর্মচারীদের একটি সভায় বক্তৃতা করেছেন। নানাদিক থেকেই এই বক্তৃতাটি উল্লেখযোগ্য। এর ভাষ্য আপনার জানা দরকার মনে করেই আমি এসেছি।

—বলুন, শুনি। ফ্রান্‌স্ বসে পড়লো।

—পুরা ভাষ্যটাই আমি নোট করেছি। লেভচিক বললেন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন তিনি।

"The Soviet occupation commanders had threatened to take over the country. With brutal force, if necessary.

Go away and ask the best brains of the country to get out whilst they can.

The Russians had compiled a list of thousands of names of people to be picked up and transported from the country.

No one now can guarantee you safety and I am not sure of my own safety."

—ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্রান্‌স্‌ চিন্তামগ্ন গলায় বললো।

—কাল রাত্রে আমি ঘুমাতে পারিনি মিষ্টার লেবেনহার্ট। সার্ণিক যখন বুদ্ধিজীবিদের দেশের বাইরে চলে যেতে বলছেন, তখন ধরে নিতে হবে পরিস্থিতি আমাদের নেতাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আপনার কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে মিষ্টার লেবেনহার্ট। বাইরে যাবার যখন সুযোগ পাচ্ছেন, আপনি আপাততঃ আর ফিরে আসবেন না।

—সম্ভব নয় মিষ্টার লেভচিক। ক্রান্‌স্‌ মলিন গলায় বললো।—সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তৈরী সেই তালিকায় যদি আমারও নাম থাকে, আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সংগে আজীবন নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে রাজী আছি কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কখনও এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবোনা।

—আপনি শান্তভাবে ভেবে দেখুন। লেভচিক অনুনয় করলেন।—ব্যাপারটাকে সেন্টিমেণ্ট দিয়ে বিচার করবেন না। সেই যবনিকার অন্ধকার হয়তো শীগগিরই আমাদের ভাগ্যের উপর নেমে আসছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে কি হচ্ছে বাইরের পৃথিবী হয়তো তার কিছুমাত্রও জানতে পারবে না। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের প্রচারিত কিছু কিছু মিথ্যাচার ছাড়া হয়তো আর কিছুই পরিবেশন করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। একটা তাঁবেদার সরকার হিসাবে আমাদের নেতারা হয়তো সমাজতন্ত্রের শীর্ষে বসে থাকবেন কিন্তু তাঁদের করণীয় কিছুই থাকবে না। লৌহ যবনিকার অন্তরালে তাঁদের উপর পীড়ন চলবে। এই অবস্থায় আপনার কি মনে হয়না, সুযোগ পেলেই আমাদের প্রত্যেকেরই সার্ণিকের উপদেশমত দেশের বাইরে সরে পড়া উচিত?

—আপনার কথার গুরুত্ব খুব ভালভাবে বুঝতে পারছি মিস্টার লেভচিক। ক্রান্‌দ্‌ আস্তে আস্তে বললো।—লৌহ যবনিকার অন্ধকার সত্যিই যে নেমে আসছে—এ সম্পর্কেও আমার কোন সন্দেহ নেই। গতকাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ কোনরকমে পৌছে গেছে। ২১শে আগষ্টের পর থেকে আমাদের নিরস্ত্র প্রতিরোধের খতিয়ান আমরা দূর দুরান্তরে পৌছিয়ে দিতে পেরেছি। সোভিয়েট আক্রমণ আমরা মেনে নিইনি, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আমরা সব কিছুর উপরে স্থাপন করেছি। মস্কো চুক্তির একদেশ-দর্শিতার মধ্যেও যে আমাদের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য কিছু নেই, আমাদের নেতারা যে প্রচণ্ড সোভিয়েট চাপের মধ্যে পড়ে দেশের ধন-প্রাণ নিরাপদ করার জন্যই ঐ দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছেন—চেকবাসীর তরফে বিশ্বের জনগণকে সেকথা জানাতে আমরা দ্বিধা করিনি। যতদিন না সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী এদেশ থেকে অপসারিত হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প চেকদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করেছেন। চেক নেতাদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার তুলনা হয়না, তবু তাঁরা এই শপথবাণী গ্রহণ করেছেন—প্রয়োজন হলে দেশের সর্বাংগীন স্বার্থের জন্য নেতাদেরও তাঁরা অস্বীকার করবেন। আমি তাদেরই একজন মিস্টার লেভচিক। আমি নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে চাইনে। মৃত্যুর হাতছানি যদি অব্যর্থ মনে হয়, আমি বীরের মত তাকে আহ্বান জানাতে দ্বিধা করবো না। আপনি ত' জানেন, আজ মিস্টার যোসেফ স্মরকোভস্কির বিবৃতিতেও এটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে এ্যাকশন প্রোগ্রাম আমরা যখন গ্রহণ করেছিলাম, তখন তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের হিসাবের মধ্যে ভুল ছিল। আমরা অত্যন্ত হালকাভাবে মনে করেছিলাম এ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক উদারনীতিকরণ ওয়ারশ শক্তিবর্গকে বিচলিত করবে না এবং করলেও তার ধাক্কা সামলানোর মত মানসিক শক্তি আমরা অর্জন করেছি। কোন সামরিক আক্রমণের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এমনকি আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিভাবানের পক্ষেও সেটা ধারণার বাইরে ছিল। সোভিয়েট আক্রমণ তাই তাঁকে এমন গভীরভাবে আঘাত করলো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার লেভচিক চেক বুদ্ধিজীবিদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠালেও চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিকার রাশিয়া পাবে না, সামরিক অফিসারদের বর্বরতা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভস্মে পরিণত করতে পারে, কিন্তু

যতদিন একজন চেকবাসীরও দেহে প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ফ্রান্স্ থামলো। লেভচিক একটি কথা বলারও সুযোগ পাননি। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে ফ্রান্সের দৃপ্ত মুখশ্রী দেখছিলেন।

—আপনার জন্য কফি তৈরী করি। ফ্রান্স্ লজ্জিত গলায় বললো।—আমাকে ভুল বুঝলেন না তো মিস্টার লেভচিক।

—না। আপনাকে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই মিস্টার লেবেনহার্ট।

—আমি যথাসম্ভব শীঘ্র বিদেশ থেকে ফিরে আসব। আমার ধারণা দু'চার দিনের মধ্যে আমাদের অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটবে না। আপনারা সকলে সাবধানে থাকবেন। মৃত্যুকে যদি আলিংগন করতেই হয়, সকলে একসংগেই তা করবো মিস্টার লেভচিক।

ফ্রান্স্ কফি তৈরী করার জন্য কিচেনের দিকে চলে গেল। বেডরিক লেভচিক চুপ করে এই অসাধারণ মানুষটির কথা ভাবতে লাগলেন।

নিজের কাজকর্ম শেষ করতে প্রায় সমস্তদিনটাই খরচ হয়ে গেল ফ্রান্সের। লেভচিক সাহায্য করলেন অনেক। তবু নানা জায়গায় অপ্রাসংগিক প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হলো। ফ্রান্সের ভাগ্য ভাল, ওর বিরুদ্ধে কোথাও তেমন কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ ছিল না। কাগজপত্র হাতে পেতে কয়েকঘণ্টার বেশি সময় লাগলো না ওর।

—কবে নাগাদ রওনা হবেন ভাবছেন? লেভচিক জিজ্ঞেস করলেন।

—আগামী কাল রওনা হবো, নইলে লণ্ডনে পৌঁছে হাতে একটুও সময় থাকবে না ভাই।

—আমাকে তাহলে এখন বিদায় দিন। লেভচিক করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—বিদায় দেবার প্রশ্ন উঠে না। ফ্রান্স্ ওর হাতটা সাদরে নিজের দু'হাতের মধ্যে গ্রহণ করলো।—সময় করতে পারলে বিকালেই আবার আপনার ওখানে গিয়ে হাজির হবো।

—এখন কি বাসায় ফিরবেন?

—হ্যাঁ। তবে বেশিক্ষণ বাসায় থাকবোনা। ক্যাপ্টেন লিবিচেকের ওখানে গিয়ে লেনকাকে একবার দেখে আসতে হবে। ওখানে যদি কারাশেককে পাই

ভালই, নইলে ওর বাসায় গিয়ে ওর সংগেও দেখা করতে হবে। ওকে খবর না দিয়ে চলে গেলে ভারী ক্ষুণ্ণ হবে বেচারী। এ'সব সেরে সময় সুযোগমত মিসেস রাসেলকার থেকে বিদায় নিয়ে আসবো।

—আপনাকে তাহলে আর আটকে রাখবো না।

—আচ্ছা চলি। ফ্রান্স্ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

বাসায় ফিরে দেখলো ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার মতো সময় আছে হাতে। ভারী ক্লান্তি লাগছে ফ্রান্সের। অনেক ঘোরাঘুরি করতে হলো। জামা কাপড় ছেড়ে ডিভানে একটু গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। তারপর ক্যাপ্টেন লিবিচেকের ওখানে যাওয়া যাবে। ফ্রান্স্ তাই করলো।

কিসের একটা মৃদু শব্দে কিংবা একটা অতি পরিচিত সৌরভে ফ্রান্সের ঘুম ভেংগে গেল। চোখ খুলে দেখলো ওর কাছ থেকে একটু দূরেই রোজী বসে আছে। ফ্রান্সের যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো না, মনে হচ্ছে এখনও বুঝি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। চোখ রগড়িয়ে আবার দেখলো—না রোজীই, ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

—কখন এসেছ? ফ্রান্স্ ডিভানের উপর উঠে বসলো।—একা একা চুপচাপ বসে আছ, আমাকে ডাকলেই পারতে।

—তুমি ঘুমাচ্ছিলে। রোজমেরী নরম গলায় বললো।—তোমার সব গোছ-গাছ হয়ে গেছে?

—কাগজপত্র জোগাড় করেছি। ফ্রান্স্ বললো—রওনা হতে আর বাধা নেই।

—আমি না এলে হয়তো আমার সংগে দেখা করারও তোমার সময় হতো না?

—আমার উপর অবিচার করোনা রোজী। ফ্রান্স্ জানালো।—তোমার সংগে দেখা না করে আমি প্রাগের বাইরে যাবো এ' কথা তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে? তুমি জানো না রোজী, আজকের সারা সন্ধ্যাটাই আমি তোমার জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আমি মনে মনে ভেবেছি বিকেলের মধ্যেই আমি অন্যান্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবো। তারপর সন্ধ্যার আগে তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে এখানে আমার বাসায় ধরে নিয়ে আসবো।

—ফ্রান্‌স্‌।

—বলো।

—আমি রাসেলকার ওখানে গিয়েছিলাম, মিস্টার লেভচিকের সংগে অবশ্য আমার দেখা হয়নি। তবে রাসেলকা বললো মিস্টার লেভচিক সকালে তোমার কাছে এসেছিলেন একটা বিশেষ অনুরোধ জানাবার জন্য। তোমাকে কি সে সব কথা উনি বলেননি?

—বলেছেন।

—তুমি কি ঠিক করলে ফ্রান্‌স্‌? রোজী উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—আমি ফিরে আসছি রোজী। ফ্রান্‌স্‌ নিবিড় গলায় বললো।—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও আমি ওখানে থাকবো না।

—এটা কি তোমার স্থির সিদ্ধান্তের কথা?

—হ্যাঁ রোজী। ফ্রান্‌স্‌ দু'চোখের গাঢ় গভীর দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখলো।

—আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—বলো।

—তোমার পক্ষে কি এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়? কেন তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাইছ ফ্রান্‌স্‌? তুমি যখন সুযোগ পাচ্ছ, তখন কেন আবার এই ঝামেলার মধ্যে তুমি ফিরে আসতে চাইছ? বিশেষ করে নেতারা যখন অনুরোধ জানাচ্ছেন চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়ার জন্য।

—আমি ফিরে না এলে তুমি খুশি হবে রোজী?

—তুমি কি সত্যিই জানতে চাও?

—হ্যাঁ। সত্যিই জানতে চাই।

—হয়তো আমার খুব কষ্ট হবে। রোজী যেন আপন মনে বলতে লাগলো।—হয়তো এ'জীবন আমার কাছে অসহ্য ঠেকবে। কিন্তু, আমার চেয়ে, আমার সুখের চেয়ে, তোমার জীবন অনেক বড় ফ্রান্‌স্‌, অনেক দামী। তুমি অন্য কোথাও যদি সুস্থ থাকো, যদি জানতে পারি তোমার জীবন নিরাপদ রয়েছে, আমি আরও অনেক বেশি শান্তি পাবো ফ্রান্‌স্‌। আমাকে বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই চাই যতদিন অবস্থা অশান্ত থাকে তুমি ফিরে এসোনা।

—রোজী। ফ্রান্‌স্‌ উঠে এসে রোজীর পাশে এসে বসলো।—তুমি আমাকে বিস্মিত করলে। এমন একটা সময় এসেছে যখন তোমরা সকলেই আত্মোৎসর্গ

করে ধন্য হতে চাইছো। জীবনের সঠিক সংজ্ঞা আমরা হয়তো আজ কেউই দিতে পারবো না। একটা অবরুদ্ধ আক্রোশে আমাদের মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে। আমরা কেউই জানিনা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হতে পারে। আমরা শুধু এইটুকু মাত্র জানি ডাক যদি আসে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের যদি প্রয়োজন হয়, আমরা আগে আগেই তাতে অংশ নেব। কিন্তু আরও একটা কথা কি ভাববার মত নয় রোজী? আমরা কি চেয়েছিলাম? আমাদের উদারনীতিকরণের মধ্যে কি এটা স্পষ্ট ছিল না যে সমাজতন্ত্রের যে পরিশ্রুত রূপ আমরা কল্পনা করছি তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে? সেই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে আমরা যদি আগুনে হাত দিয়ে থাকি, তা হলে হাত জ্বলছে বলে হাহুতাশ করার সত্যিই ত কোন অর্থ হয় না। আমার মতে সোভিয়েটের এই হস্তক্ষেপের ফলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। আজ ভয় পেয়ে, তুচ্ছ শারীরিক অত্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা কি সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা থেকে বিরত থাকবো? তা' হতে পারে না রোজী। আমার পরীক্ষার ভিত্তিভূমি এখানে, সোভিয়েট প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক মডেলের সংগে, ওয়ারশ গোষ্ঠিভূক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নির্দেশিত সমাজতন্ত্রের সংগে আমাদের বিরোধ কঠিনতর হয়ে উঠেছে বলেই এর সাফল্যের জন্য আমাদের প্রাণপণে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবি মানুষদের একটি বিরাট অংশকে যদি সোভিয়েট সমরনায়কদের হাতে কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তবু আমাদের এক পাও পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। মিস্টার লেভচিককেও আমি আজ সকালে এই কথাটাই বলতে চেয়েছি। উদারনীতিকরণের কথা বলে আমরা যে কোন অপরাধ করিনি, সমাজতন্ত্রকে আমরা যে জংগীবাদ আর রক্ষণশীল সমাজতন্ত্র থেকে মুক্ত করে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, এর মধ্যে ত কোন অপরাধ নেই। তবে কেন আমরা এই প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখবো?

—কিন্তু সোভিয়েট হস্তক্ষেপ? রোজী বললো।—প্রতিবিপ্লবী বলে আমাদের দেশের লোকের নির্যাতন? মস্কো চুক্তির সর্তাবলী দিয়ে আমাদের দেশের মধ্যে হাজার হাজার সোভিয়েট সৈন্যের অনির্দিষ্ট কাল অবস্থান? আমাদের স্বাধীন সরকারের হাতে যদি কোন ক্ষমতাই না থাকে, আমাদের বুদ্ধিজীবিরা

যদি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা কি করে সমাজতন্ত্রের গতি প্রকৃত অনুধাবন করবো, আমরা কি করে বিচারের মাপকাঠি নির্ণয় করবো ?

—এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি ছিল রোজী ? কেন সোভিয়েটকে রাতারাতি প্রায় অতর্কিতে সারা চেকভূমি দখল করে নিতে হলো ? কেন আমাদের নেতাদের বন্দী করে মস্কো নিয়ে এই দ্বিতীয় মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করাতে হলো ? এই জন্যই করতে হলো যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় ভয় পেয়েছেন, সমাজতন্ত্রের অসীম ক্ষমতাকে বলগাচ্যুত করতে সোভিয়েটের আপত্তি রয়েছে। এতেই আমরা প্রাথমিক যুদ্ধে জয়লাভ করেছি রোজী, চেকোশ্লোভাকিয়া দখল সোভিয়েটের প্রথম নৈতিক পরাজয়। আমাদের উপর ওদের অত্যাচারের হাত যদি আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়ে নেমে আসতে থাকে তা'হলে ওদের পরাজয় আরও তীব্র হয়ে উঠবে। আলেকজাণ্ডার ডুবচেক আজ সারা পৃথিবীর কাছে একজন পরম শ্রদ্ধেয় মানুষ—সোভিয়েট ওকে অসম্মান দেখিয়ে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষের কাছে ওকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন। আজকের চেকোশ্লোভাকিয়া অসাধারণ শক্তিশালী, এদেশের জনমতের মধ্যে এক আশ্চর্য অখণ্ডতা। চেকভূমি দখল করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বারে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

—তুমি কি বলতে চাইছ ? রোজী বিব্রত গলায় বললো—আমার সমস্ত যুক্তির খেই হারিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্‌স্।

—কাল সারারাত রাশিয়ান ট্যাংক চলাফেরা করেছে রোজী। ওরা চেক-পশ্চিম জার্মান সীমান্ত অবধি ট্যাংকের পাহারা বসাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সার্ণিকের কথায় সোভিয়েট সমরনায়কেরা শাসাচ্ছেন, প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি দিয়ে গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া তাঁরা দখল করে নেবেন অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়াকে সোভিয়েট সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করে ফেলবেন। উদারনীতিকরণের পুরোধাদের চেকভূমি থেকে অপসারিত করবেন। ওঁদের পক্ষে এ'সব করার প্রয়োজনও হতে পারে রোজী। কিন্তু সোভিয়েটের কি লাভ হবে তাতে বলতে পারো ? দুনিয়ার শান্তিকামী আদর্শবাদীদের চোখে সোভিয়েটের উঁচু শির লজ্জায় ঘৃণায় ধূলির সংগে মিশে যাবে না ? এ'কথা কারও কি জানতে বাকী থাকবে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের পূজারী হলেও মার্কিন ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের

চেয়েও ওদের মধ্যে মিথ্যাচার আর ভণ্ডামি অনেক বেশি? সোভিয়েট ইউনিয়ন ভুলেও সে পথে পা বাড়াবে না, এ' সম্পর্কে আমি নিশ্চিত রোজী। তাই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে সোভিয়েট সমরনায়কদের হুমকির মধ্যে কোন বস্তু নেই, তাতে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেংগে পড়বে না।

ফ্রান্স্ থেমে আবার রোজীকে দেখতে লাগলো। হাত ঘড়িতে সময় দেখলো একবার।

—আমার সত্যিই দেরী হয়ে গেল রোজী। ক্যাপ্টেন লিবিচেক আর লেনকার সংগে দেখা করতে হবে। ওখানে কারাশেককে না পেলে তার বাসায়ও যেতে হবে। রাসেলকার সংগেও দেখা করে আসবো বলে মিস্টার লেভচিককে কথা দিয়েছি। তুমি বরং এখানে বসো, আমি একটু ঘুরে আসি।

—না চলো। রোজমেরী উঠে দাঁড়ালো।—আমিও তোমার সংগে যাবো।

—বেশত! ফ্রান্স্ জানালো।—আর দেরী করো না তা হ'লে।

সকলের সংগেই দেখা সাক্ষাৎ করা শেষ করলো ফ্রান্স্। রোজী ছায়ার মত অনুক্ষণ ওর সংগে সংগে রইলো। আজ ফ্রান্স্ যেন কেমন উত্তেজিত, সামান্য কথাতেই তর্কে নেমে পড়তে চাইছে বারবার। রোজী বিনিত গলায় বারবার ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে বেশিক্ষণ সময় ফ্রান্সের হাতে নেই, ওকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকেও বিদায় নিতে হবে। ফ্রানস্ হেসে আলোচনার সময়টুকু সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে।

লেনকার কাছে কারাশেককে পাওয়া গেলনা। ওদের বাধ্য হয়ে কারাশেকের হোস্টেলে যেতে হলো। কারাশেক ওদের দু'জনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

—আশা করি তোমার বিদেশ সফর সফল হবে ফ্রান্স্। কারাশেক আস্তে বললো।—তুমি কেমন আছো রোজ।

—ভাল। মা তোমাকে ডেকেছেন কারাশেক। রোজী সহজ অন্তরংগ গলায় বললো।—লেনকার ব্যাপারে তুমি একটা সিদ্ধান্ত আনতে পেরেছ জেনে মা ভারী খুশি। কবে আমাদের ওখানে আসছ বলো?

—যখন খুশি যেতে পারি। অবশ্য ফ্রান্স্ যদি আপত্তি না করে।

—আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, ফ্রান্স্ কেন আপত্তি করবে। রোজী লজ্জায় লাল হয়ে বললো।—আমি কি অন্যায় বললাম ফ্রান্স্?

—না। ফ্রানস্ ঝিরঝিরে গলায় হাসলো।—কারাশেক আমার মতই তোমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রোজী। ওর মহত্বের তুলনা হয় না।

—তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো ফ্রান্স্। কারাশেক অন্তরংগ গলায় অনুরোধ জানালো।—তোমাকে ছাড়া প্রাগের রাত্রিদিন আমার কাছে বিস্বাদ লাগবে।

—জানি। ফ্রান্স্ ওকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলো। —চলো, আজ আমরা তিনজনে মিলিত ভাবে শপথ বাক্য উচ্চারণ করি—চেকোস্লোভাকিয়ার নতুন সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ, ডুবচেক জিন্দাবাদ।

তিনজনে একসংগে শপথবাণী উচ্চারণ করে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

রোজী একটু একটু করে সব গুছিয়ে দিল। ফ্রান্সকে প্রায় কিছুই করতে দিল না। দু'জনের প্রয়োজনমত খাবারও নিজেই তৈরী করলো। ফ্রান্স্ বসে বসে সব দেখতে লাগলো, ওর ঠোঁটের কোণে শান্তির হাসি চক্চক্ করছিল।

—এবার আমাকে যেতে হবে। সব শেষ করে রোজী বললো।—তোমার প্লেন ত কাল সকালেই ?

—হ্যাঁ। আর একটু বসো। এখনও তেমন রাত হয়নি।

—ফ্রান্স্। রোজী ভারী গলায় বললো।

—রোজী। ফ্রান্স্ এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলো।

—ফ্রান্স্, এসো আমরা শান্তির সনদে সই করি।

ফ্রান্স্ আবিষ্ট চোখে ওকে দেখতে লাগলো।

—২০শে আগষ্টের রাত্রে তোমার হাত ছেড়ে আমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। রোজী ধীরগলায় বলতে লাগলো।—আমি ভেবেছিলাম আমি আর ফিরবো না। কারাশেকও আমার সংগে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিনি, বুঝতে পেরেছি সেই প্রাণের অধিকার কখন তোমার হাতে আমি তুলে দিয়েছি ফ্রান্স্। তোমার কাছে বারবার ফিরে আসতে চেয়েছি কিন্তু তুমি তখন অনেকদূরে সরে গিয়েছো। আজ অনেক কষ্টে সমস্ত স্থানকালের পরিধি অতিক্রম করে আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি ফ্রান্স্।

কিন্তু শান্তির সময় কি এসেছে রোজী? ফ্রান্‌স্‌ নিবিড় গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ এসেছে। আমাদের দু'জনের মনের উপকূলে, আমাদের আত্মার মধ্যে সেই শান্তির অমৃতবাণী আমি শুনতে পেয়েছি ফ্রান্‌স্‌।

—রোজী। ফ্রান্‌স্‌ রোজীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে বললো। —চেকোশ্লোভাকিয়া আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। তুমি সেদিন মরতে পারোনি, আমিও পারিনি; হয়তো দু'জনে একসংগে, একই সত্যের সাধনায়, একই আদর্শের রূপায়নে, আমাদের মিলিত জীবন উৎসর্গ করবো বলেই। এসো সেই মহৎ মৃত্যুর জন্য আমরা প্রতীক্ষা করে থাকি।

আসন্ন প্রকাশ

শৌনক গুপ্তের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ

হো চি মিন

আশ্চর্য মানুষ এই হো চি মিন—নিজের জীবদ্দশাতেই যিনি প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। তাঁর জীবন অবিশ্বাস্য, বহুবিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হো এমন একজন কম্যুনিষ্ট যাঁর চরিত্র আদর্শ বোধে দৃঢ়, গেরিলার সংযম ও লৌহ কঠিন মানসিকতা নিয়ে যিনি বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে উনি স্থিতপ্রাজ্ঞ, কবি, হাস্যরসিক, সত্যসুন্দরের পূজারী। তাঁর অসীম সাহস ও অসাধারণ ধীশক্তি, তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব, আদর্শ বোধের জন্য তাঁর গভীর নিষ্ঠা, তাঁকে চিরকাল সাধারণ মানুষের চোখে রহস্যময় করে রেখেছে। তিনি শুধু একটা স্বাধীন জাতির জনক নন, তিনি সুস্থ সবল ও সুন্দর সমাজমানসের ভবিষ্যৎ।

তিনি একটা জাতিকে পুনরুজ্জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন, একটা রাষ্ট্রকে রূপায়িত করেছেন এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দু'দুটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপনিবেশবাদের কবর রচনা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান্ত্রিক ক্ষমতার সীমারেখাকে পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় রহিত।

এই মানুষের রহস্যঘেরা জীবনের সংগে আমাদের সঠিক পরিচয় তাই প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখেনা।